দি রিটার্ন অব শার্লক হোমস

তিন ছাত্রের অভিযান

কয়েকটা ঘটনার জন্যে একবার শার্লক হোমসকে আর ওয়াটসনকে দেশের এক মস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে ১৮৯৫ খ্রি. কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল। সেখানের ঘটনাটা ছিল সামান্যই কিন্তু তা থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা না বলাই ভালো এবং এমন কিছু প্রকাশ করতে চান না ওয়াটসন যাতে ঘটনাবলি কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা কোনো বিশেষ মানুষের ব্যাপারে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারবে।

হোমস তখন এক নিকটবর্তী লাইব্রেরির সাজানো বাড়িতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের সঙ্গে গবেষণার কাজ করছিলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীনকালের ইংল্যান্ডের সনদ। এখানেই এক সন্ধ্যায় এক পরিচিত ভদ্রলোক, মি. হিলটন সোম্‌স্‌ হোমসদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মি. হিলটন নার্ভাস, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। একটু অস্থির প্রকৃতির বলেই ওয়াটসন তাঁকে জানতেন। কিন্তু সেদিন উত্তেজনার বশে নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না, বোঝা গেল নিশ্চয়ই বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু ঘটেছে।

মি. হিলটন তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হোমসকে বললেন—সেন্ট লিউকে একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে। আপনাকে একটু সময় দিতে হবে।

হোমস বললেন—এই মুহূর্তে আমি সাংঘাতিক একটা কাজে ব্যস্ত আছি। আপনি বরং পুলিশে খবর দিন।

হিলটন বললেন—না না, তা একেবারেই সম্ভব নয়। আইনের সাহায্য একবার নিলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। এ হল সেই ধরনের একটা কেলেঙ্কারী, কলেজের সুনামের খাতিরে যার লোকসমাজে প্রকাশ একেবারেই চলে না। আপনার কর্মকুশলতা আর বিচারবুদ্ধির কথা সকলেই জানে, তাই এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করা পৃথিবীতে একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব। তাই আপনাকে আমার সবিনয় অনুরোধ যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

তখন অপ্রসন্নভাবে ঘাড় নেড়ে রাজি হলেন হোমস। আর মি. হিলটন উত্তেজনার অতিশয্যে তাড়াহুড়ো করে তার কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন—প্রথমেই আপনাকে বলি মি. হোমস, আমাদের ফোর্টেস্ক বৃত্তি পরীক্ষার কালই প্রথম দিন এবং আমি হলাম অন্যতম পরীক্ষক। আমার বিষয় হল গ্রিক। প্রথম দিনকার একটা প্রশ্ন হল গ্রিক থেকে অনুবাদের এক দীর্ঘ নিবন্ধ, যা পাঠ্য পুস্তকের বহির্ভূত। নিবন্ধটা প্রশ্নপত্রে মুদ্রিত, এবং সেটার জন্যে যদি কোনো ছাত্র আগে থাকতেই তৈরি থাকে তাহলে তার বিশেষ সুবিধা এবং এই কারণেই প্রশ্নটি প্রচুর গোপনীয়তার সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। আজ বেলা তিনটা নাগাদ ছাপাখানা থেকে প্রুফ আসে। প্রশ্নটা হল—থুকিডাইডিসের এক অধ্যায়ের অর্ধেকটা। সাবধানে আমাকে সেটা দেখতে হচ্ছিল, কারণ কোনোরকম ভুল থাকা চলবে না। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেও আমার প্রুফ দেখা শেষ হল না। আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে চা খাওয়ার কথা ছিল, গেলাম সেখানে, প্রুফটা ডেস্কের ওপর রেখে। নিচে আসতে এক ঘন্টারও একটু বেশি সময় লেগেছিল।

আপনি জানেন, মি. হোমস আমাদের কলেজের ঘরগুলোর দুটো করে দরোজা থাকে। ভিতরেরটা পশমি কাপড়ের, আর বাইরেরটা ভারি শক্ত কাঠের। বাইরের দরোজার সামনে যেতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে একটা চাবি সেখানে লাগানো আছে। পলকের জন্যে মনে হল হয়তো আমিই চাবিটা ওখানে রেখে দিয়ে থাকব কিন্তু পকেটে অনুভব করে দেখলাম, না, সেটা যথাস্থানেই রয়েছে। এর একমাত্র ডুপ্লিকেটের চাবিটা ছিল আমার চাকর ব্যানিস্টারের কাছে। দশ বছর সে আমার কাছে আছে। সে নিঃসন্দেহে অতি সৎলোক। দরোজার চাবিটা তারই বটে, সে আমার ঘরে এসেছিল জানতে আমি চা খাবো কিনা, আর বেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো চাবিটা দরোজায় লাগিয়ে চলে গেছে। আমি বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে বেরিয়ে যাবার পরে পরেই হয়তো সে এসে থাকবে। অন্য যে কোনো সময় তার এই কাজটা আদৌ মারাত্মক হতো না, আজ কিন্তু তার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়াল।

টেবিলের দিকে চোখ পড়ামাত্র বোঝা গেল কেউ এসেছিল। কারণ কাগজগুলো সব

এলোমেলো করা হয়েছে। প্রুফ ছিল তিনটে লম্বা সরু কাগজে, একত্রে, কিন্তু তখন দেখলাম একটা মেঝেয় পড়ে আছে, একটা জানলার কাছে টেবিলের ওপর, আর একটা যেখানে রেখেছিলাম সেইখানেই।

এই প্রথম হোমস একটু নড়াচড়া করে বসলেন। বললেন—মানে, বলছেন প্রথমটা মেঝেয়, দ্বিতীয় জানলার কাছে আর তৃতীয়টা, যেখানে সেটা রেখেছিলেন তাই তো?

ঠিক তাই মি. হোমস। কিন্তু জানি না কী আশ্চর্য উপায়ে আপনি তা জানতে পারলেন।

হোমস বললেন—খুবই আকর্ষণীয় আপনার কাহিনী, বলে যান, শুনি।

মি. হিলটন পুনরায় বলতে শুরু করলেন পলকের জন্যে আমার মনে হল নিশ্চয়ই হয়তো ব্যানিস্টার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আমার কাগজগুলো পরীক্ষা করেছে, কিন্তু যে রকম জোরের সঙ্গে সে অস্বীকার করল তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না যে সে সত্যি কথাই বলছে। আর যা সম্ভব হতে পারে তা হল, যেতে যেতে কেউ চাবিটা ওখানে দেখতে পেয়েছে এবং আমি নেই জানতে পেরে এসে কাগজগুলো দেখেছে। অনেক টাকার মামলা এ, কারণ বৃত্তিটা মূল্যবান এবং কোনো অসৎ ছাত্রের পক্ষে সতীর্থদের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে এই সুযোগ খানিকটা ঝুঁকি নেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। ঘটনায় ব্যানিস্টার অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে, এবং যখন বুঝতে পারে যে নিঃসন্দেহে কাগজগুলোয় হাত দেয়া হয়েছে, সে তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। একটুখানি ব্র্যান্ডি খাওয়াতে সে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল আর আমি খুব যত্ন করে ঘরটায় পরীক্ষার ব্যস্ত হলাম। বুঝতে দেরি হল না যে, তালগোল-পাকানো কাগজগুলো ছাড়াও তার উপস্থিতির অন্য চিহ্নও সে রেখে গেছে। জানলার কাছের টেবিলের ওপর পেন্সিল কাটার অনেকগুলো টুকরো পড়ে আছে। একটা শিসের ভাঙা টুকরোও পড়ে আছে সেখানে। বোঝাই যাচ্ছে শয়তানটা খুব তাড়াতাড়ি নকল করছিল, যার ফলে শিশটা ভেঙে যায় আর তাই আবার তাকে পেন্সিলটা বাড়াতে হয়েছিল।

হোমস বললেন—বাঃ বাঃ চমৎকার।

হিলটন বলে চললেন—আমার একটা নতুন লেখার টেবিল আছে তার ওপরটা লাল চামড়ার। টেবিলের ওপরটা ছিল মসৃন ও পরিষ্কার। কিন্তু তখন লক্ষ্য করলাম, তার ওপরে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা পরিষ্কার কাটা দাগ রয়েছে। দাগটা আঁচড়ানোর দাগের মতো নয়। তারপর অন্য টেবিলের ওপর একটা ছোট ময়দার বা মাটির গোলা আর কাঠের গুঁড়োর মতো কি বস্তু এখানে ওখানে লেগে আছে। কোনো সন্দেহই নেই যে, এসব চিহ্ন সেই-ই করে গেছে যে কাগজপত্রগুলো তছনছ করেছে। এমন কোনো পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় নি যা থেকে অপরাধীকে সনাক্ত করা যেতে পারে। আমি ভেবে কূল কিনারা করতে পারলাম না। হঠাৎ একটা ভালো মতলব আমার মাথায় এল—মনে পড়ল আপনি আমাদের শহরে এসেছেন, তাই সরাসরি আপনার কাছে চলে এলাম তদন্তের ভার আপনার ওপর দিতে। আপনি আমায় সাহায্য করুন মি. হোমস! বুঝতেই পারছেন আমি কেমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি। হয় আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে, নয়তো পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে যতোদিন না নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে। এবং এরকম ব্যবস্থা করতে গেলে তার জন্যে তো জবাবদিহি করতে হবে, আর তার মানেই এক কলঙ্ক রটবে চারিদিকে। সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী, যার ফলে শুধু কলেজটার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরেও প্রতিক্রিয়া হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই ব্যাপারটা মীমাংসা হোক বিবেচনার সঙ্গে আর লোক জানাজানি না হয়ে।

হোমস এতোক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিলেন, বললেন—খুশি মনেই আমি আপনার মামলা হাতে নিচ্ছি, সাধ্যমত সাহায্য করব। উঠে পড়ে ওভার কোটটা পরতে পরতে হোমস বললেন, মামলাটার মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই এমন কথা বলাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, প্রশ্নপত্রগুলো আপনার কাছে আসার পর কি কেউ আপনার ঘরে এসেছিল?

হিলটন বললেন—হ্যাঁ, কিশোর দৌলত রাস এসেছিল। সে এক ভারতীয় ছাত্র, পরীক্ষা সম্বন্ধে দুই একটা কথা জানতে এসেছিল।

এই পরীক্ষাই কী সে দেবে?

হ্যাঁ।

আর সেই প্রশ্নপত্রগুলো তখন আপনার টেবিলের ওপরেই ছিল?

হ্যাঁ, তবে যতোদূর মনে হয়, পাকানো অবস্থায় ছিল তখন।

কিন্তু, তবুও ওটাকে প্রুফ্ বলে চেনা যাচ্ছিল তো?

হ্যাঁ, তা হয়তো যাচ্ছিল।

সে ছাড়া আর কেউ কি এসেছিল?

না, ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ জানত না।

আপনার ভৃত্য, ব্যানিস্টার কী জানত?

না, নিশ্চয়ই না। কেউ জানত না।

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন—ব্যানিস্টার কোথায়?

হিলটন বললেন—বেচারা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যখন আমি তড়িঘড়ি বেরিয়ে আপনার কাছে আসি দেখে এসেছি তখনো সে চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিল।

হোমস এবার প্রশ্ন করলেন—আপনি কি দরোজা খুলে রেখেই নিচে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন?

হিলটন বললেন—তার আগে কাগজগুলো চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম।

হোমস তখন চেয়ারে আবার একটু নড়াচড়া করে নিয়ে বললেন—মি. হিলটন, ভারতীয় ছাত্রটি যদি কাগজগুলোকে প্রশ্নপত্রের প্রুফ বলে না মনে করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এখনই কেউ কাগজগুলোয় হাত দিয়েছিল যে হঠাৎই সে ওগুলো দেখতে পায়, ওগুলো কী তা ঠিক আন্দাজ করতে না পেরেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

রহস্যজনক হাসি হাসলেন হোমস। বললেন, বেশ দেখেই আসা যাক তাহলে। এ তোমার এলাকার মামলা নয় ওয়াটসন, কারণ ব্যাপারটা শারীরিক নয় মানসিক। তবে চাও তো সঙ্গে আসতে পার।

হোমসরা কলেজটির শ্যাওলা ধরা উঠোন পেরিয়ে, গথিক ধরনের খিলানওয়ালা দরোজাটা খুলতেই দেখা গেল, ক্ষয় হয়ে যাওয়া একসার পাথরের সিঁড়ি। শিক্ষকটির ঘর নিচের তলায়। ঘটনাস্থলে যখন হোমসরা পৌঁছোলেন তখন গোধূলী নেমে এসেছে। একটু থমকে দাঁড়ালেন হোমস। তারপর মনোযোগের সঙ্গে জানলাটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। এগিয়ে গেলেন কাছে, তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন।

হিলটন মাঝপথে হঠাৎ বললেন—নিশ্চয়ই সে দরোজাটা দিয়ে ঢুকেছিল, কারণ এছাড়া আর ঢোকবার উপায় নেই কেবল শার্সির ফাঁক দিয়ে ছাড়া।

হোমস মুচকী হেসে, হিলটনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ও, তাই নাকি? বেশ, আর যখন কিছু এখানে দরকার নেই তাহলে এখন ভিতরে যাওয়া যাক্।

বাইরের দরোজাটা চাবি দিয়ে খুলে অধ্যাপক হিলটন হোমসদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। প্রবেশ পথের সামনেই ওয়াটসন ও হিলটন দাঁড়িয়ে রইলেন। হোমস কার্পেটটা পরীক্ষা করছিলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকবার পর বললেন,—আচ্ছা, আপনার ভৃত্যটি এতোক্ষণে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি তো তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন—কোন্ চেয়ার সেটা?

অধ্যাপক বললেন—ওই জানলার কারে চেয়ারটায়।

হোমস এবার বললেন—ও, এই ছোট টেবিলটার কাছের চেয়ারটায়! আচ্ছা, এবার আপনি আসুন, কার্পেটটা যা দেখার দেখা হয়েছে।

এবার পরীক্ষা করা যাক ছোট টেবিলটা। অবশ্য ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। লোকটি প্রবেশ করে, তারপর মাঝের টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নেয় একটা একটা করে, তারপর সেগুলো নিয়ে জানলার কাছের টেবিলটায় যায়, কারণ সেখানে বসলে সে আপনার বারান্দা দিয়ে আসা দেখতে পাবে এবং তখন পালাবার সুযোগ পাবে।

হিলটন বললেন—তা কী করে সম্ভব! আমি যে ঢুকেছিলাম পাশের দরোজা দিয়ে।

হোমস বললেন—তাই তো। তা বেশ বেশ! আচ্ছা দেখি তো প্রুফ তিনটে? হুঁ, কোনো আঙুলের ছাপ নেই তো! ধরা যাক এ প্রথমে এইটে নিয়ে নকল করে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখলেও এর জন্যে কতো সময় লাগতে পারে? মিনিট পনেরোর কম নয় নিশ্চয়ই? আবার এটা ফেলে দিয়ে পরেরটা ধরে। সেইটেই মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন সে পৌঁছে, এমন সময় আপনি ফিরে আসায় তাকে খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হয়—এতো তাড়াতাড়ি, যে কাগজগুলো ঠিক জায়গায় রেখে দেবারও সময় ছিল না—যে জন্যে আপনি বুঝতে পারলেন যে কাগজগুলোয় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আচ্ছা, ঘরে ঢোকবার সময় দ্রুত পায়ের চলে যাওয়ার শব্দ পান নি?

হিলটন বললেন—কই না তো!

হোমস মন্তব্য করলেন-এতো তাড়াতাড়ি তাকে লিখতে হচ্ছিল যে পেন্সিলের শিসই ভেঙে গেল। দেখছেনই তো তাই আবার শিস্ বাড়াতে হয়েছিল। ব্যাপারটা কৌতূহল জাগায়, ওয়াটসন। আর পেন্সিলটা সাধারণ পেন্সিল নয়, প্রায় সাধারণ পেন্সিলের মাপের নরম শিস্‌ওয়ালা পেন্সিল, ঘন নীল রঙের। পেন্সিলের যেটুকু ছিল তা মাত্র দেড় ইঞ্চির মতো। এহেন একটা পেন্সিলের সন্ধান পেয়ে গেলেই তাহলেই অপরাধীকে পাওয়া যাবে। আর একটা কথা মনে হচ্ছে, অপরাধীর একটা ভোঁতা ছুরিও আছে!

মি. হিলটন এতো সব বিশ্লেষণে দিশাহার মতো হয়ে পড়লেন। বললেন, আর সব যুক্তি না হয় বুঝলাম, কিন্তু পেন্সিলের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারটা।

একটা ছোট কাঠের টুকরো হোমস তুলে ধরলেন-তাতে N.N. এই অক্ষর দুটো রয়েছে। আর তারপর খানিকটা কাঠ। বললেন, দেখছেন তো?

না, এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওয়াটসন, সবসময়েই আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি। অন্যেরাও আছে। এই N.N. কী হতে পারে? এ হল একটা কথার শেষ।

আমরা জানি পেন্সিল যারা তৈরি করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম জোহান ফেবারের। সুতরাং এটা কি স্পষ্ট নয় যে, এই জোহান কথাটার পরে যতোটুকু জায়গা আছে পেন্সিলটা ততোটুকুতেই দাঁড়িয়েছে? ছোট টেবিলটা হোমস এমনভাবে রাখলেন যাতে ইলেকট্রিক আলোটা তির্যকভাবে সেটার ওপর পড়ে। তারপর বললেন—আশা করেছিলাম কাগজটা যদি বিশেষ পাতলা হয় তাহলে লেখার দাগ টেবিলের মসৃণ উপরিভাগটার ওপর পড়তে পারে, কিন্তু তা পড়ে নি। আর কিছু জানবার নেই, এবার দেখা যাক্ মাঝের টেবিলটা। এই যে ছোট জিনিসটা, এটাকেই আপনি কালো বস্তু বলে উল্লেখ করেছিলেন। দেখছি খানিকটা পিরামিডের আকৃতির, আর মাঝখানটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। আর এই যে কাটার দাগ,—রীতিমতো চিড় খেয়ে গেছে দেখছি। প্রথমটা সামান্য আঁচড়ের মতো, শেষপর্যন্ত অনেক গভীর হয়ে বসেছে। এমন একটা মামলায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, মি. হিলটন।

আচ্ছা, ওই দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

হিলটন বললেন—ওটা দিয়ে আমি শোবার ঘরে যাই। হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—এই ব্যাপারের পর কি আপনি ওখানে গেছিলেন?

না, সোজা আপনার কাছেই গেছিলাম।

ওয়াটসন একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরটা দেখলেন। কী চমৎকার! সেকেলের ধরনের ঘরটা। একটু দেরি করুন, মেঝেটা আগে পরীক্ষা করে দেখি তারপর আসবেন। না, কিছুই তো দেখছি না, আচ্ছা, এই পর্দাটা এটার ওদিকে আপনি জামাকাপড় রাখেন। কাউকে যদি বাধ্য হয়ে লুকোতে হয় তো ওখানেই যাবে সে। কারণ ঘরটা বেজায় নিচু, আর আনলাটা বেজায় সরু। নিশ্চয়ই কেউ নেই ওখানে?

হোমস যখন পর্দাটা সরালেন, তাঁর হাবভাবের মধ্যে খানিকটা শক্ত ভাব লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছিল জরুরি কোনো কিছু তিনি ওখানে আশা করেছিলেন। সেখানে তিন চারটে

পোষাক ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। পোষাকগুলি লম্বা একটা রডে ঝোলানো ছিল। সেখানে বারবার কি যেন খুঁজছিলেন হোমস। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বিস্মিত স্বরে বললেন—আরে এটা কী? জিনিসটা ছিল পিরামিড আকারের একটা কালো বস্তু, অবিকল টেবিলের ওপরের সেইটার মতো। ইলেক্‌ট্রিক বাতির সামনে হোমস সেটা হাতের চেটোর ওপর ধরলেন। মি. হিলটন, আপনার আগন্তুক যেমন আপনার বসার ঘরে যেমন, ঠিক তেমনই সূত্র রেখে গেছেন আপনার শোবার ঘরেও!

হিলটন বললেন—সেটা তার কী দরকার হয়েছিল?

হোমস বললেন—সেটা তো খুবই স্পষ্ট। যেদিক দিয়ে আপনি আসবেন, ভেবেছিল, সেদিক থেকে না আসায় সে আগে থেকে সাবধান হতে পারে নি। টেরই পায় নি যতোক্ষণ না আপনি একেবারে দরোজার কাছে না পৌঁছেছেন। তখন আর উপায় না দেখে, যেগুলোর জন্যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সেগুলো হাতে তুলেই সে তাড়াতাড়ি আপনার শোবার ঘরে চলে গিয়ে আত্মগোপন করে।

হায় ঈশ্বর! হিলটন বললেন—তাহলে কি আপনি বলতে চান যে যতোক্ষণ আমি ব্যানিস্টারের সঙ্গে এই ঘরে কথা বলছিলাম ততোক্ষণ সে ওখানে বন্দি হয়েই ছিল? যদি তা জানতে পারতাম কিন্তু আরো তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনি হয়তো আমার শোবার ঘরের জানালাটা পরীক্ষা করে দেখেন নি মি. হোমস। জাফরি কাটা তার পাল্লাগুলো, ফ্রেম শিসের। আলাদা আলাদা তিনটে জানালা, সেগুলোর একটা কব্জা আছে, কোনো মানুষের পক্ষে সেখান দিয়ে গলে যাওয়া সম্ভব। সেখান থেকে বারান্দার একটা কোন্ চোখে পড়ে এবং কোনো কোনো জায়গা চোখে পড়ে না। হয়তো সে এইখান দিয়ে প্রবেশ করেছে আর শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় নিদর্শন রেখে গেছে। আর দরোজাটা খোলা পেয়ে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অধৈর্য হয়ে হোমস মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ, কাজের কথায় এবার আসুন। আপনি একটু আগেই বললেন—তিনটি ছাত্র এই সিঁড়ি ব্যবহার করে আর আপনার ঘরের সামনে দিয়েই যাতায়াত করে। তাই তো?

হ্যাঁ।

এবং তারা তিনজনই এই পরীক্ষা দিচ্ছে। অতএব এই তিনজনের মধ্যে কি একজনকে সন্দেহ করা যেতে পারে?

মি. হিলটন ইতস্তত করতে করতে বললেন—বড় অস্বস্তিতে ফেললেন প্রশ্নটা করে। যেখানে প্রমাণ বলতে কিছু নেই সেখানে সন্দেহ করাটা কি উচিত?

হোমস বললেন—আরে শুনিই না, সন্দেহের কথাটা। প্রমাণের সন্ধান পরে করা যাবে।

হিলটন বললেন—বেশ, এই তিনটি ছাত্রের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলছি। দোতলায় থাকে গিলক্রিস্ট। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো, খেলোয়াড় হিসেবেও। কলেজের টিমে ক্রিকেট খেলে এবং হার্ডলস্ রেসে আর লংজ্যাম্পে কলেজ ব্লু পেয়েছে। চমৎকার পুরুষালি চেহারা তার। তার বাবা ছিলেন কুখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রিষ্ট, রেসের মাঠে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান। ছেলেটিকে খুবই অর্থকষ্টে ফেলে তিনি মারা যান। কিন্তু ছেলেটি খুবই খাটিয়ে, আশা করা যায় একদিন সে উন্নতি করবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

তিনতলায় থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলত রাস। ছেলেটি একটু চাপা, তার মনের কথা বোঝা শক্ত। লেখাপড়ায় সে ঠিক পাল্লা দিয়েই চলে কিন্তু গ্রিকে সে খুব কাঁচা। ছেলেটি স্থিতধী, বুদ্ধিমান ও শান্ত, গুছিয়ে কাজ করে।

আর উপরতলায় থাকে মাইকেল ম্যাক্লারেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে। যখন পড়াশুনোয় মন দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্রের পরিচয় দেয় সে। কিন্তু তাহলে হবে কি। ছেলেটা খামখেয়ালী ও এলোমেলো স্বভাবে। কেবলি ফাঁকি দিয়ে এসেছে—এই পরীক্ষাটাকে তার ভয় হবার কথা।

হোমস বললেন—তাহলে কী আপনার সন্দেহ তারই ওপর পড়ে?

হিলটন বললেন ঠিক অমন কথা বলতে আমার সংকোচ হয় মি. হোমস। তবে, এই তিন জনের মধ্যে বলতে গেলে এ হেন কাজ যদি কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে তো সেও।

বেশ, এবার মি. হিলটন, আপনার ভৃত্য ব্যানিস্টারের সঙ্গে একটু দেখা করব। লোকটি বেঁটেখাটো-তার মুখ সাদা, দাড়ি গোঁফ কামানো, বয়স পঞ্চাশ। এখানকার শান্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে এই আকস্মিক আলোড়ন তখনো সে সামলে উঠতে পারে নি। তার পুরুষ্ট মুখে নার্ভাস মনের পরিচয়। আঙুলগুলোর মধ্যেও অস্থিরতা। তার মনিব বললেন—এই বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আমরা তদন্ত করছি ব্যানিস্টার।

হোমস বললেন—তুমি তো চাবিটা দরোজাতেই রেখে চলে গেছিলে? তাই না? আজ্ঞে হ্যাঁ, ভৃত্যটির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

হোমস বললেন—ঠিক যে দিন কাগজগুলো আসে সে দিনই এমন একটা ভুল হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?

আজ্ঞে ভারি দুঃখের ব্যাপার। তবে আমার আরো দুই একবার এমন হয়েছে। ভৃত্যটি কাঁচুমাচু মুখে বলল।

হোমস পুনরায় বললেন—কয়টার সময় তুমি এই ঘরে এসেছিলে?

বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময়। ওই সময় আমার মনিব চা খেয়ে থাকেন। যখন দেখলাম আমার মনিব নেই, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসি তখন।

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন—টেবিলের ওপর ওই কাগজগুলো তুমি দেখেছিলে?

আজ্ঞে না, একেবারেই না—ভৃত্যটি থতমত খেয়ে বলল। চাবিটা তুমি কী মনে করে ওখানে রেখে এসেছিলে?

আজ্ঞে আমার হাতে চায়ের ট্রে ছিল। গিয়েছিলাম ফিরে এসে চাবিটা নিয়ে যাবো বলে। কিন্তু তারপর ভুলে যাই।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন-বাইরের দরোজাটায় কি কোনো স্প্রিং আছে? আজ্ঞে না। ভৃত্যটি বলল।

দরোজাটা কী তাহলে সমস্ত সময়ই খোলা ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মি. হিলটন ফিরে এসে তোমাকে ডাকেন, তুমি তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলে তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এতো বছর আমি এখানে আছি, এমন একটা ব্যাপার আর এখনো হয়নি। আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, সেইরকমই তো শুনলাম। তা শরীর যখন খারাপ লাগছিল তখন কোথায় ছিলে?

কেন, এখানে, এই ঘরেই তা। ভৃত্যটি আমৃতা আমৃতা করে বলল।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কারণ তুমি বসেছিলে ওই কোনের চেয়ারটায়। তা এই চেয়ারগুলো পার হয়ে ওখানে গিয়ে বসেছিলে কেন?

আজ্ঞে তা বলতে পারি না। কোথায় বসছি তাতে আর কী যায় আসে স্যার।

হিলটন বললেন—মনে হয় না, মি. হোমস ও এ বিষয়ে এর বেশি আর কিছু ও বলতে পারবে। ওর মুখ চোখ তখন মড়ার মতো হয়ে উঠেছিল।

মনিব চলে যাবার পর তুমি এখানে থেকে ছিলে? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

ভৃত্যটি বলল—মাত্র দুই এক মিনিটের জন্যে। তারপর দরোজায় চাবি দিয়ে আমার ঘরে চলে যাই।

কাকে তোমার সন্দেহ হয়? হোমস তীক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করলেন। আজ্ঞে আমি তা সাহস করে বলতে পারব না। আমি চাকর বাকর মানুষ। আমার মনে হয় না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজনও থাকতে পারে যে এমন অন্যায় কাজ করতে পারে। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না

স্যার।

ঠিক আছে ধন্যবাদ, হোমস বললেন—আচ্ছা আর একটা কথা। ওই যে তিনজন ছাত্রের তুমি কাজ করো, ওদের কারো কাছে এ ব্যাপারটা বল নি তো?

আজ্ঞে না, একটি কথাও না। ভৃত্যটি সহজ ভাবেই বলল।

ওদের কারো সঙ্গে দেখাও করো নি কেমন? তাই তো?

আজ্ঞে না, ভৃত্যটি বললেন।

ঠিক আছে, মি. হিলটন এরপর আমরা বারান্দাটা একটু ঘুরে আসি, চলুন—আর হ্যাঁ, আপনার তিনটে পাখিই তো যে যার বাসায় এখন, তাই না, হোমস বললেন উপর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একি, ওদের মধ্যে একজন যে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে দেখছি! আরে ভারতীয় ছাত্রটিকে দেখা যাচ্ছে সে ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারী করছে। হোমস বললেন, ওদের প্রত্যেকের ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখতে চাই। সেটা কি সম্ভব মি. হিলটন?

হিলটন বললেন—না, না অসুবিধের কী আছে? চলুন চলুন, আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওগুলো কলেজের সবচেয়ে পুরোনো ঘর। দর্শনার্থীরা এসেই থাকেন এদিকে।

গিলক্রিস্টের ঘরে কড়া নাড়ার সময় হোমস ফিস্‌ফিস করে হিলটনকে বললেন,—কিন্তু পরিচয়টা দেবেন না দয়া করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি লম্বা, শন রংয়ের ছিপছিপে তরুণ দরোজা খুলে হোমসদের স্বাগত জানাল যখন শুনল কেন আমরা এসেছি। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অদ্ভুত কয়েকটা গৃহস্থালি সামগ্রী সেখানে। এবং সেগুলোর একটা হোমসকে এমনই আকর্ষণ করল যে তাঁর খুব ইচ্ছে হল সেটা তাঁর নোটবুকে এঁকে নেন। হঠাৎ পেন্সিলের শিস ভেঙে গেল, তখন ছেলেটির কাছ থেকে তার পেন্সিলটা চেয়ে নিলেন। আর তারপর একটা ছুরি চেয়ে নিলেন, নিজের পেন্সিলটা বাড়িয়ে নেবার জন্যে। সেই একটা ব্যাপার ঘটল তারতীয় ছাত্রটির ঘরে ছেলেটি ছোটোখাটো তবে নাকটা উঁচু। চাপা স্বভাবের। বাঁকা চোখে সে ওয়াটসনের দিকেও তাকাচ্ছিল। হোম্‌সের স্থাপত্য-বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা যখন শেষ হল, বোঝা গেল খুশি হয়েছে সে। মনে হল না এই ক্ষেত্রেও হোমস কোনো সূত্র পেয়েছেন। কিন্তু তৃতীয়বার ওয়াটসনদের চেষ্টা ব্যর্থ হল! শব্দ করলেও দরোজাটা খুলল না, কেবল কিছু গালাগাল ছাড়া আর কিছুই সে ঘর থেকে শোনা গেল না। না, যেই-ই হও তোমরা, আমি কেয়ার করি না, গোল্লায় যাও তুমি! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল। কাল পরীক্ষা যেই-ই আসুক আমি সাড়া দেব না। ভারি রুক্ষ ছেলেটি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগে জ্বলে উঠে মি. হিলটন বলে উঠলেন, অবশ্য ও বুঝতে পারে নি যে হোমস দরোজায় শব্দ করেছে, কিন্তু তাহলেও ব্যবহারটা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিত হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচুর সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

হোমস ভারী অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন—বলতে পারেন ওর উচ্চতা কতো?

হিলটন বললেন—ঠিক বলতে পারবো না মি. হোমস। তবে, ও ভারতীয়টির থেকে লম্বা আর গিলক্রিস্টের থেকে খাটো। সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হবে মনে হব।

হোমস মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা মি. হিলটন বিদায়। এই কথায় মি. হিলটন বিস্ময়ে হতবাক। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। বললেন, বলেন কী মি. হোমস। এভাবে আচমকা আমাকে মাঝরাস্তায় ফেলে চলে যাবেন? আপনি পরিস্থিতির গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কাল পরীক্ষা, আজই আমাকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এভাবে ফাঁস হয়ে গেছে এ অবস্থায় তো পরীক্ষা চলতে দিতে পারি না! আমাকে ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে।

হোমস বললেন—আচ্ছা, মি. হোমস তাই-ই হবে।

হোমস যাবার সময় হিলটনকে আশ্বস্ত করে বলে গেলেন—কোনো ভাবনা নেই মি. হিলটন। নিশ্চয়ই কোনো উপায় বার করা সম্ভব হবে। এই কালো পিরামিডের মতো বস্তুটা নিয়ে যাচ্ছি, আর এই পেন্সিলের কাঠের টুকরো গুলো—বিদায়।

বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে এসে হোমসরা পুনরায় জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভারতীয় ছাত্রটি তখনো সমানে পায়চারি করে চলেছে। বাকি দুইজনকে দেখা গেল না।

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন বুঝছ ওয়াটসন? দিব্যি ছোটোখাটো একটা মামলা, তাই না? তিন তাসের খেলার মতো কী বল? ওই তিনজন, ওদেরই একজনের কার্তি এটা। আচ্ছা বলতো কে সে?

ওয়াটসন বললেন—উপরতলায় ওই গালাগালি দেওয়া ছেলেটি আর সেই-ই সবচেয়ে পড়াশুনোয় খারাপ। ভারতীয় ছাত্রটিও খুব চতুর, কেন সে সমস্তক্ষণ অমন পায়চারি করে চলেছে?

হোমস বললেন—ওটা কিছু নয়। কোনো কিছু মুখস্থ করার সময় অনেকেই ওরকম করে থাকে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ভারি অদ্ভুত চোখে সে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল—

হোমস বললেন—তুমিও তাই করতে, যদি পরীক্ষার আগের দিনে যখন এক মুহূর্ত সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান, এতোগুলো লোক তোমার ঘরে যদি ঢুকে পড়ত? ওর ব্যবহারের মধ্যে আমি কিছু দেখছি না। তাছাড়া, ওর পেন্সিল, বা ছুরি—এসবও ঠিকই আছে। কিন্তু আমার যতো খট্‌কা এই লোকটাকে নিয়ে।

কোন্ লোকটা? ওয়াটসনের প্রশ্ন। আর চাকরটাকে তো অত্যন্ত খাঁটি লোক বলেই মনে হয়।

হোমস বললেন—আমারও তাই মনে হয়। আর খটকার কারণটাও তাই। যে লোক অমন খাঁটি, কেন সে—আরে, এই তো বেশ একটা মনিহারির দোকান। এসো এখান থেকে আমরা তদন্ত শুরু করি। ওই অঞ্চলে ভালো মনিহারির দোকান বলতে ওখানে ছিল চারটি। প্রত্যেকটিতেই হোমস তাঁর পেন্সিলের কাঠের টুকরো দেখিয়ে বললেন, অবিকল অমন একটা পেন্সিলের জন্যে তিনি খুব ভালো দাম দিতে রাজি। কিন্তু সকলেই বলল ও পেন্সিলে ঠিক সাধারণ মাপের নয় যে জন্যে দোকানে রাখা হয় না, তবে অর্ডার পেলে আনিয়ে দিতে পারে! এ ব্যাপারে বিফল হয়ে কিন্তু হোমস মন খারাপ করলেন না, কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে হালকাভাবে নিলেন ব্যাপারটা। বললেন,—হল না ওয়াটসন, এইটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সূত্র তাতেই আমাদের হতাশ হতে হল। যাই হোক, ওটা বাদ দিয়েও আমরা এ মামলার নিষ্পত্তি করতে পারব। আরে কী সর্বনাশ, নয়টা যে বাজে! অথচ কর্ত্রী কড়াইশুঁটির তরকারির লোভ দেখিয়ে খুব বড় গলায় বলেছিল সাড়ে সাতটায় ডিনারে আসতে! সত্যি ওয়াটসন, তোমায় উঠে যাওয়ার নোটিশ দেবে, আর সেইসঙ্গে আমারও হবে পতন। তবে, ভরসা এই, তার আগেই আমাদের এই নার্ভাস শিক্ষকের তাঁর অসাবধানী ভৃত্যের আর এই তিনি উৎসাহী ছাত্রের রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।

সে দিন রাত্রে হোমস এই মামলা সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও করলেন না। তবে দেখা গেল রাতে ডিনার খাবার পর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। সকালবেলা আটটা নাগাদ যখন হোমস ওয়াটসনের কাছে এলেন তখন ওয়াটসনের প্রাতঃরাশ খাওয়া হয়ে গেছে।

হোমস বললেন—ওয়াটসন, সেন্ট লিউক্স যাওয়ার সময় হয়েছে। খুব অস্বস্তির মধ্যে মি. হিলটনকে থাকতে হবে। যদি না থাকি তাকে ইতিবাচক কিছু একটা বলতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন—ইতিবাচক কিছু কি তুমি পেয়েছ?

মনে তো হচ্ছে,—হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত উত্তর। হ্যাঁ, ওয়াটসন রহস্যের সমাধান আমি করেছি।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ তুমি এর মধ্যে কোথায় কী পেলে?

হোমস বললেন—আরে, শুধু শুধুই কি আমি অসময়ে ভোর ছয়টার সময় জেগে উঠেছি? এই সময়টা প্রচুর খাটতে হয়েছে। আর হাঁটতে হয়েছে অন্ততঃ পাঁচ মাইল। আর এই দেখো কী পেয়েছি। হাতটা খুলে দেখালেন হোমস। কালো পিরামিডের আকারের ওইরকম তিনটি বস্তু হোম্‌সের হাতের চেটোয়।

ওয়াটসন বললেন—আর, কাল তো দুটো পেয়েছিলে?

হ্যাঁ, আর একটা পেয়েছি আজ সকালে, হোমস বললেন—এ কথার যুক্তি তুমি নিশ্চয়ই মানবে যে, তৃতীয়টা যেখানে থেকে এসেছে প্রথম আর দ্বিতীয়টাও এসেছে সেই জায়গা থেকেই, কী বল? চল এখন গিয়ে মি. হিলটনকে তাঁর দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দেওয়া যাক্।

হিলটনের কাছে যখন হোমসরা পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল তিনি দুশ্চিন্তায় ছটফট্ করছিলেন। পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র কয়েকঘন্টা বাকি। অথচ এখনো তিনি ঠিক করতে পারেন নি ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন, না অপরাধীটিকে এই মূল্যবান বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে দেবেন। উত্তেজনায় তিনি এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত পারছিলেন না। তাই দুই হাত বাড়িয়ে দৌড়ে এলেন হোমসকে দেখা মাত্রই। বলে উঠলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসে গেছেন! ভেবেছিলাম আপনি হয়তো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন! বলুন, এখন কী করব? পরীক্ষা হবে তো ঠিক?

হোমস ছোট্ট করে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই শয়তানটা—হিলটনের ঠোঁট দাঁত চেপে রইল।

উহুঁ, সে পরীক্ষায় বসবে না—হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন।

হিলটন বললেন—জানতে পেরেছেন, সে কে?

হোমস বললেন—তাই তো মনে করি। ব্যাপারটা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে আমাদের নিজেদের হাতে খানিকটা ক্ষমতা নিতে হবে। একটা ছোটোখাটো বিচার-সভার আয়োজন করতে হবে। আপনি ওখানে বসুন মি. হিলটন। আর তুমি, ওয়াটসন, ওইখানে বসো। আর আমি বসব মাঝখানের ওই ইজিচেয়ারটায়। এখন নিশ্চয়, অপরাধী এইভাবে আমাদের দেখে তার অপরাধী বিবেক নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।

ভৃত্য ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকে বিচারসভার মতো পরিস্থিতি করে পেছিয়ে গেল একটু।

হোমস ভৃত্যটিকে বললেন—দরোজাটা বন্ধ করে দাও তো। আচ্ছা—ব্যানিস্টার, গতকালের ঘটনা সম্বন্ধে এবার সত্যি কথাটা বলে ফেল দেখি! একথায় তার মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। বলল—আজ্ঞে স্যার, আমি তো সবই বলেছি আপনাকে।

হোমস ধমকের স্বরে বললেন—আর কিছু বলার নেই তোমার?

ভৃত্যটি বলল—আজ্ঞে না, কিছুই বলার নেই।

হোমস বললেন—তাহলে আমিই কয়েকটা কথা বলি। কাল যখন তুমি ওই চেয়ারটায় বসেছিলে, তোমার কী কোনো উদ্দেশ্য ছিল তোমার শরীর দিয়ে কোনো জিনিস আড়াল করা, যা থেকে বোঝা যেতো ঘরে কে আছে?

ব্যানিস্টারের মুখটা অত্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল আজ্ঞে না, কখখোনো না।

আচ্ছা, ও একটা কথার কথা, অম্লানভাবে বললেন, হোমস, সরাসরি স্বীকার করছি এ আমি প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু তা হলেও এটা আমার কাছে সম্ভব বলেই মনে হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে মি. হিলটন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে তুমি লুকিয়ে থাকা লোকটিকে ছেড়ে দিয়েছিলে।

ব্যানিস্টার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বলল—না, স্যার কেউ লুকিয়ে ছিল না।

বড় দুঃখের কথা ব্যানিস্টার, হোমস বললেন—এ পর্যন্ত হয়তো তুমি সত্যি বলে এসেছ এবার কিন্তু মিথ্যা বললে।

বিষাদগম্ভীর একটা সুতীব্র প্রতিবাদে লোকটার মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে উঠল। বলল—না স্যার কেউ ছিল না।

হোমস বললেন—তাহলে আমি বুঝব, তুমি আমাকে কোনো খবরই দিতে চাও না। আচ্ছা, এই ঘর থেকে তুমি যাও, দাঁড়াও গিয়ে ওখানে ওই শোবার ঘরের দরোজার কাছে। আচ্ছা মি. হিলটন, আপনি যদি কষ্ট করে গিলক্রিস্টের ঘরে গিয়ে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসেন।

পরমুহূর্তেই ছাত্রটিকে নিয়ে হিলটন ফিরে এলেন সেখানে। সুন্দর পুরুষালি চেহারা, লম্বা আর ছিপছিপে আর চটপটে, চলাফেরায় চঞ্চলতার ভাব। মুখের অভিব্যক্তি প্রফুল্লতার সরলতা। উদ্বিগ্ন নীল চোখে সে তাকাল প্রত্যেকের হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল।

হোমস বললেন—দরোজাটা বন্ধ করে দাও তো! আচ্ছা গিলক্রিষ্ট, তোমার মতো এমন এক সন্ত্রান্ত, মনুষের পক্ষে কী করে কাল অমন একটা কাজ করা সম্ভব হল? বেচারা টলে গেল পেছনের দিকে, তারপর আতঙ্ক আর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ব্যানিস্টারের দিকে তাকাল।

ব্যানিস্টার তখন বলে উঠল—না স্যার, না মি. গিলক্রিষ্ট, আমি কিছুই ফাঁস করি নি, একটি কথাও না।

হোমস বললেন—না, এতোক্ষণ করো নি, বটে, কিন্তু এইমাত্র করলে, কিন্তু গিলক্রিস্ট, এখন তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই কথার পর তোমার আর পার পাবার উপায় নেই। এখন তোমার একমাত্র পথ হচ্ছে খোলাখুলি ভাবে সব স্বীকার করা।

মুহূর্তের জন্যে গিলক্রিস্ট হাত তুলে মুখের ভাব সহজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু পরমুহূর্তে টেবিলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

করুণা মিশ্রিত স্বরে হোমস তখন বললেন—ঠিক আছে ঠিক আছে। ভুল তো মানুষই করে থাকে। এবং কেউই তোমার নির্মম অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে না। হয়তো তোমার পক্ষে সহজ হবে যদি আমি তোমার মাস্টার মশাইকে ঘটনাটা পরপর বলে যাই। ভুল হলে শুধরে দেবে কেমন? ঠিক আছে কোনো উত্তর তোমাকে দিতে হবে না। শুনে যাও—লক্ষ্য করবে, কোনো ব্যাপারে তোমার প্রতি কোনো জোর করে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি কিনা।

মি. হিলটন যখনই প্রথম জানলাম যে ওগুলো আপনার কাছে আছে এ খবরটা কারও পক্ষেই, এমনকি ব্যানিস্টারের পক্ষেও জানবার কথা নয়, তখন থেকেই এ মামলা আমার কাছে স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করল।

হোমস বলে চললেন—মুদ্রাকরকে এ ক্ষেত্রে বাদ দিলাম। কারণ ইচ্ছে করলে প্রুফ দেবার আগেই সে প্রেস-এ বসে ওগুলো পরীক্ষা করতে পারতো। ভারতীয় ছাত্রটির প্রতিও সন্দেহ থাকে নি, কারণ প্রুফগুলো যখন পাকানো অবস্থায় ছিল তখন তার পক্ষে ওর স্বরূপ আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে এমনটিও চিন্তা করা টিকল না যে হঠাৎ কেউ ঠিক সেই পরীক্ষার আগের দিনই ঘরে এসে ঢুকল তার প্রশ্ন পত্রগুলো টেবিলের ওপর দেখতে পেল। সুতরাং সে সম্ভাবনাও বাতিল করে দিলাম। কারণ সেটা ছিল খুবই অসম্ভব। আর যেতে যেতে যদি কেউ টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো দেখতে পায়, তাহলে কতো লম্বা সে হতে পারে সেই হিসেব আমি তখন ছিলাম। আমি নিজে ছয় ফুট। আমার পক্ষে দেখতে হলে একটু কষ্ট করে দেখতে হয়, তার চেয়ে কম লম্বা কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি তখনই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে ওই ছাত্রদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকম লম্বা যদি কেউ থেকে থাকে তো তারই ওপর লক্ষ্য রাখা দরকার।

আমি ঘরে ঢুকে আপনার কাছে পাশের টেবিল সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলেছিলাম। মাঝের টেবিলটায় কিছুই পাওয়া গেল না। যতোক্ষণ আপনার কাছে শুনলাম যে গিলক্রিস্ট লংজ্যাম্প করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গেল। তখন কেবল দরকার ছিল এমন কয়েকটা প্রমাণের যা দিয়ে এই ধারণা সমর্থিত হবে এবং অবিলম্বেই পেলামও তা। হোমস পুনরায় একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এই রকম। তরুণ গিলক্রিস্ট বিকেলটা খেলার মাঠে কাটায়, লংজ্যাম্প অভ্যাস করবার জন্য, লাফাবার জুতোগুলো নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। মি. হিলটন আপনি জানেন যে, ওই জুতোয় অনেক গুলো করে কাঁটা থাকে আপনার জানলার সামনে দিয়ে যাবার সময় জানলার মধ্যে দিয়ে ছেলেটি টেবিলের ওপর প্রুফগুলি দেখতে পায়। এবং আন্দাজ করে ওগুলো কী। কিন্তু চাবি দরোজায় লাগানো আছে, আপনার ভৃত্যটির অসাবধানতার ফলে। হঠাৎ তার খেয়াল হল ঘরে ঢুকে—কারণ ধরা পড়লে সে বলতো যে একটা প্রশ্ন নিয়ে সে এসেছে। কিন্তু তখন সে আর লোভ সামলাতে পারল না। জুতো জোড়া টেবিলের ওপর রাখে সে। আচ্ছা, জানলার কাছের চেয়ারের ওপর তুমি কী রেখেছিলে?

গিলক্রিস্ট উত্তর করল—দস্তানা।

বিজয় গর্বে হোমস এবার তাকালেন ব্যানিস্টারের দিকে। বললেন, দস্তানাজোড়া চেয়ারের ওপর রেখে প্রুফগুলো তুলে নেয় একটার পর একটা—ভেবেছিল মাস্টারমশাই প্রধান দরোজাটা দিয়েই ঢুকবেন। এবং সেই সময় সে মাস্টারমশাইকে দেখতে পাবে। কিন্তু আপনারা তো জানেন, উনি ঢুকলেন পাশের দরোজা দিয়ে। তখন আর পালানো সম্ভব ছিল না। তখন গিলক্রিস্ট দস্তানার কথা ভুলে শুধুমাত্র জুতো জোড়া নিয়ে সবেগে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। লক্ষ্য করুন, টেবিলের ওপর যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে সেটা এক দিকে সামান্য, কিন্তু শোবার গরের দিকটায় অনেকখানি গভীর। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে জুতোজোড়া নিয়ে সেইদিকেই সে গেছিল এবং সেখানেই লুকিয়ে ছিল। জুতোর কাঁটা ঘিরে যেসব মাটি জমেছিল। তার প্রথমটা পড়ে টেবিলের ওপর, আর দ্বিতীয়টা পড়ে এখানে। আর আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে আমি লক্ষ্য করি লাফাবার জায়গাটায় কোনো এঁটেল মাটি রয়েছে। তার খানিকটা নমুনা নিলাম। সেখানে ছড়ানো ছিল কাঠের গুঁড়ো; যাতে খেলোয়াড়ের পা পিছলে না যায়, সেই কাঠের গুঁড়োরও নমুনা নিলাম একটু। কেমন, ঠিক বলছি তো গিলক্রিস্ট?

ছেলেটি টান টান হয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক, ঠিকই বলছেন।

মাস্টার মশাইটি, ছাত্রটিকে বললেন—কী আশ্চর্য, এছাড়া আর কী তোমার কিছুই বলবার নেই?

গিলক্রিস্ট বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এই লজ্জাকর ব্যাপারে আমি খুবই হতভম্ব হয়ে গেছি। স্যার, একটা চিঠি আমি আজ খুব ভোরে আপনাকে লিখেছিলাম। সারারাত আমি ঘুমোতে পারি নি স্যার। তখনো আমি জানতে পারি নি যে আমি ধরা পড়ে গেছি। এই সেই চিঠিটা, দেখুন স্যার, ওতে লিখেছিলাম—'আমি ঠিক করেছি পরীক্ষায় বসব না। রোডেশিয়ার পুলিশে আমি একটা কমিশনের কাজ পেয়েছি, এক্ষুনি আমি চলে যাচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকায়।

মি. হিলটন বললেন—শুনে খুশি হলাম যে, তুমি তোমার অসৎ কর্মের সুযোগ নিয়ে পরীক্ষায় বসছ না। কিন্তু মতলবটা পাল্টালে কেন?

এর উত্তরে গিলক্রিস্ট ব্যানিস্টারকে দেখিয়ে বলল—এই যে, ওই লোকটিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়।

হোমস বললেন—এবার বল, ব্যানিস্টার, আমি যা বলেছি তা থেকে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ যে একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব ছিল ছেলেটিকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। কারণ তুমিই ঘরে ছিলে তখন এবং ও চলে গেলে দরোজায় চাবি দিয়েছিলে। আর জানলা দিয়ে চলে যাবার ব্যাপারে বলি, ও কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। আচ্ছা, এবার কি রহস্যের শেষ সমস্যাটা প্রকাশ করবে—বলবে, কেন এমনটি করছিলে?

কারণটা খুবই সহজ যদি আপনি জানতে পারতেন। ব্যানিস্টার বলল—যতো বুদ্ধিমানই আপনি হোন না কেন, সেটা জানা আপনার পক্ষে অসম্ভব। এক সময়ে, স্যার, আমি ছিলাম এঁর বাপ স্যার জন গিলক্রিস্টের প্রধান ভৃত্য। যখন তাঁর সর্বনাশ হল, আমি চলে এলাম এই কলেজে ভৃত্যের কাজ নিয়ে। কিন্তু তাহলেও অবস্থা পড়ে গেছে বলে আমি আমার পুরোনো মনিবকে ভুলি নি, যথাসম্ভব তাঁর দেখাশুনা করেছি। কাল যখন খবরটা চাউর হওয়ার পরে আমি এই ঘরে আসি, প্রথমেই দেখি মি. গিলক্রিস্টের দস্তানা-জোড়া এখানে চেয়ারের ওপর রয়েছে। দস্তানাটা চেনা এবং তখন উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরি হল না। যদি মি. হিলটন ও দুটো দেখতে পান তাহলেই সব শেষ। তখন আমি বসে পড়লাম ওই চেয়ারটায় এবং কোনোক্রমেই ওখান থেকেই নড়বো না ঠিক করলাম যতোক্ষণ না মি. হিলটন আপনার কাছে যাচ্ছেন। তখন বেরিয়ে এলাম। আমার ছোট মনিব, বেচারা গিলক্রিস্ট, তাকে তো আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, উনি সমস্ত দোষ আমার কাছে স্বীকার করলেন। এটাই কি স্বাভাবিক নয় স্যার, যে আমি তাঁকে সাহায্য করব এবং এও কি স্বাভাবিক নয় যে এক্ষেত্রে তার বাবা বেঁচে থাকলে যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন সেইভাবেই কথা বলবার চেষ্টা করব, বুঝিয়ে দেব যে এমন একটা কাজ করে সত্যিকারের লাভ হয় না? এজন্যে কী আপনি আমায় দোষ দেবেন স্যার?

হোমস সহৃদয়ভাবে সঙ্গে বললেন—না, নিশ্চয়ই না। আচ্ছা, মি. হিলটন আমার কাজ শেষ। আপনার সমস্যার সমাধান হল তো? গিলক্রিস্টের উদ্দেশে বললেন—আশা করি রোডোশিয়ায় তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে। এখনকার মতো তোমার অবনতি হলেও। আমরা দেখতে চাই তোমার সার্বিক উন্নতি। চল, ওয়াটসন, এবার প্রাতঃরাশ খেয়ে নিতে হবে।

নরউডের স্থপতির অ্যাডভেঞ্চার

কেংসিংটনের ডাক্তারখানা বিক্রি করে ওয়াটসন তখন শার্লক হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতেন। দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল। একদিন সকালে ওয়াটসন ও শার্লক হোমস খবরের কাগজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত, ঠিক সেইসময় কে যেন বাইরের দরোজায় প্রাণপণে কলিং বেল বাজিয়েই চলেছে। তাতেও যখন কেউ দরোজা খুলছিল না, তখন দুই হাত দিয়ে দরোজার পাল্লায় সমানে আঘাত করতে থাকে আগন্তুক। দরোজা খোলা হতেই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেগে হলঘরে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উঠে আসার শব্দ শোনা গেল। আর পরমুহূর্তেই এক যুবক রক্তশূন্য মুখে হাঁফাতে হাঁফাতে সবেগে পাগলের মতো হোমসদের সামনে এসে হাজির হলেন। একে একে হোমস ও ওয়াটসনের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ করে ওঁর খেয়াল হল যে এভাবে আচমকা এসে পড়ার জন্যে একটা জবাব দিহি দরকার।

যুবকটি বললেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত মি. হোমস। কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবেন না, প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়েছি আমি। আমিই হলাম হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।

ওয়াটসন, শার্লক হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন—বন্ধুবরের কাছে, এ নাম বিশেষ অর্থবহ হয় নি।

হোমস একটা সিগেরেট মি. ম্যাকফারলেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, একটা সিগ্রেট খান, মি. ম্যাকফারলেন। যে রকম লক্ষণ দেখছি আমার মনে হয় আমার বন্ধু এই ড. ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে এমন একটা ওষুধ দিতে পারবেন যাতে আপনার এই উত্তেজনার নিবৃত্তি হতে পারে। আচ্ছা, এবার একটু নিজেকে সামলে নিয়ে বলুন তো, কেন আপনি আমার কাছে এসেছেন? যেভাবে আপনি আপনার নামটা আমাকে শোনালেন, যেন আশা করেছিলেন তাতেই আমি বুঝতে পারব বা আপনাকে চিনতে পারব। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি একজন অ্যাটর্নি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে স্থাপিত এক সম্প্রদায়ের সভ্য ও হাঁফানিতে ভোগেন। এছাড়া আর কিছুই জানি না।

ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—বন্ধুবর, ভদ্রলোকের আইন সংক্রান্ত কাগজপত্র আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা, আর অগোছালো পোষাক ইত্যাদি লক্ষ্য করে এই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ভদ্রলোক কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে হোম্‌সের দিকে। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—হ্যাঁ, মি. হোমস, যা যা আপনি বললেন, তা সবই ঠিক। এবং এই মুহূর্তে বোধহয় আমার থেকে হতভাগ্য লন্ডনে আর একজনও নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আমায় বিমুখ করবেন না! আমার কাহিনী শেষ করার আগেই যদি পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করতে আসে, তাহলে ওদের কাছে সময় চেয়ে নেবেন। সমস্ত খুলে বলবার পর আমি আনন্দের সঙ্গেই তখন আমি জেলে যাবো, কারণ জানব যে বাইরে থেকে আপনি আমার পক্ষ নিয়ে কাজ করবেন।

হোমস বললেন—গ্রেপ্তার করবে আপনাকে? বাঃ এতো ভারী চমৎকার! মানে কী অপরাধে আপনি গ্রেপ্তার হবেন বলে মনে করেন?

ভদ্রলোক বললেন—লোয়ার নরউডের মি. জোনাল ওলডেকারকে হত্যার অভিযোগে।

এই কথায় হোম্‌সের চোখে মুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠল, আর তার সঙ্গে তৃপ্তির ভাবও মেশানো ছিল। বললেন, একটু আগেই তো বন্ধু ওয়াটসনকে প্রাতরাশ খেতে খেতে বলছিলাম, কাগজে আজকাল আর রোমহর্ষক ঘটনা প্রকাশিত হয় না। হোম্‌সের হাঁটুর ওপর 'ডেইলি টেলিগ্রাফটা ঝুলছিল। কম্পিত হস্তে সেটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—কাগজটা

পড়লেই বুঝতে পারতেন আমি কী কারণে আপনার কাছে এসেছি। আমার তো মনে হচ্ছে আমার নাম আর আমার দুর্ভাগ্যের কথা এতোক্ষণে সবার মুখে মুখে ঘুরছে। তারপর মাঝখানের পাতাটা খুলে বললেন, 'এই যে, আপনি অনুমতি করলে পড়ে শোনাই মি. হোমস। শিরোনামগুলো হল 'লোয়ার নরউডে রহস্যময় ব্যাপার।' প্রখ্যাত স্থপতি নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, প্রথমে তাকে খুন ও পড়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঘটনার প্রকাশ যে, গতকাল গভীর রাতে অথবা আজকে খুব সকালে এই গুরুতর অপরাধ সংগঠিত হয়। প্রখ্যাত স্থপতি মি. জোনাল ওলডেকার বহুদিন ধরে এখানে বসবাস করে। সে ছিল অবিবাহিত। বয়স ৫২-এর মতো। ব্যবসা করে ভদ্রলোক বেশ পয়সা করেছিল। বর্তমানে সে অবসর নিলেও তার বাড়ি ডিপডিন হার্ডসের পেছনে একটা কাঠের কারখানা করেছিল।

গতকাল রাত প্রায় বারোটার সময় মি. ওলডেকারের কাঠের কারখানায় কি করে যেন আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে শুকনো কাঠের অগ্নিকুণ্ডকে সহজে তারা আয়ত্তে আনতে পারে না। ফলে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই সূত্র ধরেই পুলিশ ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছে মি. হোমস এবং সে সূত্র যে আমাকেই নির্দেশ করছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পিছু নিয়েছে আমার। দেরি করছে ওয়ারেন্টটা এসে পৌঁছায় নি বলে। এ খবরে মায়ের আমার বুক ফেটে যাবে। হাত মোচড়াতে লাগলেন ভদ্রলোক এই আশঙ্কায় মনো যন্ত্রণায়, সামনে পিছনে দুলতে লাগলেন বারবার।

হোমস কৌতুহলী দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে দেখতে লাগলেন—অপরাধী বলে পুলিশ যাঁর পিছু নিয়েছে। ভদ্রলোকের শনের রংয়ের চুল, সুন্দর আকৃতি, ভয়-পাওয়া নীল দুটি চোখ, মুখে দুর্বলতা ও সংবেদনশীলতার ছাপ। বয়স সাতাশের মতো, পোষাক পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গি ভদ্রলোকের মতোই। হাল্কা গ্রীষ্মকালীন ওভারকোটের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে কিছু কাগজের অংশ যা তাঁর জীবিকার পরিচয় দিচ্ছে।

হোমস বললেন—সময় যেটুকু আছে কাজে লাগানো যাক্ তাহলে। পড়ত ওয়াটসন কাগজটা থেকে!

ওয়াটসন বড় বড় হরফের শিরোনামের নিচে সাব হেডিং দেওয়া সংবাদের নিচের অংশ থেকে পড়তে শুরু করলেন। ... সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল এই জেনে যে অগ্নিকাণ্ডের জায়গায় গৃহকর্তার অনুপস্থিতি কি একটা ঘটনা না দুর্ঘটনা? তদন্ত হয় এবং জানা যায় যে ভদ্রলোককে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ঘর পরীক্ষা করে জানা যায় যে তার বিছানায় শয়নের কোনো চিহ্ন নেই, সেই ঘরের একটা আলমারি খোলা হয়েছে আর অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো। তা ছাড়া এক মারাত্মক সংঘর্ষের চিহ্নও সেখানে স্পষ্ট। ঘরের এখানে ওখানে রক্তের চিহ্নও রয়েছে। একটা ওক কাঠের বেড়ানোর লাঠিও পাওয়া গেছে। লাঠিটার হাতলে রক্তের চিহ্ন ছিল। জানা গেছে গভীর রাতে এক অতিথি শোবার ঘরে আসেন তার সঙ্গে দেখা করতে এবং লাঠিটা তার বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। এই আগন্তুক হলেন তরুণ অ্যাটর্নি জন হেক্টর ম্যাকফারলেন। ৪২৬ নং গ্রেসাম বিল্ডিংস-এর গ্রহাম অ্যান্ড ম্যাকফারলেন নামক ব্যবসায়ের কনিষ্ঠ অংশীদার তিনি। পুলিশের কাছে এমন সব প্রমাণ আছে, যাতে, উক্ত ব্যক্তির এই অপরাধে যথেষ্ট স্বার্থ আছে, এবং এ থেকে যে কোনো বিশেষ রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশ পাবে এতে সন্দেহমাত্র নেই। আর কাগজ চাপতে যাওয়ার মুহূর্তে খবর আসে যে মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে মি. জোনাল ওলডেকারের হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্ততঃ গ্রেপ্তারে জন্যে ওয়ারেন্ট বার করা হয়েছে। নরউডের তদন্তে আরো কিছু বিশ্রী ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। হতভাগ্য ওলডেকারের ওখানে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছাড়াও জানা গেছে যে শোবার ঘরের জানলাগুলো খোলা ছিল। এবং কাঠের গাদার দিকে কোনো ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর শেষপর্যন্ত চারদিকের পোড়া কাঠকয়লার মধ্যে দগ্ধাবশেষ কিছু পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। তারপর তাঁর কাগজপত্র সব ছড়িয়ে ফেলে মৃতদেহটা টানতে টানতে স্তূপের ওপর ফেলা হয়েছে এবং তারপর সেই কাঠের স্তূপে

আগুন দেওয়া হয়েছে। তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর মি. লেসট্রেডের হাতে।

চোখ বন্ধ করে আঙুলের ডগায় আঙুলের ডগা লাগিয়ে শার্লক হোমস এই অসাধারণ কাহিনী শুনলেন। নিজস্ব অলস ভঙ্গীতে বললেন—বেশ আকর্ষণীয় ঘটনা বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল ঘটনাটি। আচ্ছা, মি. ম্যাকফারলেন আপনি এখনো কীভাবে গ্রেপ্তার এড়িয়ে আছেন।

ম্যাকফারলেন বললেন—আমি থাকি বাবা-মার সঙ্গে টরিংটন লজে। কিন্তু গতকাল অনেক রাতে মি. ওলডেকারের সঙ্গে কাজ থাকায় আমি রাতটা কাটাই নরউড হোটেলে, সেখান থেকে আমার কর্মস্থলে চলে আসি। ট্রেনে ওঠার আগে আমি এ ঘটনার কিছুই জানতাম না। কাগজে ঘটনাটা পড়ি। আর তখনই আমি আমার সামনে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা অবগত হয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে আসি। আমি নিঃসন্দেহে গ্রেপ্তার হব, হয় আমার শহরের অফিসে না হয় তো আমার বাড়িতে। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে একজন লোক আমার পিছু নেন, এবং আমি নিশ্চিত জানি—হায় ঈশ্বর, ও, কী?

কলিংবেলের জোর শব্দ, আর পরেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ভারি পায়ের আওয়াজ। পরমুহূর্তেই হোম্‌সের পুরোনো বন্ধু মি. লেসট্রেডকে দরোজার সামনে দেখা গেল। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সুসজ্জিত পুলিশকেও দেখা গেল।

লেসট্রেড কর্কশ স্বরে ডাকলেন—মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেন? বেচারা মক্কেলটি উঠে দাঁড়ালেন, তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

লেসট্রেড জানালেন—লোয়ার নরউডের মি. জোনার ওলডেকারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার জন্যে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

হতাশভাবে মি. ম্যাকফারলেন হোম্‌সের দিকে তাকালেন, তারপর এমনভাবে চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন যেন তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

হোমস বললেন—এক মিনিট লেসট্রেড। আধ ঘন্টায় তোমার আর কী অসুবিধা হবে! এইমাত্র ভদ্রলোক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটা কাহিনীর বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন যা শুনলে হয়তো মামলাটা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হবে।

গম্ভীর গলায় লেসট্রেড বললেন—কিন্তু পরিষ্কার ধারণার ব্যাপারে তো অসুবিধা কিছু হচ্ছে না!

হোমস বললেন—তাহলেও, যদি অনুমতি করো তাহলে ব্যাপারটা শুনি। আমার প্রচুর কৌতূহল জাগছে।

লেসট্রেড বললেন—দেখুন মি. হোমস, আপনার কথা না শোনা আমার পক্ষে কঠিন। আগে দুই একটা মামলায় আমরা আপনার সাহায্য নিয়েছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমরা কয়েকটা ব্যাপারে আপনার ওপর কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাহলেও আমি আমার কয়েদীর কাছাকাছি থাকব। এবং তাঁকে এই বলে সাবধান করে দেব যে, যা কিছু তিনি বললেন, প্রয়োজন বোধে তা সাক্ষ্য হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

ম্যাকফারলেন এবার আশ্বস্ত হয়ে মুখ খুললেন, বললেন—এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আশা করি না। আমি শুধু এই চাই যে, আপনারা আমার বিবৃতি শুনে সঠিক ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হোন্।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেসট্রেড বললেন—আধঘণ্টা সময় আমি আপনাকে দিতে পারি।

ম্যাকফারলেন শুরু করলেন—প্রথমেই বলি মি. জোনাল ওলডেকারের সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। তাঁর নাম আমি শুনেছিলুম, কারণ বহুবছর আগে আমার বাবার আর মায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পরে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তাই যখন কাল বেলা তিনটে নাগাদ তিনি আমার অফিসে এসেছিলেন, অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি। এবং আরো আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন তিনি তাঁর আগমনের কারণটা জানালেন। একটা নোটবুকের কিছু হাতে লেখা কাগজ তাঁর হাতে ছিল—এই যে দেখুন—এগুলো তিনি আমার টেবিলের ওপর রাখলেন।

মি. ওলডেকার বললেন,—এই হল আমার উইল, ম্যাকফারলেন। এগুলো তুমি

আইনসঙ্গতভাবে তৈরি করো এক্ষুনি আমার সামনে বসে। লেখাটা নকল করতে গিয়ে চমকে উঠলাম—দেখলাম যে সামান্য কিছু বাদ দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই তিনি আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন উইলের মাধ্যমে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি তীক্ষ্ণ চোখে তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন বেশ মজা পাচ্ছেন। উইলের শর্তগুলো পড়ে তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না সে আমি সুস্থ আছি। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সৎপাত্রে দিতে পেরে তৃপ্তি পেলেন। কোনোরকমে আমতা আমতা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। আইনসঙ্গতভাবে উইলটা তৈরি হল। সই সাবুদও হয়ে গেল। সাক্ষী হল আমার কেরাণী। এই যে উইলটা, নীল কাগজে, আর এই কাগজগুলো তার খসড়া। তারপর মি. জোনাল ওলডেকার বললেন অনেকগুলো দলিল পত্র আছে। যেমন বাড়ির লিজ, মালিকানার কাগজপত্র, বন্ধকী ইত্যাদি। সেগুলো আমার দেখে শুনে বুঝে নেয়া দরকার। মি. ওলডেকার বারবার বলতে লাগলেন, যতোক্ষণ না সব চুকেবুকে যাচ্ছে ততোক্ষণ উনি মনে শান্তি পাচ্ছেন না, সেইজন্য আমায় অনেক করে অনুরোধ করলেন যেন সেই রাতেই আমি নরউড়ে তাঁর ওখানে যাই, উইলটা ঠিকমতো তৈরি করে সমস্ত বন্দোবস্ত করে এবং সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হওয়ার আগে আমার বাবা-মাকে এ সম্বন্ধে যেন একটি কথাও না বলি অর্থাৎ তাঁদের তিনি একেবারে চমকে দিতে চান আর কি। এই কাউকে না জানানোর ব্যাপারটা তিনি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন।

বুঝতেই পারছেন মি. হোমস, কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করা তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার এমন উপকার করছেন তিনি, তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করাই তখন আমার কর্তব্য। তাই বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম বিশেষ কাজে আটকা পড়েছি, ফিরতে কতো রাত হবে বলতে পারি না। মি. ওলডেকার বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে নৈশাহার করি রাত নয়টায়, কারণ তার আগে হয়তো তিনি নাও ফিরতে পারেন। বাড়িটা খুঁজে পেতে অবশ্য একটু তাই ওখানে পৌঁছতে আধঘণ্টার মতো দেরি হয়ে গেছিল। গিয়ে দেখি—

হোমস মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন—দরোজাটা কে খুলেছিল?

ম্যাকফারলেন বললেন বোধহয় তার গৃহকর্ত্রী। এবং সেই মহিলাটি গিয়ে তাকে আমার নাম জানাতেই আমার ভিতরে আসবার অনুমতি হল। মহিলাটির সঙ্গে আমি বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। টেবিলে নৈশাহার যা সাজানো ছিল তা সামান্যই। খাওয়া দাওয়ার পরে মি. ওলডেকার এসে আমায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে যান। একটা খুব ভারি সিন্দুক সেখানে ছিল। সেটা খুলে প্রচুর কাগজপত্র বার করলেন তিনি। আমরা দুইজনে সেই কাগজপত্রগুলো দেখতে লাগলাম। কাজ যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় বারোটা। বললেন গৃহকর্ত্রীকে তিনি আর বিরক্ত করতে চান না। তাই জানলা দিয়ে আমায় বেরিয়ে যেতে বললেন। জানালাটা খোলাই ছিল সমস্তক্ষণ।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—জানলার শার্সি কি নামানো ছিল?

ম্যাকফারলেন বললেন—এটা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। তবে, যতোদূর মনে হচ্ছে যেন আধখানা খোলা ছিল। লাঠিটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাতে তিনি বললেন, ও জন্যে ভেবো না, এখন থেকে তো আমাদের প্রায়ই দেখা হবে। লাঠিটা রেখে দেবোখন। এলেই পাবে। অগত্যা আমি চলে এলাম। সিন্দুকটা খোলাই ছিল, আর কাগজপত্রগুলো আলাদা আলাদা প্যাকেটে ছিল টেবিলের ওপর। অতো রাতে আমার আর ব্ল্যাকহীথে যাওয়া সম্ভব হল না; তাই রাতটা কাটালাম অ্যানার্লি আর্মসে। এর পরে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে তা জানলাম আজ সকালের খবরের কাগজ পড়ে।

লেসট্রেড বললেন—আর কিছু আপনার জিজ্ঞাসা করার আছে মি. হোমস?

উহু ব্ল্যাকহিথে না যাওয়া পর্যন্ত নয়, হোমস বললেন।

মানে, বলছেন—নরউডে তো? লেসট্রেড বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে। রহস্যময় হাসি হেসে হোমস বললেন।

স্পষ্ট স্বীকার না করলেও লেসট্রেড ভালো করেই জানেন যে হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধি এমন

অনেক কিছুই ভেদ করতে পারে যা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অভেদ্য। দেখা গেল, তিনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হোম্‌সের দিকে। বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে মি. হোমস। আর, মিঁ. ম্যাকফারলেন, এবার আপনাকে যেতে হচ্ছে। আমার দুইজন কনস্টেবল দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা চার চাকার গাড়ি নিয়ে। ম্যাকফারলেন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর শেষবারের মতো অনুনয়ের দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কন্সটেবলরা ম্যাকফারলেনকে গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কন্সটেবলরা ম্যাকফারলেনকে গাড়িতে নিয়ে গেল। লেসট্রেড রয়ে গেলেন।

উইলের খসড়া কাগজগুলো তুলে হোমস প্রচুর মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন। সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন,—এই দলিলপত্রে রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত আছে তাই না লেসট্রেড?

ভ্যাবাচাকা খাওয়াভাবে লেসট্রেড সেগুলোর দিকে তাকালেন। বললেন—প্রথম কয়টা লাইন বেশ পড়তে পারছি, আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এই মাঝের কয়েকটা লাইন আর শেষ দিকের দুই একটা পৃষ্ঠা ছাপার মতোই পরিষ্কার বলতে গেলে। কিন্তু এর সব লেখাগুলো খুব খারাপ। আর তিনটে জায়গার লেখা তো একেবারেই পড়তে পারছি না।

তা, কী বুঝলে বল? হোমস বললেন।

আপনিই বলুন না কী বুঝলেন। লেসট্রেডে পাল্টা প্রশ্ন। বুঝলাম যে লেখাটা হয়েছে ট্রেনে যেতে যেতে। লেখা পরিষ্কার হয়েছে যখন গাড়ি কোনো স্টেশনে থেমেছে, আর খারাপ হয়েছে যখন গাড়ি চলার সময় লেখা হয়েছে। আর সবচেয়ে খারাপ হয়েছে গাড়ির লাইন বদলাবার সময়। যে কোনো বিশেষজ্ঞই বলতে পারবে যে ট্রেনটা ছিল শহরতলীর, নতুবা অতো ঘন-ঘন লাইন পাল্টানোর দরকার হতো না। যদি ধরে নেওয়া যায় যতোক্ষণ ট্রেনে ছিলেন ততোক্ষণই লিখেছেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, সেটা ছিল কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন। নরউড থেকে লন্ডন ব্রিজের মধ্যে মাত্র একটা স্টেশনে থেমেছিল।

লেসট্রেড হাসতে হাসতে বললেন—কোনো বিষয় একটা ধারণা গড়ে তোলার পর আপনি যখন এগোতে থাকেন, তখন আমার পক্ষে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে মি. হোমস। কিন্তু এ সবের সঙ্গে এ মামলার সম্পর্কটা কী?

হোমস বললেন—ম্যাকফারলেনের কাহিনীর মর্মার্থ এ থেকে এই পর্যন্ত সমর্থিত হচ্ছে যে মি. জোনাস ওলডেকার কালই ট্রেনে...অস্বাভাবিক, তাই, না, অমনভাবে উইল তৈরি করা? এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে উইলটার কার্যকারিতার ব্যাপারে ভদ্রলোক বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। মানে উইল যিনি করেছেন, যেন কার্যকরী হবে না ভেবেই করেছেন।

লেসট্রেড বললেন—কিন্তু সেইসঙ্গে যে তিনি নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাতেও সই করে বসেছেন!

তাই তুমি মনে করো নাকি?

কেন? আপনি করেন না?

হোমস বললেন—তা, যে একেবারেই অসম্ভব তা অবশ্য নয়। কিন্তু মামলাটা এখনো আমার কাছে ঠিক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি।

বলেন কি! লেসট্রেড বললেন—মামলাটা তো একেবারে এখন জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। এই ম্যাকফারলেন সে জেনেছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। তাই সে কাউকে কিছু না বলে, এমন ব্যবস্থা করল যাতে সে সে রাতেই মি. ওলডেকারের সঙ্গে দেখা করতে পারে। ততোক্ষণই দেরি করল, যতোক্ষণ পর্যন্ত না বাড়ির দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর তাকে একা পেয়ে খুন করে, তাঁর শরীর কাঠের স্তূপের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলে, আর তারপর চলে যায় পাশের একটা হোটেলে। ঘরের ভিতরে বা লাঠিটায় রক্তের দাগ অতি সামান্যই, হয়তো ভেবেছিল কোনোরকম রক্তপাত হয় নি, এবং শরীরটা পুড়িয়ে ফেললেই মৃত্যুর আর কোনো চিহ্নই আন্দাজ করা সম্ভব হবে না।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—তোমার কাছে এ কাহিনী বড় বেশি সহজ সরল মনে হচ্ছে লেসট্রেড। তোমার যে সব গুণ আছে তার সঙ্গে তুমি এক ফোঁটা কল্পনাও যোগ করো না, এই

তোমার একটা দোষ। ধর মুহূর্তের জন্যে তুমি ওই ম্যাকফারলেনের মতো অবস্থায় পড়েছ। যে রাতে উইলটা তৈরি হল সেই রাতেই কি তাহলে হত্যা করবে? দুটো ঘটনার মধ্যে এরকম ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ রেখে দেওয়াটা কি বিপদের সম্ভাবনা হবে না? তাছাড়া, এমনই একটা সময়ে কি তুমি ওদের বাড়ি যাবে যখন আরো একজনের পক্ষে সে খবর জানা সম্ভব হয়েছে—মানে আমি বলতে চাইছি ভৃত্যটিই তো দরোজাটা খুলে দিয়েছে? তাইতো? চিন্তা করো এবং শেষপর্যন্ত শরীরটাকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে এতো কাণ্ড করার পর কি তুমি লাঠিটা সেখানে ফেলে আসবে, জানিয়ে দেবার জন্যে যে তুমিই হচ্ছো অপরাধী? স্বীকার তোমাকে করতেই হবে যে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক হল না।

লেসট্রেড লাঠিটার প্রসঙ্গ আসতেই বললেন—মি. হোমস আমরা তো জানি যে অপরাধী অনেক সময় প্রচুর তাড়াহুড়ো করে এমন অনেক কিছু করে ফেলে এমন নজির তো আমাদের অনেক কাছে। অপরাধী হয়তো পুনরায় ও ঘরে যেতে ভয় পেয়েছিল বা বাধা পেয়েছিল। আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে মি. হোমস যতোদূর জানি কাগজপত্র কিছুই খোয়া যায় নি, এবং বন্দিই হল একমাত্র ব্যক্তি যার ওগুলো হাত করার কোনো কারণ নেই যেহেতু সেই-ই উত্তরাধিকারী হতে চলেছে, এমনিতেই পেয়ে যাবে সমস্ত কিছু। লেসট্রেডের এই মন্তব্যটি যেন হোম্‌সের মনে লেগে গেল। বললেন—অবশ্য এটা ঠিক যে সাক্ষ্য প্রমাণ যা পেয়েছি তা তোমার মনের মতোই হচ্ছে। তবে, আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে, আসল ব্যাপারটা অন্যরকম হওয়াও অসম্ভব নয়। যা বলেছ যথাসময়েই ঠিক জানা যাবে। আচ্ছা, আপাতত বিদায়। আজই একসময় নরউডে গিয়ে দেখে আসব তুমি কতোদূর এগিয়েছ।

লেসট্রেড চলে গেলে হোমস উঠে পড়ে যা যা কাজ আছে সেজন্যে তৈরি হতে লাগলেন। হাবভাব দেখে মনে হল বেশ মনের মতো কাজটা পেয়েছেন। জানো ওয়াটসন, বলতে বলতেই হোমস তাড়াতাড়ি জামাটা গলিয়ে নিয়ে বললেন—আমার প্রথম কাজই এখন হবে ব্ল্যাকহিথের পথে রওনা হওয়া, কারণ, দেখা যাচ্ছে একটা ঘটনার ঠিক পেছনেই আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আর পুলিশের ভুল হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনার ওপরেই মনঃসংযোগ করা। কারণ সেটাই আসলে অপরাধের ঘটনা। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্রথম ঘটনার ওপর আলোকপাতের পরে দ্বিতীয় ঘটনায় যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম ঘটনাটা হল এই অদ্ভুত উইলটা যে এই উইলের বলে উপকৃত হতে চলেছিল যার কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এ ব্যাপারে আলোকপাত হলে হয়তো তখন পরবর্তী ঘটনার রহস্য সহজ হয়ে আসবে। তা, এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য করার কিছু নেই। বিপদের কোনো ঝুঁকি নেই, থাকলে তোমায় না নিয়ে বেরোবার কথা চিন্তাই করতাম না। আশা করছি সন্ধ্যেবেলা দেখা হলে তোমায় বলতে পারব যে এই আমার আশ্রিত ম্যাকফারলেনের জন্যে কিছু করতে পেরেছি কিনা।

অনেক রাত করে হোমস ফিরলেন। ওয়াটসন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, অনেক আশা নিয়ে গেলেও তাঁকে ব্যর্থ মনোরথেই ফিরতে হয়েছে। ঘন্টাখানেক দরে নিজের ঘরে বসে একঘেয়ে সুরে বেহালা বাজিয়ে চললেন। এইভাবে হোমস মনের চঞ্চলভাব দূর করে শান্ত হয়। তারপর বেহালাটা রেখে দিয়ে শান্তস্বরে ওয়াটসনের কাছে হঠাৎই তাঁর হতাশার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করলেন—

হোমস আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন—খুব বড় মুখ করে লেসট্রেডকে বলেছিলাম! কিন্তু এখন যা দেখছি ও ঠিক পথই ধরেছে, আমারই ভুল হচ্ছে। মিলছে না, একেবারেই মিলছে না ওয়াটসন। আমার মন একদিকে নির্দেশ দিচ্ছে, আর ঘটনার নির্দেশ হচ্ছে একেবারেই অন্যদিকে। ব্রিটেনের জুরিরা এখনো বুদ্ধিমত্তার সেই উচ্চ পর্যায়ে ওঠে নি যে লেসট্রেডের তথ্যের উপরে আমার অনুমানকে বড় করে দেখবে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—ব্ল্যাকহিথে গেছিলে?

হোমস বললেন—গেছিলাম। এবং বেশি সময় লাগল না জানতে যে মৃত ওলডেকার লোকটি আসলে একটি এক নম্বরের শয়তান। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন

আর মা বাড়িতে বসে ভয়ে আর ঘৃণায় কাঁপছেন। তিনি ছেলের অপরাধের সম্ভাবনাটা একেবারেই বাতিল করে দিলেন। ওলডেকারের মৃত্যুতে তিনি কোনো বিস্ময় বা দুঃখ প্রকাশ করলেন না, বরং তাঁর সম্বন্ধে এমনই সব তিক্ত মন্তব্য করলেন যে নিজের অজানতেই পুলিশের মামলায় সাহায্য করলেন। কারণ মায়ের এই মনোভাবের কথা যদি ছেলের জানা থাকে তাহলে তো ওলডেকারের ওপর তারও জিঘাংসা-বৃত্তি বাড়বারই কথা। ভদ্রমহিলা বললেন—মানুষের থেকে বরং কোনো ধূর্ত, শয়তান বা বাঁদরের সঙ্গেই ওলডেকারের মিল বেশি। ছেলেবেলা থেকেই ওকে জানতাম। ও আমাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার বাগ্‌দানও হয়ে গেছিল মি. হোমস। একদিন শুনলাম ও একটা পাখির খাঁচার মধ্যে একটা বেড়াল ছেড়ে দেয়। এই নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে আমি এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সকলরকম সম্পর্ক ছেদ করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি যাঁকে বিয়ে করেছি সে ওর মতো অতো ধনী না বলেও অনেক অনেক গুণে ভালো। আর আমার বিয়ের দিন সকালে সে আমার একটা ফটোকে ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে আমার কাছে পাঠায়। এই দেখুন সেই ক্ষত বিক্ষত ফটোটা।

হোমস বললেন—যাইহোক এখন তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন, না হলে কি আর আপনার ছেলেকে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যেতেন?

ভদ্রমহিলা বললেন—না, ওলডেকারের কোনো সম্পত্তি আমার বা আমার ছেলের দরকার নেই। তেজের সঙ্গেই তিনি বললেন—ঈশ্বর আছেন মি. হোমস, তিনিই শাস্তি দিয়েছেন ওকে। এবং তিনিই যথাসময়ে দেখিয়ে দেবেন যে তার মৃত্যুতে আমার ছেলের কোনো হাত নেই।

আরো কিছুক্ষণ জেরা করার পরেও এমন কিছু জানা গেল যা হোম্‌সের মতে তার মক্কেলের বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল। তাই হোমস হতাশ হয়ে তখনই নরউডে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, আধুনিক ধরনের মস্ত বাড়িটার সামনের লনে লরেলের একটা ঝাড় রয়েছে। এর ডানদিকে রাস্তা থেকে খানিকটা ভিতরে একটা কাঠের গাদা। আগুনটা এখানেই লেগেছিল। বাঁদিকের জানলাটা খুলে ওলডেকারের ঘর দেখা যায়। সেখানে লেসট্রেড তাঁর একজন প্রধান কন্সটেবলকে রেখে গিয়েছিলেন। পোড়া কাঠের গোলার ছাইগাদার মধ্যে যে কিছু রং পোড়া ধাতব চাকতিও পাওনা গেছিল হোমস সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলেন সেগুলো প্যান্টের বোতাম ছাড়া আর কিছু নয়। একটা চাকতির মধ্যে হায়ামস্ নামে ওলডেকারের এক দরজির নাম খোদাই করা ছিল। হোমস লক্ষ্য করলেন, একটা ছোট চিরসবুজ ঝোপ থেকে কোনো গাদার সঙ্গে একই লাইনে। পুলিশের ধারণার সঙ্গে এ সমস্তই চমৎকার মিলে যাচ্ছে। গুঁড়ি মেরে উঠোনটা পরীক্ষা করছিলেন তিনি। অগাস্টের রোদ তার পিঠে পড়ছে। ঘন্টাখানেক পরে সেখানেও হতাশ হয়ে হোমস তখন গেলেন ওলডেকারের শোবার ঘরে। সেখানে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন রক্তের দাগ অত্যন্ত অস্পষ্ট। লাঠিটা যে ম্যাকফারলেনের সেটায় হোমস নিশ্চিন্ত হলেন। কার্পেটের ওপর দুইজন মানুষের পায়ের ছাপ বোঝা যায়, কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পায়ের ছাপ নেই এ ব্যাপারটাও পুলিশের স্বপক্ষে যাবে। ওদের তরফের সাক্ষ্য প্রমাণ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, অথচ হোমস এখনো একই অন্ধকারে রইলেন। আলমারির তাকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন এবার হোমস। জিনিসপত্র সব বের করে টেবিলের ওপর জড়ো করা হয়েছে। কাগজপত্রগুলো ছিল আলাদা আলাদা খামে শীলমোহর করা, তার দুই একটা পুলিশ খুলে পরীক্ষা করেছে। সেগুলো খুব মূল্যবান বলে মনে হয় নি, ব্যাংকের কাগজপত্র থেকেও মি. ওলডেকারকে খুব বড়লোক বলে মনে হল না। কিছু দলিলের উল্লেখ ছিল যেগুলো অবশ্য হোমস দেখতে পেলেন না এবং মনে করলেন এই দলিলগুলোই হয়তো বেশি দামি। হোমস ভাবলেন এটা যদি ঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারা যায় তাহলে লেসট্রেডের নিজেরই যুক্তি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ যে জিনিস সে পেতেই চলেছে কেন তা চুরি করতে যাবে?

সমস্ত কিছু পরীক্ষা করেও নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র না পেয়ে হোমস এবার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। গৃহকর্ত্রী মিসেস লেক্সিংটন, ছোটো-খাটো, কম কথার মানুষ, বাঁকা চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। তার কাছ থেকে অনেক চেষ্টা করেও হোমস কোনো কথা বার করতে পারলেন না। তবে তিনি স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, সাড়ে নয়টা নাগাদ সে দরোজা খুলে মি. ম্যাকফারলেনকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছিল। সাড়ে দশটা নাগাদ সে শুতে যায়। বাড়ির অন্য দিকটায় তার ঘর, সেখান থেকে কিছু শোনা সম্ভব নয়। মি. ম্যাকফারলেনের হ্যাট আর লাঠিটা হলঘরে ফেলে যাওয়ার খবর তিনিও বললেন। আগুন লাগার চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার মনিব নিশ্চয় খুন হয়েছেন। হোমস যখন মিসেস লেক্সিংটনকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কোনো শত্রু ছিল কিনা? তখন তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, শত্রু কার না থাকে? তবে মি. ওলডেকার বিশেষ মিশুকে ছিলেন না, দরকার না থাকলে কারো সঙ্গে মিশতেন না। হ্যাঁ, বোতামগুলো সে দেখেছে! যে জামার বোতাম সেগুলো, সেই জামাটাই তিনি গতরাত্রে পরেছিলেন। কাঠের গাদাটা খুব শুকনো তাকায় দাউ দাউ করেই আগুন জ্বলছিল। সে যখন সেখানে পৌঁছোয় তখন পোড়া মাংসের গন্ধ শুধু সে নয়, দমকলের লোকেরাও গন্ধ পাচ্ছিল। কাগজপত্র ও মি. ওলডেকারের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে সে কিছুই বলতে পারল না। তবে গৃহকর্ত্রী যে কোনো একটা ব্যাপার চেপে যাচ্ছেন সেটা বেশ বুঝতে পারলেন হোমস।

ওয়াটসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে হোমস কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎই বলতে শুরু করলেন পুনরুদ্যমে। বুঝতে পারছ ওয়াটসন, এখন মনে হচ্ছে, যদি আমরা নতুন কোনো বিকল্প নিয়ে অগ্রসর না হই তাহলে আর তরুণ অ্যাটর্নি মি. ম্যাকফারলেনের কোনো আশাই থাকবে না। ওর বিরুদ্ধে এখন মামলাটা যেভাবে দাঁড়িয়েছে তাতে বলতে গেলে কোনোও খুঁতই থাকছে না এবং পরবর্তীকালের তদন্তের ফলে ওদের বক্তব্য আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। তবে, কাগজপত্রগুলোর ব্যাপারে একটা ছোটখাটো জিনিস একটু আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে সেটা ধরে হয়তো নতুন করে তদন্ত শুরু করা যেতে পারে। ব্যাংকের কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, টাকার পরিমাণ অতি অল্প হওয়ার প্রধান কারণ হল, গত একবছরের মধ্যে মি. কর্নেলিয়াসের নামে বড় বড় অঙ্কের চেক কাটা হয়েছে। কৌতূহল জাগছে, সে এই মি. কর্নেলিয়াস, যাঁর সঙ্গে অবসর প্রাপ্ত মি. ওলডেকারের এরকম বড় বড় অঙ্কের লেন-দেন হয়েছিল! তার কি এ ব্যাপারে কোনোরকম হাত থাকতে পারে? হয়তো সে কোনো দালাল, কিন্তু এরকম বড় বড় অঙ্কের লেন-দেনের উপযুক্ত কোনো কাগজপত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনোরকম ইঙ্গিত না পেলে আমার কাজ এখন হবে ব্যাংকে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করা, সে এই চেকগুলো ভাঙিয়েছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা লেসট্রেড ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, এবং সেখানেই এই মামলার শেষ হবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জয় জয়াকার হবে।

সে রাতে শার্লক হোমস ঘুমোতে পারলেন না। প্রাতরাশের টেবিলে এসে ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, চোখ ঘিরে কালি পড়ার ফলে দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চেয়ার ঘিরে কার্পেটটা পোড়া সিগারেটের টুকরোয় টুকরোয় আর ছড়ানো খবরের কাগজে ভর্তি। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হোমস বললেন, কী বুঝতে পারছ বল?

নরউড থেকে আসা টেলিগ্রামটা ওয়াটসন পড়তে লাগলেন—

'গুরুত্বপূর্ণ নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ, ম্যাকফারলেনের অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। মামলা ছেড়ে দিন—লেসট্রেড।'

হোমস বললেন—ব্যাপারটা গুরুতরই মনে হচ্ছে। তারপর তিক্তস্বরে বললেন—এ হল লেসট্রেডের বিজয় সংগীত, ওয়াটসন। কিন্তু তাহলেও হাল ছেড়ে দেওয়ার সময় এখনো আসে নি। তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে নাও ওয়াটসন, তারপর চল দুইজনে যাই, দেখি কি করতে পারি। মনে হচ্ছে তোমার সাহচর্য আর নৈতিক সমর্থন আজ আমার বড় বেশি দরকার।

হোমস নিজে প্রাতঃরাশ করলেন না। এটা তাঁর বরাবরের অভ্যাস এই যে বিশেষ উত্তেজনার সময় কিছুই তিনি খেতেন না। ওয়াটসন বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছেন, ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত তাঁর লৌহ কঠিন শক্তি, পুরোপুরি বজায় থাকে। ডাক্তার হিসেবে ওয়াটসন এ বিষয়ে আপত্তি তুললেন।

তিনি বললেন—ওইসব হজমের চিন্তায় শক্তি ও স্নায়ুর অপব্যবহার করা চলবে না। যাই হোক না খেয়েই তিনি নরউডে ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলেন। আর গেটে ঢুকতেই লেসট্রেড এসে দেখা করলেন হাসি হাসি মুখে এবং তির্যক স্বরে বললেন—কী মি. হোমস প্রমাণ করতে পারলেন কি যে আমরা ভুল পথে চলেছি—পেলেন আপনার রাস্তার লোক সেই অপরাধীকে?

হোমস বললেন—না, এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। লেসট্রেড বললেন—আমরা পুলিশরা কিন্তু কালই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছিলাম এবং আজ আবার তার ওপর প্রমাণ হয়েছে যে সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল। সুতরাং নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে অন্ততঃ এবারের মতো আমরা আপনার থেকে একটু এগিয়ে আছি কী বলেন? সশব্দে হেসে উঠলেন লেসট্রেড। বললেন—আমরা যেমন চাই না তেমনি আপনিও নিশ্চয়ই হার মানতে চান না। কী বলেন, ড. ওয়াটসন? আসুন, জন ম্যাকফারলেনই যে অপরাধী তার অকাট্য প্রমাণ আপনাদের দেখাচ্ছি! তাঁর পিছু পিছু গিয়ে হোমসরা পেছনের একটা অন্ধকার বড় হলঘরে পৌঁছলেন। লেসট্রেড বললেন—হত্যা করার পর ম্যাকফারলেন নিশ্চয় এখানে এসেছিলেন হ্যাটটা নিতে। আচ্ছা এবার দেখুন—বলে প্রচুর নাটকীয়তার সঙ্গে তিনি হঠাৎ একটা দেশলাই জ্বাললেন, সেই আলোয় সাদা চুনকাম করা দেয়ালে একটা রক্তের দাগ চোখে পড়ল। দেশলাই কাঠিটা আরো কাছে নিয়ে গেলে দেখা গেল সেটা কেবলমাত্র দাগ নয়, স্পষ্টতঃই একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ ওটা। বললেন, আতস কাঁচ দিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখুন মি. হোমস।

হোমস বললেন হ্যাঁ দেখছি। লেসট্রেড বললেন—আপনি তো জানেন দুইজনের বুড়ো আঙুলের চাপ অবিকল একরকম হয় না। এবার এই ছাপটার সঙ্গে ম্যাকফারলেনের ডানহাতের বুড়ো আঙুলের এই মোমের ছাপটা মিলিয়ে দেখুন। এটা আজ সকালে আমার আদেশে নেওয়া হয়েছে।

মোমের ছাপটা রক্তের চাপের কাছে রাখতে আর আতস কাঁচের দরকার হল না, নিঃসন্দেহের বোঝা গেল দুটো একই হাতের। এই প্রমাণের ওপর আর কথা চলে না।

হোমস ও ওয়াটসন একবাক্যে স্বীকার করলেন,—হ্যাঁ ঠিক ঠিকই বটে।

ওয়াটসন এবার হোম্‌সের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন,—হোমস যেন ভিতরে ভিতরে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন। দুই চোখ জ্বলছে দুটো তারার মতো। মনে হল, হাসির একটা প্রচণ্ড দমক চেপে রাখবার তাঁকে প্রবল চেষ্টা করতে হচ্ছে। শেষপর্যন্ত বলে উঠলেন, আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য ব্যাপার। এমনটি আর কি ভেবেছিল? মানুষের দেখে কতো সহজেই না আমরা ভুল বুঝি। অমন সুন্দর চেহারা! দেখা যাচ্ছে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির ওপরেও আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। কী বল লেসট্রেড!

লেসট্রেড বললেন—ভাগ্যিস্ সে হ্যাটটা নিতে এসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ওখানে রেখেছিল! লোকটা ভাব প্রকাশে শান্ত হলেও প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখার প্রবল চেষ্টায় যেন তাঁর সমস্ত শরীর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

হোমস বললেন—আচ্ছা লেসট্রেড, এই চমৎকার আবিষ্কারটা কার?

লেসট্রেড বললেন—মিসেস লেক্সিংটনই এটা ওপর রাতের প্রহরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কোথায় ছিল আপনার কন্সটেবল? হোম্‌সের কৌতূহল। যেখানে খুন হয় সেই শোবার ঘরটায় সে ছিল, যাতে কেউ কোনো কিছুতেই হাত না দেয়—লেসট্রেড সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—পুলিশ কেন কাল এটা দেখতে পায় নি?

লেসট্রেড বললেন—মানে, হলঘরটায় তেমন ভালো করে লক্ষ্য করার কারণ ছিল না। তাছাড়া দেখতে পাচ্ছেনই তো, সহজেই চোখে পড়বে এমন জায়গা ওটা নয়।

তা অবশ্য নয়। আচ্ছা, তাহলে অবশ্যই দাগটা কাল ওখানে ছিল, তাই তো?

একথায় যেভাবে লেসট্রেড হোম্‌সের দিকে তাকালেন তাতে হয়তো তাঁর মনে হল হোম্‌সের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বলতে কি, তাঁর এ প্রচ্ছন্ন খুশির ভাব আর এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনে ওয়াটসনও খুবই বিস্মিত হলেন।

লেসট্রেড বললেন—জানি না, আপনি এই বলতে চান কিনা যে কাল গভীর রাতে ম্যাকফারলেন কয়েদখানা থেকে এসে ওটা করে গেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণটা জোরদার করার উদ্দেশ্যে! পৃথিবীর যে কোনো বিশেষজ্ঞই বলবে যে এ দাগ নিশ্চয়ই ম্যাকফারলেনের।

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এ দাগ ম্যাকফারলেনের তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেসট্রেড বললেন—ব্যস্ আপনি যে স্বীকার করলেন, এটাই যথেষ্ট। আমি কাজ বুঝি, মি. হোমস। প্রমাণ পেলে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেরি করি না। আমি এখন পাশের ওই বসার ঘরে বসে রিপোর্ট লিখতে বসছি, আর কিছু বলার থাকলে আপনি গিয়ে বলতে পারেন।

ইতিমধ্যে হোমস্ নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছেন। তবে চোখে কৌতুকের ঝিলিক তখনো মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে বলছিলেন ড. ওয়াটসন।

হোমস সবিনয়ে মন্তব্য করলেন—বড়ই দুঃখের ব্যাপার ওয়াটসন। কিন্তু তবুও দুই একটা বিশেষ জিনিসের জন্যে এখনো আমি আমার মক্কেলের ব্যাপারে একেবারে হতাশ হচ্ছি না।

ওয়াটসন আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—ভারি ভালো লাগল শুনে কিন্তু আমার তো মনে হয় আর কোনো আশাই নেই।

অতোটা ঠিক নয়, ওয়াটসন। যে ব্যাপারটায় লেসট্রেড এতো গুরুত্ব দিচ্ছে তাতে একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। কাল যখন আমি হলঘরটা পরীক্ষা করি তখন ও দাগটা ওখানে ছিল না। আচ্ছা, চলো, একটু রোদে ঘুরে আসি।

হোমসরা বাগানে চলে এলেন। প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে হোমস বাড়িটা লক্ষ্য করতে লাগলেন চারিদিকে। তারপর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে, মাটির নিচের ঘর থেকে চিলকোঠা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটা ঘুরলেন। বেশিরভাগ ঘরই আসবাবহীন, কিন্তু তাহলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন হোমস। শেষপর্যন্ত পৌঁছে আবার খুশির আবেগে ভরপুর হয়ে উঠলেন।

দৃঢ়স্বরে হোমস মন্তব্য করলেন—কয়েকটা ব্যাপারে এ মামলা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এবার লেসট্রেড?—হ্যাঁ, আমাদের ওপরে ও খুব একচোট নিয়েছে বটে, তবে আমার ধারণা সত্য হলে হয়তো আমরাও উল্টে ওকে খুব একচোট নিতে পারব।

হোমস রিপোর্ট লেখায় রত লেসট্রেডকে থামতে বললেন,—একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? আমি তো মনে করতে পারছি না, যে তোমার সাক্ষ্য প্রমাণ এর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

লেসট্রেড হোমসকে ভালো করেই জানতেন, তাই কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কলম নামিয়ে রেখে কৌতূহলের দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। এবং বললেন—কী বলতে চান মি. হোমস?

হোমস বললেন—বলতে চাই যে, এ মামলার একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাক্ষী আছে যাকে তুমি পরীক্ষা করো নি।

দেখাতে পারেন তাকে? লেসট্রেডের প্রশ্ন। তাহলে দেখান তো? তিনজন কন্সটেবল হলঘরে এসে হাজির হল।

হোমস বললেন—বাইরের ঘরটায় প্রচুর খড় আছে। তা থেকে দুটো বান্ডিল নিয়ে এসো—যে সাক্ষীকে আমি হাজির করতে চাই, তার ব্যাপারে এ কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশ, ধন্যবাদ। তোমার পকেটে দেশলাই আছে, ওয়াটসন? এবার লেসট্রেড, চলো ওপর তলায় যাওয়া যাক্।

তিনটে খালি ঘরের সামনে একটা চওড়া বারান্দার সামনে সকলে এসে দাঁড়ালেন। এই বারান্দার একপ্রান্তে তিনি ওয়াটসন ও লেসট্রেডকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কন্সটেবলরা দাঁত বার

করে হাসছিল। আর যেভাবে লেসট্রেড হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে বিস্ময়, প্রত্যাশা আর বিদ্রূপ পরপর তাঁর ওপর দিয়ে খেলে চলেছে। আর এমনভাবে হোমস ওয়াটসনদের দিকে তাকালেন যেন কোনো যাদুকর ম্যাজিক দেখাতে চলেছেন।

একজন কনস্টেবলকে দিয়ে দুই বালতি জল আনিয়ে নেবে লেসট্রেড? হোমস বললেন, খড়গুলো রাখো এখানে, দুই দিকের দেয়াল থেকে খানিকটা তফাতে। ব্যস্‌, এবার আমরা প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে লেসট্রেডের চোখমুখ লাল হতে শুরু করেছে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি। বলে উঠলেন, জানি না, আপনি আমাদের নিয়ে খেলা করছেন কিনা। এসব বাজে ব্যাপারগুলো না করেও তো আপনি আপনার বক্তব্যটা প্রকাশ করতে পারতেন।

হোমস শান্তস্বরে বললেন—বিশ্বাস করো লেসট্রেড যা কিছু করছি সবেরই পেছনে চমৎকার যুক্তি আছে। হয়তো তোমার মনে আছে, কয়েক ঘন্টা আগে তুমি আমায় টিটকিরি দিয়েছিলে যখন ভাগ্য সূর্য ছিল তোমার পক্ষে, সুতরাং এখন আমি যদি একটু আড়ম্বর করি নিশ্চয় তুমি আপত্তি করবে না। ওই জানলাটা খুলে দেবে ওয়াটসন, তারপর ওই খড়ে আগুন ধরিয়ে দাও।

ওয়াটসন সেইমতো করলেন। হাওয়াতে ধোঁয়াটা চলল বারান্দা বেয়ে শুকনো খড় জ্বলে উঠল।

হোমস বললেন, এবার দেখতে হবে আমরা এই সাক্ষীকে পাই কি না। এসো এবার সবাই মিলে চিৎকার করে উঠি—আগুন! আগুন! আগুন! এক-দুই-তিন :

আগুন! আগুন! সমস্বরে উপস্থিত সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

হোমস সকলকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আরেকবার, একটু কষ্ট করে বলুন।

সকলে পুনরায় চিৎকার করে বললেন—আগুন! আগুন!

আরো একবার সবাই মিলে বলুন—হোমস উত্তেজনা মিশ্রিত স্বরে বললেন।

আগুন! আগুন! শব্দ চারিদিকে গম গম করতে লাগল। নরউডের সবজায়গা থেকেই ওই আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

আওয়াজটা থেমেছে কী না থেমেছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বারান্দার একপাশে, যে জায়গাটা নিরেট দেওয়াল বলে মনে হয়েছিল, একটা রোগা ছোটোখাটো মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

হোমস সোল্লাসে বলে উঠলেন—চমৎকার! চমৎকার!

ওয়াটসন, এবার খড়টায় এক বালতি জল ঢাল দেখি। ব্যস্‌ লেসট্রেড তোমার অনুমতি নিয়ে তোমার প্রধান সাক্ষীকে হাজির করছি। যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়েছে, এই সেই মি. জোনাল ওলডেকার।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে লেসট্রেড একদৃষ্টে ওলডেকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওলডেকারের চোখ পিট পিট করছিল। বিশ্রী রকম তার মুখ—মতলব বাজি, শয়তানি আর জিঘাংসার ছাপ সে মুখে। হাল্কা ধূসর চোখে সাদা লোম।

লেসট্রেড বললেন—ব্যাপারটা কী শুনি মশাই? কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন এতোক্ষণ?

মি. ওলডেকার অস্বস্তিসূচক হাসি হাসলেন। ক্রুদ্ধ লেসট্রেডের থেকে কুঁকড়ে সরে গেলেন তিনি। বললেন, কেন, কোনো ক্ষতি তো আমি করি নি!

ক্ষতি করেন নি? এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হলে এবং এই ভদ্রলোক না থাকলে আপনি সফলও হতেন আপনি। হোমসকে দেখিয়ে এই কথাগুলো লেসট্রেড ধমকের স্বরে বললেন।

ওলডেকার অনুনয়ের স্বরে বললেন—আমি একটু ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম।

লেসট্রেড বললেন, বটে? ঠাট্টা? ঠাট্টার মজাটা এবার আমরা আর মি. ম্যাকফারলেন ভোগ করবো। তারপর কনস্টেবলদের হুকুম করলেন, একে বসবার ঘরে নিয়ে রাখো, আমি যাচ্ছি।

ওরা চলে গেলে লেসট্রেড সবিনয়ে হোমসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মি. হোমস কন্সটেবলদের সামনে বলতে সংকোচ হচ্ছিল। এখন আমি আপনি ও ড. ওয়াটসনের কাছে অকপটে স্বীকার করছি, আপনি এ পর্যন্ত যতো রহস্যের কিনারা করেছেন সে সবের সেরা হল এটা। অবশ্য এখনো আমি জানি না কীভাবে আপনি এটার সমাধান করলেন। এক নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন, না হলে পুলিশ মহলে আমার সুনাম একেবারে মাটিয়ে মিশে যেতো।

হোমস একটু স্মিত হাসি হেসে লেসট্রেডের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন—আরে তুমি এক কাজ করো—ওই যে রিপোর্ট লিখছ ওতে সামান্য অদল বদল করে নিলেই চলবে। আর তাহলেই সকলে বুঝবে ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের চোখে ধূলো দেওয়া কতো কঠিন।

লেসট্রেড বললেন—মানে,? আপনি চান না যে এ ব্যাপারে আপনার নাম প্রকাশিত হোক?

হোমস বললেন—নিশ্চয়ই! কাজটাই কাজের পুরস্কার। হয়তো কোনো দূর ভবিষ্যতে এর কৃতিত্ব আমি পেতে পারি—মানে আমার এই বন্ধু ড. ওয়াটসন এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করবেন। আচ্ছা, এবার বলি রহস্য কীভাবে আমি সমাধান করলাম।

হোমস শুরু করলেন বিশ্লেষণ—বারান্দাটার শেষ প্রান্তে ছয় ফুট তো জায়গা পাতলা কাঠ আর পলেস্তরা দিয়ে পার্টিশান করা, একটা দরোজা সেখানে খুব কায়দা করে বসানো। ছাদের বাড়িয়ে দেওয়া একটা অংশের ফাঁক দিয়ে আলো এসে জায়গাটা আলোকিত করছে। কিছু আসবাব পত্র, কিছু খাদ্যবস্তু আর জল সেখানে, আর কিছু বই আর কাগজ। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর হোমস বললেন—স্থপতি হওয়ার সুবিধেই হল এই। কারো বিনা সাহায্যেই ও ওর লুকোনোর জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছে, কেবল ওই গৃহকর্ত্রীর ছাড়া—তাকেও লেসট্রেড, তোমার শিকারের থলিতে ভরে দিচ্ছি।

লেসট্রেড বললেন—আচ্ছা, মি. হোমস, এ জায়গাটা কি করে আবিষ্কার করলেন?

হোমস বললেন—আমি শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসি যে নিশ্চয়ই ওলডেকার এই বাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যখন লক্ষ্য করলাম এই বারান্দাটা এর নিচের তলার বারান্দার থেকে ছয় ফুট কম, তখনই আর সন্দেহ রইল না যে ওলডেকার ওখানেই আছে। মনে হল, আগুনের ভয় দেখালে আর ওর লুকিয়ে থাকার সাহস হবে না। অবশ্য ওখানে গিয়েও আমি ওকে ধরতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হল ও নিজে থেকেই বেরিয়ে এলে দিব্যি মজা হবে। তাছাড়া, তোমার সকাল বেলার টিটকিরি দেওয়ার সরস উত্তরও তুমি তাহলে পেয়ে যাবে। তাই আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

লেসট্রেড বললেন,—অবশ্যই স্যর সেদিক দিয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধই নিয়েছেন। কিন্তু কী করে আপনার ধারণা হল যে মি. ওলডেকার বাড়ির মধ্যেই রয়েছেন?

হোমস মুচকি হেসে বললেন—ওই বুড়ো আঙুলের ছাপ থেকে। তুমি বলেছিলে ওটাই অকাট্য প্রমাণ। এবং দেখা গেল সত্যিই তাই, তবে, সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এই যা। আমি জানতাম ও দাগ কাল ওখানে ছিল না, এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি, সে তুমি লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়ই। হলঘরটা আমি যখন পরীক্ষা করেছিলাম, ওরকম কোনো দাগই ছিল না সেখানে। সুতরাং ওটা রাত্রে লাগানো হয়েছে।

লেসট্রেড বললেন—কিন্তু কী করে?

হোমস বললেন—সে তো খুবই সহজ। প্যাকেটগুলোর একটা ওলডেকার, ম্যাকফারলেনকে দিয়ে বন্ধ করায়, নরম গালায় বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে। কাজটা এতোই অল্প সময়ে আর এমনই স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকবে যে ম্যাকফারলেনের হয়তো মনেই নেই সে কথা। হয়তো ব্যাপারটা কাজে লাগাবার মতলব তখন পর্যন্ত ওলডেকারের মাথায় আসে নি। লুকোনোর জায়গায় থেকে মামলাটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মতলবটা ওর মাথায় আসে যে, এতে করে ম্যাকফারলেনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত মারাত্মক এক প্রমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। সীলমোহরটা থেকে একটা গালার ছাঁচ তুলে নেওয়া, আঙুলে পিন ফুটিয়ে দরকার মতো রক্ত

নিয়ে সেটায় মাখানো আর সেই ছাপ রাত্রে বেরিয়ে এসে দেওয়ালে লাগানো—নিজের হাতেই হোক বা গৃহকর্ত্রীর মারফৎই হোক, এর চেয়ে সহজ কাজ আর কি হতে পারে? যে সব কাগজপত্র নিয়ে ও গোপন আস্তানাটায় যায়, আমি বাজি রেখে বলতে পারি সেগুলো পরীক্ষা করলেই আঙুলের ছাপওয়ালা একটা সীল দেখতে পাওয়া যাবে।

লেসট্রেড বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ চমৎকার মি. হোমস! আপনি বিশ্লেষণ করতেই ব্যাপারটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেল। কিন্তু মি. হোমস এই গভীর ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?

হোমস বললেন—সেটা তো সোজা। নিচের ওই ভদ্রলোকটি যেমন ঈর্ষাপরায়ণ তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। জানো তো, ম্যাকফারলেনের মায়ের পাণিপ্রার্থনা করে ওলডেকার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন? সেকি তুমি এসবের খোঁজ খবর নাও নি? কেন, তোমায় তো বলেছিলাম—আগে ব্ল্যাকহিথে যাবে তারপরে তুমি নরউডে? যাই হোক এই যে ম্যাকফারলেনের মা যে তাকে অপমান করেছিলেন, ফলে তিনি সারা জীবন ধরে প্রতিশোধের জন্যে ছটফট করেছেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে কিছুই করতে পারেন নি। গত দুই বছর ধরে ওঁর ব্যবসা ভালো চলে নি—গোপন কোনো ব্যাপারে ঝুঁকি নেবার ফলেই হয়তো এবং শেষপর্যন্ত অবস্থা বেশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। তখন ঠিক করলেন পাওনাদারদের ফাঁকি দেবেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক কর্নেলিয়াসকে চেক মারফৎ প্রচুর টাকা দেন। এই কর্নেলিয়াস, আমার ধারণা, তাঁরই অন্য নাম। চেকগুলো এখনো পরীক্ষা করে দেখি নি বটে, কিন্তু তাহলেও আমার সন্দেহ নেই, কোনো মফঃস্বল শহরে এগুলো ওই নামে ভাঙানো হয়েছে। সেখানে ওই নামে ওঁর অন্য পরিচয় আছে। ওঁর মতলব ছিল নাম পালটে, টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা।

লেসট্রেড বললেন—তা ঠিকই বলেছেন আপনি। কোনো সন্দেহ নেই!

হোমস বললেন—হয়তো উনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে, পালিয়ে গেলে আর তাঁকে অনুসরণ করার কোনো সূত্রই থাকবে না। আর সেই সঙ্গে দিব্যি পুরোনো প্রেমিকার ওপর নির্মম প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যদি এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে পারেন যে সেই মহিলারই একমাত্র পুত্রের হাতে উনি নিহত হয়েছেন। শয়তানির পরম পরা কাষ্ঠা এ, রীতিমত ওস্তাদের মতোই উনি কাজ করেছিলেন। উইল তৈরি করা—যা থেকে অপরাধটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যের প্রমাণ হয়, এ এক এমনই জাল যে, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও এ থেকে বেরিয়ে আসা ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বড় শিল্পীর যে গুণ সেটা তাঁর ছিল না—জানা ছিল না কোথায় থামতে হবে। এমনিতে যা ছিল নিখুঁত তার উপরেও তিনি আবার নতুন করে প্রমাণ তৈরি করতে গেলেন ফাঁসির দড়িটা যাতে আরো শক্ত হয়ে বেচারার গলায় বাঁধা হয়। আর তাতেই সে তার পতন ডেকে আনল। চল যাই লেসট্রেড, দুই একটা প্রশ্ন করব ওকে।

বৈঠকখানা ঘরে দুইজন পুলিশ ওলডেকারের পাহারায় ছিল। কাকুতি-মিনতি করতে করতে ওলডেকার বলে চললেন—এ তো একটা ঠাট্টা স্যার, ব্যক্তিগত ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয় জানবেন। বিশ্বাস করুন, আমার লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য ছিল এক্ষেত্রে কী হয় তাই দেখা। আপনারা যদি মনে করেন যে এ জন্যে বেচারা তরুণ ম্যাকফারলেনের কোনোরকম অনিষ্ট হতে দেব, তাহলে আমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

লেসট্রেড বললেন—সে বুঝবে জুড়িরা। যাই হোক আপাতত আমরা আপনাকে অন্ততঃ ষড়যন্ত্রের অভিযোগের গ্রেপ্তার করছি।

হোমস বললেন—এবার আপনি দেখবেন আপনার পাওনাদাররা মি. কর্নেলিয়াসের ব্যাংকের টাকা আটকে দিয়েছেন।

চমকে উঠলেন বেঁটেখাটো লোকটি, শয়তানী মাখা চোখে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার প্রচুর ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে দেখছি। এ ঋণ আমি একদিন শোধ করে দেব জানবেন।

প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে হোমস হেসে উঠে বললেন—বেশ কয়েক বছরের জন্যেই এখন আপনাকে বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, কাঠের গাদায় আপনার পুরোনো

প্যান্ট ছাড়াও আর কী আপনি ফেলেছিলেন? কোনো মরা কুকুর, না খরগোস, না অন্য কিছু? ওলডেকারকে নিরুত্তর দেখে হোমস ওয়াটসনকে বললেন—ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় খরগোস। তুমি যখন এ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে তখন খরগোসের কথাই উল্লেখ করো।

দ্বিতীয় রক্ত রেখা

ওয়াটসনের লেখা ধারাবাহিকভাবে হোম্‌সের তদন্তের কাহিনীগুলি প্রকাশিত হওয়া শার্লক হোমস নিজেই আর চাইছিলেন না। যতোদিন তিনি পেশাদারী গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছিলেন, ততোদিন পর্যন্তই তাঁর এ সাফল্যের রেকর্ডগুলির কিছু মূল্য তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তিনি গোয়েন্দা হিসেবে অবসর নিয়ে লন্ডন ছেড়ে সাসেক্স ডাউনসে বাসা তুলে নিয়ে বই আর মৌমাছি পালনের জগতে ডুব দিলেন, সেইদিন থেকে গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তায় তিনি বেশ বিরক্ত বোধ করতে শুরু করলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলে পাঠালেন, যেন তাঁকে নিয়ে আর কোনো কাহিনী প্রকাশিত না হয়। অগত্যা বাধ্য হয়ে ড. ওয়াটসন তাঁকে জানালেন, এই কাহিনী প্রকাশে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত সময় হলেই তিনি 'দ্বিতীয় রক্তরেখা'র কাহিনী প্রকাশ করবেন এবং হোমসকে ওয়াটসন অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝালেন যে, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিতে তাঁকে তদন্ত করতে ডাকা হয়েছিল এই কাহিনী দিয়ে তার শেষ হওয়া উচিত। তখনই ওয়াটসন, তাঁর অনুমতি পেলেন এ কাহিনী প্রকাশ করার জন্যে। খুব সতর্কভাবে, শুধুমাত্র মূল ঘটনাটুকু জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন হোমস। ওয়াটসন তাই কাহিনীর শুরুতেই সাফাই গেয়ে রেখেছেন যে, ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে কোথাও তিনি যদি একটু অস্পষ্টভাবেই সারেন, তবে পাঠককে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, তার এই চাপাচাপির পেছনে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

একদিন এক শরৎকালের সুন্দর সকালে হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাসায় তীক্ষ্ণনাসা, ঈগলচক্ষু কর্তৃত্বব্যঞ্জক কঠিন চেহারার মানুষ ব্রিটেনের বার দুয়েকের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং লর্ড বেলিঞ্জার হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গের দ্বিতীয় জন খুব জোর মধ্যবয়স্ক, একটু চাপা রং ঝকঝকে পরিষ্কার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সব রকম সৌন্দর্যে ভরপুর। তাঁর নাম মাননীয় ট্রেলনি হোপ, ইউরোপীয় বিষয়ক এবং দেশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান কূটনীতিজ্ঞ তিনি। তাঁদের বলিরেখাঙ্কিত উদ্বিগ্ন মুখ দেখে বোঝা গেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যায় জর্জরিত হয়েই তাঁদের এখানে আসতে হয়েছে। হাতির দাঁতে মোড়া ছাতাটির হাতলের ওপর প্রধানমন্ত্রীর শীর্ণ নীল শিরাওঠা দুটি হাত শক্ত করে চেপে ধরা ছিল। এবং তাঁর শুষ্ক, উদ্বেগাকুল, ঘোলাটে চোখ দুটি বারবার ওয়াটসনের আর শার্লক হোম্‌সের মুখের ওপর ফিরে ফিরে চাইছিল। মি. ট্রেলনি হোপ উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যে তাঁর ঘন গোঁফ জোড়া ঘন ঘন মোচড়াচ্ছিলেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেলিঞ্জার জানালেন—মি. হোমস আজ সকালে আটটা নাগাদ যখন আমি আবিষ্কার করলাম জিনিসটা হারিয়ে গেছে, তখনই আমি প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাই। ওনারই পরামর্শ মতো আমরা দুইজন আপনার কাছে এলাম।

হোমস প্রশ্ন করলেন—পুলিশকে জানিয়েছেন?

বেলিঞ্জার বললেন—না, স্যার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবার অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমরা জানাই নি এবং সম্ভব নয় জানানো। কারণ পুলিশ জানলে একদিন না একদিন সাধারণ জনগণও জেনে যাবে। যে দলিলের কথা আপনাকে বলছি তা এতো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ যে তা প্রকাশ পেলে সারা ইউরোপ মহাদেশে দারুণ এক রাজনৈতিক জটিলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যদি বলি এর সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন জড়িত আছে,—তাহলেও খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। যদি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এটি উদ্ধার করা না যায় তবে, যারা এটি সরিয়েছে নিশ্চয়ই তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এর ভিতরকার সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে বের করে দেবে।

হোমস বললেন—আচ্ছা, ঠিক কী অবস্থায় ডকুমেন্টটি অদৃশ্য হয়েছে তা যদি বলেন, তবে আমার কাজে সুবিধা হয়।

মি. ট্রেলনি হোপ এবার মুখ খুললেন—আমি দুই একটি কথায় আপনাকে বর্ণনা করতে পারি মি. হোমস। এটি একটি চিঠি যা আজ থেকে ছয়দিন আগে এক বিদেশী রাজা পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কোনোদিনই এটি আমার দপ্তরের আলমারিতে রেখে আসতাম না। রোজ সন্ধ্যেবেলায় সঙ্গে করে আমার বাড়ি হোয়াইট গুল টেরেসে নিয়ে আসতাম। এবং আমার শোবার ঘরে একটি ডেসপ্যাচ বাক্সে তালাচাবি দিয়ে রাখতাম। কাল রাতেও এটি সেখানে ছিল। ছিল যে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আসলে কালরাতে রাতের খাওয়া খেতে যাওয়ার আগে আমি যখন পোষাক পরছিলাম তখন আমি বাক্সটি একবার খুলেছিলাম, চিঠিটা তখন ভিতরে ছিল। কিন্তু আজ সকালে সেটি অদৃশ্য। বাক্সটি সারারাত আমার ড্রেসিং টেবিলের পাশে কাঁচের ওপর রাখা ছিল। আমার ও আমার স্ত্রীর ঘুম খুব পাতলা। আমরা হলপ করে বলতে পারি কালরাতে আমাদের ঘরে কেউ ঢোকে নি। অথচ আজ সকালে চিঠিটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি রাতের খাওয়া কখন খেয়ে ছিলেন? এবং কখন শুতে গিয়েছিলেন?

মি. ট্রেলনি বললেন—সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিনার খেয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার স্ত্রী যখন নাটক দেখে ফিরে এল তখন শুয়েছিলাম।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—তাহলে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ডেসপ্যাচ বাক্সটি অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

মি. ট্রেলনি বললেন—একমাত্র সকাল বেলা বাড়ির ঝি এবং অন্য সময় আমার চাকর ও আমার স্ত্রীর আয়া ছাড়া ওই ঘরে আর কারো ঢোকা নিষেধ। এর প্রত্যেকেই বিশ্বাসী এবং বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের সঙ্গে আছে। তাছাড়া বাক্সে মামুলি অফিসের কাগজপত্র ছাড়াও যে অন্য একটি মূল্যবান দলিল আছে—এটা তাদের জানা সম্ভব কী করে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—ওই চিঠিটার কথা আর কে জানে?

মি. ট্রেলনি ছোট্ট করে জবাব দিলেন বাড়ির আর কেউ নয়।

আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন—হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

উত্তর এল—না, স্যার। আজ সকালে চিঠিটা হারাবার পরেই তাঁকে আমি ব্যাপারটা বলি।

প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা সূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে চিনি, ট্রেলনি। সরকারি কর্তব্যে তোমার সততা প্রশ্নাতীত।

আমিও উপলব্ধি করতে পারি এ ধরনের অতীব গোপনীয় সরকারি তথ্যের ব্যাপারে মানুষ তার সাংসারিক গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠে যায়।

ইউরোপীয় সচিব মাথা নত করে ওনাকে অভিবাদন করলেন।

স্যার, এর চেয়ে বেশি সুবিচার আমি আর কিছু আশা করি না। আজ সকাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কাছে একটি অক্ষর পর্যন্ত উচ্চারণ করি নি।

হোমস বললেন—উনি কিছু ধারণা করতে পেরেছিলেন? না, মি. হোমস, উনি কোনো ধারণা করতে পারেন নি—অন্য কেউই কোনো ধারণা করতে পারে নি।

এর আগে আপনি কোনো দলিল হারিয়েছিলেন?

না, স্যার।

ইংল্যান্ডের আর কে কে এই চিঠিটা সম্বন্ধে জানে?

গতকাল সংসদের প্রতিটি সদস্যকে জানানো হয়েছিল। অবশ্য প্রতিটি তথ্য জানানোর সময়েই মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়া হয়। আর আবার প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে সতর্কিত করায় ব্যাপারটির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। অথচ কী অদৃষ্ট! কয়েক ঘন্টা পরে আমি নিজেই চিঠিটা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সুন্দর মুখখানি হতাশায় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল, হাত দুটো মুঠো করে চেপে ধরল মাথার চুল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সমানে একটি অতি

সাধারণ মানুষ ভেসে উঠল। ভয়ে হতাশায়, আশঙ্কায় লাল একটি মুখ। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার সেই অভিজাত মুখোসটি ফিরে এলো, ফিরে এলো সেই মার্জিত কণ্ঠস্বর। সংসদ সদস্যদের বাইরে দপ্তরের দুইজন কি তিনজন বড় অফিসার চিঠিটার কথা জানে। মি. হোম্‌স, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, ইংল্যান্ডের বাইরে আর কেউ জানে না।

কিন্তু বিদেশে?

আমি বিশ্বাস করি একমাত্র স্বয়ং পত্রলেখক ছাড়া বিদেশেও আর কেউ জানে না। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, এই চিঠিটা রচনার ব্যাপারে তিনি তার মন্ত্রী কিংবা অফিসারদের এর মধ্যে ডাকেন নি।

হোমস কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করব এই দলিলটি কী এবং এটি হারিয়ে গেলেই বা কেন এমন ভয়াবহ পরিণতি হবে?

দুই কূটনীতিজ্ঞ দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তরপর প্রধানমন্ত্রীর চোখের ওপরে ঝুরো ভ্রূ দুটো বঙ্কিম হয়ে উঠল।

মি. হোমস, খামটি ছিল লম্বা, ঈষৎ হালকা নীল রংয়ের। খামের ওপর লাল মোমের উদ্ধত সিংহের সীল মোহর ছাপা ছিল। ঠিকানাটা খুব বড় বড় করে লেখা ছিল, বড় বড় হাতের লেখায়...'

ক্ষমা করবেন স্যার, হোমস বাধা দিলেন। চিঠির ওপরকার এই প্রতিটি নিখুঁত বর্ণনা নিশ্চয় দরকারী। কিন্তু আমার প্রশ্ন আরো ভিতরে। চিঠিটার বিষয়বস্তু কী?

দেশের পক্ষে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়, তাই আমাদের ক্ষমা করবেন, ওটি আমরা বলতে পারব না। তা ছাড়া আমি বুঝতে পারছি না, বিষয়বস্তুতে আপনার কী প্রয়োজন। আপনার যে ক্ষমতার কথা শুনি তার দ্বারা আপনি যদি এই খামটি, যেমন আমি বর্ণনা করলাম, তার ভিতরের চিঠিটা সহ উদ্ধার করতে পারেন, তবে দেশে আপনাকে নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। এবং আপনি যা পুরস্কার চাইবেন তাই-ই পাবেন।

শার্লক হোমস হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আপনারা দুইজন দেশের সবচেয়ে ব্যস্ত লোক, তবু আমারও বেশ কিছু জরুরি কাজ আছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই ব্যাপারে আপনাদের কিছুই সাহায্য করতে পারলাম না। এবং এই নিয়ে আর কোনো আলোচনা করা সময়ের অপচয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী টপ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর কোটরাগত চক্ষু দুটি তীব্র ক্রোধে মুহূর্তে জ্বলে উঠল। এই চোখের সামনে সমস্ত সাংসদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তিনি বললেন—আমি এই রকম ব্যবহারে অভ্যস্থ নই বুঝলেন? ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলি ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেই ক্রোধ সামলে নিলেন, নিজের আসনে বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন। শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞটি কাঁধ ঝাঁকালেন।

আপনার শর্তে আমাদের রাজি হওয়া উচিত, মি. হোমস। সন্দেহ নেই আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদেরই অযৌক্তিক আবদার—আপনাকে পুরো বিশ্বাস করব না অথচ আশা করব আপনি আমাদের হয়ে কাজ করুন।

আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, তরুণ কূটনীতিজ্ঞটি বললেন।

বেশ, তাহলে আপনার এবং আপনার সহযোগী ড. ওয়াটসনের সততার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বস রেখে আমি সমস্ত খুলে বলছি। এবং আমি আপনাদের স্বদেশপ্রেমের দিব্যি দিচ্ছি, কেন না আমি কল্পনাও করতে পারি না এই ঘটনাটা সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লে দেশে কী ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

হোমস বললেন—আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।

চিঠিটা এক বিদেশী স্বৈরাচারী রাজার লেখা যাঁর সিংহাসন সম্প্রতিকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তৎপরতার ফলে টলমল হয়ে উঠেছে। চিঠিটা খুব তাড়াহুড়োয় এবং সম্পূর্ণ তাঁর নিজ দায়িত্বে লেখা। অনুসন্ধানে জানা গেছে তাঁর মন্ত্রী পরিষদ এই ব্যাপারের কিছুই জানেন

না। চিঠিটাতে এমন দুর্ভাগ্যজনক ভাষায় আমাদের দেশকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং এর কিছু কিছু অংশ এমন উত্তেজনাকর যে, নিঃসন্দেহে এ চিঠিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক ভয়াবহ গণক্রোধ দেখা দেবে। এবং এমন উত্তেজনা দেখা দেবে যে, আমার বলতে দ্বিধা নেই, এই চিঠিটা প্রকাশ্যের সাত দিনের মধ্যে ইংল্যান্ডকে এক বিরাট যুদ্ধের জড়িয়ে পড়তে হবে।

হোমস এক টুকরো কাগজে একটি নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিলেন।

ঠিকই ধরেছেন। ইনিই তিনি। এই চিঠিটা—চিঠিটা কী অপূরণীয় ক্ষতি করে হারিয়ে গেল ভাবতে পারেন! হারানো মানে সহস্র লক্ষ টাকার অপব্যয় এবং শত সহস্র মানুষের প্রাণ বলিদান।

চিঠির প্রেরককে জানিয়েছেন?

হ্যাঁ, সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামে তাঁকে জানানো হয়েছে।

চিঠিটা প্রকাশ পান তিনি সম্ভবত তাই চান?

না, স্যর, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন কাজটা তাঁর অবিবেচকের মতো হয়ে গেছে, হঠাৎ মাথা গরম করে লিখে ফেলেছেন। তিনি যে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন তা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের আছে। চিঠিটা প্রকাশ পেলে আমাদের দেশের থেকেও তাঁর দেশের ওপর আঘাতটা অনেক বেশি হবে।

যদি তাই হয়, তবে চিঠিটা প্রকাশ পাক এতে কার স্বার্থ আছে? অন্য কেউ এটা কেন চুরি করতে চাইবে এবং প্রকাশ করতে চাইবে?

ঠিক এইখানে, মি. হোমস, আপনি আমাকে গভীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিয়ে আসতে চাইছেন। আপনি যদি ইউরোপীয় পরিস্থিতি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তবে আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না কাদের স্বার্থ এতে সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত ইউরোপ এখন একটা যুদ্ধ শিবিরে পরিণত হয়েছে। ইউরোপ দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে, তাতে করে একটা শক্তির ভারসাম্য বজায় হয়েছে। আর গ্রেট ব্রিটেন এই ভারসাম্য রক্ষা করছে। এখন, গ্রেট ব্রিটেন যদি এই এক শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে তবে অন্য শিবির শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সে তারা যুদ্ধে নামুক চাই না। বুঝলেন?

খুব স্পষ্ট। তাহলে ওই রাজার শত্রুশিবির চাইবে চিঠিটি হস্তগত করতে এবং প্রকাশ করতে, যাতে তাঁর দেশ এবং আমাদের দেশের মধ্যে বিরোধ লেগে যায়।

ঠিক তাই।

যদি চিঠিটা শত্রুর হস্তগত হয় তবে কার কাছে এটি পাঠানো হবে?

ইউরোপের যে কোনো একজন মহান চ্যান্সেলরের কাছে এবং সম্ভবত এই মুহূর্তে সেটি এমনই কোনো চ্যান্সেলরের কাছে দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

মি. ট্রেলনি হোপের মাথা তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল, একটা আর্ত গোঙানি তাঁর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো।

এটা তোমার দুর্ভাগ্য হে। কেউ তোমাকে দোষী করবে না। কোনো সতর্কতাই তুমি এড়িয়ে যাও নি। মি. হোমস আপনি তো সব শুনলেন, এখন আপনি কি করতে পরামর্শ দেন?

অত্যন্ত বিপদগ্রস্তভাবে হোমস মাথা নাড়লেন।

আপনি কি স্যর মনে করেন চিঠিটা উদ্ধার না করলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?

গুরুতর সম্ভাবনা আছে।

তাহলে স্যর, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন।

কথাটা বড় কড়া হয়ে গেল মি. হোমস।

সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করুন স্যর। চিঠিটা রাত সাড়ে এগারোটার পরে চুরি হয় নি, কেননা সেই সময় থেকে জানাজানি হওয়া পর্যন্ত মি. হোপ এবং তার স্ত্রী ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তাহলে চিঠিটা নিশ্চয়ই গতকার রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে চুরি গেছে, খুব সম্ভবতঃ প্রথম দিকেই চুরি গেছে, কেননা যেই-ই চুরি করুক সে জানতো চিঠিটা কোথায় আছে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তার কাজ সারতে চাইবে। তাহলে

ভাবুন এমন গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি হবার এতোক্ষণ পরে সেটি কোথায় থাকতে পারে। চোরের নিজের কাছে চেপে রাখার কোনো কারণ নেই। এটি অত্যন্ত দ্রুত তাদের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাদের এটি দরকার। চোরের ওপর বাটপাড়ি করার বা তার পেছনে ধাওয়া করার আর সময় কোথায় আমাদের। ব্যাপারটা এখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, মি. হোমস। আমিও বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, চিঠিটা বাড়ির ঝি-টি কিংবা চাকরটি সরিয়েছে—

কিন্তু তারা দুইজনেই বহু পুরোনো ও পরীক্ষিত লোক। আপনার কথা থেকে আমি বুঝেছিলাম আপনার ঘরটি বাড়ির তিনতলায় এবং কারো নজরে না পড়ে। বাইরে থেকে কারো ঢোকা কিংবা ঢুকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

অতএব এটি নিশ্চিত যে, ঘরের কেউই এটা সরিয়েছে। সরানোর পর চোর চিঠিটি কার কাছে নিয়ে গেছে?

যে কোনো একজন আন্তর্জাতিক চর বা গুপ্ত গোয়েন্দার কাছে, যাদের প্রত্যেককেই আমি বেশ ভালোভাবে চিনি। আপাতত তিনজন এখন বাজারে কর্তৃত্ব করছে। আমি আমার তদন্ত এই তিন জনের খোঁজ নিয়ে শুরু করতে পারি। দেখা যাক প্রত্যেকেই তাদের আড্ডায় আছে কিনা। যদি একজনও উধাও হয়ে গিয়ে থাকে—বিশেষ করে কাল রাত থেকে তাহলে চিঠিটা কোথায় যেতে পারে তার একটা সূত্র আমাদের আসবে।

সে উধাও হয়ে যাবে কেন? ইউরোপীয় সেক্রেটারিটি প্রশ্ন করলেন। সে খুব সহজেই লন্ডনের যে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রদূতের কাছে নিয়ে যেতে পারে।

বোধহয় না। এই গুপ্তচরেরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং প্রায়শই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো থাকে না।

প্রধানমন্ত্রী সমর্থনসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

আপনি ঠিক বলেছেন, মি. হোমস। এতো দামি একটি দলিল সে চাইবে নিজের হাতে আসল জায়গায় নিয়ে যেতে। আমার মনে হচ্ছে আপনি যেভাবে এগোতে চান সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ইতিমধ্যে, হোপ, আমরা তো আর এই একটি দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাদের অন্যান্য কাজে অবহেলা দেখাতে পারি না। আজকে সারা দিনের মধ্যে যদি আর কোনো ঘটনা ঘটে তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব, আর আপনিও যদি আপনার অনুসন্ধানে কিছু টের পান তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন।

দুই রাজনীতিজ্ঞ উঠে দাঁড়িয়ে, অভিবাদন করে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মহামান্য অতিথিরা চলে যাবার পরে হোমস নীরবে তাঁর পাইপটি ধরালেন এবং কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রইলেন। ওয়াটসন তখন সকাল বেলার কাগজটি খুলে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণে ডুব দিলেন। গতকাল রাতে এই হত্যাকাণ্ডটি লন্ডনে ঘটে গেছে। আর ঠিক এইসময় ওয়াটসনের বন্ধু হোমস মুখে একটি আনন্দধ্বনি করে লাফিয়ে উঠলেন, বাতিদানের ওপর তাঁর পাইপটা রাখলেন।

হুঁ, বন্ধুটি বিড়বিড় করে উঠলেন, এছাড়া এগোবার অন্য কোনো ভালো পথ হতে পারে না। অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর, কিন্তু একেবারে নিরাশ হবার মতোও না। এখনো যদি আমরা জানতে পারি চিঠিটা কে হাতিয়েছে, তবে খুবই সম্ভব হয়তো চিঠিটা এখনও তার হাতছাড়া হয় নি। এইসব চোরেরা তো টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আর এই পেছনে আছে সাক্ষাৎ ব্রিটিশ রাজকোষ। যদি এটি বাজারে এসে থাকে তবে এটি আমি কিনবোই—তা সে যতো দামই হোক। লোকটি নিশ্চয়ই চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করছে, দেখতে চায় আমাদের দিক থেকে ঠিক কতো দাম ওঠে—তারপর সে অন্য জায়গায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবে। এই ধরনের দুঃসাহসী খেলা খেলতে পারে মাত্র তিনজন-ওবেরস্টাইন, রখেয়েরে, এবং এডুয়ার্ডো লিউকাস।

এবার এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করব।

ওয়াটসন এবার হাতের প্রভাতী সংবাদপত্রের দিকে চোখের দৃষ্টি ফেরালেন। বললেন—

গোডোলফিন স্ট্রিটের এডুয়ার্ডো লিউকাসের কথা বলছ নাকি?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

নয় কেন?

গতকাল রাতে সে তার বাড়িতে নিহত হয়েছে। এতোদিন বিভিন্ন তদন্তের মাধ্যমে হোমস ওয়াটসনকে চমকে দিতেন, কিন্তু এই প্রথম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আজ ওয়াটসনের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঝট্ করে তাঁর হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিলেন। হোমস যখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন ওয়াটসন কাগজের নিম্নোক্ত অংশটুকু পড়তে লাগলেন—

ওয়েস্টমিনস্টারে হত্যাকাণ্ড

একটি রহস্যজনক অপরাধ ঘটে গেছে গতকাল রাতে ষোল নম্বর গোডোলফিন স্ট্রিটে। অষ্টাদশ শতকের পুরোনো ঢংয়ের নির্জন এই বাড়িগুলি নদী এবং গির্জার মাঝামাঝি এবং সংসদ ভবনের বিরাট চূড়োর প্রায় ছায়ার নিচেই অবস্থিত! ছোট্ট হলেও বিশিষ্ট এই বাড়িটিতে কয়েক বছর যাবৎ মি. এডুয়ার্ডো লিউকাস বাস করছিলেন। দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সৌখিন সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, এছাড়াও তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যে তিনি সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়স্ক এই মি. লিউকাস ছিলেন অবিবাহিত; শ্রীমতী প্রিঙ্গল নামে একজন বয়স্ক আয়া এবং মিটন নামে একটি চাকর ছিল তাঁর সংসারে। আয়াটি সকাল সকাল কাজ সেরে বাড়ির ওপরতলায় শুতে যায়। চাকরটি কাল সন্ধ্যায় হ্যামারস্মিথে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। রাত দশটার পর থেকে মি. লিউকাস বাড়িতে একাই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সঠিক কী ঘটেছিল তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে রাত পৌনে বারোটা নাগাদ পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট রাস্তা পেরোবার সময় দেখতে পায় ওই ষোলো নম্বর বাড়ির গেটটা ভেজানো। সে কড়া নাড়ে। এবারও কোনো উত্তর নেই।

তখন দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখে, সমস্ত ঘরখানি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, ঘরের আসবাবপত্র একদিকে টেনে সরানো হয়েছে এবং একখানি চেয়ার ঘরের ঠিক মাঝখানে উল্টে পড়ে রয়েছে। চেয়ারের পাশে চেয়ারেরই একটি পায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে ছিল বাড়ির হতভাগ্য গৃহস্বামীটি। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওপর ছুরিকাঘাত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। যে অস্ত্র দিয়ে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সেটি একটি বাঁকানো ভারতীয় ছোরা। সেই ঘরের একটি দেওয়ালে প্রাচ্য দেশীয় যে প্রদর্শনী টাঙানো ছিল ছোরাটি সেখান থেকে টেনে নেওয়া হয়েছে। ডাকাতি করা এই হত্যার উদ্দেশ্য নয়, কেননা ঘরের কোনো মূল্যবান জিনিস খোয়া যায় নি। মি. লিউকাসের এই দুঃখজনক নৃশংস পরিণতি সন্দেহ নেই, তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে শোক ও সহানুভূতির ছায়া ফেলবে।

কী হে ওয়াটসন, কী বুঝছ? কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হোমস প্রশ্ন করলেন।

বড়ই আশ্চর্যজনক ও কাকতালীয়।

শুধুই কাকতালীয়? এই নাটকের যে তিনজন সম্ভাব্য কুশীলবের কথা আমরা ভেবেছি তাদের মধ্যেই একজন কিনা নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেল ঠিক তখন, যখন নাটকটি পুরোদমে অভিনীত হচ্ছিল! কাকতালীয় যে নয় তারপক্ষে প্রচুর যুক্তি খাড়া হয়ে উঠেছে। এবং সেসব যুক্তি কিছুতেই খণ্ডানো যাচ্ছে না। না হে, ওয়াটসন দুটি ঘটনাই পরস্পর যুক্ত—নিশ্চয়ই তাই। এখন এই যোগসূত্রটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু পুলিশ তো ইতিমধ্যে সব জেনে ফেলেছে। কখনোই না। গোডোলফিন স্ট্রিটের ঘটনাটুকুই শুধু তারা দেখবে। হোয়াইট হল টেরেসের কথা তারা জানে না, জানবেও না। শুধু আমরা দুটো ঘটনাই জানি—কাজেই আমরা ঘটনা দুটোর যোগসূত্র অনুসন্ধান করতে পারব।

একটা বিশেষ কারণে লিউকাসের ওপরে আমার প্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল। ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিট মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ হোয়াইট হল টেরেস থেকে। আর যে দুইজন গুপ্তচরের কথা আমি বলেছি তারা দুইজনেই একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে বাস করে। কাজেই ইউরোপীয় সচিবের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বা সেখান থেকে কোনো সংবাদ জোগাড় করা অন্য দুইজনের চেয়ে লিউকাসের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। খুবই তুচ্ছ সূত্র হয়তো, কিন্তু ঘটনা যেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে গেছে সেখানে এই তুচ্ছটারই গুরুত্ব অসীম। যাচ্চলে, এখনো আমরা বসে আছি কী করতে?

ঠিক এমন সময় ট্রেন ওপর একটি মহিলার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকল। কার্ডটির দিকে তাকিয়ে হোমসের ভ্রু ঈষৎ বিস্ফারিত হল, ওয়াটসনের হাতে কার্ডখানি দিয়ে বললেন—লেডি হিল্ডা ট্রেলনিকে বল দয়া করে ভিতরে পদার্পণ করতে।

মুহূর্তপরেই আমাদের সেই গরিব বৈঠকখানাটি, যা ইতিমধ্যে সকালের দুই মহামান্য অতিথির আগমনে সম্মানিত হয়ে উঠেছিল, তা লন্ডন শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাটির পদার্পণে ধন্য হয়ে উঠল। বেলমিনস্টারের ডিউকের কনিষ্ঠা কন্যাটির সৌন্দর্যের খ্যাতি বহু শুনেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কোনো বর্ণনা বা রঙিন আলোকচিত্রই তাঁর এই নিহিত কোমল বর্ণোজ্জ্বল মহান সৌন্দর্যকে ফোটাতে পারে নি। তবু, সেদিন সেই হেমন্তের সকালে আমরা তাঁকে যখন দেখি, মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে তাঁর এই মহান সৌন্দর্য দর্শকের চোখকে প্রথম আকর্ষণ করবে না। তাঁর গণ্ডস্থল অপরূপ, কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্বেগে বিবর্ণ, তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্য আশঙ্কার, প্রস্ফুটিত অধরোষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় চাপা, টানা। দোরগোড়ায় ছবির ফ্রেমের মতো তিনি যে কয় মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন দর্শকের চোখে তাঁর মুখের সৌন্দর্য নয়, এই ভীতিই প্রথম ছায়াপাত করবে।

আমার স্বামী কি এখানে এসেছিলেন, মি. হোমস?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, এসেছিলেন।

মি. হোমস, আমি প্রার্থনা করছি, আমি যে এখানে এসেছি সে কথা তাঁকে বলবেন না।

হোমস খুব ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে তাঁকে অভিবাদন করলেন। তারপর তাঁর বসবাস জন্যে একটি চেয়ার নির্দেশ করলেন।

বললেন, মহামান্য দেবী, আমাকে অসুবিধার মধ্যে ফেললেন। আপনি দয়া করে ভিতরে এসে বসুন এবং খুলে বলুন আপনি ঠিক কী চাইছেন। কিন্তু আমি বোধ হয় আগে থেকে আপনাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না।

উনি দ্রুত ঘরে ঢুকে জানলার দিকে পিঠ করে একটি চেয়ারে বসলেন। রাণীর মতো তাঁর ভঙ্গী, মহান, উজ্জ্বল এবং অতীব মহিমান্বিত।

মি. হোমস, কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর দস্তানা পরা হাতদুটি বারবার জোড় করছিলেন এবং খুলছিলেন। আমি আপনাকে খোলাখুলি সব বলবো বলে এসেছি। পরিবর্তে আশা করবো আপনিও আমাকে খোলাখুলি সব বলবেন। আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া এবং সেই একটি হল রাজনীতি। এই ব্যাপারে তাঁর মুখে কুলুপ আঁটা। কিচ্ছু বলেন না, তিনি আমাকে। এখন আমি বুঝতে পারছি কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি জানি একটি কাগজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা রাজনীতি-সংক্রান্ত সেই হেতু তিনি কিছুতেই আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে কী ব্যাপার কিছুই বলছেন না। কিন্তু আমি বলছি এটা জরুরি, খুবই জরুরি যে ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। রাজনীতিবিদ ছাড়া আপনিই একমাত্র লোক যিনি আসল ব্যাপারটা জানেন। আপনাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি মি. হোমস, ঘটনাটা আপনি আমায় খুলে বলুন। আপনার মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি দয়া করে চুপ করে থাকবেন না মি. হোমস। আমি জানলেই যে আপনার মক্কেলের সবচেয়ে বেশি কার্যসিদ্ধি হবে, শুধু এটুকুই যদি উনি বুঝতেন! চুরি যাওয়া কাগজটি আসলে কী?

আপনি আমাকে একটি অসম্ভব অনুরোধ করেছেন।

দু-হাতের মধ্যে মুখ চাপা দিয়ে উনি গুঙিয়ে উঠলেন।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা আপনি বুঝে দেখুন। যে ব্যাপারে আপনার স্বামী আপনাকে অন্ধকারে রাখা বিবেচনা করেছিলেন এবং যেটি আমি আমার পেশাগত গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জেনেছি, তা আমি আপনাকে কী করে বলবো, যা আপনার স্বামীই আপনাকে বলেন নি! আমাকে অনুরোধ করা আপনার উচিত হচ্ছে না। স্বামীকেই আপনার প্রশ্নটি করা উচিত নয় কি?

মহিলাটি বললেন—আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে আপনার কাছে এসেছিলাম। বেশ, এ ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে স্পষ্ট করে কিছু না-ও বলেন, তবু একটা ব্যাপারে যদি আমাকে আলোকপাত করেন মি. হোমস, তবে আমার বড় উপকার হয়।

কী সেটা?

আমার স্বামীর রাজনৈতিক উচ্চাশা কি এই ঘটনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা আছে?

যদি ব্যাপারটার সন্তোষজনক সমাধান না হয়, তবে কিছুটা অনভিপ্রেত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে বইকি।

ওঃ! তিনি এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন, যেন ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলেন।

আর একটি প্রশ্ন, মি. হোমস। কাগজটি হারিয়ে গেছে এটি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী যে রকম ভয় পেয়ে যান তাতে আমার মনে হয়েছিল এটি হারিয়ে গেলে বোধহয় বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেবে।

যদি তিনি তাই বলে থাকেন, তবে আমি তা অস্বীকার করছি না।

কী ধরনের চাঞ্চল্য?

না, আপনি আবার আমাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করছেন যা আমি বলতে পারি না।

তাহ'লে আমি আর আপনার সময় নেবো না। আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললেন না, এর জন্যে আমি আপনাকে ছোট করব না মি. হোমস এবং আপনিও নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববেন না, যেহেতু আমি যে আমার স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবকিছু জানতে চেয়েছিলাম। সেটা আসলে আমি আমার স্বামীর দুশ্চিন্তায় অংশ নিতে চেয়েছিলাম বলেই। আর একবার আমি আপনাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, আপনি দয়া করে আমার এই উপস্থিতি সম্পর্কে মুখ খুলবেন না।

দোরগোড়া থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যে হোমসদের দিকে ফিরে চাইলেন, আর সেই এক মুহূর্তের জন্য শেষবারের মতো তাঁর সেই সৌন্দর্য-খচিত মুখখানি, চকিত চোখদুটি আর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর দু'টি আবার দেখা গেল। তারপর তিনি চলে গেলেন।

ওয়াটসন, শ্রীমতীদের ব্যাপার তোমার বিষয়, দরোজার ওপারে স্কার্টের খসখসানি মিলিয়ে যাবার পর হোমস স্মিতমুখে বললেন। এই মহিলা আবার কী খেলা খেলছেন? আসলে উনি কী চাইছেন?

ওয়াটসন বললেন—সে তো ওনার স্বাকারোক্তির মধ্যেই পরিষ্কার এবং তাঁর এই আশঙ্কাও খুব স্বাভাবিক।

হুম! তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখো ওয়াটসন—তাঁর ভাবভঙ্গী, তাঁর চেপে রাখা উত্তেজনা, তাঁর চাঞ্চল্য, তাঁর প্রশ্ন করার উদগ্র তীব্রতা। মনে রেখো, উনি সেই আভিজাত্যের মেয়ে যারা ভাবাবেগ চেপে রাখতে জানে।

উনি নিশ্চয়ই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আচ্ছা, ভেবে দেখো, কী আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর সব কিছু জানার মধ্যেই তাঁর স্বামীর মঙ্গল। এর দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চাইছিলেন? আর একটা জিনিসও তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো ওয়াটসন, কী কৌশলের সঙ্গে তিনি তাঁর মুখের আলো পড়তে দিলেন না। তিনি চাননি যে তার মুখের রেখাগুলি আমরা পড়ে ফেলি।

হ্যাঁ, তিনি জানলার দিকে পেছন করে বসেছিলেন।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি। তোমার মনে পড়ে মারগেটের সেই স্ত্রীলোকটিকে আমি ঠিক এই কারণেই সন্দেহ করেছিলাম। মহিলাটির নাকে প্রসাধান নেই—এটাই সঠিক সমাধান প্রমাণিত হয়েছিল। মেয়েদের অনেক তুচ্ছ কাণ্ডও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ইঙ্গিত করতে পারে। আবার তাদের অনেক তুলকালাম কাণ্ডও হয় সামান্য একটা মাথার কাঁটা বা সোনার জন্যে। আচ্ছা, চললাম ওয়াটসন। যাই গোডোলফিন স্ট্রিটটা একবার ঘুরে আসি। এডুয়ার্ডো লিউকাসের মধ্যেই আমাদের ধাঁধার উত্তর লুকিয়ে আছে, যদিও আমি স্বীকার করছি এখনও আমার বিন্দু মাত্র ধারণা নেই ঘটনা ঠিক কিভাবে রূপ নেবে। বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত বোকামি। যাই হোক, ওয়াটসন, তুমি ততোক্ষণ প্রহরায় থাকো, যদি কোনো নোতুন অতিথি আসে, তাকে বরণ করবো। যদি পারি দুপুরে খাওয়ার সময় ফিরবো।

সেই পুরো দিনটা, তার পরদিন, তার পরের দিনও হোমস একদম বোবা হয়ে রইলেন, অন্য কেউ দেখলে মনে করতো উনি বুঝি কোনো কারণে বিষণ্ণ। দুমদাম করে হঠাৎ কখনও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আবার তেমনি কখনো হঠাৎ দুম করে ফিরে আসছিলেন, কখনও প্রায় বিরামহীনভাবে ধূমপান করতে লাগলেন। কখনও বা তাঁর বেহালাটি নিয়ে বসলেন, কখনও যেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে রইলেন। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নেই, অসময়ে কখনো স্যাণ্ডউইচ খেতে লাগলেন, এবং ওয়াটসনের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। বেশ বুঝতে পারছিলেন ওয়াটসন, যে তিনি ঘটনার তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছুই তাঁর হিসাব মতো মিলছে না। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না ওয়াটসন, শুধু কাগজ পড়ে ঘটনার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হচ্ছিলেন তিনি। পুলিশ মৃতের চাকর জন মিটনকে প্রথম গ্রেপ্তার করেছিল, পরে আবার ছেড়ে দেয়। পুলিশের বড় বড় কর্তারা তদন্তে নামলেন। কিন্তু রহস্য যে আঁধারে সেই আঁধারেই রইল। হত্যার কোনো উদ্দেশ্য আবিষ্কৃত হল না। ঘরটিতে দামিদামি জিনিসপত্র ছিল, কিন্তু কিছুই সরানো হয়নি। নিহতের কাগজপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়নি। তাঁর কাগজপত্তর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ছিলেন। রাজনীতির অদম্য সংবাদসংগ্রাহক। একজন উল্লেখযোগ্য বহুভাষাবিদ এবং ক্লান্তিহীন পত্রলেখক। বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর ড্রয়ার থেকে পাওয়া এইসব কাগজপত্র থেকে কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে যতোদূর জানা গেছে তাঁর সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। বহু মহিলার সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো খাতির ছিল—এর মধ্যে কয়েক জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক হলেও—কারো সঙ্গেই তাঁর প্রণয় ছিল না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত নিয়মমাফিক, ব্যবহার ছিল অমায়িক। তাঁর মৃত্যু রহস্যজনক এবং মনে হচ্ছে তা রহস্যই থেকে যাবে।

জন মিটনের গ্রেপ্তার আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কিছুটা কর্মতৎপরতা দেখানো। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা সম্ভব হয়নি। সেই রাতে সে হ্যামার স্মিথে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সে সন্দেহের উর্ধ্ব। অবশ্য একথা সত্য যে, তার যে সময়ে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার কথা ছিল তাতে করে তো হত্যা যে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল তার কয়েক মিনিট আগেই সে পৌঁছোতে পারতো। কিন্তু তার বক্তব্য সে কিছুটা ভয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে, এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কেননা সেদিনের রাত ছিল হাঁটার পক্ষে সত্যিই চমৎকার। সে বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরে এবং ফিরে এসেই এই দৃশ্য দেখে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়ে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তার সর্বদাই ভালো সম্পর্ক ছিল। নিহত গৃহস্বামীর কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস বিশেষ করে একটি দাড়ি কামাবার সেট তার ব্যাগে পাওয়া গেছিল—তার বক্তব্য, উনিই নাকি তাকে এগুলি দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। বাড়ির আয়াটিকে জিজ্ঞাসা করলে তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। মিটন মি. লিউকাসের কাছে গত তিনবছর কাজ করছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, লিউকাস যখন কন্টিনেন্টে (ইওরোপ মহাদেশ) যেতেন তখন মিটনকে সঙ্গে নিতেন। মাঝে

মাঝে তিনি প্যারিসে যেতেন, শেষবার মাস তিনেকের জন্যে প্যারিসে গেছিলেন, তখন বাড়ির দায়িত্ব মিটনের ওপর দিয়ে গেছিলেন। আয়াটি হত্যার তিন রাতে কোনো গোলমালের শব্দ শোনেনি। বাড়িতে কেউ এলে সে-ই দরজা খুলে দিত।

গত তিন দিন ধরে রহস্যই রয়ে গেল, অবশ্য কাগজ পড়ে ওয়াটসন যতোটুকু জানতে পারলেন। হোমস ওয়াটসনকে কিছুই বলছেন না। শুধু এটুকু জানতে পারলেন, ইন্সপেক্টর লেসট্রেড সব খুলে বলে এই তদন্তে তাঁর সাহায্য নিচ্ছেন। ওয়াটসন নিশ্চিত, হোমস যা যা ঘটেছে ও ঘটছে তার সব কিছু জানেন। চতুর্থ দিন প্যারিস থেকে এক লম্বা টেলিগ্রাম প্রকাশিত হল, আর বোঝা গেল সমস্ত রহস্যের ওপর যবনিকা পড়েছে।

গত সোমবার রাতে ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিটে হতভাগ্য এডুয়ার্ডো লিউকাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘিরে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, এইমাত্র প্যারিস পুলিশের এক তদন্ত দ্বারা (সূত্র ডেইলি টেলিগ্রাফ) তার ওপর যবনিকা পাত হল। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, মি. লিউকাস তাঁর নিজের ঘরে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এর প্রথম দিকে তাঁর চাকরকে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন অ্যালিবাই থাকার জন্যে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ টেকেনি। মাদমোয়াজেল হেনরি ফুরনেই নামের এক মহিলা আসটারলিটজে একটি ছোট্ট ভিলায় থাকতেন। তাঁর চাকরটি গতকাল প্যারিসে এসে জানায় তাদের কর্ত্রীটি উন্মাদ হয়ে গেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে ভদ্রমহিলা এক স্থায়ী ও ভয়ঙ্কর মনোরোগের শিকার। তদন্তে আরো প্রকাশ, মাদমোয়াজেল হেনরি ফুরনেই লন্ডনে গেছিলেন এবং মাত্র মঙ্গলবারেই ফিরে এসেছেন এবং ওয়েস্ট মিনস্টারে যে হত্যা সঙ্ঘটিত হয়েছিল তার সঙ্গে ইনি জড়িত এইরকম সন্দেহ করার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মঁসিয় হেনরি ফুরনেই-এর ও মি. এডুয়ার্ডো লিউকাসের ফোটো পরীক্ষা করে জানা গেছে তাঁরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং যে কোনো কারণেই হোক নিহত ব্যক্তিটি লন্ডণ এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবন যাপন করতেন। ক্রেওল বংশোদ্ভূত মাদমোয়াজেল ফুরনেই অত্যন্ত কোপন স্বভাবের মহিলা এবং অতীতে একবার তিনি ঈর্ষাকাতর মনোবিকলনের শিকার হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে এইরকম এক উন্মত্ত অবস্থায় তিনি সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছিলেন যার দ্বারা ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেছে। সোমবার রাতে তাঁর গতিবিধি একান্ত সম্পূর্ণ জানা যায়নি, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মঙ্গলবার সকালে চেয়ারিং স্ট্রিট থেকে তিনি তাঁর বন্য চেহারা ও হিংস্র হাবভাবের জন্যে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সম্ভবত এই অসুখী মহিলাটি এইরকম হিংস্র অবস্থায় খুন করেছিলেন, কিংবা খুন করার পর তার প্রতিক্রিয়ায় পাগল হয়ে গেছিলেন। বর্তমানে মহিলাটি তাঁর অতীত গতিবিধি সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোনো উত্তরই দিতে পারছেন না। এবং ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন তিনি বোধহয় আর কোনোদিনই স্বাভাবিক হবেন না। এদিকে প্রমাণ পাওয়া গেছে একজন ভদ্রমহিলাকে সোমবার রাতে বহুক্ষণ যাবৎ গোডোলফিন স্ট্রিটের এই বাড়ির সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে সেই ভদ্রমহিলাই মাদামোয়াজেল ফুরনেই।

কী বুঝলে হোমস? ওয়াটসন জোরে জোরে কাগজটা তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, উনি প্রাতরাশ সারতে সারতে শুনছিলেন।

হোম্স এবার মুখ খুললেন—বললেন, ওয়াটসন, গত কয়েকদিন যাবৎ তুমি এই রহস্য নিয়ে মনে মনে ছটফট করছো আমি জানি, আমি যে এই সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলি নি তার কারণ আর কিছুই নয়, আমি নিজেই কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি। হোমস টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন। এখন প্যারিস থেকে এই সংবাদও আমাদের রহস্যের কোনো কিনারা করছে না।

ওয়াটসন বললেন—কেন, মানুষটির মৃত্যুরহস্য তো পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমাদের মূল কাজ দলিলটা উদ্ধার করা এবং ইওরোপকে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা করা। সে তুলনায় এই মানুষটির মৃত্যু কিছুই নয়, সামান্য এক দুর্ঘটনামাত্র। গত তিন

দিনে একটিই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, আর তা হল—আর কিছুই না ঘটা। সরকারি দপ্তর থেকে ওয়াটসন প্রায় প্রতি ঘটনার খবর পাচ্ছিলেন এবং দেখা যাচ্ছে ইওরোপে কোথাও গোলমালের চিহ্ন নেই। এখন, চিঠিটা যদি হারিয়ে গিয়ে—না, হারাতেই পারে না—আচ্ছা যদি না ই-ই হারায়, তবে চিঠিটা এখন কোথায় থাকতে পারে? কার কাছে চিঠিটা আছে? আর কেনই বা চিঠিটা চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নটা আমার মাথায় হাতুড়ির ঘা মারছে। এই যে চিঠিটা চুরি যাওয়া আর লিউকাসের কাছে সত্যিই পৌঁছেছিল? যদি পৌঁছেই তাকে, তবে সেটা তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল না কেন? তাঁর এই পাগল স্ত্রীটিই কি চিঠিটা হস্তগত করেছে? যদি তাই হয় তবে কি চিঠিটা তাঁর প্যারিসের বাড়িতে রয়েছে? কিন্তু প্যারিস পুলিশের কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক না করেও তো আমি তাঁর বাড়িতে অনুসন্ধানে করতে পারি না। এটি এমনি একটি কেস, ওয়াটসন, যেখানে অপরাধীর মতো আমিও আইনের কাছে একটি বিপজ্জনক বস্তু। এতো বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—আমি কোনো পক্ষ থেকেই কোনো রকম সাহায্য পাব না। যদি সফলভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, তবে, সন্দেহ নেই এই সাফল্য মুকুটের মতো আমার মাথায় জ্বলজ্বল করবে।—আঃ, এই যে, সমর-অঙ্গর থেকে আমার জন্যে সর্বশেষ খবর আসছে! তাঁর হাতে যে চিঠিটি দেয়া হল সেটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলে উঠলেন, নাও হে, ওয়াটসন, মাথায় টুপিটা পরো, একবার ওয়েস্টমিনস্টার থেকে ঘুরে আসি। আমাদের লেসট্রেড নাকি আবার কি একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

ঘটনাস্থলে এই প্রথম ওয়াটসনের উপস্থিতি। বাড়িটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মতোই পুরোনো লম্বা, সরু, মতো। কিন্তু বেশ শক্ত, বিবর্ণ চেহারার। লেসট্রেড তার বুলডগের মতো চেহারা নিয়ে জানলা দিয়ে হোমসদের আসার পথে চেয়েছিলেন। তাদের দেখামাত্র হৈ-হৈ করে স্বাগত জানালেন, বিরাট চেহারার একটি কন্সটেবল গাড়ির গেট খুলে দিল ওয়াটসনদের জন্যে। ওয়াটসনদের যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেই ঘরেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এখন অবশ্য, তার কোনো চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র কার্পেটে তখনও আঁকাবাঁকা রক্তের কুৎসিত দাগ লেগেছিল। কার্পেটটি ছোট, চৌকো মতো, মোটা উলের তৈরি, ঘরের মাঝখানে পাতা। কার্পেটের চারপাশে পুরনো ঢং-এর অতীব সুন্দর কাঠের মেঝে, দারুণ চমৎকারভাবে পালিশ করা। অগ্নিস্থানের ওপর একটি অপূর্ব শিল্প প্রদর্শনী। এরই একটি সেদিন রাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। জানলার পাশে একটি অত্যন্ত সৌখিন দামি লেখার টেবিল। ঘরের সমস্ত কিছুর মধ্যেই, ছবি, কার্পেট, আসবাবপত্র,—একটা কোমল রুচি ও সৌখিনতার পরিচয় মেলে যা অন্তত ঠিক পুরুষালী নয়, খুব সৌখিন নারীদের ঘরই এতো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে।

প্যারিসের খবরটা দেখেছেন? লেসট্রেড প্রশ্ন করলেন।

হোমস মাথা নাড়লেন। তাদের ফরাসি বন্ধুরা ঠিক জায়গাতেই হাত দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই, তাদের অনুমান সত্য। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করতেন। স্বামী অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন। ভদ্রমহিলা সেদিন অত্যন্ত আচমকা না জানিয়ে প্যারিস থেকে এসে পড়লেন, দরোজায় কড়া নাড়লেন। ভদ্রলোক দরোজা খুলে দিলেন। কেননা, স্ত্রীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে হয়তো তা জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয়ে। মহিলাটি ঘরে ঢুকে বললেন—কীভাবে তিনি তাঁর স্বামীর গোপন আস্তানার খবর পেয়েছেন, তারপর এক কথায় আর এক কথা, ঝগড়া। দেওয়ালে হাতের কাছেই ছোরা, মুহূর্তে সব শেষ। অবশ্য ব্যাপারটা এক মুহূর্তে হয়নি, ঘরের চেয়ারগুলি যেভাবে উল্টে পড়েছিল—এবং একটি চেয়ারের পায়া মৃত ব্যক্তির হাতের মুটোয় ছিল, তাতে মনে হয় ওই চেয়ার দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাপারটা এখন এতোই পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে যেন আমাদের চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে।

হোমস ভ্রু কুঁচকালেন। সবই যখন পরিষ্কার তবে আর আমাকে ডাকলে কেন?

ওঃ, হ্যাঁ, সে এক ব্যাপার—খুবই তুচ্ছ অবশ্য—আমাদের আসল ঘটনার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগই নেই বলতে গেলে। কিন্তু ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও একটু কৌতূহলজনক, আপনি তো আবার এইসব তুচ্ছ টুচ্ছ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখান, তাই ভাবলাম, আপনাকে একবার ডাকি।

কী ব্যাপার?

আপনি তো জানেন, এই ধরনের অপরাধের পর আমরা ঘরের জিনিসপত্র যেখানে যে অবস্থায় আছে ঠিক একই অবস্থায় রাখার সর্বোতো ভাবে চেষ্টা করি। এই ঘরেও কিছু সরানো হয়নি। একজন অফিসার এখানে দিনরাত প্রহরায় আছেন। আজ সকালে যখন মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল এবং আমাদের তদন্তও সমাপ্ত হল—তখন ভাবলাম এবার ঘরের জিনিসপত্র একটু গোছগাছ করে রেখে আসি। এ কার্পেটটা দেখেছেন, এটা ঠিক মেঝের সঙ্গে আটকানো নয়, শুধুমাত্র পেতে রাখা। আমাদের কার্পেটটা তোলবার দরকার হয়েছিল। তুলে দেখলাম—

কী, কী দেখলে? উত্তেজনায় হোম্‌সের যেন মুখ ফেটে পড়তে লাগল।

হুঁ, হুঁ, কী দেখলাম সেকথা আপনি সারা বছর ধরেও অনুমান করতে পারবেন না! কার্পেটের ওপর এই রক্তের দাগটা দেখছেন তো? বেশ, তাহলে বেশ খানিকটা রক্ত ঘরের মেঝেটাও শুষে নেবে,—কী নেবে তো?

নিঃসন্দেহে নেবে।

বেশ, তাহলে আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, কার্পেটের নিচে ঠিক ওর ওই জায়গায় মেঝেয় কোনো রক্তের দাগ নেই।

দাগ নেই? কিন্তু দাগ নিশ্চয়ই থাকবে।

হ্যাঁ, আপনি তাই বলবেন। কিন্তু ঘটনা বলছে, নেই। লেসট্রেড এক হাতে কার্পেটের কোণটা তুলে ধরলেন। যথার্থ সত্যিই নিচে কোনো দাগ নেই।

কিন্তু কার্পেটের এপিঠেও তো সমানই রক্তের দাগ। মেঝেতে নিশ্চয়ই দাগ পড়বে।

বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রবরকে ধাঁধায় ফেলতে পেরে লেসট্রেড বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

একন, এই ভোজবাজির রহস্য আমি দেখাচ্ছি। মেঝেতে আছে দ্বিতীয় রক্তরেখা। তবে, সেটা প্রথম দাগের ঠিক নীচে নয়। নিজের চোখেই দেখুন। এই বলে লেসট্রেড কার্পেটের অন্যদিকের কোণটা ধরে তুলে দেখালেন। হ্যাঁ, পুরোনো ঢং-এর সাদা চৌকো মেঝের ওপর গাঢ় কালচে সিঁদুরে রঙের দ্বিতীয় রক্তরেখা। তা, এর কী ব্যাখ্যা করবেন, মি. হোমস?

কেন, খুবই সরল। দ্বিতীয় দাগ প্রথম দাগের নিচেই ছিল, কিন্তু কার্পেটটা ঘোরানো হয়েছে। যেহেতু কার্পেটটা ঠিক চৌকো মাপের এবং ঘরের মেঝের সঙ্গে সঙ্গে আঁটা নয়, তাই সেটা ঘুরিয়ে দেয়া সহজ।

এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি সরকারি পুলিশের ঘটে আছে মি. হোমস। তার জন্যে আপনাকে দরকার নেই। এটা খুবই পরিষ্কার—কার্পেটটা আবার ঘুরিয়ে দিলেই দুটো দাগ পরিষ্কার মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কার্পেটটা ঘোরাল কে? এবং কেনই বা ঘোরালো?

ওয়াটসন আড়চোখে দেখলেন, হোম্‌সের কঠিন মুখ চোখ অন্তর্নিহিত উত্তেজনায় তির তির করে কাঁপছে।

আচ্ছা লেসট্রেড, হোমস প্রশ্ন করলেন,—বাইরে যে কনস্টেবলটিকে দেখলাম সেই-ই কি আগাগোড়া এ বাড়ির পাহারায় আছে?

হ্যাঁ, সেই-ই আছে।

বেশ, তাহলে আমার উপদেশ শোনো। ওকে সাবধানে পরীক্ষা করো। কিন্তু আমাদের সামনে কোনো না। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। ওকে পেছনের ঘরে নিয়ে যাও। একা থাকলেই ওর থেকে স্বীকারোক্তি পাবার আশা বেশি। ওকে জিজ্ঞাসা করো ও কোন্ সাহসে

বাইরের লোককে ঢুকতে দিল এবং তাকে একা এই ঘরে থাকতে দিল। সে এটা করেছে কি—না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করোনা। যেন করেইছে, এইভাবে প্রশ্ন করবে। তাকে বল, যে, তুমি জেনে ফেলেছো সে এখানে ঢুকেছিল। চাপ দাও। ওকে বল পুরোপুরি সব ব্যাপারটা স্বীকার করলেই একমাত্র সে ক্ষমা পাবে। যা বললাম ঠিক তাই করো।

বটে? সত্যিই যদি ও কিছু জেনে থাকে তবে ওর অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত ওর পেট থেকে বের করে ছাড়বো! লেসট্রেড ছিলা-ছেঁড়া তীরের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত পেছনের ঘর থেকে তাঁর ক্রুদ্ধস্বর বার বার ভেসে আসতে লাগল।

উন্মত্ত তীব্রতায় হোমস বলে উঠলেন, এইবার ওয়াটসন, এইবার! হোমসের নিরীহ মুখের আড়াল থেকে যেন এক দৈত্য বেরিয়ে এসে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঝটকায় হোমস মেঝে থেকে কার্পেটটা তুলে ফেললেন। তার পর নিমেষের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে মেঝের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করতে লেগে পড়লেন। হঠাৎ একটা কাঠের চৌকো তাঁর নখের এক পাশে লেগে সরে গেল। এবং একটা বাক্সের ডালার মতো খুলে গেল। নিচে একটা ছোটো কালো গর্ত। হোমস দ্রুত তার ভিতরে হাত চালিয়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মুখে হতাশা ও ক্রোধ ফুটে উঠল। কিছু নেই ভেতরে।

তাড়াতাড়ি, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি, যেমন ছিল আবার তেমন পেতে ফেলি! কাঠের চৌকোটা সবেমাত্র বন্ধ করে কার্পেটটা তার ওপর পাতা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ থেকে বোঝা গেল, লেসট্রেড। ঘরে ঢুকে দেখলেন, হোমস বাতিদানের পাশে নিরীহ শান্ত মুখ করে, যেন লেসট্রেডের জন্যেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত, মি. হোম্‌স। সমস্ত ব্যাপারটা ওপর আপনি বিরক্ত হয়েছেন দেখছি। হ্যাঁ, ও সমস্তই স্বীকার করেছে।—ভিতরে এসো ম্যাকফারসন। এ ভদ্রলোকদের তোমার ক্ষমার অযোগ্য কার্যকলাপের কথাগুলি একবার শুনিয়ে যাও।

বিরাট বপু কনস্টেবলটি অনুতপ্ত চেহারা নিয়ে গুটি গুটি করে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

কোনো ক্ষতি হবে আমি বুঝতে পারিনি স্যার। সত্যি বলছি স্যার গতকাল সন্ধ্যায় একটা তরুণী অন্য বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে ভুল করে এই বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছিলেন। তারপর স্যার, কথায় কথায় আমরা আলাপ করতে শুরু করি। ডিউটিতে সারাটা দিন একা থাকি। বোঝেন তো স্যার, মানুষ দেখলেই কথা বলতে মন চায়।

তারপর কী হল?

কথায় কতায় উনি বললেন,—ঘটনাটা উনি কাগজে পড়েছেন। অনুরোধ করলেন ঘরটা একবার উঁকি মেরে দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছে তাঁর। উনি খুবই ভদ্রঘরের মহিলা বলে মনে হল আমার, খুব ভালো করে কথা বলতে পারেন, স্যার। আমি ভাবলাম দরোজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে দিলে কী আর এমন ক্ষতি। কিন্তু দরোজা দিয়ে উঁকি মেরে যেইনা উনি কার্পেটের ওপর রক্তের দাগ দেখলেন অমনি ঝুপ্ করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন, মনে হল মারা গেছেন। আমি দৌড়ে বাড়ির পেছনে গেলাম কিছু জল আনতে, কিন্তু পেলাম না। তখন রাস্তার মোড়ে গেলাম (আইভি প্ল্যান্ট) দোকান থেকে কিছু ব্র্যান্ডি জোগাড় করতে। ফিরে এসে দেখি তিনি আর নেই। মনে হল, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমাকে মুখ দেখাতে পারবেন না লজ্জায়, তাই আমি আসার আগেই চলে গেছেন।

কার্পেটটা কি সরানো ছিল?

হ্যাঁ, স্যার, ফিরে এসে দেখি কার্পেটটা কিছু কোঁচকানো। আমার মনে হল, তিনি মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, পালিশ করা মেঝের ওপর কার্পেটটা তো আর বাঁধা ছিল না, তাই কিছুটা কুঁচকে থাকা স্বাভাবিক। আমি ওটা টেনে টুনে ঠিকঠাক করে দিই।

তোমার শিক্ষা হল, কনস্টেবল ম্যাকফারসন, তুমি আমার চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না। লেসট্রেডের মুখে অবহেলা আমি টের পাব না, কিন্তু কার্পেটের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়াই আমার বোঝার পক্ষে যথেষ্ট যে তুমি এখানে কাউকে ঢুকতে দিয়েছিলে। যাক্, তোমার ভাগ্য খুব ভালো, যে কিছু চুরি যায়নি, তা না হলে তোমাকে এখন জেলে পুরে

দেওয়া হতো। এইরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে ডেকে এনে বিব্রত করার জন্যে আমি দুঃখিত, মি. হোমস, অবশ্য রক্তের দ্বিতীয় দাগের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাকে কৌতূহলী করবে।

হুঁ, খুবই কৌতূহলজনক ব্যাপার। ভদ্রমহিলাটি কি এখানে শুধু একবারই এসেছিলেন কনস্টেবল?

হ্যাঁ, স্যার মাত্র একবারই।

মহিলাটি কে?

নাম জানি না, স্যার। বলেছিল, টাইপরাইটিং-এর কাজের জন্যে এক বিজ্ঞাপনের উত্তরে ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছিলাম। খুবই নম্র, ভদ্র এবং তরুণী স্যার।

লম্বা সুন্দরী?

হ্যাঁ, স্যার, বেশ লম্বা। এবং তাঁকে বেশ সুন্দরীই বলতে পারেন। কেউ কেউ তাঁকে খুবই সুন্দরী বলবেন। "ও অফিসার, আমাকে একবার ঘরটি দেখতে দিন!" উনি ঠিক এইভাবে বলেছিলেন। আর অনুরোধের মধ্যে এমন একটা নম্র, সুন্দর ভাব ছিল যে আমি কিছুতেই না বলতে পারলাম না। মনে হল, দরোজা দিয়ে একবার মাথা গলিয়ে দেখতে দিলে এমন কিই-ই বা ক্ষতি হবে।

তার পোষাক কেমন ছিল?

ভদ্র স্যার, লম্বা, পা পর্যন্ত ঢাকা গাউন।

কখন এসেছিলেন?

তখন ঠিক সন্ধে গড়িয়ে আসছে। আমি যখন ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরছিলাম তখন রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানো হচ্ছিল।

হোমস বললেন,—বেশ, বেশ। তারপর ওয়াটসনকে সম্বোধন করে বললেন—এসো হে ওয়াটসন, অন্যত্র আমাদের আরো জরুরি কাজ রয়েছে।

ওয়াটসনরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। লেসট্রেড ঘরেই রয়ে গেলেন। অনুতপ্ত কনস্টেবলটি গেট খুলে দিল। হঠাৎ হোমস নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের কিছু একটা জিনিস কনস্টেবলটিকে দেখালেন। কনস্টেবলটি একদৃষ্টিতে সেটির দিকে চেয়ে রইল।

হা ঈশ্বর! তার গলায় বিস্ময়ের ধ্বনি ফুটে উঠল। হোমস সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে চুপ করতে ইশারায় বললেন। তারপর হাতের জিনিসটি বুক পকেটে চালান করে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হোমস অট্টহাসিতে পেটে পড়লেন। বলে উঠলেন, অপূর্ব! এসো বন্ধু ওয়াটসন, শেষ দৃশ্যের পর্দা ওঠার জন্যে ঘণ্টা পড়ে গেছে। তুমি শুনে আশ্বস্ত হবে যে আর যুদ্ধের ভয় নেই, ট্রেলনি হোপের উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনে কোনো দাগ পড়বে না। অবিবেচক রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁর এই অবিবেচনার জন্যে কোনো শাস্তিই ভোগ করবে না। প্রধানমন্ত্রীকে কোনো ইওরোপীয় জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে না। শুধু আমাদের সামান্য একটু কৌশল আর বুদ্ধি খরচ করতে হবে, তাহলেই কারো আর একটুও ক্ষতি হবে না, অথচ এর জন্য এক মহা—কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে বসেছিল।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সমাধান করে ফেলেছো?

হোমস নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন—এখনও নয় ওয়াটসন। এখনও কিছু কিছু ব্যাপার আগের মতোই অন্ধকার লাগছে। কিন্তু আমরা অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছি। এরপর যদি বাকিটুকু আর না করতে পারি তবে সেটা আমাদেরই দোষ আমরা এখান থেকে সোজা হোয়াইট হল টেরেসে যাব, এবং সেখানেই রহস্যের পূর্ণচ্ছেদ টানব।

ইওরোপীয় সচিবের বাড়িতে পৌঁছে হোমস, লেডি হিল্ডা ট্রেলনি বাড়ি আছেন কি না জানতে চাইলেন। হোমসদের বৈঠকখানা ঘরে বসতে দেওয়া হল।

মি. হোমস! লেডি হিল্ডা ঘরে প্রবেশ করলেন, ক্রোধে তাঁর মুখ গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে। এটা আপনার অত্যন্ত অবিবেচনা এবং অভদ্রোচিত কাজ হয়েছে। আপনাকে তো আমি বলেছিলাম, আপনার কাছে যাওয়াটা আমি গোপন রাখতে চাই—না হলে আমার স্বামী ভাববেন

যে, আমি তাঁর ব্যাপারে অযথা নাক গলাচ্ছি। অথচ তার পরে আপনি আমার কাছে এসেছেন। এতে করে সবাই বুঝবে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কোনো সম্বন্ধ আছে।

খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজখানি উদ্ধার করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর সেইজন্যেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে কাগজখানি আমার হাতে ফিরিয়ে দিন।

লেডি হিল্ডা স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুহূর্তে তাঁর সুন্দর মুখ থেকে সমস্ত রং কে যেন শুষে নিল। তাঁর দুচোখ জ্বলে উঠল, টলমল করতে লাগল তাঁর সমস্ত শরীর। ওয়াটসনের মনে হল উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন এই মুহূর্তে কিন্তু তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি নিজেরক সামলে নিলেন, আর তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় চরমবিস্ময় আর ক্রোধ ফুটে উঠতে লাগল।

আপনি—আপনি আমাকে অপমান করছেন মি. হোমস।

শান্ত হোন, শান্ত হোন শ্রীমতী। কোনো লাভ নেই চিঠিটা দিয়ে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলুন।

তিনি দ্রুত হাতে ঘন্টা বাজাতে গেলেন।

হোমস বললেন—ঘন্টা বাজাবেন না, শ্রীমতী হিল্ডা। যদি বাজান, তবে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হবে, আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। চিঠিটা দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যদি আমার কথা শোনেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তাহলে। আর যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, আমাকে বাধ্য হতে হবে সব কিছু ফাঁস করে দিতে। তবু একটুও ভেঙে পড়লেন না উনি, রানীর মতো আত্মমর্যাদার সঙ্গে দেখছিলেন হোমসকে। যেন হোম্সের ভিতরের প্রতি কথা উনি পড়তে পারছেন। ওনার হাত তখনও ঘন্টার ওপর। কিন্তু ঘন্টা বাজালেন না।

আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকে একজন ভদ্রমহিলাকে ভ্রু কুঁচকে ধমক দেওয়া পুরুষোচিত কাজ নয় মি. হোমস। আপনি বললেন, আপনি সব ফাঁস করে দেবেন। কী ফাঁস করবেন?

হোমস শান্ত স্বরে বললেন—অনুরোধ করছি, চুপ করে বসুন। এই উত্তেজিত অবস্থায় পড়ে গেলে আপনার নিজেরই আঘাত লাগবে। উঁহু, আপনি না বসলে আমি কোনো কথাই বলবো না—এই তো, ধন্যবাদ।

লেডি হিল্ডা বললেন—আমি আপনাকে পাঁচমিনিট সময় দিচ্ছি মি. হোমস।

এক মিনিটই যথেষ্ট শ্রীমতী হিল্ডা। এডুয়ার্ডো লিউকাসের সঙ্গে দেখা করে আপনি তাঁকে চিঠিটা দিয়েছিলেন এটা এখন আমি জানি, আরো জানি, গতকাল রাতে আপনি আবার সেই বাড়িতে ফিরে গেছিলেন, কনস্টেবলকে ধোঁকা দিয়ে কার্পেটের নীচের গোপন স্থান থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন।

শ্রীমতী হিল্ডার সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এবং আর কথা বলার আগে তাঁকে দু-বার ঢোঁক গিলতে হল।

আপরি উন্মাদ, মি. হোমস—আপনি উন্মাদ। কেন মিথ্যা কথাগুলো বলছেন? কেন? কেন?

হোমস পকেট থেকে ছোট একটি পিচবোর্ডের টুকরো বের করলেন। পিচবোর্ডের ওপর একজন মহিলার ফটো সাঁটা।

আমি এটা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম এটা কোনো কাজে লাগতে পারে—উনি বললেন। কনস্টেবল চিঠিটা সনাক্ত করেছে।

শ্রীমতী হিল্ডার মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। এবং মাথাটি চেয়ারের মাথায় ঝুলে পড়ল।

শুনুন, শ্রীমতী হিল্ডা। আপনার কাছে চিঠিটা আছে। ব্যাপারটা এখনও ঠিকঠাক করা যায়। আপনাকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। আপনার স্বামীকে চিঠিটা ফেরৎ দিলেই

আমার কাজ শেষ। আমার পরামর্শ শুনুন, আমার কাছে সংকোচ করবেন না। এটাই আপনার বাঁচার একমাত্র সুযোগ।

না, ভদ্রমহিলার সাহস প্রশংসাযোগ্য। এরপরেও তিনি হার স্বীকার করলেন না।

শ্রীমতী হিল্ডা কর্কশস্বরে বললেন—আমি আপনাকে আবার বলছি মি. হোমস, আপনি এক অসম্ভব ভুলের পেছনে ছুটছেন।

হোমস এবার তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, শ্রীমতী হিল্ডা। আমি আন্তরিকভাবে আপনার ভালো চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই পণ্ডশ্রম হল।

হোমস ঘন্টা বাজালেন। বাটলার ঘরে প্রবেশ করল।

হোমস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মি. ট্রেলনি হোপ কি বাড়িতে আছেন?

বাটলার বলল—উনি পৌনে একটার সময় বাড়িতে ফিরবেন স্যার।

হোমস তাঁর ঘড়ি দেখলেন। এখনো পনেরো মিনিট—নিজের মনেই বললেন। বেশ আমি অপেক্ষা করবো।

বাটলারটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সব দরজা জানলাগুলি বন্ধ করছিল। এমন সময় শ্রীমতী হিল্ডা হাঁটু গেড়ে হোম্‌সের পায়ের কাছে বসে পড়লেন—তাঁর হাত দু'টি ছড়ানো, সুন্দর মুখখানি ওপর দিকে তোলা, চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

ওঃ আমাকে ছেড়ে দিন মি. হোমস। ছেড়ে দিন আমাকে! শ্রীমতীর কণ্ঠে উন্মাদ অনুরোধ আর সমর্থন। ঈশ্বরের দোহাই ওঁকে কিছু বলবেন না। আমি ওঁকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি ওঁর জীবনে কোনো কালিমা লিপ্ত করতে পারবো না। এসব জানতে পারলে তাঁর সুন্দর পবিত্র মন দুঃখে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হোমস তাকে তুলে বসালেন। ধন্যবাদ। যাক, শেষমুহূর্তে হলেও আপনার সুমতি হয়েছে। এখন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। চিঠিটা দিয়ে দিন এবার।

শ্রীমতী হিল্ডা দ্রুত পায়ে ঘরের একটি লেখার টেবিলের ভেতর থেকে তালা খুলে একটি লম্বা নীল খাম বার করলেন।

এই নিন মি. হোমস। ঈশ্বরের দিব্যি আমি খুলে দেখিনি।

কিভাবে এটা ফেরত দেব? হোম্‌সের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। তাড়াতাড়ি আমাদের একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। সেই ডেস্‌প্যাচ বাক্সটি কোথায়?

তাঁর শোবার ঘরেই আছে। ভাগ্য আপনার সুপ্রসন্ন দেখছি। শীঘ্রই ওটা এখানে নিয়ে আসুন। একমুহূর্ত পরেই শ্রীমতী হিল্ডা হাতে করে একটা লাল চ্যাপ্টা বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন।

আগের বার এটি কী করে খুলেছিলেন? আপনার কাছে একটা নকল চাবি আছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। খুলুন।

বুকের ভেতর থেকে শ্রীমতী হিল্ডা একটি ছোট্ট চাবি বের করলেন। বাক্সটি খুলে গেল। কাগজে ঠাসা। হোমস চিঠিটা কাগজের গাদার মধ্যে ঠেসে ধরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। বাক্সটি আবার বন্ধ করা হল, তালা দেওয়া হল, এবং শোবার ঘরে রেখে দিয়ে আসা হল।

এখন ওয়াটসনরা তাঁর ফিরে আসার জন্যে প্রস্তুত। হোম্‌স কথা শুরু করলেন। হাতে তাদের এখনও আট মিনিট সময় আছে। আমি আপনাকে রক্ষা করবো শ্রীমতী হিল্ডা, কিন্তু পরিবর্তে আপনি আমাকে খুলে বলুন, এই সবের মানে কী?

মি. হোমস আমি আপনাকে সব বলবো। আর্তস্বরে মহিলাটি উত্তর করলেন। মি. হোমস, আমি আমার স্বামীকে এক মুহূর্ত দুঃখ দেবার পরিবর্তে আমি আমার ডানহাতটা কেটে ফেলতে পারি। লন্ডন শহরে একটি মেয়েও নেই যে আমার মতো তার স্বামীকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু উনি যদি জানতে পারেন আমি কী করেছি, কেন আমি এমন করতে বাধ্য হয়েছি, উনি আমাকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবেন না। তাঁর সততা এবং সম্মান এতো উঁচু যে, ওইঅ ধরনের অপরাধকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। আমাকে বাঁচান মি. হোমস। আমার সুখ তাঁর সুখ, আমাদের সমস্ত জীবনটাই ছারখার হতে বসেছে।

হোমস বললেন—তাড়াতাড়ি করুন শ্রীমতী হিল্ডা সময় কমে আসছে।

শ্রীমতী হিল্ডা পুনরায় শুরু করলেন, একটু দম নিয়ে—

আমি একটা চিঠি, মি. হোমস একটা অবিবেচনা প্রসূত চিঠি লিখেছিলাম বিয়ের আগে—একটা বোকা, চপলমতি মেয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমপত্র। আমি এতে কোনো দোষ দেখিনা, কিন্তু উনি এটাকে অপরাধ মনে করবেন। চিঠিটা ওনার হাতে পড়লে ওনার প্রতি আমার বিশ্বাস চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। চিঠিটা বেশ কয়েকবছর আগে লেখা। আমি ভেবেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে। তারপর শেষপর্যন্ত ওই চিঠিটা এই লিউকাস নামে লোকটির হাতে গিয়ে পড়েছে এবং সে নাকি আমার স্বামীকে চিঠিটা দেখাবে। আমি তার দয়া ভিক্ষা করি। সে বলে, চিঠিটা সে আমাকে ফেরৎ দিতে পারে যদি আমি আমার স্বামীর ডেসপ্যাচ বাক্স থেকে বিশেষ একটি দলিল তাকে এনে দিই। লোকটার কিছু চর স্বামীর অফিসে আছে। তারাই ওকে চিঠিটা সম্বন্ধে জানায় সে আমাকে আশ্বাস দেয় আমার স্বামীর কোনো ক্ষতি হবে না। আমার জায়গায় এবার নিজেকে মনে করে বিবেচনা করুন। মি. হোমস, আমার আর কী করবার ছিল?

হোমস বললেন—স্বামীকে সব খুলে বলতেন।

আমি পারতাম না। একদিকে আমার নিশ্চিত মৃত্যু অপরদিকে আবার স্বামীর কাগজ চুরি করার মতো এক ভয়ঙ্কর কাজ। রাজনীতির নীতি পরিণতি আমি বুঝি না, কিন্তু প্রেম ও বিশ্বাসের পরিণতি কী সেটা আমার কাছে পরিষ্কার। তাই আমি চুরিই করলাম, মি. হোমস। আমি স্বামীর চাবিটার একটা ছাপ তুললাম, ওই লিউকাস লোকটা আমাকে একটা নকল চাবি বানিয়ে দিল। আমি বাক্স খুললাম। দলিলটা নিলাম। তারপর গোডোলফিন স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম।

তারপর সেখানে কী হল?

কথামতো আমি দরোজায় গিয়ে টোকা মারলাম। লিউকাস দরোজা খুলে দিল। আমি তার পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। হলঘরের দরোজা আমার পেছনে ভেজিয়ে রেখে এলাম, কেননা এই লোকের সঙ্গে একা ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করছিল। আমি বাড়ি ঢোকার সময় বাইরে একজন স্ত্রী লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ সারা হয়ে গেল। আমার হাতের লেখা চিঠিটা তার টেবিলের ওপরে ছিল, আমি তাকে দলিলটা দিয়ে দিলাম। ও আমাকে আমার চিঠিটা দিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরোজায় সাড়া পাওয়া গেল। বাইরে পায়ের শব্দ লিউকাস তাড়াতাড়ি কার্পেট তুলে একটা গোপন কুঠরিতে দলিলটা চালান করে দিল, তারপর আবার কার্পেটটা টেনে ঠিক করে দিল।

এরপর যা ঘটল তা একটা দুঃস্বপ্নের মতোই। একটা কালচে উন্মাদ স্ত্রীলোক ফরাসি ভাষায় চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল—আমার অপেক্ষা করা বৃথা হয়নি। শেষপর্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল। লিউকাসের হাতে একটা চেয়ার, আর স্ত্রীলোকটির হাতে একটা ছুরির ঝলসে উঠল। দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। মাত্র পরদিন সকালের কাগজে জানতে পারলাম ওখানে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। সেইমাত্র বাড়ি ফিরে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কারণ আমি আমার চিঠি ফেরৎ পেয়েছি। কিন্তু তখনও বুঝে উঠতে পারি নি, ভবিষ্যতে কী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

পরদিন সকালে বুঝলাম, আমি আসলে একটি বিপদ এড়াতে আর একটি বিপদ ডেকে এনেছি। দলিলখানা হারাতে আমার স্বামীর নিদারুণ মনোযন্ত্রণা দেখে আমি বুঝলাম আমি কী ভুল করেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বলে ফেলি আমার কী হয়েছে। কিন্তু তা হলেও আমাকে পুরোনো কথাও স্বীকার করতে হয়। সেদিন সকালে আমি আপনার কাছে গেলাম আসলে আমার অপরাধটার আসল মূল্য কতোখানি তা বুঝতে। যখন আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম তখন থেকে শুধু একটা চিন্তাই আমার মন,—কীভাবে আমার স্বামীর কাগজখানি ফেরৎ পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই এইখানেই আছে। স্ত্রীলোকটি ঘরে

ঢোকার আগের মুহূর্তে লিউকাস সেটি সেখানে লুকিয়ে রাখলেন যদি সেদিন এই স্ত্রীলোকটি সেইসময় ঘরে না ঢুকে পড়ত তবে আমি কখনোই জানতে পারতাম না লিউকাসের লুকোনোর জায়গাটা কোথায়। কিন্তু আমি আবার ও ঘরে ঢুকব কী করে? দুদিন ধরে আমি বাড়িটার ওপর নজর রাখলাম, কিন্তু কখনোই বাড়িটার দরোজা খোলা পেলাম না। গত রাতে আমি একবার শেষ চেষ্টা করলাম। আমি কী করেছি এবং কীভাবে তা হস্তগত করলাম, তা ইতিমধ্যেই আপনারা জেনে ফেলেছেন। চিঠিটা ফেরত নিয়ে এসে আমি ভাবলাম এটা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলি, কারণ আমার ব্যাপারটা স্বীকার না করে কী করে চিঠিটা ফেরৎ দেবো বুঝতে পারছিলাম না। হা ভগবান, সিঁড়িতে ওঁনার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

ইওরোপীয় সচিবটি উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ঘরে ঢুকলেন কোনো খবর পেলেন নাকি মি. হোমস, কোনো খবর?

কিন্তু আশা আছে।

আঃ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। প্রধান মন্ত্রী আজ আমার সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খাবেন। উনি কি আপনার মুখে আশার বাণী শুনতে পাবেন? ইস্পাতের মতো ওনার স্নায়ু, তবু, সেদিনের পর থেকে উনি আর ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। জেকব, তুমি প্রধান মন্ত্রীকে ভিতরে আসতে বল। তারপর স্ত্রীর দিকে ঘুরে বললেন, তুমি ভিতরে যাও, আমরা এখনো রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। কয়েক মিনিট পরেই খাওয়ার টেবিলে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর হাবভাব অবশ্য অনেক চাপা, কিন্তু ওয়াটসন তাঁর চোখের ঔজ্জ্বল্য আর তাঁর শীর্ণ হাত দু'টির পরস্পর কচলানো থেকেই বুঝলেন, তিনি তাঁর সহকর্মীটির মতো ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত।

শুনলাম, আপনার কিছু খবর জানানো আছে মি. হোমস? হ্যাঁ, কিন্তু উত্তেজিত খবর—হোমস নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলেন। দলিলটি যেখানে যেখানে থাকতে পারে তার প্রতিটি কেন্দ্র ইম অনুসন্ধান করে দেখেছি, এবং এখন আমি নিশ্চিত এই বুঝলাম, এ নিয়ে ভয়ের আর কারণ নেই।

কিন্তু ওটাই যথেষ্ট নয়, মি. হোমস। আমরা সারাজীবন এমন একটা আগ্নেয়গিরির ওপর বাস করতে পারি না। এই ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।

ওটা ফেরৎ পাবার আমার আশা আছে সেইজন্যেই আমি এখানে এসেছি। যতোই আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি ততোই আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি চিঠিটা বাড়ির বাইরেই যায় নি।

মি. হোমস।

যদি বাড়ির বাইরেই যেত, তবে এতোদিন সেটা নিশ্চয়ই সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

কিন্তু এই বাড়িতে রেখে দেবার জন্যে কেন ওই চিঠিটা হাতাবে?

হোমস বললেন—আমার মনে হয় না কেউ ওটা হাতিয়েছে।

তাহলে ওটা ডেস্‌প্যাচ বাক্স থেকে উধাও হল কিভাবে?

আমার মনে হয় না ওটা ডেস্‌প্যাচ বাক্স থেকে আদৌ উধাও হয়েছে।

মি. হোমস, আপনার ঠাট্টাটা কিন্তু ঠিক স্থানকালোচিত হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলেছি, চিঠিটা ডেসপ্যাচ বাক্সে নেই।

মঙ্গলবার সকালের পর কি বাক্সটা আর একবারও আপনি পরীক্ষা করেছেন?

না। আমি প্রয়োজন পড়ে নি।

হতে পারে তো, যে চিঠিটা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।

অসম্ভব!

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমি জানি এরকম ঘটতেই পারে। আমার মনে হয় বাক্সে আরো অন্য কাগজ আছে। হতে পারে যে চিঠিটা তাদের সঙ্গে মিশে গেছে।

ওটা ওপরে ছিল।

কেউ হয়তো বাক্সটি নাড়িয়েছিল এবং তাতে করে ওটা অন্য কাগজের সঙ্গে মিশে গেছে।

না, না, আমি সমস্ত কাগজ বের করে দেখেছিলাম।

এর তো সহজেই মীমাংসা হতে পারে, হোপ, প্রধানমন্ত্রী মধ্যস্থ হলেন। ডেস্‌প্যাচ বাক্সটা এখানে নিয়ে এসো না!

সচিবটি ঘন্টা বাজালেন।

জেকব, ডেসপ্যাচ বাক্সটা নিয়ে এসো তো এখানে।

হোপ বললেন—শুধু শুধু সময় নষ্ট করা হচ্ছে। তবু এতেই যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তবে তাই দেখুন। ধন্যবাদ জেকব, এখানে রাখো। চাবিটা সব সময় আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে আঁটা থাকে। এই দেখুন, এইসব কাগজ। লর্ড মেরোর চিঠি, স্যর চার্লস হার্ডির কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ, বেরগ্রেডের কার্যসূচী, রুশ জার্মান শস্যকর-এর ওপর নোট, মাদ্রিদ থেকে আসা চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ারসের নোট—ওঃ ভগবান! ভগবান! এটা কী? লর্ড বেলিঞ্জার! লর্ড বেলিঞ্জার!

প্রধানমন্ত্রী হোম্‌সের হাত থেকে ঝট করে নীল খামখানা কেড়ে নিলেন।

হ্যাঁ এই তো সেটা—এই তো চিঠিটা অক্ষতই আছে। হোমস তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ওঃ বুক থেকে কী ভারই নেমে গেল! কিন্তু আপনি কি একজন যাদুকর মি. হোমস। আপনি কি করে জানলেন চিঠিটা এখানেই আছে?

যেহেতু আমি জানতাম চিঠিটা আর অন্য কোথাও নেই। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! মি. হোপ পাগোলের মতো দরোজাটার দিকে ছুটে গেলেন—আমার স্ত্রী কোথায়? তাঁকে আমায় বলতে হবে সব ঠিক আছে? হিল্ডা! হিল্ডা!

ওয়াটসনরা সিঁড়িতে তাঁর গলা শুনতে পেলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিটপিটে চাখে হোম্‌সের দিকে চাইলেন।

এবার বলুন তো, মশাই, উনি প্রশ্ন করলেন,—আসল ব্যাপার আছে। চিঠিটা বাক্সে ফেরৎ এলো কিভাবে?

প্রধানমন্ত্রীর দু'টি অদ্ভুত অর্ন্তভেদী চোখের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হোমস হাসতে হাসতে বললেন—আমাদেরও কিছু পেশাগত গোপনীয়তা আছে।

শার্লক হোমস তাঁর টুপিটা তুলে নিয়ে ওয়াটসনের সঙ্গে দরোজার দিকে হাঁটা দিলেন।

ব্ল্যাক পিটার

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শার্লক হোমসের প্রতিভার বিকাশ চরম উৎকর্ষ লাভ করে। আর এই সময়তেই তার যশ চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পসারও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। যে কোনো বড় শিল্পীর মতো হোমসও কাজ করতেন কাজ করার আনন্দেই এবং একমাত্র হলডারনেস—এর ডিউকের ক্ষেত্রে ছাড়া কদাচিৎ তাঁকে কাজের জন্যে কোনো বড়গোছের পুরস্কার দাবি করতে দেখা গেছে। অথচ উপকার যা করেছেন তা হিসেবের অতীত। পার্থিব ব্যাপারে এতোই নিরাসক্ত, বা এমনই খেয়ালি ছিলেন যে শক্তিশালী ও ধনী ব্যক্তিদের কতোবার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন দেখেছেন মামলাটা তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারছে না। অথচ কোনো অতি সাধারণ মক্কেলের কাজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অত্যন্ত একাগ্র হয়ে কাটিয়েছেন কারণ সেগুলোর মধ্যে হয় এমন খোরাক পেয়েছেন যা তাঁর কল্পনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করেছে।

সেই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পর পর অনেকগুলো মামলা তাঁর হাতে আসে। শুরু করেন কার্ডিন্যাল টস্‌কার আকস্মিক মৃত্যু থেকে, যার তদন্তে তিনি নামের স্বয়ং মহামান্য পোপের বিশেষ ইচ্ছায়। সেই থেকে ক্যানারি পাখির শিক্ষণের ভারপ্রাপ্ত শয়তান উইলসনের গ্রেপ্তার পর্যন্ত বহু মামলার তদন্ত তিনি ওই সময়ের মধ্যে করেন। উইলসনের এই গ্রেপ্তারের ফলে লন্ডনের ঈস্ট এন্ড তেকে একটা দুষ্ট ক্ষত দূরীভূত হয়। আর এই দুই বিখ্যাত মামলার পরেই আসে উডম্যান্‌স লির বিয়োগান্ত ঘটনা। আর ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মৃত্যু-সম্পর্কিত অত্যন্ত

রহস্যময় ঘটনাচক্র। এই অত্যন্ত অস্বাভাবিক মামলার উল্লেখ না করলে হোম্সের কীর্তিকাহিনী অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে হোমস এতোই ঘন ঘন আর এতোই বেশি সময়ের জন্যে বাড়ির বাইরে কাটাতেন যে বেশ বোঝা যাচ্ছিল বেশ জব্বর কোনো মামলা তাঁর হাতে আছে। ওয়াটসন একদিন লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক প্রায়ই এসে ক্যাপ্টেন বেলিস-এর খোঁজ করে যাচ্ছে তখন আর বুঝতে অসুবিধা হল না, ছদ্মবেশে ও ছদ্মপরিচয়ে হোমস নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ততঃ পাঁচটা আশ্রয়স্থল হোম্সের ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। কোন মামলায় আছেন তা তিনি ওয়াটসনকে বলেন নি, এবং তিনি নিজে না বললে কখনোই ওয়াটসন কৌতূহল প্রকাশ করতেন না। তদন্ত কোন পথে যাচ্ছে তার প্রথম ইঙ্গিত ওয়াটসন তাঁর কাছ থেকে পান—অতি সাধারণ সে ইঙ্গিত। প্রাতরাশের আগেই হোমস বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর ওয়াটসন যখন প্রতারাশ সারেন তখন তিনি ফিরে এলেন। মাথায় হ্যাট, আর একটা প্রকাণ্ড লোহার কাঁটা লাগানো বল্লম ছাতার মতো কাঁধে করে সোজা ঘরে এসে ঢুকলেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—একি হোমস! এই পোষাক তুমি লন্ডন শহরে ঘুরে এলে?

কসাইখানা থেকে আসছি আমি।

কশাইখানা থেকে! ওয়াটসনের কৌতূহল।

হ্যাঁ। এবং প্রচুর ক্ষিধে নিয়ে। প্রতারাশের আগে ব্যায়ামের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না ওয়াটসন। কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, ওয়াটসন, কী সে ব্যায়াম তা তুমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।

সে চেষ্টাও করবো না।

কফি ঢালতে ঢালতে হোমস মুচ্কি হেসে বললেন—অ্যালার্ডইসের পেছন দিককার দোকানটায় তাকালে দেখতে পেতে, একটা মরা শুয়োরছানা কড়িকাঠ থেকে একটা হুকে ঝুলছে, আর শার্ট গায়ে এক ব্যক্তি প্রাণপণে এই অস্ত্রটা দিয়ে তার ওপর আঘাত করে চলেছে। সেই উৎসাহী লোকটি স্বয়ং এই আমি। নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে আমার শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও আমি এক আঘাতে ওই শূয়োর ছানাটার ওপর পুরো অস্ত্রটা বসিয়ে দিতে পারবো না। তুমি কি চেষ্টা করে দেখতে চাও?

ওয়াটসন বললেন—কোনোমতেই না। কিন্তু কেন তা করতে গেলে বল তো?

কারণ আমার ধারণা উডম্যানস লির মামলার সঙ্গে এ ব্যাপারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এই যে হপকিন্স, কাল রাতে তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এসো, এসো, লেগে যাও।

আগন্তুক লোকটি দেখা গেল অত্যন্ত তৎপর। তার বয়স ত্রিশ, পরণে ট্যুইডের অনাড়ম্বর স্যুট হলেও ইউনিফর্মে অভ্যস্ত পুলিশ কর্মচারীর ঋজু ভঙ্গি তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারা গেল। সে হল স্ট্যানলি হপকিন্স। এক তরুণ পুলিশ অফিসার যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হোমসের উচ্চ ধারণা ছিল। আর সেও বিখ্যাত বেসরকারি গোয়েন্দাটির বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ছাত্রসুলভ প্রচুর সম্মান পোষণ করতো ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। পরম হতাশার সঙ্গে হপকিন্স বসে পড়ল, তার দুই ভ্রু ঘন হয়ে উঠল। বলল, আজ্ঞে না, ধন্যবাদ স্যার, আমি প্রাতরাশ শেষ করে এসেছি। রাতটা শহরে কাটিয়েছিলাম, আর কাল অফিসে ফিরে রিপোর্ট করতে হয়েছে।

কী রিপোর্ট করলে?

আজ্ঞে ব্যর্থতার, চরম ব্যর্থতার।

একটুও অগ্রসর হতে পারো নি?

আজ্ঞে না।

হায় হায়! তাহলে তো আমার একটু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ঈশ্বরের দোহাই, তাই করুন, মি. হোমস! এই প্রথম একটা বড়গোছের সুযোগ আমার হাতে এসেছে, অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। আসুন আসুন, সাহায্য করুন।

জানো, সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছে সব আমি বেশ যত্ন করে পড়েছি, করোনারের রায়টাও। ভালো কথা, যে থলেটা ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে কী বুঝলে? কোনো সূত্রই কি নেই?

অভাক হলে হপিকন্স। বলল, কেন ওটা তো ওর নিজেরই, ওর নামের আদ্যক্ষর পর্যন্ত ওতে রয়েছে। তাছাড়া ওটা সিলের চামড়ায় তৈরি—আর জানেনই তো, লোকটি ছিল নাবিক।

কিন্তু কোনো পাইপ আমরা পাই নি। বলতে কী, বিশেষ ধূমপান সে করত না। হয়তো বন্ধুদের জন্যে কিছু তামাক সঙ্গে রাখত।

তাই হবে নিশ্চয়ই। কথাটা এইজন্যে তুললাম যে, আমি যদি তদন্ত করতাম তাহলে এই ব্যাপার নিয়ে শুরু করতাম। যাই হোক ড. ওয়াটসন এ মামলার কিছুই জানেন না এবং ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল তা আবার নোতুন করে শুনলে আমারও ভালোই হবে। সংক্ষেপে, শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোই শোনাও দেখি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে হপকিন্স বলল—কয়েকটা তারিখ এখানে লিখে রেখেছি, তা থেকে মৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরির কর্মজীবন সম্বন্ধে জানতে পারেন। ১৮৪৫ খ্রি. তার জন্ম অর্থাৎ বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ। লোকটি ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী এবং সিল ও তিমি শিকারি হিসেবে সার্থক। ১৮৮৩ খ্রিঃ জান্ডির সিল শিকারের বাষ্পীয় পোত "সি ইউনিকর্ন"-এর ক্যাপ্টেন ছিল সে। তারপর পর পর অনেকগুলো অভিযানে সাফল্য লাভ করে এবং অবসর নেয় পরের বছর, ১৮৮৪ খ্রি.। তারপর কয়েক বছর দেশ ভ্রমণে কাটায়। তারপর সাসেক্সের ফরেস্ট রোর কাছে অনেকটা জায়গা শুদ্ধ উড্‌ম্যান্‌স্ লি নামে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনে ছয় বছর বাস করে মারা যায়, আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। লোকটির মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ জীবন যাত্রায় সে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া, কথাবার্তা বিশেষ বলতো না, গোমড়া হয়ে থাকতো। তার সংসারে ছিল স্ত্রী, কুড়ি বছর বয়সের এক মেয়ে আর দুই দাসী। দাসীরা কিছুতেই টিকত না, কারণ পরিস্থিতি আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না এবং মাঝে মাঝে সহনসীমার অতীত হয়ে উঠত। লোকটি মাঝে মাঝে নেশা করত। এবং যখন নেশা করতো সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে উঠতো সে। মাঝরাতে স্ত্রীকে আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে চাবুক মারতে মারতে তাড়িয়ে বেরিয়েছিল যতোক্ষণ না তাদের চিৎকারে সমস্ত গ্রামের লোক বাড়ির গেটের কাছে এসে জমা হয়। দুর্ব্যবহারের জন্যে পল্লীযাজক একবার তাকে মৃদু শাসন করতে এলে তাঁকেও প্রহার করে বসে। এ জন্যে সমন দেওয়া হয় তাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পিটার কেরির মতো ভয়ঙ্কর মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। শুনেছি জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবেও তার চরিত্র এই ধরনেরই ছিল। সেখানে তার নাম হয়েছিল ব্ল্যাক পিটার। নামটা শুধু তার গায়ের রং আর কালো দাড়ির জন্যেই নয়, তার ভয়ঙ্কর মেজাজের জন্যেও বটে। বলা বাহুল্য প্রতিবেশীরা সবাই তাকে ঘৃণা করত আর এড়িয়ে চলত এবং তার এইভাবে মৃত্যুর জন্যে কাউকেই একটুও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। করোনারের বিচারের সময় লোকটির "কেবিন" সম্বন্ধে আপনি শুনে থাকবেন মি. হোমস, কিন্তু আপনার বন্ধু হয়তো শোনেন নি। একটা কাঠের বার বাড়ি সে তৈরি করিয়েছিল সেটাকে সে কেবিন বলতো। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ তফাতে এটা করিয়েছিল। সেখানেই সে রাতে শুতো। ছোটখাটো একটা মাত্র ঘর নিয়ে সেই কুটির, লম্বায় চওড়ায় ষোলফুট আর দশ ফুট। চাবি নিজের পকেটে রাখতো। বিছানা নিজেই পাততো, আর সাফ-সুফ করত, এবং কাউকেই সে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে দিত না। দুই দিকে ছোট ছোট জানলা ছিল পর্দা দিয়ে ঢাকা। কোনো সময়েই খুলতো না। একটা জানলার মুখ ছিল বড় রাস্তার দিকে, রাতে সেখান দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে লোকজন সেদিকে নির্দেশ করতো, ভাবতো ব্ল্যাক পিটার কি করছে কে জানে। করোনারের বিচারে যে কয়েকটা স্পষ্ট তথ্য মিলেছে তার একটা ওই জানলা থেকেই।

হয়তো মনে আছে, খুনের দুদিন আগে স্লেটার নামে এক পাথরের মিস্ত্রি বেলা একটা নাগাদ ফরেস্ট রো থেকে আসতে আসতে থেমে দাঁড়িয়ে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা চৌকো আলো দেখতে পায়। সে হলপ করে বলতে পারে খড়খড়ি দিয়ে একটা মানুষের মুখ-ফেরানো

ছায়া পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল। এবং পিটার কেরিকে সে ভালো করেই চিনত, এ চিত্র যে তার নয় এ কথাও সে জোর করেই বলতে পারে। ছবিটা এক দাড়িওয়ালা মানুষের, কিন্তু সে দাড়ি ছোট, খোঁচা—খোঁচা আর সামনের দিকে ফেরানো, ক্যাপ্টেনের দাঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অবশ্য এটা তার কথা, এবং দুটো ঘন্টা সে সরাইখানায় কাটিয়ে এসেছিল। তাছাড়া রাস্তা থেকে জানলাটার দূরত্ব বেশ খানিকটা! এ হল সোমবারের কথা, আর অপরাধটা ঘটে বুধবারে।

মঙ্গলবার পিটার কেরির মেজাজটা ছিল অত্যন্ত রুক্ষ, প্রচুর মদ খেয়ে সে একেবারে বন্য জন্তুর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। সন্ধের পর সে চলে যায় তার কেবিনে। তার মেয়ে জানলা খুলে শুতো। রাত দুটো নাগাদ মেয়েটি কেবিনের দিক থেকে এক অতি বীভৎস চিৎকার শুনতে পায়। কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে নতুন ছিল না। উন্মত্ত অবস্থায় পিটার প্রায়ই অমনটি করে থাকে। তাই এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সকাল সাতটার সময় এসে একজন দাসী দেখে কেবিনের দরোজা খোলো, কিন্তু সবাই ক্যাপ্টেনকে এমনই ভয় করতো যে বেলা দুপুরের আগে কেউ ভরসা করে দেখতে যায় নি তার কী হয়েছে। খোলা দরোজা দিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য ওরা দেখল তাতে তারা রক্তশূন্য মুখে গ্রামের পথে দৌড়তে শুরু করল। এর এক ঘন্টার মধ্যে আমি সেখানে হাজির হই এবং মামলাটা হাতেই নিই।

আমার স্নায়ু দুর্বল নয়, এ আপনি ভালো করে জানেন মি. হোমস। কিন্তু বিশ্বাস করুন, উঁকি মেরে সে দৃশ্য দেখে রীতিমতো কেঁপে উঠেছলাম আমি। রাশি রাশি মাছির ভনভনানিতে যেন হার্মোনিয়ামের মতো আওয়াজ হচ্ছিল, আর দেওয়ালগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে কসাইখানা। নাম দিয়েছে কেবিন। তা কেবিনই বটে, কারণ দেখলে মনে হবে যেন কোনো জাহাজের কেবিনই। একদিকে একটা বাক্স, একটা নাবিকের সিন্দুক, মানচিত্র, নক্সা, 'সী ইউনিকর্ণ' জাহাজের একটা ছবি, একসার জাহাজের হিসেবের খাতা—ঠিক যেমন জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে দেখা যায়। আর মাঝখানে আছে মানুষটি নিজে, তার মুখে বিকৃতির চিহ্ন। কোনো পতিত আত্মা যেন যন্ত্রণা ভোগ করছে। একটা ইস্পাতের হারপুন তার প্রশস্ত বুক ভেদ করে গভীরভাবে দেওয়ালের কাঠে গিথে গেছে, যেন কোনো পোকা, কাঠি দিয়ে আটকানো। বলা বাহুল্য সে মারা গেছে—মৃত্যু হয়েছে যে মুহূর্তে, সে সেই অন্তিম চিৎকার করে উঠেছিল।

আপনার পদ্ধতিতো আমার জানা ছিল, তাই প্রয়োগ করলাম। কোনো কিছু নাড়াচাড়া করতে বারণ করবার আগে আমি বাইরের মাটিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কোনোও পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

মানে বলতে চাও তোমার চোখে পড়ে নি কেমন? হোমস কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

নিশ্চিত জানাবেন স্যর, কোনো পায়ের চিহ্নই ছিল না। দেখো বাপু, অনেক অপরাধের তদন্ত করেছি, কিন্তু কোনো নজির আমি পাই নি যে ক্ষেত্রে কোনো উড়ন্ত প্রাণী এসে খুন করে গেছে। অপরাধী যদি দুজন হয়ে থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই কোনো ছড়ে যাওয়ার দাগ বা ঈষৎ নড়াচাড়ার চিহ্ন থাকবে এবং বিজ্ঞানসম্মত তদন্তে তা ধরা পড়তে বাধ্য। রক্তমাখা ঘরটায় এমন কোনো চিহ্ন থাকবে না যা কাজে লাগতে পারে এ একেবারেই অবিশ্বাস্য। করোনারের মামলা তেকে জানলাম যে এমন কিছু জিনিস ওখানে ছিল যা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

হোম্‌সের বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্যে ইন্সপেক্টর কুঁকড়ে গেল একেবারে। বলল, খুব বোকামি করেছি মি. হোমস সেই সময়ে আপনাকে ডেকে না এনে। যাই হোক তা ভেবে আর লাভ নেই।

তবে, এ আমি বুঝতে পারছি যে হত্যাকারী পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে এই বই ফেলে গেছে। দরোজার কাছে পড়ে ছিল এটা।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—মৃতের জিনিসপত্রের মধ্যে এইসব দলিলের একটাও পাওয়া যায় নি তো?

আজ্ঞে না?

চুরির সন্দেহ হয় কি? হোম্‌সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে না। কোনো কিছুই ছোঁয় নি মনে হয়।

ভারী উপাদেয় মামলাটাতো! আচ্ছা, ছুরি ছিল তো? না কি তাও না?

একটা ছুরি, কিন্তু খোলা নয়, বন্ধ করা। মৃতের পায়ের কাছে পড়ে ছিল সেটা। স্বামীর সম্পত্তি বলে মিসেস কেরি সেটা সনাক্ত করেছেন।

কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোমস। তারপর বললেন, দেখতে হবে গিয়ে।

আনন্দসূচক একটা শব্দ হপকিন্সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বলল, একটা গুরুভার তাহলে আমার মন থেকে নেমে যাবে স্যর!

ইন্সপেক্টরের দিকে তর্জনী তুলে হোমস বললেন, এক সপ্তাহ আগে যদি বলতে, ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো। যাইহোক তাহলেও হয়তো এখনও কিছু কাজ হতে পারে। সময় পাও তো চল না ওয়াটসন, ভারী খুশি হবো তাহলে। গাড়ি ডাকো হপকিন্স, মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা ফরেস্ট রো-য় যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

ছোট স্টেশনটায় গাড়ি থেকে নেমে কয় মাইল বনপথের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে হোমসরা চললেন। সেই বিরাট বনের একাংশ এটা যেটা স্যাক্সন যোদ্ধাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। অভেদ্য এই বন ষাট বছর ধরে ব্রিটেনের পক্ষে প্রতিরোধের কাজ করেছিল। বনের বৃহৎ বৃহৎ অংশ কেটে কেটে ফেলা হয়েছিল, দেশের প্রথম লোহার কারখানা বসেছিল এখানে। তখন গাছপালা কাটা হয়েছিল আকরিক লোহা গলানোর জন্যে। আজকাল উত্তরের অধিকতর উর্বর অঞ্চলে ব্যবসার কেন্দ্র সরে গেছে, অতীতের সমৃদ্ধির সাফল্য বহন করছে গাছপালার এই ভগ্ন শাখা আর মাটিতে এই বড় বড় গর্ত। এইখানে পাহাড়ের সবুজ ঢালের উপরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ছিল ঘন নীচু পাথরের বাড়ি যেখানে যেতে হলে এক বাঁকা পথ ধরতে হতো। রাস্তা থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে তিনদিক গাছপালায় ঘেরা একটা ছোট বার-বাড়ি ছিল, বাড়িটার একটা জানলা আর দরোজাটার মুখ ছিল এই দিকে। মৃত্যুর ঘটনাস্থল হল এটা।

স্ট্যানলি হপকিন্স প্রথমে হোমসদের মূল বাড়িটায় নিয়ে গিয়ে এক পাকা চুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তাঁর গায়ের কালো রং, ভাঁজ-পড়া মুখ আর লাল আভা ঘেরা চোখের গভীরতায় যে আতঙ্কের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তা লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধা হল না জীবনে কতো কষ্ট আর দুর্ব্যবহার তিনি পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর মেয়েটিও। মেয়েটি ফ্যাকাসে, সুন্দর তার চুল। তার দু-চোখ বেপরোয়ার ভঙ্গিতে জ্বলে উঠল। যখন সে বলল বাবা মারা যাওয়ায় সে খুশি, এবং হত্যা যে করেছে তাকে সে ধন্যবাদ জানাল। কী সাংঘাতিক সংসারই না ব্ল্যাক পিটার তৈরি করেছিল। ফিরে যাবার সময় রোদ মাখা মাঠ পেরিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া হল।

বার বাড়িটা অত্যন্ত সাদাসিধে, তার দেয়াল কাঠের একটা মাত্র ছাদ তাতে। একটা জানলা দরজার পাশে, আর একটা বিপরীত দিকে। পকেট থেকে চাবি বার করে হপকিন্স তালাটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ল সে, মুখে বিস্ময়ের আর মনোযোগের ছবি। বলল, নিশ্চয়ই কেউ এখানে হাত লাগিয়েছে।

সন্দেহ নেই, তাতে। কাঠের ওপর দাগ,-রং করা কাঠের ওপর আঁচড়ের সাদা দাগ এমন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে মনে হয় যেন এইমাত্র তার সৃষ্টি হয়েছে। জানালাটা পরীক্ষা করছিলেন হোমস, বললেন—এটাও কেউ জোর করে খোলবার চেষ্টা করেছে দেখছি, সে যেই হোক, কিন্তু সফল হয় নি। বিশেষ পাকা চোর সে নয় মনে হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বলল—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। জোর করে বলতে পারি এই দাগগুলো কাল সন্ধ্যেয় ছিল না।

ওয়াটসন বললেন—গ্রামের কোনো কৌতূহলী লোকের কাজ হয়তো!

হপকিন্স বললেন—মোটেই তা মনে হয় না। গ্রামের লোক এখানে আসতেই সাহস করবে না, তো তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাইবে কি। আপনি কী মনে করেন মি. হোমস?

আমি মনে করি ভাগ্য আমাদের ওপর অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠেছে—হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন।

হপকিন্স বললেন—মানে, বলতে চান যে আবার সে আসবে?

খুবই সম্ভব তা। দরোজাটা খোলা পাবে এই আশায় সে এসেছিল, একটা ছোট ছুরি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। এখন তাহলে কী করবে সে?

আর ভালো একটা যন্ত্র নিয়ে আবার পরদিন আসবে। আমারও তাই মনে হয়। তখন যদি ধরতে না পারি তো সে দোষ আমাদের। আপাতত কেবিনের ভিতরটা একটু খোঁজ করে দেখা যাক।

হত্যাকাণ্ডের নিদর্শনগুলো সরিয়ে ফেলা হলেও ছোট ঘরটায় আসবাবপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। একে একে সমস্ত জিনিসগুলো হোমস অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল না সে পরীক্ষা ফলবতী হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একবার তিনি একটু থেমেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ শেলফ্‌টা থেকে কি কোনো কিছু তুমি সরিয়েছো হপকিন্স?'

না, কোনো কিছুই না।

কোনো বস্তু কিন্তু সত্যিই সরানো হয়েছে, কারণ অন্যান্য জায়গার থেকে এখানে ধুলো কম। এক পাশে রাখা কোনো বই হয়তো সেটা, কিংবা হয়তো কোনো বাক্স। আর কিছু করবার নেই একানে। এসো ওয়াটসন, এই বনের মধ্যে একটু বেড়াই। পাখি আর ফলগুলো লক্ষ্য করছিলেন হোমসরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। হপকিন্স, পরে আবার আমাদের এখানে দেখা হবে, দেখবো রাতের আগন্তুকের কাছাকাছি হতে পারি কি না।

কোথায় লুকিয়ে হোমসরা হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে থাকবেন সেটা যখন ঠিক হল, রাত তকন এগারোটার বেশি। হপকিন্সের ইচ্ছে দরোজাটা খুলে রাখে, কিন্তু হোমস বলেন—তাতে আগন্তুকের মনে সন্দেহ জাগবে। তালাটা খুবই সাধারণ, কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে সহজেই খোলা সম্ভব। তাছাড়া হোমস বললেন—ঘরের ভিতরে নয়, আমরা লুকিয়ে থাকবো বাইরে, দূরের জানলাটার কাছে যে ঝোপ, তার মধ্যে। এর ফলে আমরা ওকে লক্ষ্য করতে পারবো যদি ও আলো জ্বালে। বুঝতে পারবো কেন ও চোরের মতো এই রাতের অভিযানে বেরিয়েছে।

দীর্ঘ এই প্রহরা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তাহলেও, সেই উত্তেজনা এর মধ্যে ছিল যা শিকারি অনুভব করে যখন জলাশয়ের ধারে তৃষ্ণার্ত জন্তুর প্রতীক্ষায় থাকে। কে সেই বন্যপ্রাণী যে এই অন্ধকারের মধ্যে চোরের মতো হোমসদের দিকে এগিয়ে আসবে? এ কি অপরাধ জগতের কোনো ভয়ঙ্কর বাঘ, যে দাঁত দিয়ে থাবা দিয়ে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের পর তবে হার মানবে, না কি কোনো শিয়াল, যে চাপা রাগে এগিয়ে আসছে, কোনো দুর্বল বা অসতর্ক মানুষের পক্ষেই যে বিপজ্জনক? সম্পূর্ণ নিঃশব্দে হোমসরা সেখানে ওৎ পেতে তার প্রতীক্ষায় রইলেন। দেরিতে ফেরা কথাবার্তার শব্দে হোমসদের প্রহরার কাজ প্রথমটায় হালকা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এসব বাধা একে-একে কেটে গিয়ে পরম স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শোনা যাচ্ছে কেবল সময়-জানানো দূরবর্তী গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আর গাছপাতার আড়ালে হোমসরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছন তার ওপর হালকা বৃষ্টিপাতের শব্দ।

ঢং ঢং আড়াইটে বাজল। ভোরের আগের সবচেয়ে অন্ধকার সময় এখন। হঠাৎ একটা নিচু তীক্ষ্ণ শব্দ গেটটার কাছ থেকে এসে আমাদের চমকে দিল। কোনো লোক তাহলে প্রবেশ করেছে। আবার দীর্ঘ স্তব্ধতা। ওয়াটসন ভাবলেন, হয়তো অন্য কিছুর শব্দ। ওয়াটসনের কানে এল স্পষ্ট। আর পরমুহূর্তেই আঁচড়ের, আর ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ। তালাটা খোলার চেষ্টা করছে সে! হয় তার ক্ষমতায় ভালোভাবে কাজ হাসিল করেছে বা ভালো যন্ত্র নিয়ে এসেছে কারণ হঠাৎ কব্জা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন হোমসরা। তারপর একটা দেশলাই জ্বলে উঠল এবং এক মুহূর্ত পরেই মোমবাতির স্থির আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। গাছপালার যে যবনিকার পেছনে হোম্‌সরা ছিলেন তার অন্তরাল থেকে তাদের দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ হল।

নৈশ অতিথিটি ক্ষীণকায় এক তরুণ গোঁফ কালো হওয়ায় মুখের রক্তহীনতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বয়স বছর কুড়ির বেশী হয়তো নয়। কোনো মানুষকে এমন ভয় পেতে দেখেন নি ওয়াটসন। তার দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে সারা শরীর কাঁপছে। নরফোক জ্যাকেট আর নিকার বোকারো ভদ্র বেশে সে এসেছে মাথায় কাপড়ের টুপি। লক্ষ করা গেল তার সন্ত্রস্ত চোখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করা। তারপর সে মোমবাতিটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। ফিরে এল একটা মস্ত বই নিয়ে, এটা হল শেলফের ওপরে সারিবদ্ধ ডায়েরিগুলোর একটা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে ডায়েরির পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল, থামল যখন যেটা চাইছিল সেটা দেখতে পেল। তার হাত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মুষ্টিবদ্ধ হল, বইটা সে বন্ধ করে রেখে এসে নিভিয়ে দিল বাতিটা। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় হপকিন্স আচমকা তার কলার চেপে আতঙ্কে খাবি খেয়ে উঠল সে, মুহূর্তে বুঝতে পারল সে ধরা পড়েছে। আবার জ্বালা হল বাতিটা। দেখা গেল লোকটা হপকিন্সের আওতায় কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। সিন্দুকের ওপর বসে পড়ে সে হতাশভাবে একে একে আমাদের দিকে তাকাল।

হপকিন্স বলল, আচ্ছা বেশ, বল তো বাপু তুমি কে, কী চাও এখানে?

নিজেকে সামলে নিল লোকটি, চেষ্টা করল স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনতে। বলল, আপনারা নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ তাই না? ভেবেছেন ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মৃত্যুর সঙ্গে আমার যোগসূত্র আছে, তাই না? জেনে রাখুন, ও বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হপকিন্স বলল—সে দেখা যাবে। আগে বলো তোমার নাম কী?

জন হপলি নেলিগ্যান।

হোমস আর হপকিন্সের দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হল।

কী করছ এখানে?

উত্তরটা কি আপনারা গোপন রাখবেন?

না, নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কেন উত্তর দেব?

না যদি দাও তো এই উত্তর না দেওয়াটা বিচারের সময় তোমার বিরুদ্ধে যাবে।

কুঁকড়ে গেল ছেলেটি একথা শুনে। বলল, আচ্ছা বলছি। কেনই বা বলবো না? কিন্তু কী জানেন, এই কেলেঙ্কারির আবার নতুন করে প্রচার হোক এ আমার একটুও ইচ্ছে নয়। "ডসন এ্যান্ড নেলিগ্যান"-এর নাম শুনেছেন?

হপকিন্সের মুখ দেখে বোঝা গেল সে শোনে নি, কিন্তু হোমস অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওয়েস্ট কান্ট্রির'র ব্যাঙ্কারের কথা বলছো, যারা দশ লক্ষ পাউন্ড দিতে পারে নি, কর্ণওয়ালের গ্রাম্য অধিবাসীদের অর্ধেকের সর্বনাশ করেছিল আর নেলিগ্যান পালিয়ে গিয়েছিল?

ঠিক বলেছেন। সেই নেলিগ্যানের ছেলে আমি।

এতোক্ষণে হোমসরা কিছু সূত্র পেলেন। যদিও এক পলাতক ব্যাঙ্কার আর দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে খুন হওয়া ক্যাপ্টেন পিটার কেরির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে প্রচুর ফাঁক আছে। ছেলেটির বক্তব্য হোমসরা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

ছেলেটি বলে চলল—ব্যাপারটা অবশ্য আমার বাবাকে নিয়েই, কারণ ডসন অবসর নিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। কিন্তু তাহলেও এর লজ্জা এর ভয়াবহতা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কেবলই শুনে এসেছি যে, আমার বাবা সমস্ত দলিল চুরি করে পালিয়েছেন। কথাটা সত্য নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল সময় পেলে তিনি সমস্ত টাকা আদায় করে সব পাওনাদারদের মিটিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট বেরোবার ঠিক আগেই তিনি তাঁর ছোট ইয়টটা নিয়ে নরওয়ে অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন। সেই শেষ রাতের কথা আমার মনে পড়ে যখন তিনি মা-র কাছে বিদায় নেন। যেসব কাগজ নিয়ে যাচ্ছেন তার একটা তালিকা মায়ের কাছে দিয়ে শপথ করে বলেন, সমস্ত বদনাম কাটিয়ে আবার ফিরে আসবেন তিনি। এবং যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁরা ঠকবেন। কিন্তু তারপরে আর তাঁর কোনো

খবর আমরা পাই নি। ইয়টটার সঙ্গে তিনিও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। মায়ের আর আমার বিশ্বাস, তাঁকে আর কাগজপত্রগুলো নিয়ে ইয়টটা সমুদ্রের তলায় চলে গেছে। এক অকৃত্রিম বন্ধু আমাদের ছিলেন, এক ব্যবসায়ী তিনি। কিছুদিন আগে তিনি জানতে পারেন যে যেসব কাগজপত্র বাবার সঙ্গে ছিল তার কয়েকটা লন্ডনের বাজারে দেখা দিয়েছে। এখবরে আমরা অবাক হয় গেছিলাম। মাসের পর মাস আমি সেগুলোর খোঁজে কাটালাম অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলাম, এই কুটিরের মালিক ক্যাপ্টেন পিটার কেরিই প্রথম এগুলো বাজারে বিক্রি করেন। ফলে, স্বভাবতই তখন আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর করলাম। জানতে পারলাম তিনি ছিলেন তিমি শিকারের এক জাহাজে, উত্তরমেরু অঞ্চল থেকে তাঁর যে সময়ে ফেরবার কথা সেই সময়েই আমার বাবা সমুদ্র পেরিয়ে নরওয়ে অভিমুখে এগিয়ে যান। সে সময়ে শরৎকালে প্রচুর ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়েছিল, দক্ষিণ থেকে পর পর প্রবল ঝড় আসছিল। সুতরাং বাবার ইয়টের পক্ষে সেই ঝড়ে উত্তরাঞ্চলে ছিটকে গিয়ে ক্যাপ্টেন পিটার কেরির জাহাজের সংস্পর্শে আসার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। তাই যদি, আমার বাবার তাহলে কী হয়েছে? পিটার কেরির সাক্ষি থেকে যদি জানতে পারি কীভাবে ওই কাগজগুলো বাজারে এলো, তাহলেই প্রমাণ হবে যে বাবা সেগুলো বিক্রি করেন নি, বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেন নি।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবো বলে আমি সাসেক্সে এলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তাঁর ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়। করোনারের তদন্তে তাঁর কেবিনের বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে তাঁর জাহাজের পুরোনো দিনের ডায়েরিগুলো সব সেখানে রাখা আছে। তখন আমার মনে হল "সি ইউনিকর্ন" জাহাজে ১৮৮৩ খ্রি. অগাস্ট মাসে কী হয়েছিল যদি তা জানতে পারি তাহলে হয়তো আমার বাবার ভাগ্য-রহস্যের নিরসন হতে পারে। কাল আমি এসেছিলাম ডায়েরিগুলো দেখবো বলে, কিন্তু দেখলাম, সেই পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই সময়েই আমি আপনাদের হাতে ধরা পড়ি।

আর কিছু তোমার বলবার আছে? হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

না, আর কিছু নেই। কথাটা বলতে গিয়ে সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল।

এ ছাড়া আর কিছুই তোমার বলবার নেই তো?

ইতস্তত করতে লাগল ছেলেটি। তারপর বলল, না।

গত রাতের আগে কখনও তুমি এখানে আসো নি?

না।

তাহলে এটার ব্যাপারে তোমার কী বলবার আছে?

তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল হপকিন্স সেই নোটবুকটা হাতে তুলে। নোটবুকটার প্রথম পৃষ্ঠায় তার নামের আদ্যক্ষরগুলো। আর মলাটে রক্তের দাগ।

ছেলেটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল। যন্ত্রণাসূচক কণ্ঠে বলল—ওটা আপনি কোথায় পেলেন? আমি জানতাম না, ভেবেছিলাম বুঝি ওটা আমি হোটেলেই হারিয়ে ফেলেছি।

ব্যস্, ঠিক আছে। এরপর যদি তোমার কিছু বলবার থাকে তো আদালতেই বলবে। চল, এখন আমার সঙ্গে থানায়, হাঁটতে হাঁটতে। আমার সাহায্যে এখানে আসবার জন্যে আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে ধন্যবাদ মি. হোমস। দেখা যাচ্ছে আপনাদের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনই ছিল না, আপনাদের সাহায্য না পেলেও আমি এ মামলার সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু সে যাই হোক আমি এখন খুবই ব্যস্ত। ব্রাম্বলটাই হোটেলে আপনাদের জন্যে ঘর নেওয়া আছে, চলুন বেড়াতে বেড়াতে গ্রামে যাওয়া যাক।

পরদিন সকালে ফেরার পথে হোমস বললেন—আচ্ছা ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয় বল তো?

দেখছি যে তুমি ব্যাপারটায় ঠিক নিশ্চিত হও নি। হ্যাঁ, ওয়াটসন, নিশ্চিত হয়েছি বৈকি, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু সেইসঙ্গে হপকিন্সের ব্যাপারে হতাশ হয়েছি আমি। অনেক বেশি ওর কাছে আশা করেছিলাম। একটা সম্ভাব্য বিকল্পের সন্ধানে থাকতে হয় এবং তা খণ্ডন করতে

হয়, ফৌজদারি তদন্তের প্রথম নিয়মই হল এই।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিকল্পটা কী?

সেটা হল, যে সূত্রটা ধরে আমি অগ্রসর হচ্ছি।

হয়তো কিছুই পাব না, কে বলবে। কিন্তু তাহলেও দেখব শেষপর্যন্ত।

বেকার স্ট্রিটে হোমসের জন্যে অনেকগুলো চিঠি অপেক্ষা করেছিল। একটা চিঠি তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিজয়সূচক মুচকি হাসি হেসে উঠলেন।

বাঃ, চমৎকার, ওয়াটসন! বিকল্পটা দিব্যি এগিয়ে চলেছে। টেলিগ্রামের ফর্ম আছে? লেখো তো গোটা-দুয়েক খবর—সামনীর, শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিক হাইওয়ে। তিনজন লোক বেলা দশটায় পাঠাও—বেসিল। ও অঞ্চলে ওইটিই আমার নাম। আর একটা হচ্ছে, স্ট্যানলি হপকিন্স, ৪৬ লর্ড স্ট্রিট, ব্রিক্সটন। "কাল বেলা সাড়ে ন'টায় প্রাতরাশে এসো। জরুরি। আসতে না পারলে টেলিগ্রাম করবে।—শার্লক হোমস।" এই মামলাটা আমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছিল, এবার একেবারে জেড়ে ফেললাম। আশাকরি কালই এর শেষটা শুনতে পারবো।

ঠিক উল্লিখিত সময়ে হপকিন্স এসে হাজির। মিসেস হাডসনের তৈরি চমৎকার খাদ্যে সবাই বসে পড়লেন।

তরুণ ডিটেকটিভ সাফল্যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিই কি তুমি মনে করো তোমার সমাধানটাই ঠিক?

হপকিন্স বলল—এর চেয়ে ভালো সমাধান তো কল্পনাই করতে পারি না।

হোমস বললেন—আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

অবাক করলেন! এর বেশি আর কী প্রমাণ আপনি চাইতে পারেন শুনি?

তোমার বিশ্লেষণে কি সমস্ত ঘটনাগুলোই যথাযথ ধরা পড়েছে? নিঃসন্দেহে জেনেছি তরুণ নেলিগ্যান ঠিক হত্যাকাণ্ডের দিনেই ব্রামবলটাই হোটেলে আসে, গলফ খেলবার ছুতো নিয়ে। ওর ঘর ছিল নিচের তলায়। ইচ্ছেমতোই সে বেরিয়ে পড়তে আর ফিরে আসতে পারত। সেই রাতেই সে যায় উডম্যানস লিতে, পিটার কেরিকে তার কেবিনে দেখে, তার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং শেষপর্যন্ত তাকে হারপুণ দিয়ে হত্যা করে। তারপর কৃতকর্ম লক্ষ করে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায় কেবিন থেকে। কিন্তু ফেলে যায় নোটবুকটা। সেটা সে এনেছিল বিভিন্ন কাগজ সম্বন্ধে পিটার কেরিকে প্রশ্ন করবে বলে। লক্ষ করে থাকবেন, কয়েকটি কাগজের নামের ওপর চিহ্ন দেয়া আছে। কিন্তু বেশিরভাগ গুলোতেই তা নেই। চিহ্নিত গুলোর লন্ডনের বাজারে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু বাকিগুলো হয়তো তখনও পিটার কেরির কাছে আছে এবং তরুণ নেলিগ্যান্ তো নিজেই বলেছে, তার বাবার পাওনাদারদের টাকা মেটাবার জন্যে সেগুলো উদ্ধারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পালিয়ে যাবার পর আর সে কিছুকাল কেবিনটার কাছে যেতে ভরসা করে নি। শেষপর্যন্ত আবার মনে জোর এনে ওখানে যায়, সে খবর যে পেতে চায় সেজন্যে। কেমন, এ সবই কি খুব সহজ সরল নয়, অত্যন্ত স্পষ্ট নয়? হপকিন্স থামতেই হোমস মাথা নেড়ে হেসে উঠলেন।

তারপর হোমস মাথা নেড়ে বললেন,—এ যুক্তিতে একটাই মাত্র বাধা, হপকিন্স! সেটা হল, এ একেবারেই অসম্ভব। কোনো দেহে কখনোও হারপুন গাঁথবার চেষ্টা দেখেছ? দেখো নি? হায়, হায়, এইসব খুঁটিনাটিগুলোই তো দেখবে ভালো করে। ওয়াটসনের কাছে জানতে পারবে, একদিন সমস্ত সকাল বেলাটাই আমার এই চেষ্টায় কেটেছে। মোটেই সহজ নয় ব্যাপারটা, বলিষ্ঠ হাত দরকার, প্রচুর অভ্যাস দরকার। আর এক্ষেত্রে এমন জোরের সঙ্গে করা হয়েছে যে হারপুনের ফলাটা দেওয়াল পর্যন্ত গভীরভাবে বিদ্ধ করেছে। ভাবতে পারো কি, যে ওই রোগা পটকা ছেলেটার পক্ষে অমন আঘাত সম্ভব? এ কি সেই লোক, যে ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে গভীর রাতে এক সঙ্গে থ্রি-এক্স রাম, পান করেছিল? দুরাত আগে কি এরই ছায়ামূর্তি জানলায় দেখতে পাওয়া গেছিল? না, না হপকিন্স, এ তোমার লোক নয়, এ অনেক বেশি জবরদস্ত কোনো লোকের কাজ। তাকেই ধরতে হবে আমাদের।

হোমসের কথা শুনতে শুনতে তরুণ ডিটেকটিভ হপকিন্সের মুখ ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। তার সমস্ত আশা সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তবুও সে ঠিক করেছে বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করবে না। বলল আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে নেলিগ্যান সে রাত্রে ওখানে উপস্থিত ছিল। বইটা তার প্রমাণ। আমি তো মনে করি জুরিকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। যদিও আপনি তার মধ্যে একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া, দেখুন, আমার লোককে আমি ধরেছি, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর লোকটির কথা আপনি বলছেন, কোথায় সে?

শান্তভাবে হোমস বললেন—মনে হচ্ছে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। রিভলবারটা এমন কোথাও রাখো ওয়াটসন যেখানে থেকে চট্ করে তুলে নিতে পারবে। উঠে পড়লেন তিনি। একটা লেখা কাগজ রাখলেন পাশের একটা টেবিলের ওপর। তারপর বললেন, হুঁ, এখন আমরা প্রস্তুত।

বাইরে থেকে রুক্ষ স্বরের কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। মিসেস হাডসন দরোজাটা খুলে জানাল তিনজন লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের খোঁজে এসেছে।

হোমস বললেন—নিয়ে এসো তাদের, একে একে। প্রথম লোকটি হচ্ছে ছোটখাটো, তার গায়ের রং লাল, সাদা তুলোর মতো জুলপী। একটি চিঠি হোমস পকেট থেকে বার করলেন।

জিজ্ঞাজা করলেন—নাম কী?

জেমস ল্যাঙ্কাস্টার।

অত্যন্ত দুঃখিত ল্যাঙ্কাস্টার, আর জায়গা নেই। কষ্ট করে এলে। এই নাও আধ পাউন্ড। এ ঘরটায় এসে দাঁড়াও দেখি কয়েক মিনিট।

দ্বিতীয় লোকটি লম্বা আর শুকনো শুকনো, পাতলা লম্বা চুল মাথায়, গাল বসা। নাম হিউ প্যাটিনস।

তাকেও আধ পাউন্ড দিয়ে নাকচ করা হল আর অপেক্ষা করতে বলা হল।

তৃতীয় ব্যক্তি যে এল, উল্লেখযোগ্য তার আকৃতি। একরাশ চুল দাড়ির ফ্রেমে বাঁধানো, যেন বুলডগের মতো একটা ভয়ঙ্কর মুখ। নেমে আসা দু পুরু কালো ভ্রূর নিচে কালচে দুটো চোখ ঝলমল করছে। স্যালিউট করে সে নাবিকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, টুপিটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে।

নাম কী? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

প্যাট্রিক কেয়ার্নস।

হারপুণ শিকারি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পঁচিশটা অভিযানের অভিজ্ঞতা।

ডান্ডির লোক তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবিষ্কারের অভিযানে বেরোতে প্রস্তুত তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতো মাইনে আশা করো?

মাসে আট পাউন্ড।

এক্ষুনি বেরোতে পারবে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কাগজপত্র সব এনেছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পকেট থেকে জীর্ণ, তৈলাক্ত কতোগুলো কাগজ বার করল সে। হোমস সেগুলো পরীক্ষার পর ফেরত দিলেন। বললেন—তোমার মতো লোকই আমার দরকার। ওই যে পাশের টেবিলে চুক্তিপত্র সই করে দিলেই হবে।

ঘরটার অপর প্রান্তে তাকিয়ে নিয়ে নাবিকটি কলম তুলে নিল। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল সইটা এখানে করব?

ঝুঁকে পড়ে হোমস তার কাঁধের ওপর দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে।

ইস্পাতের একটা ক্লিক শব্দ, আর তারপরেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো বিকট এক চিৎকার শোনা গেল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল হোমস আর নাবিক মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। লোকটার গায়ে এতো জোর যে হোমস এমন কায়দা করে হাতকড়া লাগানো সত্ত্বেও হয়তো সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেলতো হোম্‌সকে যদি না হপকিন্স ও ওয়াটসন তাড়াতাড়ি হোম্‌সকে সাহায্য করতেন। রিভালভারের ঠাণ্ডা নলটা ওর কপালে লাগাতে তবে ও বুঝল যে আর বাধা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তারপরে তার দুই পা দড়ি দিয়ে বেঁধে হোমসরা উঠে পড়লেন।

শার্লক হোমস বললেন,—অত্যন্ত দুঃখিত হপকিন্স। ডিমগুলো হয়তো ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। তবে প্রাতরাশের অন্যান্য খাবারগুলো হয়তো তুমি আয়েস করেই খেতে পারবে, এই ভেবে যে, মামলাটার ফয়সালা করেছো কী বলো?

বিস্ময়ে হপকিন্সের কথা বন্ধ হয়ে গেছিল। তার মুখ লাল হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত বলে উঠল, কী যে বলবো মি. হোমস। দেখা যাচ্ছে গোড়া থেকেই আমি খুব বোকার মতো কাজ করে এসেছি। ভুলে যাওয়া উচিত হয় নি, আপনি হচ্ছেন গুরু আর আমি শিষ্য। আপনি কী করলেন সে তো নিজের চোখেই দেখলাম। কিন্তু এখনও জানিনা কী করে করলেন, আর এ সবের তাৎপর্যই বা কী।

খোশ মেজাজে হোমস বললেন—আরে অভিজ্ঞতা দিয়েই তো আমরা শিখি। এ মামলায় তোমার শিক্ষা হল এই যে, বিকল্প কোনো সম্ভাবনা যে থাকতে পারে সেটা চিন্তা না করা। তরুণ নেলিগ্যানকে নিয়ে তুমি এতোই মেতে উঠেছিলে, যে পিটার কেরির প্রকৃত হত্যাকারী প্যাট্রিক কেয়ার্নস-এর কথা চিন্তার সময়ও তোমার একবারের জন্যেও হয় নি।

এই কথোপকথনের মধ্যে নাবিকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল—দেখুন মশাই, এভাবে মার খাওয়ার জন্যে আমি কোনো নালিশ করছি না। কিন্তু তাহলেও কথাগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবেন এটা আমি চাই। আপনি বললেন আমি পিটার কেরিকে হত্যা করেছি, কিন্তু বলা উচিত ছিল বধ করেছি। কথা দুটো মোটেই এক নয় মশাই। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, হয়তো মনে করবেন, আমি একটা গল্প বলছি।

হোমস বললেন—মোটেই না। বল শুনি তোমার কী বলার আছে?

বেশি কিছু বলবার নেই। এবং যা বলছি তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। ব্ল্যাক পিটারকে আমি চিনতাম, তাই যখনই সে ছুরিটা তুলে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে হারপুণে বিঁধে ফেলেছিলাম। কারণ আমি জানতাম হয় সে মরবে না হয় আমি, এইভাবে ওর মৃত্যু হয়। আপনারা হয়তো বলবেন এ, হত্যাকাণ্ড। ব্ল্যাক পিটারের ছুরি বুকে নিয়ে মরার আগে ফাঁসি যাওয়াও ভালো।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে তুমি ওখানে গেলে?

একেবারে গোড়া থেকেই বলছি, কিন্তু তার আগে আমাকে একটু উঠে বসিয়ে দিন—প্যাট্রিক বলল।

ঘটনাটা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের। পিটার কেরি ছিল "সি ইউনিকর্ন" জাহাজের মালিক আর আমি অতিরিক্ত হারপুণ শিকারি। বরফের দেশ থেকে ফিরে বাড়ির পথ ধরেছি। দিন সাতেক দক্ষিণ হাওয়ার ঝড়ে চলবার পর আমরা দেখলাম একটা নৌকো উত্তর মুখো চলেছে একজন মাত্র লোক তাতে, নাবিক সে নয়। নৌকোটা ডুবে যাবে এই ভয়ে নাবিকরা ডিঙি করে নরওয়ে উপকূলে চলে গেছিল, আমার ধারণা, তারা সবাই ডুবে গেছে। যাই হোক লোকটিকে আমরা তুলে নিলাম। এই লোকটির সঙ্গে জাহাজের মালিক আর ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়। একটা মাত্র বস্তু আমরা জল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। সেটা হল একটা টিনের বাক্স। যতিদূর জানি লোকটি তার নাম জানায় নি। কিন্তু

দ্বিতীয় দিনে কোনো চিহ্ন না রেখে লোকটি এমনভাবে মিলিয়ে গেল, যেন আদৌ আসে নি। প্রকাশ করা হল, হয় নিজে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে গেছে। কিন্তু একজন লোক মাত্র জানে আসলে তার কী হয়েছিল, সে হলাম আমি। নিজের চোখে আমি দেখেছি, ঝড়ের অন্ধকারে প্রহরার সময় ক্যাপ্টেন পা ধরে তুলে তাকে রেলিং পার করে জলে ফেলে দিচ্ছে। এর দুদিন পরে শেটল্যান্ডের লাইটস আমাদের চোখে পড়ে। ব্যাপারটা আমি প্রকাশ করি নি, অপেক্ষা করেছিলাম ঘটনাটা কোন্ দিকে এগোয় দেখবো বলে। স্কটল্যান্ডে যখন ফিরলাম, ব্যাপারটা চাপা দেবার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হল না। কেউ কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলে নি। এক অজানা লোক দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে। এ নিয়ে কারুরই কোনো মাথা ব্যথা রইল না। এর কিছুদিন পরে পিটার কেরি সমুদ্র যাত্রা ছেড়ে দিল। তার ঠিকানা জোগাড় করতে আমার বহু বছর সময় লেগেছিল। আন্দাজ করেছিলাম নিশ্চয়ই টিনের বাক্সটার লোভেই সে এ কাজ করেছিল এবং আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে সে এখন বেশ ভালো টাকাই দিতে পারবে।

লন্ডনে এক নাবিকের সঙ্গে তার দেখা হয়, সেই নাবিকের কাছে আমি ওর ঠিকানা পেলাম। গেলাম ওকে নিংড়ে কিছু বার করবার জন্যে। প্রথমদিন রাতে যখন যাই ওর কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। বলেছিল যা টাকা আমায় দেবে তাতে জীবনে আর সমুদ্রযাত্রা করতে হবে না। কথা বল, দুই রাত পরে কথাবার্তা পাকা হবে। সেদিন গিয়ে দেখলাম সে মাতাল আর তার মেজাজও সপ্তমে চড়ে আছে। দুজনে বসে নেশা করলাম। পুরোনো দিনের গল্প করলাম। কিন্তু যতো ও নেশা করছে, লক্ষ্য করলাম ততোই ওর হাবভাব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। লক্ষ করলাম হারপুনটা দেয়ালে কোথায় রাখা আছে। কারণ মনে হল হয়তো ওটা দরকার হতে পারে। শেষপর্যন্ত সে আমার ওপর ক্ষেপে গেল, থুথু দিতে লাগল গালাগাল শুরু করল—তার চোখে মৃত্যুর ভাষা। একটা প্রকাণ্ড ছুরি তার হাতে। ছুরিটা খাপ থেকে খোলবার সময়ও সে পেল না, তার আগে আমি তাকে হারপুনে গেঁথে ফেললাম। কী ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেছিল তখন। ঘুমের ঘোরে কতোবার তার মুখ আমি দেখেছি। দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। তার রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়ছিল। কিছুক্ষণ দেরি করলাম কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। তখন আবার আমার ভরসা ফিরে এলো। চারিদিকে তাকাতে কাতাকে টিনের সেই বাক্সটা তাকের ওপর আমার চোখে পড়ল। বাক্সে পিটার কেরির যতোটা, ততোটা অধিকার আমারও। তাই আমি তখন ওটা নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু বোকার মতো তামাকের তলেটা ফেলে এলাম টেবিলের ওপর।

এবার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা বলি। কুটিরের বাইরে গেছি কি না গেছি, এমন সময় সাড়া পেলাম, কে যেন আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। একটা লোক চোরের মতো এলো। কুটিরের প্রবেশ করে সে এমন চিৎকার করে উঠল যেন ভূত দেখেছে, তারপর প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করল যতোক্ষণ না দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। লোকটা কে? আর কেনই বা সে এসেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারলাম না। তারপর আমি দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গেলাম ট্রানব্রিজ ওয়েলস স্টেশনে, তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে চলে এলাম লন্ডনে।

বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখলাম পয়সা কড়ি কিছু নেই। শুধু কিছু কাগজ। সে কাগজ আমার বিক্রি করতে সাহস হল না। ব্ল্যাক পিটারের ওপর আমার যা জোর ছিল তাও গেছে, একটা শিলিংও আমার নেই, অথচ আমি লন্ডনের মতো জায়গায়, একমাত্র সম্বল কেবলমাত্র যে কাজ তা আমি জানি। হারপুণ শিকারির জন্যে ভালো টাকার বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করে তখন আমি শিপিং এজেন্টদের কাছে যাই, তারাই আমাকে পাঠায় এখানে। এ পর্যন্তই আমি জানি, এবং আমি আবার বলছি, যদি আমি পিটার কেরিকে হত্যা করে থাকি তো আদালতের সে জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কারণ ফাঁসির দড়ির যা দাম সেটা তো আমি তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি।

বেশ পরিষ্কার বিবৃতি। উঠে পাইপটা জ্বালিয়ে হোমস বললেন, আর দেরি না করে এবার তোমার কয়েদিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসো হপকিন্স। কারাগার হিসেবে এ ঘরটা মোটেই ভালো নয়।

হপকিন্স বলল—মি. হোমস, জানি না কিভাবে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কী করে আপনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন।

ভাগ্যক্রমে গোড়া থেকে সঠিক সূত্রটা পেয়ে যাওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই নোট বুকের কথায় আগে থেকে হয়তো তোমার মতো আমারও চিন্তাধারা অন্যপথে চলতো। কিন্তু আমি যা কিছু শুনেছিলাম সবই একই লক্ষে নির্দেশ দিচ্ছিল। আশ্চর্য দৈহিক শক্তি, হারপুণের ব্যবহার নিপুণতা, রাম, মদ, সীলের চামড়ার তামাকের থলে আর সস্তা তামাক, এ সব থেকেই এক নাবিকের কথা আমার মনে হয়েছে যে তিমি শিকারি। এও বুঝেছিলাম যে, পি. সি. এই আদ্যক্ষর দুটো ও পিটার কেরির নয়। পাইপও পাওয়া যায় নি। তোমার হয়তো মনে আছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেবিনে হুইস্কি আর ব্রান্ডি আছে কিনা? তুমি বলেচিলে আছে। নাবিক যারা নয় তাদের মধ্যে কজনকে পাবে যারা রাম্ পান করবে, যখন এসব পানীয় পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। যে আঁততায়ী অবশ্যই এক নাবিক।

কিন্তু তার সন্ধান পেলেন কী করে? হপকিন্সের প্রশ্ন।

সমস্যাটা তখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। নাবিক যখন, নিশ্চয়ই "সি ইউনিকর্ন" জাহাজের কোনো নাবিকই হবে, যে তার সঙ্গে ছিল। যতোদূর জানতে পেরেছি ওটা ছাড়া আর কোনো জাহাজে সে পাড়ী দেয় নি। তিনদিন আমার ডান্ডিতে টেলিগ্রাম করে কাটে। জানতে পারি ১৮৮৩ খ্রি. 'সি ইউনিকর্ন' জাহাজে কে কে ছিল। হারপুন শিকারীদের মধ্যে যখন প্যাট্রিক কেয়ার্নসের নাম পেলাম, আমার তদন্তের কাজ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভেবে দেখলাম লোকটি খুব সম্ভব লন্ডনেই আছে এবং কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে চাইবে। তাই ক'টা দিন ঈস্ট এন্ড-এ কাটালাম। একটা উত্তর মেরু অভিযানের মতলব ফাঁদলাম। ক্যাপ্টেন বেসিলের কাছে কাজ করবে এমন হারপুণ শিকারির জন্যে লোভনীয় শর্তে বিজ্ঞাপন দিলাম আর তার ফল তো দেখলেই।

অপূর্ব, অপূর্ব! বলে উঠল হপকিন্স। হোমস বললেন—কিন্তু এখন তোমায় যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নেলিগ্যানকে খালাস করে দিতে হবে। আমার মনে হয় তোমার ওর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। টিনের বাক্সটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে, যে কাগজগুলো পিটার কেরি ভাঙিয়েছে সেগুলো আর উদ্ধার করা যাবে না। ওই যে গাড়ি—কয়েদিকে নিয়ে যাও এবার। বিচারের সময় দরকার হলে ওয়াটসনকে আর আমাকে নরওয়ের কোনো অঞ্চলে পাবে। ঠিকানাটা পরে পাঠিয়ে দেব।

শূন্য ঘরের রহস্য

মহামান্য রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার ছিলেন মেনুথের আর্ল-এর দ্বিতীয় পুত্র—অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক উপনিবেশের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি। রোন্যাল্ডের মা ছানি কাটাবার জন্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন, ছেলে রোন্যাল্ডের আর মেয়ে হিলডার সঙ্গে। ১২৭ নং পার্কলেন-এ বাস করছিলেন তিনি। রোন্যাল্ড অত্যন্ত অভিজাত মহলে মিশতেন এবং যতোদূর জানা যায় তাঁর কোনো শত্রু ছিল না বা কোনো নেশাও ছিল না। কারস্টেয়ার্স-এর মিস এডিথ উডলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু ক-মাস হল উভয়েরই সম্মতিক্রমে তা ভেঙে যায় এবং মনে হয় না এই ঘটনা ওঁদের ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। বাকি জীবনটা তাঁর কাটে এক সংকীর্ণ গণ্ডীর গতানুগতিকতার মধ্যে, কারণ তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত এবং বিশেষ আবেগপ্রবণ তিনি ছিলেন না। অথচ এহেন অভিজাত বংশীয় মানুষটির ওপরেই এমন অদ্ভুত ও আকস্মিক ভাবে নেমে আসে মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রি. ৩০ মার্চ তারিখে, তার দশটা থেকে রাত এগোরোটা কুড়ির মধ্যে।

রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার তাসের বিশেষ ভক্ত ছিলেন—প্রায় সব সময়ই খেলতেন। কিন্তু কোনো সময়েই এমন বাজী রাখতেন না যাতে বড় রকমের লোকসান হতে পারে। তিনি ছিলেন

বলডুইন, ক্যাভেন্ডিশ আর ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাবের সভ্য। জানা যায় মৃত্যুর দিন ডিনারের পরে তিনি ওই শেষোক্ত ক্লাবে এক রাবার হুইস্ট খেলতে যান। বিকেলবেলাও খেলেছিলেন। মি. মারে, স্যর জন থার্ডি আর কর্নেল মোয়াল, যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেলেছিলেন,—সাক্ষ্যে বলেন খেলাটা ছিল হুইস্ট, এবং তাস পড়েছিল সমান সমানই। অ্যাডেয়ার হয়তো পাঁচ পাউন্ড মতো হারতে পারতেন, তার বেশি নয়। তাঁর সম্পত্তি ছিল প্রচুর, তা এহেন লোকসানে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়। প্রতিদিনই খেলতেন তিনি, কোনো না কোনো ক্লাবে। খেলোয়াড় হিসেবে ছিলেন সাবধানী এবং সচরাচর খেলায় জয়ই হতো তাঁর। সাক্ষ্যে এও জানা যায় যে কয়েক সপ্তাহ্ আগে এক খেলায় তিনি কর্নেল মোরানের সঙ্গে জুড়ি হয়ে গডফ্রে মিলনার আর লর্ড ব্যালমোর‍্যাল জুটির বিরুদ্ধে ৪২০ পাউন্ড জয়লাভ করেন।

খুনের দিন তিনি ঠিক রাত দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরে আসেন। তাঁর মা আর বোন তখন গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দাসী সাক্ষ্যিতে বলেছে, তার তিনতলার সামনের ঘরে প্রবেশের আওয়াজ সে পেয়েছিল। এ ঘরটাই তিনি ব্যবহার করতেন বসবার ঘর হিসেবে। একটা উনুন সে ধরেছিল সেখানে তাতে ধোঁয়া হওয়ায় খুলে দেয় জানালাটা। ঘরটা থেকে কোনো আওয়াজই সে পায় না রাত এগোরোটা কুড়ি পর্যন্ত—লেডি মেনুথ আর তার কন্যা ফিরে আসেন তখন। ছেলেকে শুভ রাত্রি জানাবার জন্যে মা ছেলের গরে ঢোকাবার চেষ্টা করেন দরোজাটা ভেতর থেকে চাবি দেওয়া ছিল। অনেক ডাকাডাকি আর ধাক্কাধাক্কির পরে যখন কোনো সাড়া মিলল না তখন লোকজন ডেকে জোর করে খোলা হল দরোজাটা। দেখা গেল পড়ে আছেন টেবিলের কাছে বেচারা, রিভলভারের গুলিতে তাঁর মাথাটা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো অস্ত্রই সে ঘরে দেখা গেল না। টেবিলের উপরে ছিল দশ পাউন্ডের দুটো ব্যাঙ্ক-নোট আর রুপোর আর সোনার মুদ্রায় সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং, ছোট-ছোট অসমান কয়েকটা থাকে সেগুলো সাজানো। এক তা কাগজের ওপর কয়েকটি সংখ্যা লেখা, আর সেগুলো বরাবর ক্লাবের ওপর কয়েকটি সংখ্যা লেখা, আর সেগুলো বরাবর ক্লাবের কয়েকজন বন্ধুর নাম—এ থেকে বুঝতে হবে মৃত্যুর আগে তিনি তাস খেলায় তাঁর লাভ লোকসানের খতিয়ান দেখছিলেন।

জায়গাটা আরও ভালো করে পরীক্ষা করার ফলে ব্যাপারটা বরং আরও জটিল হয়ে উঠল। প্রথমত দরোজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা গেল না। সম্ভবত হত্যাকারীই বন্ধ করেছে, তারপর কাজ সেরে জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু মাটি থেকে সেটার উচ্চতা অন্ততঃ কুড়ি ফুট, ঠিক নীচেই কিছু পূর্ণস্ফুট ক্রোকাস ফুলের চাষ। অথচ ফুলগুলোয় বা ওখানকার মাটিতে সে রকম কোনো চিহ্নই নেই। আর বাড়ি থেকে রাস্তায় যেতে মাঝখানে যে সংকীর্ণ ঘাসজমি, সেখানে কোনরকম পায়ের ছাপেরই অভাব। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দরোজাটা বন্ধ করেছেন যুবকটি নিজেই। কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হল তার? জানলা পর্যন্ত বেয়ে উঠতে গেলে তো তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই। আর গুলিটা যদি জানলার বাইরে থেকে ছোঁড়া হয়ে থাকে তো বুঝতে হবে অত্যন্ত পাকা হাতে ছোঁড়া, কারণ রিভলভারের গুলিতে অমন মারাত্মক আঘাত হানা কঠিন। পার্ক লেন এলাকাতে যথেষ্ট লোকচলাচল আছে, তার একশো গজের মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ির একটা আড্ডা। অথচ গুলির আওয়াজ কেউই শুনতে পায় নি। অথচ যুবকটি তো মারা গেছেন, আর রিভলভারের গুলিতেই এমন মারাত্মক আঘাত হয়েছে যে, মৃত্যু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পার্ক লেনের হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি হল এই। এবং মামলাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে হত্যার কোনো উদ্দেশ্য না থাকার ফলে। তরুণ অ্যাডেয়ারের কোনোও শত্রু ছিল বলে জানা যায় নি। এবং ঘর থেকে পয়সা কড়ি বা কোনো দামী জিনিস খোয়া যায় নি।

সারাদিন ধরে এইসব কথা ওয়াটসন ভাবছিলেন আর একটা ধারণা খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন যার সঙ্গে ঘটনাগুলোর সঙ্গতি থাকে এবং সেরকম সঙ্গতির অভাবে এমন একটা ধারণা ধরে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবছিলেন যার সঙ্গে অসঙ্গতি সবচেয়ে অল্প—হোম্‌সের মতে যে-কোনো তদন্ত শুরু হওয়া উচিত এইভাবেই।

সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে পার্কটা পার হয়ে পার্ক লেনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকটায় পৌঁছে গেলেন ওয়াটসন। বেলা প্রায় ছ'টা। কয়েকটা ভবঘুরে ফুটপাথ, থেকে, একটা বিশেষ জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল, তারা যে বাড়িটা ওয়াটসন খুঁজছিলেন দেখিয়ে দিল সেটা। চোখে রঙিন চশমা একজন লম্বা রোগড়া মানুষ, দেখে মনে হল সাধারণ পোষাকের ডিটেকটিভ তার তৈরি একটা ধারণার বিশ্লেষণ করছে, আর সবাই ভিড় করে তার কথা শুনছে। এগিয়ে গেলেন তার যতোটা কাছে পারলেন। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ আজগুবি মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ওয়াটসন চলে গেলেন সেখান থেকে। একজন বয়স্ক বিকলাঙ্গ মানুষ ওয়াটসনের পেছনে ছিল, দেখতে না পাওয়ায় তার হাতের অনেকগুলো বই ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। ওয়াটসনের 'বৃক্ষ উপাসনার সূত্রপাত'। মনে হয়েছিল লোকটির কাজ হল অদ্ভুত অদ্ভুত বই সংগ্রহ করা—ব্যবসার জন্যেই হোক অথবা শখ হিসেবেই হোক। বইগুল নিশ্চয়ই ওর কাছে পরম মূল্যবান ছিল। যে জন্যে প্রচুর ঘৃণার সঙ্গে সে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে তার দু-গালের জুলপি আর কুঁজো পিঠটা মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

১২৭ নং পার্ক লেনের বাড়িতে অনুসন্ধানের ফলে মামলায় বিশেষ আলোকপাত হল না। একটা নিচু পাঁচিল আর পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। সুতরাং ডিঙিয়ে বাগানে প্রবেশ করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু জানলা দিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব। কারণ কোনোও জলের পাইপ বা অন্য কিছুই নেই যা বেয়ে ওঠা হয়তো অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারতো। ফিরে এলাম কেনসিংটনে, ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেল। পাঁচ মিনিটও হয় নি পড়বার ঘরে গিয়েছি, এমন সময় দাসী এসে খবর দিল যে একজন দেখা করতে এসেছে। আশ্চর্য হয়ে ওয়াটসন দেখলেন এ হল সেই বুড়ো যার শুক্‌নো সরু মুখ আর মাথায় সাদা চুল, আর বগলে অন্তত গোটা বারো বই।

খ্যানখ্যানে ভাঙা গলায় সে বলল, আমায় দেখে আপনি অবাক হয়ে গেছেন, না স্যর?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন, সত্যিই তাই।

মানে, বিবেক বলে তো একটা জিনিস আমার আছে। যখন দেখলাম আপনি এই বাড়িটায় ঢুকলেন, পেছন পেছন আমিও এলাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মনে মনে ভাবলাম, যাই ভালোমানুষ ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করে আসি একটু, বলি আমার ব্যবহারটা একটু রুক্ষ হয়ে গেছে, তবে সত্যিই যে আমি বিশেষ মনে করেছি এমন নয় এবং বইগুলো যে উনি তুলে দিলেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

খুব সামান্য একটা ব্যাপার, ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কী আছে! কিন্তু কী করে জানলেন আমি কে?

আজ্ঞে মার্জনা করবেন, আমি আপনারই প্রতিবেশী। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে আমার ছোট বইয়ের দোকানটা হয়তো আপনার চোখে পড়ে থাকবে। আপনাকে দেখে ভারী ভালো লাগছে স্যার। এই দেখুন,—এই হলো "ব্রিটেনের পাখি", এই "ক্যাটালাস", এই "ধর্মযুদ্ধ"—খুব সস্তায় পাচ্ছেন। ওই যে আপনার দ্বিতীয় শেলফ, এই পাঁচটা বই হলেই ওটা ঠিক-ঠিক ভরাটা হয়ে যায়—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তাই না?

মুখ ফিরিয়ে ওয়াটসন তাকালেন পেছনের আলমারিটার দিকে। তারপর আবার যখন ফিরলেন, তখন ওয়াটসন দেখলেন—টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস মিটিমিটি হাসছেন। বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন ওয়াটসন, এবং কয়েকমিনিট তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপরেই হয়তো ওয়াটসন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবেন—জীবনে এই প্রথম এবং এই শেষ। একটা ধূসর কুয়াসা ওয়াটসনের চোখের সামনে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেটা যখন কেটে গেল, ওয়াটসন অনুভব করলেন যে তার জামার কলার খুলে দেওয়া হয়েছে, আর তার মুখে ব্র্যান্ডি খাওয়ার পর মুহূর্তের স্বাদ। হোমস ওয়াটসনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন, ফ্লাস্কটা তাঁর হাতে ধরা।

হোমস সুপরিচিত স্বরে বললেন,—হাজার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ওয়াটসন! ভাবতেই

পারি নি যে এর ফলে তোমার এমন অবস্থা হতে পারে।

ওয়াটসন হোম্‌সের জামার হাতাটা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এ কি তবে সত্যিই তুমি? বেঁচে আছো—এও কি সম্ভব? পেরেছিলে সেই ভয়ঙ্কর গহ্বর থেকে উঠে আসতে! হোমস বললেন—দাঁড়াও, সমস্ত ঘটনা শোনবার মতো মনের অবস্থা তোমার হয়েছে তো? সম্পূর্ণ বিনা কারণে, নিছক নাটকীয়তার খাতিরে আমি তোমার মনে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছি।

ওয়াটসন বললেন—সে আমি ঠিক হয়ে গেছি। কিন্তু হোমস, চোখকেই যে আমার বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। তুমি—স্বয়ং তুমি নিজে আমার পড়বার ঘরে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে—এ যে ভাবাই যায় না! আবার ওয়াটসন হোম্‌সের জামার হাতা চেপে ধরলেন। অনুভব করলেন, তাঁর সরু, পেশীবহুল বাহুটা। তারপর বললেন—আর যাই হোক ভূতপ্রেত তুমি নও। সত্যি ভারী খুশি হলাম তোমাকে দেখে। বোসো, বোসো, বল শুনি, কী করে তুমি ওই ভয়ঙ্কর গহ্বর থেকে উদ্ধার পেলে।

ওয়াটসনের সামনে বসে স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা সিগেরেট ধরালেন তিনি। পরনে বই ব্যবসায়ীর জীর্ণ পোশাক, মাথায় সাদা চুল, আর বইগুলো টেবিলের পর রাখা। আগের চেয়েও আরও রোগা আর ধারাল বলে তাঁকে মনে হচ্ছে। মুখের রং মড়ার মতো। মনে হয় সম্প্রতি খুব সুস্থ জীবন যাপন করছিলেন না।

হোমস বললেন—বড় ভালো লাগছে, ওয়াটসন, হাত পা ছড়িয়ে বসতে। লম্বা মানুষের পক্ষে নিজের শরীরটাকে এক ফুট ছোট করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো সহজ কাজ ভেবো না। শোনো ওয়াটসন, আজ রাতে আমাদের সামনে সবচেয়ে কঠিন আর বিপদজনক কাজ রয়েছে,—অবশ্য যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজী থাকো। সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেলে তারপর তোমায় সব খুলে বলবো, ওয়াটসন।

না, না, আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। এখনই বল শুনি।

যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। যখনই বলবে, যেখানেই বলবে।

আবার সেই আগের দিনের মতো ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। বেরোবার আগে নৈশাহার সেরে নেবার মতো সময় আমাদের আছে। আচ্ছা, এবার শোনো সেই গহ্বরের কাহিনী। সেখান থেকে উঠে আমার তেমন বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ সে গহ্বরে আদৌ পড়ি নি আমি।

পড় নি?

না, ওয়াটসন, পড়ি নি। তোমায় যা লিখেছিলাম সম্পূর্ণ সত্য সেটা। ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার সংকীর্ণ পথটা আটকে প্রফেসর মরিয়ার্টির অশুভ মূর্তিটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তা তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথার বিনিময়ের পর কটা ছোট চিঠি লেখার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে চিনে নিলাম—সেই চিঠিই তুমি পেয়েছিলে। সিগেরেট কেস আর লাঠিটার সঙ্গে চিঠিটা রেখে আমি সেই পথে এগিয়ে চললাম, মরিয়ার্টি ঠিক আমার পেছনে পেছনে। শেষপর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম, আর পথ নেই। কোনো অস্ত্রই উনি বার করলেন না, কেবল বেগেড় দৌড়ে এসে লম্বা দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। জানতেন তিনি যে তাঁর খেলা শেষ, তাই তখন তিনি ব্যস্ত আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সেই গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে তখন আমরা টলছি। তবে, বারিৎসু বা জাপানী কুস্তি সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান ছিল। বিশেষ কায়দায় ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম, আর ভয়ঙ্কর চিৎকার করে, কয়েক মুহূর্ত শূন্যে হাত পা ছুঁড়েও কিছুতেই তিনি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেন না, ছিটকে নিচে পড়লেন। ঠিক খাদটার মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম, পড়ে যাচ্ছেন—অনেকখানি নিচে তিনি পড়ে যাচ্ছেন। একটা পাথরের ওপর পড়লেন তিনি, আর সেখান থেকে ছিট্‌কে একেবারে জলে গিয়ে পড়লেন।

সিগারেট খেতে খেতে হোমস তাঁর কাহিনী বলে চললেন, অপার বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন শুনছিলেন।

ওয়াটসন বললেন—আমি কিন্তু নিজের চোখে দু'জনের পড়ে যাওয়ার চিহ্ন লক্ষ্য করেছি এবং একজনের ফিরে আসার চিহ্ন দেখতে পাই নি।

হোমস বললেন—ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম। প্রফেসর ছিটকে, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল এক অপূর্ব সুযোগ ভাগ্য হাতে এনে দিয়েছে। আমি জানি আমায় হত্যা করার শপথ কেবলমাত্র মারিয়ার্টিনয়, আরও কয়েকজন নিয়েছে, অন্তত তিনজনকে আমি জানি যাদের এ প্রতিশোধ স্পৃহা ওদের নেতার মৃত্যুর ফলে শতগুণ বর্ধিত হবে—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানুষ তারা। ওদের কেউ না কেউ অতি অবশ্যই আমার ওপর শোধ তুলবে। অন্যদিকে পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি জানে যে আমার মৃত্যু হয়েছে। এই লোকগুল তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করবে, অতোটা সাবধান হবে না এবং তখন কোনো না কোনো সময়ে আমি ওদের শেষ করে ফেলবো। তখন আমি আত্মপ্রকাশ করবো, জানাবো আমি মরি নি। মানুষের মগজ কী তাড়াতাড়িই না কাজ করে থাকে,—এ সমস্ত চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেছে প্রফেসরের পড়ে যাওয়ার সময়টুকুর মধ্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের পাহাড়ি দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘটনাটার যে ছবির মতো বর্ণনা তুমি প্রকাশ করেছিলে প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে আমি তা পড়েছিলাম তার কয়েক মাস পরে। তুমি লিখেছিলে দেয়ালটা একেবারে খাড়াই, কথাটা কিন্তু ঠিক নয়, যদি আক্ষরিক অর্থে ধরা হয়। পা রাখার মতো জায়গা এখানে ওখানে ছিল, কতোকটা তাকের মতো। কিন্তু খাড়াইটা এতো উঁচু যে পুরোটা ওভাবে বেয়ে ওঠা ছিল একরকম অসম্ভব, এবং একেবারে অসম্ভব সেই পথে কোনো চিহ্ন না রেখে ওঠা। অবশ্য বুটজুতো দুটো উল্টো করে পরে উঠতে পারতাম যেমনটি অনুরূপ পরিস্থিতিতে আগেও করেছি, কিন্তু তাহলে একই দিকে তিন জোড়া জুতোর ছাপ লক্ষ করে নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহ জাগত। তাই ভেবে দেখলাম, বরং ঝুঁকি নিয়ে উঠে আসাই ভালো। মোটেই আরামের ব্যাপার নয় ওয়াটসন। ঠিক পেছনেই সেই ভয়াবহ গহ্বর। কল্পনাপ্রবণ আমি নই। কিন্তু বিশ্বাস করো, মনে হল যেন মরিয়ার্টির গলার আওয়াজ পেলাম আমি—গহ্বরের তলা থেকে চিৎকার করে আমায় ডাকছেন একটা ভুল পদক্ষেপ মানেই এখন নির্ঘাত মৃত্যু। যখনই ঘাসের চাবড়া হাতে উঠে এসেছে বা পা পিছলে গেছে, মনে হয়েছে এই আমার শেষ। কিন্তু যাই হোক বেয়ে উঠতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা খাঁজে পৌঁছোলাম যেখানে শুয়ে থাকলে আমায় দেখা যাবে না। হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে শুয়েছিলাম সেখানে, যখন তুমি সদলে প্রচুল সহানুভূতি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আমার মৃত্যুর ঘটনাবলীর তদন্ত করছিলে।

শেষপর্যন্ত তুমি যখন একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে হোটেলে চলে এলে, একা রয়ে গেলাম আমি। ভেবেছিলাম আমার অ্যাডভেঞ্চার জীবনের এই শেষ। এমন সময় এক অত্যন্ত অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বুঝলাম কিছু আশ্চর্য ঘটনা এখনও আমার জীবনে বাকি। একটা সুবিশাল পাথর উপর থেকে ছিটকে আমার পাশ দিয়ে মহাবেগে গিয়ে পড়ল গর্তটার মধ্যে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি বা কোনো দৈব দুর্ঘটনা, কিন্তু মুহূর্তপরেই ওপর দিকে তাকাতে অন্ধকার নেমে আসা আকাশের পশ্চাৎপটে একটা মাথা আমার চোখে পড়ল। আর পরক্ষণেই তেমনি আর একটা পাথর এসে ছিটকে পড়ল। যেখানে আমি ছিলাম সেখানে, আমার মাথার এক ফুটের মধ্যে। বুঝতে অসুবিধা হল না। মরিয়ার্টির সঙ্গে লোক ছিল এবং সেই এক নজরেই বুঝলাম কী সাংঘাতিক সেই সঙ্গী—প্রফেসর যখন আমায় আক্রমণ করেন, পাহারায় ছিল সে। খানিকটা দূরে, আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে সে তার বন্ধুর মৃত্যু আর আমার রক্ষা পেয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে চূড়ার ওপর উঠে গেল—তার বন্ধু পারে নি, চেষ্টা করে দেখতে যদি সেখানে সে সক্ষম হতে পারে।

পরিস্থিতিটা আন্দাজ করতে সময় লাগল না। সে শক্ত মুখটা আবার চোখে পড়ল। বুঝতে অসুবিধা হল না, আবার ওই রকম একটা পাথর নেমে আসবে। কোনো রকমে নেমে গেলাম

ওখান থেকে—স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই পারতাম না। দেখা গেল ওঠার থেকে নেমে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু তখন আর বিপদের কথা ভাববার সময় ছিল না, কারণ ঠিক সেই সময়েই আবার একটা পাথর সশব্দে নেমে এল আমার পাশ দিয়ে—তখন আমি হাতে ভর করে ঝুলে রয়েছি হাত ফসকে পড়ে গেলাম অনেকখানি, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কেটে ছড়ে রক্তাক্ত হয়েও পড়লাম পথের ওপরে। দৌড়তে শুরু করলাম। সেই অন্ধকার পাহাড়ের ওপর দিয়ে দশ মাইল পথ দৌড়ে অতিক্রম করলাম আমি। সাতদিন পরে পৌঁছোলাম ফ্লোরেন্সে, এ নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে, পৃথিবীতে একজনও জানে না আমার কী হয়েছে।

একমাত্র ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করে জানিয়েছিলেন সে আমার দাদা মাইক্রফট। তোমার কাছে আমি প্রচুর অপরাধে অপরাধী ওয়াটসন। কিন্তু দেখো, আমি যে মারা গেছি এই ঘটনাটা প্রকাশ হওয়া ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া আমার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে আমার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে অমন করে তুমি লিখতে পারতে না। গত তিন বছরে বহুবার আমি কাগজ কলম নিয়ে বসেছি। তোমায় লিখবো বলে, কিন্তু প্রতিবারেই নিরস্ত হয়েছি এই ভাবে যে হয় তো তাহলে তুমি স্নেহবশত এমন কিছু কাঁচা কাজ করে বসবে যার ফলে আমার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। কারণ আমার সামনে তখন বিপদ। এহেন সময়ে কোনোরকম বিস্ময় বা ভাবাবেগ লক্ষিত হলে হয়তো লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসবো। এবং যদি তার ফলে আমার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে তো সে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। মাইক্রফটকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম টাকার জন্যে।

এদিকে লন্ডনে ঘটনাবলি ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম ততোটা অনুকূলে আসে নি, কারণ মরিয়ার্টির দলে বিচারের পরও ওদের দু-জন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তি মুক্ত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে যারা আমার অত্যন্ত মারাত্মক শত্রু। তাই দু'টি বছর আমি তিব্বতে কাটাই, লাসা দেখি আর দালাই লামার সঙ্গে কয়েকদিন কাটাই। সাইগারসান নামে এক নরওয়েবাসীর উল্লেখযোগ্য খনন কার্য সম্বন্ধে হয়তো পড়ে থাকবে, কিন্তু নিশ্চয় তখন তোমার এ কথা মনে হয় নি যে তার খবর মানে তোমার এ বন্ধুটিরই খবর। তারপর চলে যাই পারস্য অতিক্রম করে। মক্কা দেখি, এবং খাতুনের খালিফার সঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয় তার ফলাফল আমি বিদেশী দপ্তরে জানিয়ে দিই। তারপর ফ্রান্সে ফিরে মৎ পেলিয়েরে-এর এক গবেষণাগারে আলকাতরা নিয়ে গবেষণা করি কয়েক মাস। সাফল্যের সঙ্গে সে কাজ সেরে যখন জানলাম যে আমার শত্রুদের মধ্যে মাত্র একজনই এখন লন্ডনে রয়েছে, ভাবলাম লন্ডনের পথ ধরবো, এমন সময় এই পার্ক লেন রহস্যের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ফিরে এলাম। মামলাটার আকর্ষণ তো ছিলই, তা ছাড়াও ব্যক্তিগত কয়েকটা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপারও তার সঙ্গে জড়িত ছিল। লন্ডনে ফিরেই গেলাম বেকার স্ট্রিটে। মিসেস হাডসনের তো আমায় দেখে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়। দেখলাম মাইক্রফট আমার ঘর, আমার কাগজপত্র সব ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি সাজিয়ে রেখেছে। এইভাবেই আমি আজ বেলা দু'টোর সময় আবার আমার পুরোনো আরাম চেয়ারে, পুরোনো ঘরে এসে বসেছি, আর ভাবছি—আহা, যদি বন্ধু ওয়াটসন তার অভ্যাস মতো আমার সামনের চেয়ারে এসে বসতো!

এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায় ওয়াটসন এ অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনছিলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেন তিনি যদি না লম্বা, ছিপছিপে, ধারাল চেহারার ব্যক্তিটিকে তাঁর চোখের সামনে দেখতে না পেতেন। যাকে দেখার আশা ওয়াটসন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হোমস বললেন—জানো তো ওয়াটসন, দুঃখ ভুলে থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হল কোনো কাজ নিয়ে থাকা। এবং আজই রাতে এমন একটা কাজ আছে যাতে সফল হতে পারলে জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। রাত ভোর হ'বার আগেই যা শোনবার আর দেখবার, ঠিকই শুনবে আর দেখবে। গত তিন বছরের অনেক ঘটনাই আলোচনা করবার আছে। সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এখন এ ব্যাপারে এই পর্যন্তই, তখন আবার আমরা এই রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।

ওয়াটসন ভেবেছিলেন যে তাঁরা বেকার স্ট্রিটে যাবেন, কিন্তু হোমস ক্যাভেন্ডার স্ট্রিটের

মোড়ে গাড়ি থামালেন। লক্ষ্য করলেন গাড়ি থেকে নামবার আগে ডাইনে আর বাঁয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু তখনই নয়, প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে পৌঁছেও তিনি ওইভাবে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। অদ্ভুত অদ্ভুত পথ ধরে ওয়াটসনা চলছিলেন। লন্ডনের অলি গলি সম্বন্ধে হোমসের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। দ্রুত নিশ্চিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চললেন। কতো আস্তাবল সেই গলিপথে পড়ল যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াটসনের কোনো ধারণাই ছিল না।

শেষপর্যন্ত ওঁরা একটা সরু রাস্তায় গিয়ে পড়লেন যার দুদিকে পুরোনো অন্ধকার-অন্ধকার বাড়ি, সেখান থেকে ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রিটে, আর সেখান থেকে ব্ল্যান্ডফোর্ড স্ট্রিটে। আবার সেখান থেকে সরু পথ ধরে এগিয়ে কাঠের একটা গেট পার হয়ে ওঁরা পৌঁছলেন একটা নির্জন জায়গায়। সেখানে একটা বাড়ির খিড়কির দরোজার চাবি খুলে ফেললেন হোমস। একসঙ্গে দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হোমস দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আলকাতরার মতো অন্ধকার জায়গাটা। বুঝলাম বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। কাঠের পাটাতনের ওপর চলতে গিয়ে শব্দ হতে লাগল। হাত বাড়াতে যে দেওয়ালে হাত লাগল তার কাগজ উঠে উঠে আসছে। সরু ঠাণ্ডা আঙুলে আমার কব্জি ধরে হোমস ওয়াটসনকে একটা লম্বা হলঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে চললেন। তারপর চলতে চলতে একটা উপরের জানলা পেরোতেই হঠাৎ হোমস ডানদিকে মোড় ফিরলেন। একটা প্রশস্ত চৌকো ঘরে তারা পৌঁছোলেন। ঘরটার মাঝখানটা রাস্তার আলোয় ঈষৎ আলোকিত, কোণগুলো অন্ধকারে ছাওয়া। কাছে পিঠে কোথাও আলো নেই, জানলায় জানলায় ধুলো পুরু হয়ে জমে রয়েছে। ফলে কেবলমাত্র পরস্পরের আবছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওয়াটসনের কাঁধে হাত দিয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে হোমস ফিস্-ফিস্ করে বললেন—বুঝতে পারছো আমরা কোথায়?

আবছায়া জানলাটার দিকে তাকিয়ে ওয়াটসন বললেন—বেকার স্ট্রিটে তাই না?

হোমস বললেন—ঠিক ধরেছ। এটা হল ক্যামডেন হাউস, আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে।

ওয়াটন বললেন—কিন্তু এখানে কেন?

হোমস উত্তর করলেন—কারণ ওই চমৎকার দৃশ্যটা ভারি সুন্দর দেখা যায় এখান থেকে। জানলাটার আর একটু কাছে এসো ওয়াটসন কিন্তু খুব সাবধান, কেউ যেন দেখতে না পায়। তারপর তাকাও আমাদের ঘরগুলোর দিকে। আমাদের অসংখ্য অভিযানের যেখানে শুরু। দেখাই যাক না তিন বছরের অনুপস্থিতির ফলে তোমাকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে কিনা।

গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে তাকালাম আমাদের সুপরিচিত জানলাটার ভিতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেড় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়সূচক একটা চিৎকার করে উঠলাম। খড়কড়ি খোলা, উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা আলোকিত। জানলার আলোকিত পর্দায় চেয়ারে-বসা এক ব্যক্তির কালো ছায়া এসে পড়েছে। মাথা আর কাঁধ দেখে, মুখাবয়ব দেখে ভুলের কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। মুখটা খানিকটা ফেরানো, দেখে আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে পড়ে যাঁরা এইরকম ভঙ্গিতে ছবি আঁকাতে ভালোবাসতেন। হোম্‌সের সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিকৃতি। এতোই আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম তাঁকে, যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে সত্যিই তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নিঃশব্দ চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছেন তিনি।

হোমস বললেন—কেমন বুঝছ?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—চমৎকার, অতি চমৎকার।

হোমস বললেন, তাহলে দেখো, বয়স বাড়ার জন্যে বা গতানুগতিতার ফলে যে আমার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে তা নয়, কেমন? তাঁর কথার ধরনে সেই আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ পেল, কোনো শিল্পী নিজের শিল্পকর্মে যেমনটি বোধ করে থাকেন। বললেন,—কেমন, আমারই মতো নয় কি?

ও যে স্বয়ং তুমি, এ আমি শপথ করে বলতে পারতাম! এর জন্য বাহাদুরি গ্রোনোবলের মসিয়ঁ অসকার মুনিয়ের-এর, বেশ কটা দিন তার লেগেছিল তৈরি করতে—আবক্ষ মূর্তিটি মোমের তৈরি। আর বাকিটা আমার কাজ-আজ বিকেলে বেকার স্ট্রিটে এসে করেছি।

কিন্তু কেন?

কারণ আমার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল কিছু লোক মনে করুক যে আসলে আমি যেখানে নেই, সেখানেই আছি।

তুমি কি মনে করো তোমার ঘরের ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

জানি আমি, নজর রাখা হচ্ছে।

কে নজর রাখছে?

আমার পুরোনো শত্রুরা। সেই চমৎকার দলের লোকেরা, যাদের নেতার দেহ পড়ে আছে রাইখেনবাক্ ফলস্-এর ওখানে। ভুললে চলবে না যে, আমি যে জীবিত এ খবর তারা জানে, এবং কেবলমাত্র তারাই জানে। জানত তারা, আজ হোক বা দু-দিন পরে হোক ফিরে আমি আসবোই এখানে, তাই সব সময়েই লক্ষ রাখছিল, এবং আজ সকালে আমায় ফিরে আসতে দেখেছে।

কী করে জানলে?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে যে তাদের প্রহরীকে আমি চিনতে পেরেছি। লোকটি নিরীহ গোছের, নাম পার্কার। তার গাজরের ব্যবসা, তাছাড়া সে এক ধরনের বীণা বাদনে বিশেষ পারদর্শী। ওকে আমি গ্রাহ্যও করি না বটে, কিন্তু প্রচুর গ্রাহ্য করি তার আড়ালে যে ব্যক্তি আছে তাকে—মরিয়ার্টির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু সে, আমায় লক্ষ করে সেই-ই পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল। লন্ডনের সবচেয়ে চতুর সাংঘাতিক অপরাধী সে। এবং সেই ব্যক্তিই আজ রাত্রে আমার পিছু নিয়েছে, এবং আমরাও যে তার পিছু নিয়েছি, এটা সে একেবারেই ধারণা করতে পারে নি।

হোমসের মতলব একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই সুবিধাজনক জায়গা থেকে ওদের প্রহরীর ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে, আর ওই যে ছায়া ওটা হচ্ছে টোপ্। আর শিকারী হল ওয়াটসনরা। অন্ধকারে নিস্চুপ দাঁড়িয়ে ওয়াটসনরা সামনে মানুষজনের দ্রুত চলাফেরা লক্ষ করছিলেন। ওয়াটসন দেখলেন, নিশ্চল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কী হয়, হোমস অত্যন্ত সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে আছেন। হোমসের দৃষ্টিপথ জনস্রোতের ওপর স্থির নিবদ্ধ। কনকনে ঝড়ের বাতাসের শব্দ শিস-এর মতো শোনাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে কতো লোকের যাওয়া আসা, বেশিরভাগেরই শরীর কোটে ঢাকা। দু-একবার মনে হল যেন, একই লোককে কয়েকবার যেতে আসতে দেখেছি। বিশেষ করে দুজন লোকই নজরে পড়ছে, যারা মনে হচ্ছে খানিক দূরের একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়ার দাপট থেকে আত্মরক্ষা করছে। ওয়াটসন চেষ্টা করলেন, তাদের ওপর হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে তিনি ঠিক সেইভাবেই ছটফট করতে লাগলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি অস্থির হয়ে উঠছেন, ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন সেভাবে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে না বলে। শেষপর্যন্ত মধ্যরাত্রি এলো। রাস্তায় লোক চলাচল কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হল। অত্যন্ত অস্থির ভাবে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন ওয়াটসন, এমন সময় চোখ তুলে আলোকিত জানালাটার ওপরে তাকিয়ে ওয়াটসনের সেই আগের মতোই বিস্ময় পেয়ে বসল। হোম্সের হাত চেপে ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ওয়াটসন বললেন—দেখো, দেখো, ছায়াটা নড়ছে!

দেখা গেল, ছায়াটার পেছন দিকটা এখন হোমসদের দিকে ফেরানো।

ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন—এই তিন বছরে তাঁর মেজাজের, বা অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি কারও ওপর তাঁর সহনশীলতার কোনো উন্নতি হয় নি।

হোমস বললেন—নড়ছেই তো! আমি কি এমনই হাস্যকর নির্বোধ যে ইওরোপের কয়েকজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোককে ঠকাবার জন্যে এমন একটা স্থানু মূর্তি রেখে দেবো যেটা

অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে? এই যে দু-ঘণ্টা হোমসরা এই ঘরে আছেন এর মধ্যে মিসেস হাডসন আট-আটবার, অর্থাৎ পনেরো মিনিট অন্তর ওটা সরিয়েছে। সরিয়েছে সামনের দিক থেকে, যাতে তার ছায়া দেখা না যায়। হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে হোমস একটা নিঃশ্বাস নিলেন। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তিনি মাথাটা এক দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, একাগ্র মনঃসংযোগে সমস্ত শরীর শক্ত। লোক দুটি হয়তো এখনো দরোজার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। সব অন্ধকার, কোথাও সাড়াশব্দ নেই। চোখে পড়ছে শুধু জানলার উজ্জ্বল হলদে পর্দার মাঝখানে মূর্তিটার কালো আবছায়া। পরম নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার শোনা গেল প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখতে গিয়ে বেরিয়ে আসা হিস হিস শব্দ। পরমুহূর্তেই হোমস ওয়াটসনকে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে টেনে নিলেন, তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সাবধান করে দিলেন। যে হাতে হোমস ওয়াটসনের কব্জি ধরেছিলেন, তার আঙুলগুলো কাঁপছিল। এমন বিচলিত হতে আর কখনও তাঁকে দেখেন নি ওয়াটসন।

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন ওয়াটসন। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে যা হোমস আগেই জানতে পেরেছিলেন। একটা নীচু শব্দ সেটা। কে যেন নিঃশব্দে চোরের মতো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বেকার স্ট্রীটের দিক থেকে নয়, আসছে, যেখানে ওয়াটসনরা লুকিয়ে আছেন সেই বাড়িটারই পেছন দিক থেকে তারপর একটা দরোজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ। আর তারপরেই বারান্দা দিয়ে সন্তর্পণ কয়েকটা পদশব্দ। আওয়াজ যাতে না হয় তাই এই সাবধানতা।

হোমস একেবারে দেওয়ালে সেঁটে গেলেন। ওয়াটসনও তাই করলেন। রিভলভারের বাঁটের ওপর ওয়াটসনের হাত শক্ত হয়ে বসেছে। অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দিতে একটা লোকের অস্পষ্ট আবছায়া ওয়াটসনের চোখে পড়ল। খোলা দরোজার অন্ধকারের চেয়েও আর এক পোঁচ কালো। দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ওয়াটসনে তিন ফুটের মধ্যে সে এসে পড়েছে, তার আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন—তখনও ওয়াটসন জানতে পারেন নি যে, ওয়াটসনকে সে দেখতে পায় নি। ওয়াটসনদের খুব কাছ দিয়ে চোরের মতো জানলাটার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর খুব ধীরে ধীরে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, প্রায় ছ-ইঞ্চির মতো জানলাটা তুলল।

যেটুকু উঁচু করল, ঝুঁকে পড়ে সেই বরাবর নীচু হতেই রাস্তার আলো ধুলো মাখা কাচের পাল্লায় বাধা না পেয়ে একেবারে তার সমস্ত মুখটা আলোকিত করল। উত্তেজনায় যেন সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। দু-চোখ তারার মতো জ্বলছে, মুখের প্রত্যেকটা পেশী যেন কাঁপছে। লোকটি বয়স্ক, তার নাকটা খাড়া, মাথায় টাক, কপাল উঁচু আর মুখে খোঁচা খোঁচা বড় বড় গোঁফ। মাথার অপেরা হ্যাটটা পেছন দিকে সরিয়ে দেওয়া। খোলা ওভার কোটের নিচে সান্ধ্য পোশাকের শার্টের সামনের দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখটা সরু কালচে, গভীর রেখায় কলঙ্কিত। হাতে বোধ হয় একটা লাঠি। সেটা মেঝেয় রাখতেই একটা ধাতব আওয়াজ উঠল। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ভারী জিনিস বার করে সে সেটা নিয়ে কি সব করতে লাগল। কাজের সমাপ্তি হল এক তীক্ষ্ণ উচ্চ আওয়াজ—যেন স্প্রিং-এর কোনো জিনিস কোনো স্থানে এসে লেগেছে। তেমনি মেঝের ওপর হাঁটু গেড়েই সে ঝুঁকে পড়ে শরীরের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে একটা লিভার চেপে ধরল। তখন একটা ঘুর্ণনের মতো, কিছু পেষার মতো শব্দ হোমসদের কানে এলো। এবারও শেষপর্যন্ত আগের বারের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ ও উচ্চ একটা আওয়াজ হল।

তারপর যখন সে সিধে হয়ে দাঁড়াল, লক্ষ করা গেল বন্দুকের মতো কী একটা বস্তু তার হাতে, বন্দুকটার কুঁদোটা অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের। বন্দুকটার পেছন দিকটা খুলে কি-একটা রাখল সেখানে। তারপর সেটা বন্ধ করল। তারপর ঝুঁকে পড়ে খোলা জানলার ওপর বন্দুকের নল রাখল। ওর লম্বা গোঁফ বন্দুকটার ওপর নেমে এসেছে। নিশানা স্থির করবার সময় চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর জানলার পর্দার কালো আবছায়া মূর্তির দিকে লক্ষ্য স্থির করল। একেবারে নিশ্চল রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আঙুল দিয়ে ঘোড়াটা টেনে দিল। তারপর এক

অদ্ভুত ধরনের উচ্চ শন্ শন্ শব্দ, আর কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ আওয়াজ। ঠিক সেই মুহূর্তেই হোমস বাঘের মতো তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন। উবুড় করে ফেললেন তাকে। মুহূর্ত মধ্যেই সে উঠে পড়ল। উন্মত্তের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে হোম্‌সের গলা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন ওয়াটসন। মুহূর্ত মধ্যেই সে আবার পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ওয়াটসন তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন। আর তক্ষুণি হোমস একটা হুইসলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথ থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। দু'জন সুসজ্জিত পুলিশ আর একজন সাধারণ পোষাক-পরা গোয়েন্দা দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কে? লেসট্রেড নাকি?

হ্যাঁ মি. হোমস। ভাবলাম দায়িত্বটা নিজের হাতেই গ্রহণ করি, তাই চলে এলাম। আবার আপনাকে লন্ডনে পেয়ে ভারী ভালো লাগছে স্যর!

হোমস বললেন—জানো, আমার মনে হল একটু বেসরকারী সাহায্য তোমার দরকার। এক বছরের মধ্যে তিন তিনটে খুনের ফয়শালা হল না। এ তো চলবে না!

এতোক্ষণে ওয়াটসনরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। দুজন জবরদস্ত কন্সটেবলের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে বন্দি খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাস্তায় কিছু ভিড় জমেছে। হোমস গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি এনেছিলেন। আর পুলিশরাও তাদের লণ্ঠনের ঢাকা খুলে ফেলল। এতোক্ষণ বন্দিকে ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

বন্দি তখন হোমসদের দিকে তাকিয়ে। সে মুখ যেমন বলিষ্ঠ তেমন ভয়ঙ্কর। দার্শনিকের মতো ভ্রূ আর ইন্দ্রিয়পরায়ণের মতো চোয়াল তার, ভালো ও মন্দ দুই রকম কাজেরই প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে নিশ্চয় সে জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর নীল চোখের বিশ্বনিন্দুকের অভিব্যক্তি, তীক্ষ্ণ উদ্ধত নাক আর ঘনরেখাঙ্কিত ভ্রূ দেখে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল! ওয়াটসনদের কাউকেই সে গ্রাহ্য করল না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইল—সে দৃষ্টিতে ছিল ঘৃণা ও বিস্ময়ের সংমিশ্রণ। 'শয়তান' কথাটা সে বারবার মৃদুস্বরে উচ্চারণ করতে থাকল। ধূর্ত শয়তান কোথাকার!

জামার কুঁকড়ে যাওয়া কলার ঠিক করতে করতে হোমস বললেন, পথের শেষ, প্রেমিক প্রেমিকার মিলন, পুরোনো নাটকের ভাষায় বলি। রাইখেনবাক ফলসে যখন আমি পাহাড়ের গায়ে একটা তাকের মতো জায়গায় শুয়েছিলাম তখন যে আপনি আমার ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, তারপরে আর আপনাকে দেখি নি।

তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে হোমসের দিকে তাকালেন, যেন তখনো তাঁর বিহ্বল ভাবটা কাটে নি। ধূর্ত, ধূর্ত শয়তান কোথাকার! শুধু এই কথাটাই উচ্চারণ করতে পারছিলেন তিনি।

হোমস বললেন—আলাপ করিয়ে দেয়া হয় নি, এই ভদ্রলোক হলেন কর্নেল সেবাস্টিয়ানি মোরান। সম্রাটের ভারতীয় সেনাদলে ছিলেন। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারি। আপনি যতো বাঘ মেরেছেন অতো আর কেউ মারতে পারে নি, তাই না কর্নেল!

উগ্র প্রকৃতির কর্নেল কোনো কথাই বললেন না। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আর খোঁচা খোঁচা গোঁফে তাঁকেও যেন বাঘের মতো দেখাচ্ছিল।

হোমস বললেন—আশ্চর্য লাগছে ভেবে যে এই সহজ ফাঁদে আপনি এতো বড় শিকারি হয়েও কেন পা দিলেন,—এ হেন ফাঁদ তো আপনার কাছে নতুন নয়। গাছের নিচে ছাগল বেঁধে রেখে সেই গাছের ওপরে থেকে আপনি কি অপেক্ষা করেন নি, টোপে বাঘ আসবে? এই খালি বাড়িটা হচ্ছে আমার গাছ আর আপনি হচ্ছেন বাঘ এবং যদি একটার বেশি বাঘ আসে বা যদি কোনো কারণে একটা বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হয়, সেজন্যে আপনি যেমন একাধিক বন্দুক রাখেন, সেইরকম আমার অন্যান্য বন্দুক হল এইসব।

এই বলে হোমস ঘুরে সকলকে দেখিয়ে দিলেন একে একে।

ক্রোধে ভয়ঙ্কর গর্জন করে কর্নেল মোরান একলাফে এগিয়ে এলেন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে কন্সটেবল তাকে পেছনে টেনে নিল।

কর্নেলের চোখ মুখের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

হোমস বললেন—স্বীকার করছি, একটা বিষয়ে আপনি আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছেন! ভাবিনি আপনি নিজেই এসে এই সুবিধাজনক জানালটা ব্যবহার করবেন। ভেবেছিলাম যা করবেন রাস্তা থেকেই করবেন। তাই সেখানে বন্ধু লেসট্রেড দলবল নিয়ে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এইটুক বাদ দিলে আর যা কিছু ঘটেছে সবই আমি আগে থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

লেসট্রেডের দিকে ফিরে কর্নেল মোরান বললেন—দেখুন, আমাকে, গ্রেপ্তার করার আদত কারণ আপনার আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই লোকটার টিটকিরি কেন আমায় সহ্য করতে হবে? যদি আইন সঙ্গতভাবে আমায় ধরা হয়ে থাকে, তবে আইনসঙ্গত উপায়েই কাজ হোক।

লেসট্রেড বললেন—এ কথা অবশ্যই ঠিক। আচ্ছা মি. হোমস আর আপনার কিছু বলার আছে? এবার আমরা যাব।

মেঝে থেকে শক্তিশালী এয়ারগানটা তুলে নিয়ে হোমস পরীক্ষা করছিলেন। বললেন, চমৎকার অস্ত্রটা! যেমন নিঃশব্দে কাজ সারে, তেমনি প্রচণ্ড শক্তিশালী। অন্ধ জার্মান মিস্ত্রি ভন হার্ডারকে আমি চিনতাম। স্বর্গত প্রফেসর মরিয়াটির নির্দেশে সে তৈরি করে এটা। বেশ কয়েক বছর হল এটা কথা শুনে আসছি আমি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই নি। তোমার বিশেষ দৃষ্টি এটার ওপর আকর্ষণ করছি লেসট্রেড, আর এর কার্তুজগুলোও লক্ষ করতে বলছি।

নিশ্চয়ই দেখব মি. হোমস। দলটার সঙ্গে দরোজার দিকে এগোতে এগোতে লেসট্রেড বললেন,—আচ্ছা, আর কিছু?

একটা প্রশ্ন শুধু। ওঁর বিরুদ্ধে কী তোমার অভিযোগ? অভিযোগের কথা বলছেন? কেন, শার্লক হোমসকে হত্যার প্রচেষ্টা।

না লেসট্রেড, এ ব্যাপারের মধ্যে আমি একেবারেই থাকতে চাই না। এই গ্রেপ্তারের সমস্ত কৃতিত্বই তোমার এবং এজন্য আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। চাতুর্য ও দুঃসাহসের সংমিশ্রণেই তুমি ওঁকে গ্রেপ্তার করেছ।

ওঁকে? কেন, উনি কে, মি. হোমস?

উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, সমস্ত পুলিশবাহিনী যাঁকে বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছে,—সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান, যিনি গত মাসের ত্রিশ তারিখে অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে ৪২৭ নং পার্কলেনের বাড়ির তিন তলার জানলা থেকে একটা এয়ান-গান দিয়ে গুলি করেন। এইটেই হবে তোমার অভিযোগ। তারপর বললেন, ওয়াটসন, কাচভাঙা জানলা দিয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যদি সহ্য করতে পারো তো চল আমার পড়ার ঘরে; চুরুট খেতে খেতে দিব্যি আমার কাহিনী শুনতে পারব।

মাইক্রফট হোম্‌সের তত্ত্বাবধানে আর মিসেস হাডসনের যত্নে ঘরগুলোর যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই আছে। ঢুকতেই খানিকটা পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ল যেটা একটু অস্বাভাবিক মনে হল, তাছাড়া মূল জিনিসগুলো সব ঠিকঠাকই রয়ে গেছে। সেই এক কোণে ওঁর ছোটখাটো পরীক্ষাগার আর অ্যাসিড মাখানো টেবিলটা, একটা শেলফে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো মামলার ফাইল আর প্রাসঙ্গিক বইপত্র। যেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারলে কিছু নাগরিক অত্যন্ত খুশি হবে। নকশাগুলো, বেহালার বাক্সটা, পাইপের তাকটা, এমনকি সেই পারস্য দেশের চটিটা পর্যন্ত যার ভিতর তামাক রাখা হত,—সব কিছুই যথাস্থানে চোখে পড়ছে। দুটি মূর্তি সেই ঘরে—একটি হল মিসেস হাডসনের। প্রবেশ করতেই সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ওয়াটসনদের দিকে তাকাল। আর অন্যটি হল হোম্‌সের প্রতিমূর্তি, এই সন্ধ্যায় যার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোমের নিখুঁত প্রতিমূর্তি একটি। একটা ছোট টেবিলের ওপর মূর্তিটি রাখা, হোম্‌সের একটা পুরোনো ড্রেসিং গাউন এমনভাবে তার ওপর জড়ানো যাতে রাস্তা থেকে দেখে আর লেশমাত্রও

সন্দেহ না জাগতে পারে।

ঠিক যেভাবে সাবধান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম যথাযথ পালন করেছিলে তো, মিসেস হাডসন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যখনই ওটার কাছে গেছি নিচু হয়ে ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে, ঠিক যেমনটি বলেছিলেন।

চমৎকার! কাজটা খুবই চমৎকার হয়েছিল সন্দেহ নেই। তা, গুলিটা কোথা দিয়ে গেছে লক্ষ করেছিলে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অমন চমৎকার মূর্তিটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে স্যর। একেবারে মাথার ভিতর দিয়ে গিয়ে গুলিটা দেয়ালে লেগে চেপ্টে গেছে। কার্পেটে পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিয়েছি। এই যে।

ওয়াটসনকে দেখালেন সেটা হোমস। বললেন, সফট নোজড গুলি, দেখছিই তো। রীতিমতো প্রতিভার পরিচয় এখানে। এমন একটা গুলি এয়ারগান থেকে ছোঁড়া হতে পারে এ আর কে ভাবতে পেরেছিল? ঠিক আছে মিসেস হার্ডসন, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা ওয়াটসন, এবার বোসো দেখি, তোমার পুরোনো জায়গায়, আমার সামনে। কয়েকটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

ফ্রক-কোটটা খুলে মূর্তিটা থেকে ইঁদুর রঙের প্রেসিং গাউনটা খুলে পরে নিয়ে আবার সেই পুরোনো দিনের হোমস তিনি।

মূর্তিটার চূর্ণ কপালটা পরীক্ষা করতে করতে হেসে উঠলেন হোমস বললেন—দেখছ, পুরোনো শিকারির স্নায়ু তেমনি মজবুত, দৃষ্টি তেমনি তীক্ষ্ণ রয়ে গেছে। গুলিটা গেছে মাথার পেছনে ঠিক মাঝখানটা ভেদ করে। মগজের ভেতর দিয়ে। ভারতের সেরা শিকারি ছিলেন ভদ্রলোক, এবং এমন কি লন্ডনেও তাঁর চেয়ে ভালো শিকারি কেউ আছে কি না সন্দেহ। শুনেছ নামটা?

না।

হুঁ, যশ জিনিসটাই এইরকম বটে। মনে হচ্ছে প্রফেসর জেম্‌স্ মরিয়ার্টির নামও তুমি আগে শোনোনি। অথচ শতাব্দীর একটি সেরা মগজ তাঁর। শেলফ্ থেকে জীবন চরিত্রের সূচীপত্রটা দাও তো!

চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট থেকে রাশি রাশি ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে অলসভাবে পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন তিনি।

বললেন,—"M"-এর মধ্যে প্রচুর বড় বড় নাম দেখছি। একা মরিয়ার্টিই অমন একটা অক্ষরকে অমর করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। আর এই যে, বিষ-বিশেষজ্ঞ মর্গ্যান, ঘৃণ্য মেরিডিউ ম্যাথু—যে চেয়ারিং ক্রস-এর বিশ্রামাগারে আমার বাঁদিকের কুকুরে দাঁতটা উড়িয়ে দিয়েছিল, আর এই দেখ আজকের রাতের বন্ধুটি।

বইটা ওয়াটসনের হাতে দিলেন হোমস। ওয়াটসন পড়তে শুরু করলেন—

মোরান, সেবাস্টিয়ান কর্নেল। বেকার। প্রথম ব্যাঙ্গালোর অগাস্টাস মোরান সি. বি-র পুত্র, যিনি ছিলেন পারস্য দেশের ব্রিটিশ মন্ত্রী। শিক্ষা ইটনে ও অক্সফোর্ডে। জোয়াকি অভিযানে, আফগান অভিযানে, চারসিয়াব, শেরপুর আর কাবুলে ছিলেন। লেখা বই—"পশ্চিম হিমালয়ে বড় শিকার"—১৮৮১, "জঙ্গলে তিনমাস"—১৮৮৪। ঠিকানা—কনড্ইট স্ট্রিট। ক্লাব—"অ্যাংলো ইন্ডিয়ান", "ট্যাঙ্কারভিল", "ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাব।"

এর ধারে হোম্‌সের পরিষ্কার হাতের লেখা—লন্ডনের দু-নম্বর সাংঘাতিক ব্যক্তি।

বই ফেরৎ দিয়ে ওয়াটসন বললেন—এ তো আশ্চর্য, লোকটার জীবন তো আসলে সম্মানিত সৈনিকের।

হোমস বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছো ওয়াটসন। কিছুদূর পর্যন্ত তিনি দিব্যি ভালোই কাজ করেছেন। লৌহকঠিন ওঁর স্নায়ু। কীভাবে উনি এক আহত বাঘের পিছু নিয়ে গুঁড়ি মেরে

একটা নালায় প্রবেশ করেছিলেন সে কাহিনী এখনো ভারতের লোকের মুখে মুখে। কিছু কিছু গাছ আছে লক্ষ করবে ওয়াটসন, যেগুলো কিছুদূর পর্যন্ত বেশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে পড়ে। কোনো কোনো মানুষের বেলায়ও এই ব্যাপারই হয়ে থাকে। আমার একটা ধারণা, কোনও মানুষের বিকাশের ব্যাপারে তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের প্রভাব লক্ষিত হয়। যদি তার মধ্যে ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে কোনও আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায়, বুঝতে হবে তার কারণ, পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ ঘটনা। তার বংশের ইতিহাসের যেন সারাৎসার হয়ে ওঠে সে।

এ তোমার কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়—ওয়াটসন বললেন। হোমস পুনরায় শুরু করলেন—যাই হোক, ও নিয়ে আমি বিশেষ জোর করে কিছু বলতে চাই না। শুধু বলি, কর্নেল মোরান বিপথে যেতে লাগলেন। প্রকাশ্য কোনো কেলেঙ্কারী না করলেও ভারত তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল দুর্বিষহ। কাজে ইস্তফা দিয়ে লন্ডনে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু লন্ডনেও প্রচুর বদনাম কুড়োলেন। এই সময়েই প্রফেসর মরিয়ার্টি তাঁকে খুঁজে বার করেন। এরপর কিছুদিন তিনি প্রফেসরের সর্বপ্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। দরাজ হাতে তখন মরিয়ার্টি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। আর এমনই দু-একটা বিশেষ কাজে তাঁকে লাগাতে থাকেন সাধারণ অপরাধীর পক্ষে যা হতো অসম্ভব। ১৮৮৭ খ্রি. লডারে মিসেস স্টুয়ার্টের মৃত্যুর কথা হয়তো তোমার একটু একটু মনে আছে। নেই? যাই হোক, আমি জানি নিশ্চয়ই মরিয়ার্টি ছিল এই ব্যাপারের পেছনে, যদিও কিছুই প্রমাণ করা যায় নি। কর্নেলকে এমনভাবে আড়ালে রাখা হয়েছিল যে মরিয়ার্টির দল ভেঙে যাওয়ার পরেও আমরা তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারি নি। মনে পড়ে সেদিন যখন আমি তোমার ওখানে গেছিলাম কীভাবে আমি এয়ারগানের ভয়ে খড়খড়িগুলো বন্ধ করে রেখেছিলাম? সেটাকে তুমি নিছক কল্পনাপ্রবণতা ছাড়া আর কিছু মনে করো নি। কিন্তু আমি জানতাম আমি কী করছি, কারণ এই আশ্চর্য বন্দুকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম আমি, এবং এও আমার অজানা ছিল না যে যাঁর হাতে এ অস্ত্র, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যভেদী তিনি। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে, মরিয়ার্টি আর তিনি তখন আমাদের পিছু নিয়েছিলেন—রাইখেনবাকে সেই মারাত্মক পাঁচটা মিনিটের জন্যে দায়ী তিনিই। ওয়াটসন, তোমার হয়তো মনে পড়বে, ফ্রান্সে থাকতে তখন আমি খবর-কাগজ পড়ার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম যদি ওঁকে কাবু করবার সামান্যতম সুযোগও পেতে পারি। উনি বেঁচে থাকতে লন্ডনে আমার জীবনের কোনোও মূল্যই নেই। দিনরাত ওঁর ছায়া আমার ওপর পড়বে এবং কোনো না কোনো দিন প্রতিশোধের সুযোগ উনি পেয়ে যাবেন।

তাই কী করব আমি? দেখামাত্রগুলি করতে পারবো না, আইনের কবলে পড়তে হবে। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবারেও ফল হবে না—নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব হত না তখন। তবে, অপরাধের খবরগুলো সংগ্রহ করে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কারণ আমি নিশ্চিত জানতাম, আগে হোক পরে হোক, একদিন আমি ওঁকে পাবই। এমন সময় হল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারের মৃত্যু, শেষপর্যন্ত এল আমার সুযোগ। তরুণটির সঙ্গে তিনি তাস খেলেছেন, তার সঙ্গে তার বাড়িতেও এসেছেন, খোলা জানলা দিয়ে তাকে গুলি করেছেন—এসব ঘটনার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই। চলে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। ওদের প্রহরী দেখে ফেলল আমাকে, বুঝলাম খবরটা সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের কাছে পৌঁছে যাবে। আমার এই হঠাৎ ফিরে আসার সঙ্গে তাঁর এই অপরাধের যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর কোনো অসুবিধে হল না। তিনি ভয় পেলেন খুব। নিশ্চয়ই জানতাম এক্ষুনি তিনি আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন এবং সেজন্য এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই আসবেন। জানলার কাছে তাঁর জন্যে একটা চমৎকার লক্ষ্য বস্তুর ব্যবস্থা করলাম সেই সঙ্গে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম যে হয়তো তাদের প্রয়োজন হতে পারে। ভালো কথা, ওয়াটসন, দরোজার পাশে পুলিশের উপস্থিতিটা তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে জানতে পেরেছিলে। লক্ষ রাখার পক্ষে সুবিধাজনক হিসেবে আমি একটা জায়গা দেখে নিয়েছিলাম, ভুলেও ভাবতে পারি নি যে আক্রমণের জন্যে ঠিক সেই জায়গাটা উনিও বেছে নেবেন। আচ্ছা, আর কোনো খট্‌কা লাগছে, ওয়াটসন?

ওয়াটসন বলছেন—আচ্ছা, অনারেবল রোন্যান্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করার কর্নেল, মোরানের কী উদ্দেশ্য ছিল?

হোমস বললেন—এবার আমরা প্রবেশ করছি অনুমানের এলাকায়—অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনেরও যেখানে ভুল হওয়া সম্ভব। আপাতত সাক্ষ্যপ্রমাণে যা পাওয়া গেছে তা থেকে সবাই নিজের নিজের মতো একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারে। এবং সে ক্ষেত্রে তোমার ধারণা ঠিক ততোটাই নির্ভুল হতে পারে যতোটা আমার।

যাই হোক, একটা ধারণা তুমি খাড়া করেছো তাহলে? ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল তা আন্দাজ করাটা হয়তো কঠিন নয়। সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে কর্নেল মোরান আর তরুণ অ্যাডেয়ার প্রচুর টাকা জেতে। এখন মোরান নিশ্চয়ই অন্যায়ভাবে খেলেছিলেন। এমনটি তিনি আগেও করেছেন। আমার ধারণা খুনে দিনে অ্যাডেয়ার তা জানতে পারে। হয়তো এ নিয়ে সে মোরানকে আলাদাভাবে বলে থাকবে এবং তাঁকে ভয় দেখিয়ে থাকবে যে তাঁর কীর্তি ফাঁস করে দেবে যদি না মোরান ক্লাব ছেড়ে দেন এবং কথা দেন আর কখনোও তাস খেলবেন না। মনে হয় না অ্যাডেয়ার-এর মতো এক তরুণ-সুপরিচিত, প্রচুল বয়োজ্যেষ্ঠ এই ব্যক্তির কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে বসেব। হয়তো সে চলছিল এইভাবে। ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত হলে মোরানের সর্বনাশ। কারণ এই চোরাই টাকাই তখন তার একমাত্র জীবিকা। তাই তিনি অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেন। অ্যাডেয়ার সম্ভবত তখন হিসেব করছিল কতো টাকা তার ফেরত দেয়া উচিত, কারণ অংশীদারের চুরির টাকার বখরা নেওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। দরোজাটা সে বন্ধ করে রেখেছিল পাছে এইসব নাম আর পয়সা নিয়ে সে কী করছে বাড়ির মেয়েরা তাতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তুমি কী বলো?

নিশ্চয়ই ঠিক আন্দাজ করেছ।

বিচারের সময় হয়তো সঠিক জানা যাবে। সে যাই হোক কর্নেল মোরানের ভয় আর আমার রইল না, ফন হার্ডারের বিখ্যাত এয়ারগান এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি করবে এবং শার্লক হোমস আবার নির্ভয়ে সেইসব চিত্তাকর্ষক সমস্যায় মনপ্রাণ সঁপে দিতে পারবেন।

অ্যাবি গ্রেঞ্জ

১৮৯৭ সালের এক কন্‌কনে তুষার শীতল সকালে কাঁধে নাড়া খেয়ে ওয়াটসনের ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন, হোমস ডাকছেন। চল, ওয়াটসন, চল, খেলা শুরু হয়েছে। একটিও কথা না বলে জামা কাপড় পরে চলে এসো।

অতএব ওয়াটসন নীরবে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে, চেয়ারিংক্রশ স্টেশনের পথে একটা গাড়ি ভাড়া করে গড়গড়িয়ে হোম্‌সের সঙ্গে নীরবে চলছিলেন। শীতের সকালের প্রথম আভা দেখা দিতে শুরু করেছে, ভোরের কোনো মজুর হোমসদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পুরু কোটের মধ্যে হোমস চুপচাপ বসে, দুইজনেই প্রাতরাশ না করে বেরিয়েছিলেন যতোক্ষণ না স্টেশনে এসে খানিকটা গরম চা খেয়ে কেন্টের ট্রেনে গিয়ে উঠলেন ততোক্ষণ পর্যন্ত যেন ওয়াটসনরা ঠাণ্ডায় জমে ছিলেন, এতোক্ষণে সেই জমাট অবস্থা খানিকটা কাটল, এবং এতোক্ষণে হোম্‌সের কথা বলার, আর ওয়াটসনের কথা শোনার মতো অবস্থা হল। পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস ওয়াটসনকে পড়ে শোনালেন—

অ্যাবি গ্রেঞ্জ, মারশাম, কেন্ট, রাত ৩-৩০ মি.

প্রিয় হোমস,

মামলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব। ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনারই লাইনের। মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়া বাদে আর সবকিছুই যাতে

সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে সেদিকে নজর রাখছি। দয়া করে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না, কারণ স্যর ইউস্টেসকে সেখানে ছেড়ে আসা অত্যন্ত কঠিন।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত স্ট্যানলি হপকিন্স।

চিঠি পড়া শেষ হলে হোমস বললেন—হপকিন্স আমায় ডেকেছে মোট সাতবার। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর তলব ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বর্তমান তদন্তের ব্যাপারটা খুনের বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—মানে, তুমি মনে করছ এই স্যর ইউস্টেস মারা গেছেন?

হোমস বললেন—হ্যাঁ হপকিন্সের লেখাটা দেখে মনে হয় প্রচুর উত্তেজনার সঙ্গে লিখেছে, অথচ লোকটি আবেগপ্রবণ নয়। হুঁ, মনে হচ্ছে বলপ্রয়োগ হয়েছে এবং দেহটা সরানো হয় নি আমরা দেখব বলে। নিছক আত্মহত্যার ব্যাপার হলে সে আমায় ডেকে পাঠাত না। আর, মহিলাটিকে ছেড়ে দেবার কথায় মনে হচ্ছে, বিয়োগান্ত ঘটনাটার সময় তাঁকে তাঁর ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সমাজের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপারে এটা, খুব দামি কড়কড়ে কাগজে ই.বি. কথাটা মনোগ্রাম করে আঁকা, বংশচিহ্ন পরিচায়ক, তার ওপর জমকাল ঠিকানাটা। আশা করি হপকিন্স তার সুনাম অব্যাহত রাখবে এবং মামলাটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। অপরাধটা সংঘটিত হয় কাল রাত বারোটার আগে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—এই মন্তব্য করা তোমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হল?

ঘটনা পরম্পরা, আর সময়ের হিসেব করে। স্থানীয় পুলিশকে খবর দিতে হয়েছে, তারা আমার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, হপকিন্সকে যেতে হয়েছে এবং সে আমাদের খবর পাঠিয়েছে। এ সমস্ত বেশ এক রাতের কাজ। —এই চিসল্‌হার্স্ট স্টেশন, অবিলম্বে আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

অপরিসর গ্রাম্য পথে মাইল-দুয়েক যাবার পর একটা পার্কের গেটের সামনে হোম্‌সের গাড়ি গিয়ে পৌঁছল। গেটটা খুলল এক বৃদ্ধ যার চেহারায় কোনো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার প্রতিচ্ছবি। দুই পাশে সারিসারি এলম্‌ গাছের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা পার্কের ভিতর দিয়ে চলেছে, শেষ হয়েছে এক সুপ্রশস্ত বাড়ির সামনে এসে। বাড়িটা সুপ্রাচীন, আইভি দিয়ে ঢাকা। তবে, জানালাগুলো বড়, বড়, যা থেকে বোঝা যায় আধুনিক যুগোপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন তাতে সাধিত হয়েছে এবং বাড়ির একটা দিক একেবারেই নতুন করে তৈরি। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স উৎসুক মুখে হোমসদের সঙ্গে দেখা করল।

হপকিন্স বললেন—বড় খুশি হলাম আপনি আসায় মি. হোম্‌স। আর আপনিও, ড. ওয়াটসন। কিন্তু কী জানেন, আসলে এ ব্যাপারে আপনাদের বিরক্ত না করলেই হত, কারণ ভদ্রমহিলাটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে এমনই পরিষ্কারভাবে সমস্ত ঘটনাটার বিবৃতি দিয়েছেন যে এখন আর করবার বিশেষ কিছুই নেই। সেই সিঁধেল লিউইস্যামদের কথা আপনার মনে পড়ে?

অ্যাঁ, সেই তিন র‍্যান্ডালের কথা বলছ?

হ্যাঁ। বাপ আর তার দুই ছেলে। একাজ নিঃসন্দেহে তাদের। দিন পনেরো আগে তারা সাইডেনহ্যামে একটা চুরি করে, তখন তাদের দেখা গেছে, বর্ণনাও মিলেছে। এতো অল্পদিনের ব্যবধানে, আর এতো কাছে আবার এমন একটা কাণ্ড প্রচুর ঠাণ্ডা মাথার। ওদের নির্ঘাত ফাঁসির দায়ে পড়তে হবে।

হোমস বললেন—স্যর ইউস্টেস মারা গেলেন তাহলে?

হপকিন্স দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন—হ্যাঁ। তাঁরই লোহার ডাণ্ডার ঘায়ে তাঁর মাথা তুবড়ে দিয়েছে।

হোমস হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে বললেন—নামটা হল, স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টল, তাই না?

এরপর গড়গড় করে হপকিন্স বলে চললেন—হ্যাঁ, কেন্টের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন তিনি। লেডি ব্র্যাকেনস্টল এখন পুবের ঘরে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে

ভদ্রমহিলার। প্রথম যখন তাঁকে দেখি তিনি তখন প্রায় আধমরা। মনে হয় আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বক্তব্য শুনলে ভালো করবেন। তারপর আমরা একসঙ্গে গিয়ে খাবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখব।

সাধারণ মানুষ নন, লেডি ব্র্যাকেনস্টল। এমন লাবণ্যময়ী, এমন নারীসুলভ অপূর্বরূপ বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর মাথায় চমৎকার সোনালি চুল, এবং গায়ের রং নিশ্চয়ই ওই চুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত যদি এ শোকের ব্যাপারটা তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করে না তুলত। তাঁর ক্লেশ কেবলমাত্র মানসিক নয়, দৈহিকও বটে। একটা চোখের উপরটা বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে, এক দীর্ঘকায়া গম্ভীর দর্শনা দাসী যত্ন সহকারে ভিনিগার আর জল দিয়ে সেটা ধুয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি একটা কৌচে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তা হলেও আমরা প্রবেশ করতে তার সতর্ক দৃষ্টিতে আর চোখে যা ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করে বোঝা গেল যে, এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি বা তাঁর সাহস কোনোটাই ঘাটতি হয় নি। নীল আর রূপালি ড্রেসিং গাউন তাঁর পরনে। এবং একটা কাল ড্রেসিং গাউন তাঁর পাশের কৌচে রাখা রয়েছে।

ক্লান্তভাবে লেডি বললেন—সবইতো আপনাকে বলেছি মি. হপকিন্স, এখন আপনিই না হয় আমার হয়ে বলুন না! তা, যদি মনে করেন আমাকেই বলতে হবে তাহলে বলছি এঁদের।

আচ্ছা, খাবার ঘরটা কি পরীক্ষা হয়ে গেছে?

আপনার বিবৃতিটাই আগে শুনতে পারলে ভালো হয়। ব্যাপারটা মিটে গেলে খুশি হব। এ এখনো অমন পড়ে আছে, এ কথাটা ভাবতেই মনে আতঙ্ক হয়। বলতে বলতে শিউরে উঠলেন তিনি, মুহূর্তের জন্যে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। সেই সময়ে আলগা গাউনটা সরে গিয়ে বাহুটা দেখা দিল। বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল হোম্‌সের মুখ থেকে—একি! আপনি তো ও ছাড়াও আরো আঘাত পেয়েছেন! এটা কিসের দাগ?

জ্বলজ্বলে দুটো লাল দাগ সাদা সুডৌল একটি হাতে দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিলেন তিনি। ও কিছু নয়, গতরাত্রের বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। বসুন আপনারা আমি যেমনটি পারি আমার বিবৃতি শোনাই।

আমি হচ্ছি স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের স্ত্রী। বছর খানেক হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের বিবাহ সুখের হয় নি। আমাদের প্রতিবেশীরা সকলেই আপনাদের তাই বলবে, যদি বা আমি তা গোপন করার চেষ্টা করি। হয়তো দোষ আমারো কতোকটা, কারণ আমি যেখানে বড় হয়ে উঠেছি, সেই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বেশি স্বাধীনতা। এত বেশি আচার সর্বস্ব নয় সে দেশ। ইংল্যান্ডের জীবনের এই ন্যায়বোধ এই পারিপাট্য আমার ঠিক ধাতে সইতে চায় না। কিন্তু প্রধান যে কারণ, যেটা সকলের কাছেই অত্যন্ত আপত্তিকর তা হচ্ছে এই যে, স্যর ইউস্টেস ছিলেন পাঁড় মাতাল, এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে একটা ঘন্টা কাটানোও বিরক্তিকর। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার মতো সংবেদনশীল ও তেজস্বী মহিলার পক্ষে দিন নেই রাত নেই এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকার কোনো মানে হয়? এমন এক বিবাহকে মেনে নেওয়া মহাপাপ, মহা অপরাধ, চরম শয়তানি! বলে দিচ্ছি, আপনাদের এইসব বিকট আইনের ফলে এ দেশের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে—এমন শয়তানি, ঈশ্বর কখনোই সহ্য করবেন না। মুহূর্তের জন্যে উঠে বসলেন তিনি, তার গালে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিল, কপালের ভয়ঙ্কর ক্ষতের নিচে দুই চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল। তখন গম্ভীর প্রকৃতির দাসী কঠিন, নরম হাতে তাঁর মাথাটা আবার কুশনে শুইয়ে দিল, এবং লেডির বন্য ক্রোধের অবসান ঘটে উচ্ছ্বসিত চাপা কান্নায় পর্যবসিত হল। তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলেন গতরাত্রের কথা বলছি। এ বাড়ির চাকর বাকরেরা শোয় বাড়ির নতুন অংশে। মাঝের অংশটায় হল বাসগৃহগুলো, সেগুলোর পেছনে রান্নাঘর, আর আমাদের শয়নঘর ওপর তলায়। দাসী থেরেসা শোয় আমার উপরের ঘরটায়। এ ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে নেই। দূরের অংশে যারা থাকে এখানকার কোনো শব্দই সেখানে পৌঁছোয় না। ডাকাতদের নিশ্চয় তা ভালো করেই জানা, নতুবা এভাবে বেরোত না।

স্যর ইউস্টেস শুয়ে পড়েন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ, চাকর বাকররা তার আগেই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র দাসীটিই জেগেছিল। আমার ঘরের ওপরে তার ঘর। একটা বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে জেগেছিলাম রাত এগারোটা পর্যন্ত। তখন উঠে দেখে নিলাম সব ঠিক আছে কিনা, তারপর ওপরে গেলাম। এটা আমার নিয়মিত অভ্যাস। কারণ স্যর ইউস্টেসের ওপর ভরসা ছিল না আমার। রান্নাঘরে গেলাম, ভাঁড়ার ঘরে গেলাম, বন্দুকের ঘরে গেলাম; এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম খাবার ঘরে। জানলাটা ছিল পুরোটা পর্দায় ঢাকা। সেটার কাছে যেতে হঠাৎ মুখে বাতাস লাগল। বুঝলাম খোলা রয়েছে জানলাটা। পর্দাটা সরাতেই আমি একেবারে এক ব্যক্তির মুখোমুখি—সবেমাত্র সে ঘরে ঢুকেছে। লোকটা বৃষস্কন্ধ, বয়স্ক। জানলাটা বড় সেটা দিয়ে মাঠে যাওয়া চলে। শোবার ঘরের মোমবাতিটা আমার হাতে ছিল, তার আলোয় দেখলাম, সামনের লোকটার পেছনে আরো দুইজন লোক, তারা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। পিছু হাঁটলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ব্যক্তিটি আমার ওপর এসে পড়ল। প্রথমে আমার কব্জি, তারপর আমার গলা চেপে ধরল। চিৎকারের জন্যে মুখ খুললাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আমার বাঁ চোখের ওপরে ভয়ঙ্কর ঘুঁসি মারল। আমি পড়ে গেলাম। হয়তো কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখি, ঘন্টির দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে তা দিয়ে খাবার ঘরের ওক কাঠের চেয়ারটার সঙ্গে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এমন মজবুত করে বেঁধেছে যে নড়তেও পারছি না, আর একটা রুমালে এমনভাবে আমার মুখ বেঁধেছে যে, তাই কথা বলতেও পারছিলাম না। সেই মুহূর্তেই আমার মুখ বেঁধেছে যে, কথা বলতেও পারছিলাম না। সেই মুহূর্তেই আমার স্বামী বেচারা সেই ঘরে এসে পড়েন।

কোনো সন্দেহজনক শব্দ হয়তো তাঁর কানে এসে থাকবে। এবং এহেন এক দৃশ্য দেখবেন আন্দাজ করেই তৈরি হয়ে আসেন তাঁর ব্ল্যাকর্থন কাঠের লাঠিটা নিয়ে। একটা ডাকাতকে তেড়ে যেতেই আর একটা ডাকাত এল যার বয়স বেশি, নিচু হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে লোহার শিকটা তুলে নিয়ে আমার স্বামীকে প্রচণ্ড আঘাত করে। একটিও কাতর শব্দ না করে তিনি পড়ে গেলেন, আর একটুও নড়লেন না। আবার আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তবে এবারে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। আমার যখন চোখ মেললাম লক্ষ্য করলাম তারা এক বোতল মদ নিয়ে বসছে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে গ্লাস। আগেই হয়তো বলেছি, ওদের একজন বয়স্ক, তার গালে দাড়ি, আর দুইজনের বয়স কম, দাড়ি গোঁফ গজায় নি। হয়তো তারা বাপ আর দুই ছেলে। ফিস্‌-ফিস্‌ করে কথা বলছে তারা। তখন তারা ফিরে এসে দেখে নিল যে আমি খুব শক্ত করেই বাঁধা আছি। শেষপর্যন্ত চলে গেল জানলাটা বন্ধ করে। মুক্তি পেতে আমার সময় লাগল মিনিট পনেরোর মতো। তখন আমার চিৎকার শুনে দাসী আমার সাহায্যে এল। সাড়া পেয়ে অন্যান্য ভৃত্যরাও এসে পড়ল। স্থানীয় থানায় খবর পাঠানো হল তখন, আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও লন্ডনে খবরটা দিল। এই পর্যন্তই আমি বলতে পারি। এবং আশা করি এই কষ্টকর বৃত্তান্ত আর আমায় শোনাতে হবে না।

হপকিন্স মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন—কিছু প্রশ্ন আছে মি. হোম্‌স?

হোমস বললেন—না, লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে আর কষ্ট দিতে চাই না। তবে, খাবার ঘরে যাওয়ার আগে আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই—দাসীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন।

দাসীটি বলতে শুরু করল—তারা বাড়িতে ঢোকবার আগেই আমি তাদের দেখেছি। বিছানার ধারের জানালা থেকে দেখলাম তিনজন লোক চাঁদের আলোয় গেটটা দিয়ে ঢুকল। তখন আমি এ নিয়ে কোনো মাথা ঘামাই নি। আমার মনিবের চিৎকার শুনি। এর এক ঘন্টারও পরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে নেমে আসি তার কাছে। দেখলাম, নিরীহ বেচারা, ঠিক যেমন, ও বলল, আর উনি মেঝেয় পড়ে—ঘরময় তাঁর রক্ত আর মগজের ঘিলু। এ দেখলে যে কোনো মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। দড়ি দিয়ে ওভাবে বাঁধা তিনি জামায় কাপড়ে মনিবের শরীরের রক্ত। কিন্তু তবুও আমার অ্যাডেল এডের মিস মেরি ফ্রেজারের মনে সাহসের অভাব ছিল না, এখন অ্যাবি গ্রেঞ্জের লেডি ব্র্যাকেনস্টল হয়েও তার সেদিকে কোনো ঘাটতি হয় নি। ওঁকে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করেছেন, এবার উনি আমার সঙ্গে ওঁর ঘরে যাবেন, ওর

এখন বিশ্রামের খুব দরকার।

মায়ের মতো কোমল স্নেহে দাসী তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে নিয়ে গেল।

হপ্‌কিন্স বলল—সারা জীবন ও মহিলাটির সঙ্গে রয়েছে, ছোটটি যখন ছিলেন তখন থেকে লালন পালন করে আসছে। দেড় বছর আগে যখন ওঁরা অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে আসেন, সে সঙ্গে এসেছে। নামটা হচ্ছে থেরেসা রাইট। এ ধরনের দাসী আজকাল আর চোখে পড়ে না।—আসুন এ দিকে।

ইতিমধ্যে হোম্‌সের মুখ থেকে উদ্বেগের ভাব দূর হয়ে গেছে। বোঝা গেল রহস্যের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মামলার সব আকর্ষণই দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। গ্রেপ্তারটা এখন হয় নি বটে, কিন্তু এই মামুলি ব্যাপার নিয়ে আর কেন তিনি সময় নষ্ট করবেন? তাঁর চোখের দৃষ্টিতে সেই ভাব দেখা দিল—যেন কোনো বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে এবং তিনি দেখছেন রোগটা নেহাৎ সামান্য জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু খাবার ঘরের দৃশ্যের মধ্যে এমন আশ্চর্য কিছু তিনি পেয়েছেন যা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল, তাঁর চলে—যাওয়ায় কৌতূহল আবার জেগে উঠল।

ঘরটা প্রকাণ্ড সুউচ্চ। ছাদটা ওক কাঠের, সেখানে কারুকাজ করা। দেওয়াল ঘিরে হরিণের শিং আর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের ভীড়। দরোজার বিপরীত দিকে সেই উঁচু জানালা, যার কথা আমরা শুনেছি, ডানদিকের তিনটে জানালা দিয়ে শীতের সকালের রোদ এসে পড়েছে। বাঁয়ে একটা মস্ত অগ্নিকুণ্ড, খুব বড় একটা কারুকাজ করা তাক তার ওপরে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা ভারি হাতলওয়ালা চেয়ার তার নিচে আড়াআড়িভাবে কাঠ লাগানো। একটা লাল সূতোর কুণ্ডলী ফাঁকা জায়গাটায় তার টারগুলোর নিচের ওই আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা। মহিলাটিকে বাঁধানমুক্ত করবার সময় দড়িটা সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গেরোগুলো রয়ে গিয়েছিল তখনো। এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে হোম্‌সের মন পড়ে ছিল। তাদের দৃষ্টি তখন অগ্নিকুণ্ডের সামনে বিছানো বাঘের চামড়ার ওপরে শয়ান ভয়ঙ্কর দৃশ্যটির ওপর নিবদ্ধ হল।

শরীরটা এক লম্বা সুগঠিত মানুষের, বছর চল্লিশ বয়সের। চিৎ হয়ে শোয়া মুখ ওপর দিকে ফেরানো। ছোট কাল দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার ওপরে তোলা, আর ব্ল্যাকথর্নের একটা কাল লাঠি সেখানে আড়াআড়িভাবে রাখা। কালচে সুন্দর মুখে মাংসপেশীর সংকোচনের ও খিচুনির ফলে প্রতিহিংসা ও ঘৃণার যে, অভিব্যক্তি, তার ফলে মৃতের মুখের ভাবে এক ভয়ঙ্কর শয়তানির প্রকাশ হয়েছে। ডাকাতির খবরটা যখন প্রকাশ পায় তখন নিশ্চয়ই বিছানায় ছিলেন, কারণ তাঁর পরণে ছিল রাতের শার্ট আর খালি দুই পা ট্রাউজার্সের নিচে দেখা যাচ্ছিল। তাঁর মাথায় ভয়ঙ্কর আঘাতের চিহ্ন—যে আঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পাশেই পড়ে ছিল শিকটা। আঘাতের ফলে বেঁকে গেছে সেটা। শিকটা, পরীক্ষা করে দেখলেন ভালোভাবে হোমস। মন্তব্য করলেন,—এই বড় ব্যান্ডাল নিশ্চয় খুবই শক্তিশালী।

হপকিন্স বলল—হ্যাঁ। যা, যা শুনেছি তাতে বুঝেছি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আদৌ সহজ নয়।

হোমস বললেন—তা ওকে পাকড়াও করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।

তা ঠিক। তার খোঁজ আমরা করছি—শোনা গেছিল সে নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। কিন্তু যখন জানা যাচ্ছে দলটা এখানেই আছে তখন তো মনে হয় না পালাতে পারবে। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটা বন্দর থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে এবং আজই সন্ধ্যের আগে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এমন একটা পাগলামি তারা কেন করল, যখন জানে যে মহিলাটি তাদের সঠিক বর্ণনা করতে পারবেন এবং সে বর্ণনা থেকে তাদের চিনতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

ঠিকই বলেছ। লেডি ব্র্যাকেনস্টলেরও মুখ তারা বন্ধ করে দেবে—ওদের এইটাই তো স্বাভাবিক।

ওয়াটসন বললেন—হয়তো বুঝতে পারে নি তিনি ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

হুঁ, সেটা অবশ্য হতে পারে। যদি ওরা মনে করে থাকে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন

তাহলে অবশ্য তাঁকে প্রাণে না মারারই কথা। তা এই বেচারার ব্যাপারটা কী, হপকিন্স? অদ্ভুত সব গল্প যেন এর সম্বন্ধে শুনেছি—হোম্‌স বললেন।

হপ্‌কিন্স বলল—নেশায় যখন না থাকেন তখন ওঁর মধ্যে দয়া মায়ার পরিচয় মেলে, কিন্তু যখন নেশায় ডুবে থাকেন, কিংবা যখন মত্ততার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকেন তখন হয়ে ওঠেন একেবারে পাষণ্ড। এবং প্রায়ই তিনি পুরোপুরি মাতাল হন না। এ হেন সময়ে শয়তান ভর করে তাঁর ওপর, যে কোনো দুষ্কর্ম তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব। শুনেছি, অতো টাকাকড়ি, অতো সম্মান সত্ত্বেও দুই একবার পুলিশের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। একটা কুকুরকে পেট্রোলে ডুবিয়ে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এহেন কেলেঙ্কারিও করেছেন—তাও আবার কুকুরটা ছিল লেডি ব্র্যাকেনস্টলের। অনেক কষ্টে চাপা দেওয়া হয় ব্যাপারটা। তারপর ধরুন দাসী থেরেসা রাইটকে লক্ষ্য করে মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারা—এ নিয়েও ঝামেলার উদ্ভব হয়। মোটামুটিভাবে গোপনে বলছি, উনি না থাকায় এখন বাড়িটা অনেক পরিচ্ছন্ন ও ভদ্র হয়ে উঠবে। আরে, আরে—কী দেখছেন ওখানে?

হাঁটু গেড়ে হোমস খুব মন দিয়ে সেই লাল দড়ির গিঁট গুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন—যা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বাঁধা হয়েছিল। তারপর পরীক্ষা করলেন দড়ির সেই জায়গাটা, ডাকাতটা ছিঁড়ে নেবার সময় যেখানটায় ছিঁড়ে এসেছিল। মন্তব্য করলেন,—এটা যখন ছিঁড়ে নেওয়া হয় নিশ্চয় তখন রান্নাঘরের ঘন্টাটা বেশ জোরেই বেজে উঠেছিল?

হপকিন্স বলল—কেউ তা শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা বাড়ির একেবারে পেছনে।

হোমস বলল—কেউ তা শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা বাড়ির একেবারে পেছনে।

হোমস বললেন—কিন্তু ডাকাতটা কী করে জানল কেউ তা শুনতে পাবে না। এমন বেপরোয়াভাবে সে কোন্ সাহসে ঘন্টার দড়ি টানল?

হপ্‌কিন্স বলল—ঠিক বলেছেন মি. হোমস, ঠিকই বলছেন আপনি। এই প্রশ্নটাই আমি বারবার নিজেকে করেছি। লোকটা যে বাড়িটা সম্বন্ধে এবং বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানত। তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চিতভাবেই সে জানত যে রাত গভীর না হলেও ভৃত্যেরা ওর মধ্যে শুয়ে পড়বে এবং ঘন্টাটা রান্নাঘরে থাকায় কারো কানে আসবে না। এটুকু বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির আটজন ভৃত্য সকলেই অত্যন্ত সৎ।

হোমস বললেন—সকলেই সমান বিশ্বস্ত হলে তখন তাকেই সন্দেহ করা হবে যার মাথায় মদের পাত্র ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তো তার প্রিয় মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলতে হবে। যাইহোক ব্যাপারটা গৌণ সন্দেহ নেই, এবং র‍্যান্ডালকে ধরলেই জানা যাবে কে তাকে সাহায্য করেছিল। যাই হোক, প্রতিটি খুঁটিনাটিতেই লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনীর সমর্থন পাওয়া গেছে—যদি বা তার কোনো প্রয়োজন ছিল। এই বলে তিনি গিয়ে খুলে ফেললেন জানালাটা। কিন্তু কোনো চিহ্নই সেখানে দেখা গেল না। তবে, লোহার মতো শক্ত সেই জমিতে তা আশাও করা যায় না। অগ্নিকুণ্ডের তাকে তিনটে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল দেখছি।

হ্যাঁ, সেই আলো, আর লেডির শোবার ঘরের মোমবাতির আলোয় ডাকাতরা যা দেখবার দেখেছিল।

আর, কী তারা চুরি করেছিল?

বিশেষ কিছু তারা নেয় নি—পাশের তাক থেকে কেবল গোটা চারেক প্লেট ছাড়া। লেডি বলেন স্যর ইউস্টেসের মৃত্যুতে তারা এমন হকচকিয়ে গেছিল যে, যেমনটি হয়ে থাকে সেভাবে তারা সব তছনছ করে নি।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মদ খেতে ছাড়ে নি।

সেটা হল, তাদের স্নায়ুকে মজবুত করার জন্যে।

তাই তবে। আচ্ছা, এই গ্লাস তিনটে তো স্পর্শ করা হয় নি তাই না?

না, আর বোতলটাও যেমন ছিল তেমনি আছে।

আচ্ছা, দেখা যাক্।—আরে, এটা কী?

গেলাস তিনটে রাখা ছিল। প্রত্যেকটা গ্লাসের গায়েই মদের দাগ দেখা যাচ্ছে। আর একটায় আবার তলানি রয়েছে দেখছি। বোতলটাও কাছেই আছে, তার তিনভাগের একভাগ খালি। আর তার পাশে খুব দাগ ধরা একটা লম্বা ছিপি। সেটা দেখে, আর বোতলে লেগে থাকা ধুলো লক্ষ্য করে বোঝা গেল, মদটা খুব সাধারণ ছিল না।

হোম্‌সের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তাঁর উদাসীন ভাব কেটে গেছে, গর্তে বসা তীক্ষ্ম চোখে আবার সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। ছিপিটা নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে খুলেছিল এটা?

একটা আধখোলা টানা হপকিন্স দেখিয়ে দিল। কিছু টেবিলের লিনেন আর একটা খুব বড় কর্ক-স্ক্রু সেখানে রয়েছে।

লেডি ব্র্যাকেনস্টল কি বলছেন যে ওই স্ক্রুটাই ব্যবহার করা হয়েছিল?

না। ভুলে যাচ্ছেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; যখন বোতলটা খোলা হয়।

ঠিক। হোমস বললেন—আসলে এই কর্ক-স্ক্রুটা ব্যবহার করা হয় নি। একটা পকেট কর্ক-স্ক্রু-দিয়ে খোলা হয়েছিল বোতলটা। হয়তো সেটা ছিল কোনো ছুরির সঙ্গে। লম্বায় সেটা দেড় ইঞ্চির বেশি হবে না। ছিপিটার উপরটা পরীক্ষা করলে বুঝবে যে স্ক্রুটা দিয়ে তিনবার চেষ্টার পর তবে ছিপিটা বার করা গেছিল, এবং কোনোবারই পুরো ছিপিটা গাঁথা হয় নি। কিন্তু যদি এই কর্ক-স্ক্রুটা ব্যবহার করা হত তাহলে পুরোটাই গাঁথা হয়ে যেত। এবং একটানেই ছিপিটা খোলা যেত। লোকটাকে ধরতে পারলে দেখবে যে ওইরকম একটা ছুরি তার কাছে আছে যা একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

চমৎকার! বলে উঠল হপকিন্স!

কিন্তু এই গ্লাসগুলো আমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। লেডী ব্র্যাকেনস্টল তো ওদের তিনজনকে মদ খেতে দেখেছেন তাই না?

হপকিন্স বলল—হ্যাঁ, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। হোমস বললেন—তাহলে ব্যাপারটার ওখানেই শেষ। কিন্তু তাহলেও তুমি স্বীকার করবে, হপকিন্স, এই গ্লাস তিনটির ব্যাপার কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। কী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছো না? যাক্ গে, যেতে দাও তাহলে। আমার মতো কোনো বিশেষ জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো কোনো জটিল সমাধান দিকেই ঝুঁকে থাকে, হাতের কাছে সহজ সরল সমাধান থাকলেও। অবশ্যই গ্লাসগুলোর ব্যাপারটা হয়তো ঘটনাচক্রেই ঘটে থাকবে। আচ্ছা, বিদায় হপকিন্স। মনে হয়না আমি আর বিশেষ তোমার কাজে আসব। এবং তুমিও মনে হচ্ছে একটা বেশ পরিষ্কার মামলা দাঁড় করিয়েছ। র‍্যান্ডালরা ধরা পড়লে আমায় খবর দিও, এবং তা ছাড়াও যদি আর কিছু ঘটনা ঘটে তাহলেও। আশা করি মামলায় সাফল্যের জন্যে তোমায় অভিনন্দন জানাতে পারব! চল ওয়াটসন, বাড়ি ফিরে সময়টা আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব।

ফেরার পথে হোম্‌সের মুখ দেখে ওয়াটসনের মনে হল, যা দেখেছেন তাতে কোনো ব্যাপারে ধোঁকার মধ্যে পড়েছেন। মাঝে মাঝে এ ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁর সন্দেহ আবার তাঁর ওপর ভর করেছে; বলি রেখাঙ্কিত কপাল আর চোখের অন্যমনস্ক দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল, তবে তাঁর মন আবার চলে গেছে অ্যাবি গ্রেঞ্জের খাবার ঘরে, যেখানে গতকাল দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। শেষপর্যন্ত এক আচমকা আবেগের সঙ্গে তিনি এক লাফে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন আর ওয়াটসনকেও টেনে নামালেন। গাড়িটা তখন শহরতলির একটা ছোট স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করেছিল।

বললেন,—কিন্তু মনে কোরো না ওয়াটসন, হয়তো ভাবছ যে নিছক খেয়ালের বশেই এ কাজ করলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো ওয়াটসন, এ মামলা আমি এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারি না, আমার সমস্ত মন প্রাণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। ভুল, ভুল, এ সবই ভুল—এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। অথচ ভদ্রমহিলার কাহিনীর মধ্যে তো কোনো ফাঁক নেই, এবং দাসীর বিবৃতিতেও তার সমর্থন আছে, এবং ঘটনাগুলোও বেশ পরিষ্কার। আর, এর বিপক্ষে আমি কী

পাচ্ছি? কেবল তিনটি মদের গ্লাস মাত্র। কিন্তু যদি আমি মামলাটাকে আনকোরা নতুন হিসেবে এবং সমস্ত কিছুই সযত্নে ও কোনো কাহিনীকে আমল না দিয়ে বা তা দিয়ে প্রভাবিত না হয়ে অনুসন্ধান করতাম তাহলে কি এর থেকে স্পষ্ট কোনো সূত্র পেতাম না? অতি অবশ্যই পেতাম। এসো, এই বেঞ্চে বসা যাক যতোক্ষণ না চিসল্‌হার্স্টের ট্রেন আসছে। এবার মন দিয়ে শোনো। পুরো সাক্ষীটাই তোমার সামনে তুলে ধরছি। প্রথমেই, মহিলাটির বা দাসীটির মুখে যা যা শুনেছ সবই যে ধ্রুব সত্য একথা মন থেকে মুছে ফেলবে। মহিলাটির ব্যক্তিত্বও যাতে আমাদের বিচার বুদ্ধিকে বিপথে না নিয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে।

ঠাণ্ডা মাথায় দেখলে, তাঁর কাহিনীর খুঁটিনাটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা সন্দেহের উদ্রেক করে। মাত্র পক্ষকাল আগে এই ডাকাতরা সাইডেনহ্যামে প্রচুর টাকা হাতায় এবং তাদের সম্বন্ধে, তাদের চেহারা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ কাগজে প্রকাশিতও হয়েছে এবং যদি কেউ মিথ্যে করে ডাকাতির অজুহাত আনতে চায় তাহলে স্বভাবতঃই তাদের কথা মনে পড়বে। বাস্তবে কিন্তু এই হয় যে, ডাকাতরা ভালো টাকা পেলে প্রথমে তা শান্তিতে উপভোগ করবে, তক্ষুনি আবার একটা মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়তে চাইবে না। তারপর ধরো গভীর রাতে ছাড়া ডাকাতরা সাধারণতঃ কাজে নামে না। এবং চেঁচামেচি বন্ধ করার জন্যে তারা কোনো মহিলাকে প্রহার করে না, কারণ তাতে বরং মহিলাটির বেশি চিৎকার করারই কথা। এহেন ক্ষেত্রে খুন করাটাও অস্বাভাবিক, যখন দলে ভারী তারা মাত্র একজন মানুষের মোকাবিলা করছে, কারণ সহজেই তাকে কাবু করে কাজ হাসিল করতে পারত। অতো অল্পে তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়াও ডাকাতদের পক্ষে অস্বাভাবিক, যেখানে ইচ্ছে করলেই আরো অনেক কিছুই নিতে পারত। আর, সবশেষে বলি, মদের বোতল অর্ধেক খালি করে চলে যাওয়া ব্যাপারটা এহেন ডাকাতদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এইসব অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো সম্বন্ধে তোমার কী অভিমত ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আলাদাভাবে ধরলে হয়তো সবগুলোই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে ধরলে এই আপত্তিগুলো অবশ্যই গুরুতর। আর, সবচেয়ে অস্বাভাবিক আমার মনে হয় ভদ্রমহিলাকে চেয়ারে বেঁধে রাখা।

হোমস বললেন—আমার কিন্তু সেটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না ওয়াটসন। ওরা তখন হয় তাঁকে হত্যা করবে, কিংবা এমনভাবে বেঁধে রাখবে যাতে তিনি কোনোরকম সাড়াশব্দ করে তাদের পালিয়ে যাওয়ার খবরটা না দিতে পারেন। কিন্তু তাহলেও কি এটা আমি দেখাতে পারি নি যে ভদ্রমহিলার কাহিনীর মধ্যে বেশ খানিকটা অসম্ভাব্যতা রয়ে গেছে? আর সবার উপরে এই মদের গ্লাসের ব্যাপারটা।

কী সেটা?

মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছ সেগুলো?

হ্যাঁ, পরিষ্কার পাচ্ছি।

বলা হয়েছে তিনজন লোক সেই গ্লাস থেকে মদ খেয়েছে। এ ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে। এ থেকে কী মনে হয় তোমার?

তা শেষের গ্লাসটাতেই তো অমন থাকবার কথা।

মোটেই তা নয়। বোতলটা ছিল মদে ভর্তি। সুতরাং এ কথা কোনো মতেই ভাবা যায় না যে প্রথম দুটো গ্লাসে তা একেবারেই থাকবে না অথচ তৃতীয়টায় প্রচুর পরিমাণে থাকবে। এর সম্ভাব্য কারণ মাত্র দুটো থাকতে পারে। একটা হল, দ্বিতীয় গ্লাসটা ভর্তি হবার পর বোতলটায় খুব জোরে ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছিল, সেজন্যে সমস্ত তলানিই তৃতীয় গ্লাসটায় এসে গেছিল। কিন্তু সেটা হয়েছিল বলে মনে হয় না। না, না না—কক্ষনো না। আমি যা বলছি নিশ্চয়ই ঠিক বলছি।

কী তোমার মনে হয় তাহলে?

আমার মনে হয় মাত্র দুটো গ্লাসই ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং দুটো গ্লাসেরই তলানি ঢালা হয়েছিল তৃতীয় গ্লাসটায়, যাতে মনে হতে পারে যে লোক ছিল তিনজন। এর ফলে সমস্ত

তলানি তৃতীয় গ্লাসটায় এসে যাওয়ার কথা, তাই না? হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। এবং যে মুহূর্তে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছি তখনই এ সমস্যা সাধারণ থেকে অত্যন্ত অসাধারণের স্তরে পৌঁছে গেছে, কারণ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল আর তাঁর দাসী দুইজনেই ইচ্ছে করে মিথ্যে বলেছেন, এবং তাঁদের কাহিনীর এক বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এবং আসল অপরাধীকে আড়াল করার বিশেষ কোনো কারণ তাঁদের আছে। অর্থাৎ এখন তাদের কোনোরকম সাহায্য না নিয়েই আমাদের এ মামলা গড়ে তুলতে হবে। সেই দায়িত্বই এখন আমাদের সামনে—এই যে চিসলহার্স্টের ট্রেন এসে গেছে!

হোমসদের ফিরে আসতে দেখে অ্যাবি গ্রেঞ্জের বাসিন্দারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। স্ট্যানলি হপকিন্স হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করতে গেছেন দেখে হোমস খাবার ঘরটা দখল করলেন। ভিতর থেকে দরোজায় চাবি বন্ধ করে দিলেন তিনি। তারপর দুই ঘন্টা ধরে সেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সযত্ন অনুসন্ধানের কাজ চলল যাকে বলা যায় তাঁর ইমারতের সুদৃঢ় বনিয়াদ, যার ওপর নির্ভর করে তাঁর অবরোহ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

কৌতূহলী ছাত্রের মতো ওয়াটসন এক কোণে বসে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সে তদন্ত, তার প্রত্যেকটি ধাপ অনুসরণ করে চলেছেন ওয়াটসন। জানালাটা, কার্পেট, দড়িটা, একে একে সবগুলো জিনিসই তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। হতভাগ্য স্যার ইউস্টেসের দেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই সকালে যেমনটি ছিল তেমনই রয়ে গেছে। তারপর প্রচুর বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন দেখলেন, হোমস ভারী পায়ে অগ্নিকুণ্ডের উপরের তাকটা বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। তাঁর মাথার অনেক উপরে সেই লাল দড়িটা কয়েক ইঞ্চি ঝুলছে, তখনো সেটা তারের সঙ্গে লটকানো। অনেকক্ষণ তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, তারপর সেটার আরো কাছে পৌঁছবার জন্যে দেয়ালের একটা ব্র্যাকেটের ওপর হাঁটু রাখলেন। কয়েকবার চেষ্টার ফলে তাঁর হাত দড়িটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে এসে গেল। কিন্তু তাঁর কৌতূহল দেখা গেল দড়িটার ওপর ততোটা নয় যতোটা ব্র্যাকেটটার ওপর। তারপর প্রচুর হর্ষসূচক একটা উচ্ছ্বসিত আওয়াজ করে তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন। বললেন,—হয়েছে ওয়াটসন। মামলাটার কিনারা করেছি। আমাদের সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলা এটি। আর একটু হলেই মহা ভুল করে বসতাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হতো সেটা। কয়েকটা গ্রন্থি বাদ দিলে আমার শৃঙ্খল এখন সম্পূর্ণ।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—পেয়েছ তোমার লোকদের?

হোমস বললেন—লোক ওয়াটসন, লোক। একটি লোক তবে, খুব জবরদস্ত সে। সিংহের মতো তার শক্তি। লক্ষ্য করে দেখো শিকটা। লম্বায় সে ছয়ফুট তিন ইঞ্চি, কাঠবিড়ালীর মতো, দ্রুতগতি, অত্যন্ত নিপুণ আঙুল বিশিষ্ট। এবং অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধি—এই সমস্ত গল্পটা তারই। এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির হাতের কাজ আমরা দেখলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘন্টার ওই দড়িটায় সে এমন এক সূত্র আমাদের দিয়ে গেছে যে আর কোনো সন্দেহই রইল না।

কোথায় সেই সূত্র?

কোনো ঘন্টার দড়ি যদি টেনে ছিঁড়তে চাও, কোন্ জায়গায় সেটা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা? নিশ্চয়ই যেখানে সেটা তারের সঙ্গে বাঁধা, তাই তো? কিন্তু কেন এটা এরকম তার থেকে তিন ইঞ্চি নিচে ছিঁড়বে?

মানে, বলছ, ওখানটা ক্ষয়ে গিয়েছিল?

ঠিক। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। দড়ির এই যে প্রান্তটা পরীক্ষা করছি, এটা ক্ষয়ে যাওয়া। কিন্তু কী চতুর লোকটি, তা সত্ত্বেও কেটেছে ছুরি দিয়ে। দড়ির ও প্রান্তটা কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া নয়। এখান থেকে দেখতে পাবে না, কিন্তু ম্যান্টেলপিসের ওখানে গেলে দেখবে পরিষ্কার কেটে নেওয়া হয়েছে। কোনোরকম ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। এ থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারবে। লোকটির দড়ির দরকার হয়েছিল। অথচ টেনে ছিঁড়ে নেবার সাহস পায় নি, কারণ তাহলে ঘন্টাটা বেজে উঠবে। কী করল তখন? লাফিয়ে উঠল ম্যান্টেলপিসটার উপরে। কিন্তু তবুও পৌঁছতে না পেরে তখন ম্যান্টেলপিসের ওপর হাঁটু রাখল সে,—যে চিহ্ন আছে ওখানকার

ধুলোয়, তারপর ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে ফেলল। আমি অন্ততঃ তিন ইঞ্চির জন্যে ওখানটায় পৌঁছতে পারি নি, অর্থাৎ বুঝতে হবে লোকটি আমার থেকে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা। দেখো তো ওক কাঠের চেয়ারের বসবার জায়গায় ওটা কিসের দাগ?

রক্তের?

হ্যাঁ, রক্তই বটে, নিঃসন্দেহে। এই একটা প্রমাণই ভদ্রমহিলার কাহিনীটা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। অপরাধটা যখন সংঘটিত হয় তিনি যদি তখনই এই চেয়ারেই বসেছিলেন, এই দাগটা তাহলে কোত্থেকে এল? উহুঁ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে এই চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়। বাজি রেখে বলতে পারি, কালো পোষাকটারও ওই জায়গায় এ-হেন দাগ দেখা যাবে। এখনো আমাদের ওয়াটার্লু বিজয় সম্পূর্ণ হয় নি ওয়াটসন। তবে, মারেঙ্গো আমরা জয় করেছি। কারণ পরাজয় দিয়ে শুরু হলেও শেষপর্যন্ত জয়ের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন দাসী থেরেসার সঙ্গে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। কিছুক্ষণ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, তাহলে যে খবরটা চাই পেতে পারি।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা এই গম্ভীর প্রকৃতির দাসীটির জন্যে কৌতূহল হচ্ছে। অল্পভাষী, সন্দিগ্ধ, রুক্ষ। তার সাথে হোমস প্রফুল্লভাবে কথা বলে তার মন গলাতে সমর্থন হলেন। ভূতপূর্ব মনিবের প্রতি তার ঘৃণা সে গোপন করার চেষ্টা করল না। বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যিই তিনি মদের পাত্রটা ছুঁড়ে আমাকে মেরেছিলেন। লেডিকে গালাগালি দিতে শুনে আমি বলেছিলাম ওর ভাই এখানে থাকলে তাঁর এ সাহস হতো না। আমাকে এক ডজন মদের পাত্র ছুঁড়ে মারলেও আমি কিছু বলল না যদি উনি আমার সোনার পাখিটিকে কিছু না বলেন। সব সময়েই তিনি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাতে আপত্তি করে সে নিজেকে খেলো করত না, তাঁর অত্যাচারের কথা আমার কাছেও বলত না। এমন কি, হাতে যে মারের চিহ্ন আপনি আজ সকালে লক্ষ্য করেছেন সে কথা পর্যন্ত আমায় বলে নি, কিন্তু আমি জানি টুপির একটা পিন দিয়ে মারার ফলে ওটা হয়েছিল। যেমন ধূর্ত তেমনি ফন্দিবাজ তিনি—মরা লোকের সম্বন্ধে এ কথা বলছি, ঈশ্বর আমায় মাফ্ করুন,—এক নম্বরের শয়তান! প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, মুখে কী মধু তখন! সে মাত্র দেড় বছর আগেকার কথা, সবে তখন সে লন্ডনে আসে। হ্যাঁ, এই প্রথম ওর লন্ডনে আসা। আগে কখনো দেশের বাইরে যায় নি তাঁর টাকা তাঁর সম্মান আর লন্ডনের ব্যাপারে তাঁর মিথ্যে আড়ম্বর দেখিয়ে ওকে ভুলিয়ে ছিলেন তিনি। ভুল সে করেছে এবং সে ভুলের জন্যে এমন লোকসান তাকে সইতে হয়েছে যা কোনো মেয়েকে কখনো সইতে হয় নি। অ্যাঁ, কোন্ মাসে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়? সে হল, আমরা আসার কিছুকাল পরেই। আমরা এসেছিলাম জুন মাসে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয় জুলাইয়ে। আর বিয়ে হয় গত জানুয়ারি মাসে। হ্যাঁ, এখন নিচে আবার সকাল বেলার ঘরে এসেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু খুব বেশি কথা জিজ্ঞেস করবেন না। এমন এক ধকল ওর উপর দিয়ে গেছে যা সহ্য করা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন।

সকালের সেই কোচেই লেডি ব্র্যাকেনস্টল হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। তবে তখনকার থেকে এখন তাঁকে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দাসীটিও ওয়াটসনদের সঙ্গে সেখানে গেছিল, আবার তাঁর কপালে সেঁক দিতে লাগল।

মহিলাটি বললেন,—আশা করি এবারও আপনি আমাকে জেরা করতে আসেন নি?

অত্যন্ত কোমলভাবে হোমস বললেন—না, অকারণ কোনো বিরক্তির সৃষ্টি করব না লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার পক্ষে সহজ করে তোলা, কারণ আমি জানি আপনার জীবনে অনেক বিপদ আপদ এসেছে। আমাকে যদি বন্ধু বলে ভাবেন, বিশ্বাস করেন, দেখবেন যে সে বিশ্বাসের অনুপযুক্ত আমি নই।

আমাকে কী করতে বলেন আপনি?

সত্যি কথা বলতে।

সেকি মি. হোমস!

না, লেডি ব্যাকেনস্টল, কোনো লাভ হবে না ওতে। আমার সুনামের কথা হয়তো আপনি

শুনেছেন। সেই সুনাম হারাবার ঝুঁকি নিয়েই আমি বলছি, আপনি যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা সমস্তই বানিয়ে বলা।

লেডি আর দাসী দুইজনেই ফ্যাকাসে, ভয়-পাওয়া মুখে তাকালেন হোম্‌সের দিকে। থেরেসা বলল—সেকি, আপনি বলতে চান ও আপনাকে মিথ্যা বলেছে?

উঠে দাঁড়ালেন হোমস। বললেন—তাহলে আমাকে কিছুই বলবার নেই?

না, সবই আপনাকে বলেছি।

হোমস অনুরোধের ভঙ্গীতে বললেন—আরো একবার ভেবে দেখুন মিসেস ব্র্যাকেনস্টল। সব খুলে জানালেই কি ভালো হতো না?

পলকের জন্যে তাঁর সুন্দর মুখে দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই কোনো নতুন ও জোরাল চিন্তার ফলে আবার সে মুখ মুখোসের মতো হয়ে উঠল। বললেন—যা জানি, সবই আপনাকে বলেছি।

টুপিটা তুলে নিয়ে হোমস কাঁধ ঝাঁকালেন। বললেন—অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। তারপর আর একটিও কথা না বলে ওয়াটসনরা ঘর থেকে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। পার্কের একটা পুকুরের দিকে এগিয়ে চললেন হোমস। পুকুরটা ওপরের অংশ জমে গেছে, কিন্তু হাঁসের জন্যে খানিকটা জায়গায় জল রয়েছে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর হোমস এগিয়ে চললেন গেটের দিকে। স্ট্যানলি হপকিন্সের জন্যে একটি চিঠি লিখে সেটা দরোয়ানের কাছে রেখে এলেন।

বললেন—হয়তো সামান্যই, কিংবা হয়তো ভুলও হতে পারে। কিন্তু বন্ধু হপকিন্সের জন্যে আমাদের কিছু করা দরকার, আর কিছু না হোক্ এই দ্বিতীয়বার এখানে আসার জবাবদিহি হিসেবে। ব্যাপারটা এখনো তাঁর কাছে খুলে বলব না। এবার আমাদের কাজ হবে অ্যাডেল এড-সাদাম্পটন স্টিমার লাইনের জাহাজের অফিসে। মনে হচ্ছে সেটা ছিল পর-মল-এর শেষাংশে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের যোগাযোগের দ্বিতীয় একটা লাইনও আছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমরা বড় দপ্তরটাতেই খোঁজ করব।

হোম্‌সের কার্ড সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং চট্‌পট্ তাঁর কাছ থেকে হোম্‌স প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়ে গেলেন। জানা গেল, ১৮৯৫-এর জুন মাসে তাঁদের মাত্র একটা স্টিমার দেশে পৌঁছোয়, 'রক আর জিব্রলটার-তাঁদের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভালো স্টিমার সেটা। তার যাত্রী তালিকায় অ্যাডেল এডের মিস্ ফ্রেজার আর তাঁর দাসীর নাম আছে। স্টীমারটি এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার পথে সুয়েজের দক্ষিণের কোনো অংশে। কর্মকর্তারা ১৮৯৫ খ্রি. সেই স্টিমারেও ছিল, কেবল একজন বাদে। তিনি হলে ফার্স্ট অফিসার জ্যাক ক্রোকার, সম্প্রতি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত, নতুন জাহাজ 'ব্যাস রকে'র দায়িত্ব নিয়ে দুইদিন পরে যাত্রা করবেন সাদাম্পটন থেকে। থাকেন সাদাম্পটনে। তবে সেদিনই সকালে আসবেন তাঁর নির্দেশ নেবার জন্যে। আমরা অপেক্ষা করলে তার দেখা পেতে পারি।

না, তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে হোমস বিশেষ ব্যস্ত নন, তবে, তাঁর কর্মকুশলতা ও চরিত্র সম্বন্ধে খবর পেলে খুশি হবেন তিনি।

তা, কাজের লোক হিসেবে তাঁর রেকর্ড অপূর্ব, তাঁর ধারে কাছেও আসতে পারে এমন অফিসার ওঁদের আর একজনও নেই। আর তাঁর চরিত্রের কথা বলতে গেলে, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তিনি। কিন্তু যখন জাহাজ থেকে নামের তখন তিনি কখনো সখনো বন্য, মরিয়া হয়ে ওঠেন। সহজেই মাথা গরম করে ফেলেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাহলেও তিনি বন্ধুবৎসল, অত্যন্ত সৎ ও দয়ার্দ্র। অ্যাডেল এড ও সাদাম্পটন কোম্পানি থেকে যে খবর নিয়ে হোমস ফিরলেন তার মোদ্দা কথা হল এই। সেখান থেকে একটা গাড়ি করে হোম্‌সরা গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। হোমস কিন্তু ভিতরে না ঢুকে বসে রইলেন গাড়িতেই, চিন্তা মগ্ন হয়ে। শেষপর্যন্ত গেলেন চেয়ারিং ক্রস টেলিগ্রাফ অফিসে, একটা জরুরি খবর পাঠানোর জন্যে। তারপর হোমসরা বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলেন।

ঘরে পৌঁছে হোমস বললেন—না ওয়াটসন, সেটা আমি কিছুতেই করতে পারি না।

একবার ওয়ারেন্ট বেরোলে আর তাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না। আমার জীবনে এমন বার-দুই ঘটেছে যখন আমার মনে হয়েছে অপরাধীকে আবিষ্কার করার ফলে আসলে অপরাধী নিজে যে অনিষ্ট করেছিল তার চেয়েও আমি বেশি অনিষ্ট করেছি। তাই আজকাল সাবধান হয়ে গেছি, ঠিক করেছি বরং আইনকে ফাঁকি দেব তবু বিবেককে ফাঁকি দেব না। কাজে লাগবার আগে আরো একটু খবর নেওয়া ভালো।

সন্ধ্যের আগে স্ট্যান্‌লি হপকিন্স আগে দেখা করতে। তার খবর সুবিধের নয় বিশেষ। হপকিন্স বলল—আপনাকে আমার রীতিমত যাদুকর বলে মনে হয় মি. হোমস। বলতে কি, মাঝে মাঝে মনে হয় অতিমানবিক কিছু ক্ষমতা আপনার মধ্যে আছে। কী করে আপনি জানলেন বলুন তো যে চুরি যাওয়া রূপোগোল পুকুরের তলায় আছে?

না, জানতাম না তো!

কিন্তু, তবে যে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন?

হোমস প্রশ্ন করলেন—পেয়ে গেছ তাহলে?

হ্যাঁ পেয়েছি—হপ্‌কিন্সের উত্তর।

খুশি হলাম জেনে যে, এ ব্যাপারে আমি তোমায় সাহায্য করতে পেরেছি।

কিন্তু সাহায্য আর কোথায় করলেন, ব্যাপারটা তো বরং আরো জটিল করে তুললেন। এ কী ধরণের চোর, যে চোরারই মাল পুকুরের জলে রেখে দেয়?

তা, ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা খামখেয়ালীর ভাব আছে বটে। কিন্তু কী জানো, এই ধারণা নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম যে, রূপোটা যদি এমন কেউ বা কারা নিয়ে থাকে যারা আসলে ওটা চায় না, তদন্ত ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে চুরি করেছিল, স্বভাবতঃই তারা সেটাকে কোথাও রেখে আসবার জন্যে ব্যস্ত হবে।

কিন্তু এহেন একটা ধারণা আপনার মাথায় কী করে এল?

হোমস বললেন—মানে, এমনটি আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। জানলা দিয়ে যখন ওরা প্রবেশ করে, ঠিক সামনেই পুকুরটা দেখতে পায় এবং সেই সঙ্গে বরফের মধ্যে জলটুকুও। এবং দেখেই আর কী হতে পারে?

ও, লুকিয়ে রাখার কথা বলছেন? হ্যাঁ, বুঝেছি। সব বুঝেছি এখন। ভোর হয়ে আসছে, রাস্তার লোক চলাচল শুরু হয়েছে রূপো হাতে তাদের দেখলে সন্দেহ হতে পারে, সেই ভয়ে ডুবিয়ে রাখে পুকুরে। এই মতলব করে, যে, পরে সুযোগ বুঝে তুলে নিয়ে যাবে। চমৎকার, চমৎকার মি. হোমস! আপনি যে বলেছেন ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে তার চেয়ে এ যুক্তি ভালো, কী বলেন?

ঠিক বলেছ। খাসা একটা যুক্তি খাড়া করেছ। যদিও আমার ধারণাটা খানিকটা কষ্টকল্পিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলেও নিশ্চয় তুমি মানবে, তার ফলে রূপোটার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। এ সবই আপনার কৃতিত্ব। কিন্তু কী জানেন, আমি একটা বিশ্রীরকম ধাক্কা খেয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মি. হোমস। র‍্যান্ডালের দলটা আজ সকালে নিউ ইয়র্কে ধরা পড়েছে।

হায়, হায়, তবে তো তুমি যে ধারণা করেছিলে গত রাত্রে তারা কেন্টে ডাকাতি করেছে, এ ব্যাপারটা তোমার বিরুদ্ধেই যাবে হপ্‌কিন্স!

মারাত্মক, অতি মারাত্মক হয়ে উঠবে। তবে র‍্যান্ডালরা ছাড়াও তো তিন জনের দল আছে, কিংবা হয়তো এ এমন কোনো দলের কাজ, পুলিশ যাদের খবর পায় নি।

নিশ্চয়, এও সম্ভব বৈকি। কী চললে নাকি?

হ্যাঁ, মি. হোমস। এ মামলার কিনারা না করা পর্যন্ত আমার কোনো বিশ্রাম নেই। কোনো সূত্র কি আমাকে দেবার আছে মি. হোম্‌স?

কেন, একটা তো দিয়েছি।

কোন্‌টা?

ওই যে বললাম, ভুল পথে চালানোর চেষ্টা?

কিন্তু কেন, কেন, মি. হোমস?

সেইটেই তো প্রশ্ন! যাই হোক, ওই ধারণাটা নিয়ে ভেবে দেখতে পারো। হয়তো দেখবে ওর মধ্যে কিছু পেয়ে যাবে। ডিনারের জন্যে থেকে গেলে হতো না? আচ্ছা বিদায় তাহলে। কেমন অগ্রসর হচ্ছো খবর দিও!

আবার যখন হোমস মামলাটার কথা তুললেন, ততোক্ষণে ডিনার হয়ে গেছে, টেবিলও পরিষ্কার করা হয়েছে। পাইপ ধরিয়ে স্লিপার পরা পা, আরামের অগ্নিকুণ্ডের কাছে রেখে হোমস বসেছিলেন। হঠাৎ ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তারপর হোমস বললেন—আমি কিছু ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছি ওয়াটসন।

কখন?

এই এক্ষুনি, কয়েক মিনিটের মধ্যে। নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ আমি স্ট্যানলি হপকিন্সের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারই করেছি তাই না?

তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে হোমস।

অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এ উত্তর। দেখ, ব্যাপারটা নিতে হবে এইভাবে—আমি যে সব খবর সংগ্রহ করেছি সমস্তই বেসরকারিভাবে, আর হপকিন্স সরকারিভাবে। আমার খবর আমি ইচ্ছে করলে গোপন রাখতে পারি, কিন্তু হপকিন্স পারে না। তাকে সমস্ত কিছুই প্রকাশ করতে হবে। নতুবা ও প্রতারণার দায়ে পড়বে। যে মামলায় সন্দেহের অবকাশ আছে তা নিয়ে ওকে অমন এক অস্বস্তির পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাই না, তাই যতোক্ষণ না একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছি ততোক্ষণ আমি তা গোপন রাখতে চাই।

কিন্তু সে সময় কখন আসবে?

এসেছে সে সময়। হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—নাটকটির শেষ দৃশ্য এখন তুমি দেখতে পাবে।

সিঁড়িতে সাড়া পাওয়া গেল। দরোজা খুলে এমন এক ব্যক্তিকে প্রবেশ করানো হল, তেমন চমৎকার পুরুষালি চেহারার তরুণ সচরাচর দেখা যায় না। অত্যন্ত লম্বা, তার গোঁফ সোনালি, চোখ নীল, গায়ের চামড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চলাফেরার মধ্যে এমন একটা চনমনে ভাব আছে যা থেকে বোঝা যায় অতো বড় শরীর সত্ত্বেও প্রচুর কর্মক্ষম সে। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরোজাটা। তারপর হাত মুষ্টিবদ্ধ করল। তার বুক ওঠানামা করছে, প্রচণ্ড ভাবাবেগ দমন করার চেষ্টা করছে সে।

বসুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন?

একটা আরাম চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়লেন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে-একে হোমস ও ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন বললেন—হ্যাঁ, টেলিগ্রাম পেয়েছি এবং নির্দিষ্ট সময়েই এসেছি। শুনলাম আপনি অফিসে গিয়েছিলেন—আপনার হাত এড়াবার উপায় নেই দেখছি। বলুন শুনি, সবচেয়ে খারাপ খবরটা। কী করতে চান আমাকে নিয়ে গ্রেপ্তার করবেন? বলুন, বলুন মশাই! ওখানে বসে, বেড়াল যেভাবে ইঁদুর নিয়ে খেলে সেভাবে আমার সঙ্গে খেলা করতে পারেন না আপনি।

হোমস বললেন—ওঁকে একটা চুরুট দাও তো ওয়াটসন। ওটা চিবোন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, উচ্ছ্বাসের আবেগে মনের ধৈর্য হারাবেন না। যদি আপনাকে কোনো সাধারণ অপরাধী মনে করতাম তাহলে আপনার সঙ্গে বসে ধূমপান করতাম না, একথা ভালো করেই জানবেন। মন খুলে কথা বলুন, হয়তো কোনো ভালো ফল মিলবে। কিন্তু যদি চালাকি করতে চান তো আপনাকে একেবারে শেষ করে দেব।

ক্যাপ্টেন বললেন—আমাকে আপনি কি করতে বলেন?

কাল রাত্রে অ্যাবি গ্রেঞ্জ-এ যা যা ঘটেছে তার একটা সত্য বিবরণ আপনি আমাকে দেবেন। মনে রাখবেন, সত্য বিবরণ দিতে হবে,—কিছুই যোগ করবেন না বা বাদ দেবেন না। এ বিষয়ে এতটা আমি জেনেছি যে এক ইঞ্চি সরে গেলেও অমনি টের পাব। তখন জানালার

কাছ থেকে এই পুলিশের হুইসলটা বাজাব, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা চিরদিনের জন্যে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

কিছুক্ষণ ভাবল নাবিকটি। তারপর রোদে পোড়া বিশাল হাত দিয়ে পায়ে আঘাত করল। বলে উঠল, ঠিক আছে, ঝুঁকিটা নিচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনি এক কথার মানুষ এবং শ্বেতাঙ্গ, সমস্ত ঘটনাই খুলে জানাচ্ছি। তবে, প্রথমেই বলে রাখি, আমার দিক দিয়ে অন্তত আমি যা করেছি এজন্যে আমার কোনো অনুশোচনা বা ভয় নেই, এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে আবারও এ কাজ করব এবং তার জন্যে গর্বই বোধ করব। নরকে যাক পশুটা—বিড়ালের মতো অতোগুলো জীবনও যদি ওর থাকে সবগুলোই আমার পাওয়া হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, মহিলাটি—মেরি—মেরি ফ্রেজারকে নিয়ে—ওই অভিশপ্ত উপাধীতে আমি কখনোই তার উল্লেখ করব না। বিপদে পড়েছে একথা মনে হলে ওর এতটুকু হাসি ফোটাবার জন্যের আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, আমার মন তখন জলের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও এর থেকে আর কমই বা আমি কী করতে পারতাম! আমার কাহিনী আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। তারপর খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করব এর থেকে কম আর আমার কীই-ই বা করার ছিল।

একটু পিছন দিকে ফিরে যাই। মনে হচ্ছে সবই আপনি জানেন, সুতরাং ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন, প্রথমে যখন আমার ওর সঙ্গে দেখা হয় তখন ও ছিল 'রক অব্ জিব্রল্টার' স্টিমারের যাত্রী আর আমি তার ফার্স্ট অফিসার। প্রথম দর্শনেই তার প্রতি ভালোবাসায় পড়ে গেলাম। তখন থেকেই ও আমার জীবনে একমাত্র নারী। দিনে দিনে আমার ভালোবাসা বাড়তে লাগল এবং তারপর অনেক বারই রাতের পাহারার সময় অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে জাহাজের সেই ডেকে চুমু খেয়েছি, সেখান দিয়ে সে পা ফেলে গেছে বলে। তবুও কিন্তু সে আমার বাগদত্তা হয় নি। সেও আমার সঙ্গে এমনই ব্যবহার করেছে যার থেকে বেশি কোনো নারী পুরুষের সঙ্গ করে নি। সেদিক দিয়ে আমার কোনো নালিশ নেই। আমার দিক দিয়ে কেবল ভালোবাসা আর ভালোবাসা। আর তাঁর দিক দিয়ে বন্ধুত্ব আর আন্তরিকতা। আমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয় তখন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন বটে, কিন্তু আমি জানি আর কখনো আমি অমন স্বাধীন হতে পারব না।

পরের বার যখন সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরি, শুনলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে। তা, কেনই বা ও নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করবে না? যশ ও অর্থ—এ জিনিস তাকে যেমন মানাবে আর কাকে তেমন মানাবে? যা কিছু সুন্দর যা কিছু কমনীয় সবের জন্যেই তার জন্ম। তাই তার বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনো দুঃখ ছিল না, সেরকম স্বার্থপর কুত্তা আমি নই। বরং তার সৌভাগ্যে আমি খুশিই হয়েছি। এবং এক নিঃসম্বল নাবিকের সঙ্গে নিজেকে জড়াই নি বলে। মেরি ফ্রেজারের প্রতি আমার ভালোবাসার স্বরূপ হল এই।

ওর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে ভাবি নি। গত যাত্রার সময় আমার পদন্নতি হয়। নতুন স্টিমারটা তখনো জলে নামে নি। তাই মাস দুয়েক আমাকে সাইডেনহ্যামে আত্মীয়দের সঙ্গে কাটাতে একদিন হঠাৎ রাস্তার এক গলিপথে তার পুরোনো দাসী থেরেসা রাইটের সঙ্গে দেখা হয়। তখন সে মেরির কথা ওই লোকটার কথা, সব আমাকে বলে। বলব কি, শুনে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলাম। মাতাল কুত্তা একটা, সে নাকি তার গায়ে হাত তোলে, যার জুতো চাটবার যোগ্যতা পর্যন্ত তার নেই! তারপর আবার দেখা করলাম থেরেসার সঙ্গে।

তারপর মেরির সঙ্গে দেখা করলাম—আবারও দেখা করলাম। কিন্তু তারপরে সে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল না। কিন্তু সেদিন আমি একটা নোটিশ পাই যে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমায় আবার সমুদ্রযাত্রা করতে হবে, এবং ঠিক করলাম যাবার আগে একবার দেখা করব। থেরেসা চিরদিনই আমার বন্ধুভাবাপন্ন, কারণ সে মেরিকে ভালোবাসত আর এই শয়তানকে প্রায় আমারই মতো ঘৃণা করত। তার কাছেই ও বাড়ির ব্যাপার সব শুনলাম। নিচের তলায় তার ঘরে বসে মেরি বই পড়ত, গতরাতে আমি গুঁড়ি মেরে সেখানে গিয়ে বন্ধ জানলায় শব্দ করলাম। প্রথমটা ও খুলতে চাইল না বটে, কিন্তু তাহলেও আমি বুঝতে পারলাম, এখনো

সে মনে প্রাণে আমাকে ভালোবাসছিল। তাই সেই তুষার পড়া কন্‌কনে ঠাণ্ডার রাতে সে আমাকে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে চাইছিল না। তাই ফিস্‌ফিস করে আমায় বলল, ঘুরে সামনের বড় জানলাটার কাছে আসতে। দেখলাম জানলাটা খোলা। সেখান দিয়ে ঢুকলাম খাবার ঘরে। এবার তার মুখ থেকে আবার সেই ব্যাপার শুনলাম, শুনে আমার রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠল। অভিশাপ দিলাম ওই মাতাল কুত্তাটাকে। জানলাটার ঠিক ভিতরে আমার ভালোবাসার পাত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, সম্পূর্ণ নির্দোষ আমরা—ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি, এমন সময় উন্মত্তের মতো ও সবেগে ঘরে ঢুকে মেরিকে এমনভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল যে, কোনো পুরুষ কখনো কোনো নারীকে তেমন গালাগালি করতে পারে বলে জানতাম না। তারপর মাতালটা হাতের লাঠি দিয়ে মেরির মুখে প্রচণ্ড ঘা মারল। এক লাফে আমি লোহার শিকটা তুলে নিলাম। তারপর দুইজনে দিব্যি একটা লড়াই চলল। এই দেখুন আমার হাতে তার আঘাতের চিহ্ন। প্রথম আঘাতটা সেই-ই দিয়েছিল। তারপর আমার পালা। মারলাম এক ঘা। যেন পচা লাউয়ের উপরে। ভাবছেন কি এ জন্যে আমার কোনো অনুশোচনা হয়েছে? একটুও না। হয় সে বাঁচবে না হয় আমি...না, তার চেয়েও অনেক বেশি—হয় সে বাঁচবে, নয় মেরি, কারণ এই পাগলটার আওতায় ওকে রেখে কী করে যাব? এইভাবেই তাকে হত্যা করি আমি। অন্যায় করেছি কি? আপনি হলে কী করতেন বলুন!

লোকটার কাছে মার খেয়ে মেরি চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর তা শুনে থেরেসা দৌড়ে নেমে আসে উপরের ঘর থেকে।

পাশের টেবিলে এক বোতল মদ ছিল, সেটা খুলে একটুখানি আমি মেরির দুই ঠোঁটের মধ্যে ঢেলে দিই, কারণ ভয়ে সে প্রায় আধমরা হয়ে গেছিল। তারপর আমি নিজেও এক ফোঁটা গলায় ঢেলে দিই। থেরেসা কিন্তু একটুও উত্তেজিত হয় নি, এবং মতলবটা যতটা আমার ততটা তারও। এমনভাবে ব্যাপারটা সাজাতে হবে, যেন ডাকাতদের কাজ। ডাকাতের গল্পটা বারবার থেরেসা মেরীকে শোনাতে লাগল। আর ইতিমধ্যে আমি উপরে উঠে কেটে আনলাম ঘণ্টার দড়িটা। তারপর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে তার চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলাম। তারপর দড়ির কাটা দিকটা এমনভাবে এবড়ো খেবড়ো করে দিলাম, যাতে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কারণ নতুবা হয়তো সন্দেহ হবে, কী করে চোর এখানে উঠে দড়িটা কেটে আনবে। তারপর কিছু রূপোর বাসন কোসন জোগাড় করলাম, যাতে ব্যাপারটা চুরি বলে মনে হতে পারে। তারপর সেগুলো রেখে এলাম ওখানে। তারপর এই বলে চলে এলাম, যেন খবরটা চাউর হয় আমি মিনিট পনেরোর মতো পথ এগিয়ে যাওয়ার পরে। রূপোগুলো পুকুরে ফেলে রেখে আমি সাইডেনহ্যামের দিকে চললাম। তৃপ্তি পেলাম ভেবে যে রাতের কাজটা ভালোভাবেই সমাধান হয়েছে। এই হল সত্য ঘটনা, এবং সম্পূর্ণ ঘটনা মি. হোমস। এর ফলে যদি আমাকে ফাঁসি যেতে হয়, তো হবে।

নীরব হোমস লক্ষ করছিলেন বক্তাকে। তারপর তিনি গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন—আমিও ঠিক অমনটি ভাবছিলাম। জানি আমি আপনার প্রত্যেকটি কথাই সত্য, কারণ, যা বলেছেন এর প্রায় সবই আমি জানতাম। কোনো যাদুকর বা কোনো নাবিক ছাড়া কারো পক্ষেই ব্র্যাকেট থেকে ও ঘণ্টার দড়ির কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং যেভাবে দড়ি দিয়ে তাঁকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল সেরকম গেরো দেওয়াতে নাবিক ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব হত না। এবং মহিলাটি মাত্র একবারই এক নাবিকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং সেটা সেটা ঘটেছিল স্টিমারে করে আসবার সময়ে এবং সে ব্যক্তি তাঁর সমপর্যায়েরই এবং প্রেমাস্পদ, নতুবা তিনি তাঁকে আড়াল করার জন্যে অতো চেষ্টা করতেন না। অথচ দেখলেন তো, ঘটনার গতি প্রকৃতি আন্দাজ করবার পর কতো সহজে আমি আপনাকে ধরতে পেরেছি।

আমি তো ভেবেছিলাম পুলিশ কিছুতেই আমাদের চালাকি ধরতে পারবে না।

এবং পারেও নি। এবং আমার যতোদূর বিশ্বাস, পারবেও না। শুনুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমি স্বীকার করছি উত্তেজনাও যথেষ্ট ছিল, যে কোনো

মানুষ এ হেন উত্তেজনায় এমন কাজ করতে পারত। জানি না, আত্মরক্ষার তাগিদে এ কাজ করছেন—এ যুক্তি আইনে টিকবে কি না এবং সে বিচারের ভার ব্রিটেনের জুরি। ইতিমধ্যে আপনার ব্যাপারে আমার সহানুভূতি এতই প্রবল যে, যদি আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনি পালিয়ে যেতে পারেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পাতি কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু তারপরে তো সমস্ত কিছু প্রকাশ পাবে?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ক্রোধে জ্বলে উঠল লোকটি। বলল, সত্যিকারের যে মানুষ, তার কাছে এ আপনার কেমন প্রস্তাব মশাই? আইন সম্বন্ধে আমি যা জানি তাতে এটুকু বুঝি যে অপরাধীর সহকারী হিসেবে তখন মেরিকে গ্রেপ্তার করা হবে। আপনি কি বলতে চান যে মেরিকে সেই বিপদের সমানে একা রেখে আমি পালিয়ে যাব? আজ্ঞে না, সবচেয়ে খারাপ যা হয় তাই হোক, ঈশ্বরের দোহাই মি. হোমস, এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মেরিকে এ মামলায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

দ্বিতীয়বার আবার হোমস নাবিকের সঙ্গে করমর্দন করলেন, বললেন আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখলাম প্রতিবারেই আপনি খাঁটি মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ এক অত্যন্ত বড় রকমের দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিচ্ছি। হপকিন্সকে আমি একটা খুব চমৎকার সূত্র দিয়েছি, সেটা যদি সে ধরতে না পারে তাহলে আর এখন আমার কিছু করবার থাকবে না। শুনুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, আইন সম্মতভাবেই আমরা চলছি। ধরুন আপনি হলেন আসামী, ওয়াটসন, তুমি ব্রিটেনের জুরি আর আমি বিচারক।

আচ্ছা জুরির ভদ্রমহোদয়গণ,—মামলার বিবরণটা আপনার এতোক্ষণ শুনলেন। আপনাদের মত কী? আসামী দোষী না নির্দোষ?

ওয়াটসন বললেন—নির্দোষ।

হোমস বললেন—আপনি মুক্ত ক্যাপ্টেন ক্রোকার। যতোদিন না পুলিশ অন্য কোনো অপরাধীর সন্ধান না হচ্ছে ততোদিন আমার থেকে কোনো ভয় আপনার নেই। এক বৎসর পরে আপনি ফিরে আসুন এই মহিলার কাছে, তখন যে আপনার আর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন এমনভাবে চলে, যাতে আজ রাতের এই বিচার নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

নাচুনে মানুষ

একটা রাসায়নিক পাত্র বকযন্ত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সামনের দিকে সরু পিঠ বেঁকিয়ে হোমস কয়েক ঘন্টা চুপচাপ বসে ছিলেন, মাথা বুকের কাছে নোয়ানো। বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত একটা বস্তু সেখানে মিশ্রিত হচ্ছিল। ওভাবে তাঁকে দেখে ওয়াটসনের মনে হচ্ছিল যেন কোনো পাখি—ডানা ধূসর, মাথা কাল।

হোমস হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—তাহলে ওয়াটসন, তুমি ঠিক করলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় টাকা খাটাবে না?

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন ওয়াটসন, অবশ্য হোম্‌সের অভ্যাস সম্বন্ধে ওয়াটসনের সঠিক ধারণা ছিল, কিন্তু তাহলেও তার এ কান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কীভাবে বন্ধুটির দৃষ্টিগোচর হল তা একেবারেই ওয়াটসন বুঝতে পারলেন না। এবং তিনি বলেই ফেললেন—কি করে তুমি বুঝলে?

টুলের ওপর ঘুরে বসে হোমস বললেন—তাহলে তুমি স্বীকার করছ, ওয়াটসন, যে তোমাকে চমকে দিতে পেরেছি? হোম্‌সের চোখে কৌতূহলের ঝিলিক আর হাতের টে, স্ট-টিউবটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে বললেন—হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

কথাটা তোমায় দিয়ে লিখিয়ে সই করিয়ে নিলে হয়।

কেন?

কারণ পাঁচ মিনিট পরেই তুমি বলবে যে অতি সাধারণ ব্যাপার একটা।

ওয়াটসন বললেন—কখ্খোনো না, কখোনোই আমি তা বলব না।

টেস্টটিউবটা তাকে রেখে দিয়ে হোমস বলতে শুরু করলেন, যেন কোনো প্রফেসর লেকচার দিচ্ছেন—সহজ সরল কয়েকটা ঘটনা যখন পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে দেখা দেয়, একটা পুরো চিন্তাধারা গড়ে তোলা তখন আর কঠিন হয় না। আর সে ক্ষেত্রে যদি মাঝখানের যোগসূত্রগুলো বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শুরুটা আর সিদ্ধান্তটাই বলা হয় তাহলে দিব্যি চমকের সৃষ্টি করা যায়। তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানের খাঁজ লক্ষ্য করলে আর আন্দাজ করা কঠিন হয় না যে সামান্য যা টাকা তোমার কাছে সেটা তুমি এভাবে খাটাবে না ঠিক করেছ।

ওয়াটসন বললেন—আমি তো কোনো যোগসূত্রই লক্ষ করছি না। হয়তো করছ না,—হোমস নির্লিপ্ত তঙ্গীতে বললেন—কিন্তু সত্যিই যে একটা নিকট যোগসূত্র আছে তা এক্ষুনি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। অত্যন্ত সহজ সেই চিন্তাধারার হারানো অংশগুলো হচ্ছে এই—

১. কাল রাতে যখন তুমি ক্লাব থেকে ফের তোমার বাঁ হাতের বুড়োর আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে খড়ির দাগ ছিল।
২. কিউটা যাতে বাধা না পায় তাই তুমি ওখানে খড়ি ঘসেছিলে।
৩. থার্সটন ছাড়া আর কারো সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ডস্ খেল না।
৪. মাসখানেক আগে তুমি আমায় বলেছিলে যে থার্সটনের সন্ধানে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু সম্পত্তি আছে যেটা কিনতে হলে একমাসের মধ্যে কিনতে হবে এবং তোমায় সে বলেছিল যেন তার সঙ্গে তুমিও কিছু কেনো।
৫. তোমার চেক-বই আমার ড্রয়ারে চাববিন্ধ আছে, এবং চাবিটা তুমি চাও নি।
৬. অতএব তুমি ওখানে টাকা খাটাবে না ঠিক করেছ।

আরে, এ তো একেবারে সহজ—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—ঠিকই বলেছ। তারপর ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন—যে কোনো সমস্যাই সমাধানের পরে অমন সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দেখো একটা সমস্যা যার সমাধান হয় নি, দেখো, কোনো কিনারা করতে পারো কি না। এই বলে একটা কাগজ হোমস ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর পরীক্ষার কাজে মনে দিলেন।

কাগজ লেখা চিত্রলিপি গোছের বস্তুটির দিকে তাকিয়ে ওয়াটসন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বলে উঠলেন, এ কি হোমস! এতো কোনো শিশুর আঁকা ছবি!

হোমস মুচকি হেসে বললেন—তাই বুঝি তোমার মনে হচ্ছে?

ওয়াটসন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তাছাড়া আর কি।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—কী যে হতে পারে সেটা জানবার জন্যে নরফোর্কের অন্তর্গত থোর্প ম্যানরের মি. হিলটন কিউবিট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। আজ সকালের প্রথম ডাকে এটা এসেছে আর তিনি নিজে আসছেন পরের ট্রেনে—ওই দরোজায় কলিং বেলের শব্দ হল, আশ্চর্য হব না যদি উনিই হন।

সিঁড়ি বেয়ে ভারি পায়ের শব্দ উঠে আসছিল, পরমুহূর্তেই এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোক লম্বা, দাড়ি গোঁফ কামানো, তাঁর স্বচ্ছ চোক আর রক্তিম কপাল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লন্ডনের বেকার স্ট্রিটের কুয়াশা থেকে তিনি দূরেই বসবাস করেন। সেই নির্মল আবহাওয়ার খানিকটা যেন তিনি সঙ্গে করে এনেছেন মনে হল।

আমাদের দুইজনের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় সেই অদ্ভুত কাগজটার ওপর তাঁর চোখ পড়ল। যে কাগজটা ওয়াটসন চেয়ারের ওপর রেখে দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন—ওটা থেকে কী বুঝলেন মি. হোমস? শুনেছি অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য আপনি সমাধান করতে ভালোবাসেন এবং এর চেয়ে অদ্ভুত রহস্য বোধহয় আপনি আর পাবেন না। যাতে আপনি দেখে রাখবার সময় পান সেজন্যে আমি ওটা আগেই পাঠিয়েছিলাম।

হোমস বললেন—সত্যিই ব্যাপারটা রহস্যময়। দেখলে মনে হয় বুঝি কোন্ শিশুর

খেয়াল। কয়েকটা অদ্ভুত মূর্তি নাচছে, এটুকু দেখা যাচ্ছে। তা, অমন একটা অদ্ভুত ব্যাপারের ওপর আপনি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

আমি হলে দিতাম না মি. হোমস, কিন্তু আমার স্ত্রী দিচ্ছেন। আতঙ্কে তিনি আধমরা হয়ে পড়েছেন, মুখে কিছু না বললেও তা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। আর সেই জন্যেই আমি এ রহস্যের কিনারা করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

কাগজখানা হোমস এমনভাবে তুলে ধরলেন যাতে রোদ এসে সোজা সেটার ওপর পড়ে। কাগজটা কোনো নোটবুকের থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, লেখাটা পেন্সিল দিয়ে লেখা—সেটা হল এই—

কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর মি. হোমস কাগজটা ভাঁজ করে রেখেছিলেন ভিতরের পকেটে। তারপর বললেন—মামলাটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অসাধারণ বলেই তো মনে হচ্ছে। মি. কিউবিট, কিছু কিছু খবর আমি আপনার চিঠি থেকে পেয়েছি। তাহলেও দয়া করে আবার সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে বলে যান, আমার বন্ধু ড. ওয়াটসনের জন্যে।

গুছিয়ে বলার ব্যাপারে আমি বিশেষ পটু নই, নার্ভাসভাবে বলিষ্ঠ দুইহাতের মুঠো খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে অতিথিটি বললেন—তাই বলছি, যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন। গত বছরে আমার বিবাহ হয়, সেই সময় থেকেই শুরু করছি। প্রথমেই বলি, আমি ধনী নই বটে কিন্তু তাহলেও রাইডিং থোর্পে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বসবাস করছে। এবং পুরো নরফোর্ক কাউন্টিতে আমাদের থেকে সুপরিচিত বংশ আর একটিও নেই। গত বছর জয়ন্তী উৎসবে আমি লন্ডনে এসে উঠি রাসেল স্কোয়ারের এক বোর্ডিং হাউসে, কারণ আমাদের পল্লী পুরোহিত পার্কার তখন সেখানে থাকতেন। এলসি প্যাট্রিক নামে এক মার্কিন তরুণীও থাকতেন সেখানে। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এবং সেই আলাপ এক মাসের মধ্যে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। তারপর এক রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আমাদের বিয়ে হয়। এবং সস্ত্রীক আমি নরফোর্কে ফিরে আসি। হয়তো মনে করবেন আমার মতো এক বনেদি বংশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কুলশীল এব ভদ্র মহিলাকে অতীত ইতিহাস কিছু না জেনে বিবাহ করা নিছক পাগলামি। কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলে বুঝতে পারতেন নিশ্চয়ই।

এ ব্যাপারে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এই বিবাহ ভেঙে দেবার সুযোগ শেষপর্যন্তও তিনি আমায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জীবনে প্রচুর অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, সে সবই ভুলে যেতে চাই আমি। সেই অতীত জীবনের কথা আমি কখনোই তুলব না, কারণ সে প্রসঙ্গ হবে আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে বলতে পারি, হিলটন, আমায় বিয়ে করার অর্থ হল এমন একজনকে বিয়ে করা যে এহেন কোন কাজ করে নি যে জন্যে তার লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে। এ বিষয়ে তোমার আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং অতীত জীবনের কোনো উল্লেখ করতে তুমি আমায় বাধ্য করবে না। এই শর্ত পছন্দ না তলে তুমি একাই ফিরে যাও নরর্ফোকে; আমার জীবন যেমন নিঃসঙ্গ তেমনই নিঃসঙ্গই থাকুক। ঠিক এই কথাগুলিই তিনি আমায় বলেছিলেন বিবাহের আগের দিনে। সেই শর্তে রাজি হয়ে আমি বিয়ে করেছিলাম। এবং সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সেই শর্ত পালন করে আসছি।

আমাদের এক বছরের বিবাহিত জীবনে আমরা সুখীই বলতে পারেন। কিন্তু প্রায় মাসখানের আগে অর্থাৎ গত জুনমাসের শেষ দিকে প্রথম আমি ঝামেলার পরিচয় পেলাম। একদিন আমার স্ত্রীর নামে আমেরিকা থেকে একটা চিঠি আসে—সে চিঠিতে আমেরিকার ছাপ ছিল। চিঠিটা পড়ে মুহূর্তে আমার স্ত্রীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। চিঠিটা অগ্নিস্থানে ফেলে দিলেন তিনি। এ নিয়ে পরে তিনি একটিও কথা তুললেন না আমিও চেপে গেলাম। কারণ কথা যা দিয়েছি তা তো রাখা উচিত। তবে বেশ বুঝতে পারলাম সেই থেকেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। সেই থেকেই একটা ভয়ের ছাপ তাঁর মুখে লেগে রইল—যেন কী একটা ব্যাপারে তিনি অপেক্ষা করছেন। আমায় সব খুলে বললে ভালো করতেন, বুঝতে পারতেন আমি তাঁর সবসেরা বন্ধু। কিন্তু নিজে থেকে যদি তিনি না বলেন তো আমি তো সে কথা তুলতে পারব

না। খেয়াল রাখবেন মি. হোমস, অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তিনি। যদি অতীত জীবনে কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়েও থাকেন, তিনি যে সে ব্যাপারে নির্দোষ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি নরফোকের একজন সাধারণ ছোটোখাটো জমিদার গোছের মানুষ বটে, কিন্তু তাহলেও আমার বংশমর্যাদা আমার কাছে অনেক খানি। ইংল্যান্ডের কারো চেয়ে কম নয়। একথা তিনিও জানতেন, জানতেন বিয়ের আগে থেকেই। সুতরাং তাঁর তরফ থেকে যে সে বংশে কোনো কলঙ্ক আসবে না এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

এবার আমি আমার কাহিনীর আশ্চর্য ঘটনাটায় আসছি। সপ্তাহখানেক আগে, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আমি লক্ষ্য করলাম একটা জানলার ঘড়খড়িতে কয়েকটা ওই রকম অদ্ভুত নাচের ভঙ্গী যেমনটি ওই কাগজটায় দেখছেন, খড়ি দিয়ে আঁকা। ভেবেছিলাম, বুঝি ওই আস্তাবলের চাকরটার কাণ্ড, কিন্তু সে দিব্যি গেলে বারবার বলল, এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বোঝা গেল যেমন করেই হোক রাত্রেই কেউ ওগুলো এঁকে থাকবে। তখনকার মতো ধুইয়ে ফেললাম ওগুলো। পরবর্তীকালে এ নিয়ে স্ত্রীকে প্রশ্ন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম দেখে যে তিনি এ ব্যাপারটার প্রচুর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং আমায় অনুরোধ করলেন যেন ভবিষ্যতে অমন আরো কিছু চোখে পড়লে অবশ্যই ওঁকে জানাই। সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কিছুই হল না। তারপর কাল আমি এই কাগজটা পাই বাগানের সূর্য ঘড়িটার ওপরে। এলসিকে এটা দেখাতেই ও একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই থেকে তাঁকে যেন স্বপ্নে পাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে—প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন, চোখে ভয়চকিত চাউ নি। তখনই লেখাটার সঙ্গে চিঠিটা আপনার কাছে পাঠাই। পুলিশকে বলি নি পাছে তারা উপহাস করে। কিন্তু আপনি বলুন মি. হোমস আমার কি করা উচিত। আমি ধনী নই বটে, কিন্তু তাহলেও তাঁর জন্যে আমি আমার সর্বস্ব খরচ করতে পারি।

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে হোমস তাঁর কাহিনী শুনলেন। বনেদী ইংরেজ ঘরের চমৎকার সন্তান এই ভদ্রলোক, সাদাসিধে, ভদ্র। বড় বড় নীল চোখ, মুখাবয়র সুন্দর, প্রশান্ত। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর নির্ভরতা যেন তাঁর সর্বশরীর দিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করে চললেন হোমস। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—দেখুন মি. কিউবিট, এ নিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করুন তাঁকে বলুন, যে এ গোপন তথ্যের আপনিও ভাগীদার হতে চান।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে মি. কিউবিট বললেন—না, মি. হোমস কথা যখন দিয়েছি তখন আমার কথার নড়চড় হবে না। এলসি ইচ্ছে করলে আমায় বলতে পারতেন, আমার পক্ষে তাঁর গোপনতার মধ্যে জোর করে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। তবে, এহেন ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে আমার কাজ করার অধিকার আছে। এবং তাই-ই আমি করব।

হোমস বললেন—যথাসাধ্য সাহায্য আমি আপনাকে করব। আচ্ছা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, কোনো অপরিচিত লোক কি আপনাদের ওখানে সম্প্রতি এসেছে বলে শুনেছেন?

মি. কিউবিট বললেন—কই না, তো। যতোটুকু বুঝেছি জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। তাহলে তো কোনো নতুন মুখ দেখা গেলে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হত—হোমস বললেন।

মি. কিউবিট বললেন—হ্যাঁ তবে, সে তো যেখানে দেখা যাবে কেবলমাত্র সেই এলাকাতেই। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা বাড়ি ওখানে ছড়ানো আছে পরস্পরের থেকে বেশি দূরেও নয় সেগুলো। তাছাড়া ওখানকার চাষীরা ঘর ভাড়াও দিয়ে থাকে।

হোমস বললেন—এই লেখাগুলোর একটা অর্থ যে আছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর যদি সত্যিই অর্থবহ হয় তাহলে নিশ্চয়ই পাঠোদ্ধার করতে পারব। কিন্তু এই নমুনাটা এতই ছোট, আর যেসব ঘটনার আপনি উল্লেখ করলেন সেগুলো এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সূত্র হিসেবে ওগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না। তা আমার পরামর্শ হল, আপনি নরফোকে ফিরে যান, ভালো করে লক্ষ্য রাখুন, আর নতুন করে কোনো নাচুনে মানুষের যদি ছবি পান তার নকল করে রাখবেন। বড়ই আফশোসের কথা যে জানলায় যেসব ছবি ছিল সেগুলোর কোনো নকল

রাখা হয় নি। খোঁজ রাখুন কোনো অচেনা লোকের সেখানে আনাগোনা হচ্ছে কিনা। নতুন কোনো প্রমাণ পেলে আমায় জানাবেন। এর চেয়ে বেশি কোনো উপদেশ আপাততঃ আমি আপনাকে দিতে পারছি না। সেরকম জরুরি কিছু ঘটলে আমি নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

এরপর থেকে শার্লক হোমস গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। কয়েক দিন ধরেই তিনি বারবার ভাঁজ করা কাগজটা বার করে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলি লক্ষ্য করেছেন। আর এ প্রসঙ্গ তিনি তখন তুললেন না, তুললেন এই ঘটনার পনেরো দিন পরে। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, ডাকলেন তিনি। বললেন, উঁহু, এখন তোমার না বেরোনোই ভালো ওয়াটসন।

ওয়াটসন বললেন—কেন?

হোমস বললেন—মি. হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে আজ সকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি—মনে আছে তো সেই নাচুনে মানুষের ছবির কথা? বেলা একটা কুড়ি মিনিটের সময় তাঁর লিভারপুল স্ট্রিটে পৌঁছানোর কথা। যে কোনো মুহূর্তে তিনি পৌঁছে যেতে পারেন। তার থেকে জানলাম, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মি. কিউবিট এলেন, স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। মনে হল ভদ্রলোক অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও চিন্তিত, কপালে তাঁর বলিরেখা ফুটে উঠেছিল। ক্লান্ত শরীরটা একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললেন—আমার স্নায়ুর ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে মি. হোমস। মতলববাজ কিছু অজানা ও অচেনা লোক অদৃশ্য থেকে ঘিরে রয়েছে—এই চিন্তাই যথেষ্ট অস্বস্তিকর, তার ওপর আমার মনে হচ্ছে যে, আমার স্ত্রী এলসি ক্রমশ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন—এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। একটু একটু করে তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন—আমার চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছেন!

হোমস প্রশ্ন করলেন—তিনি কিছু প্রকাশ করেন নি?

না মি. হোমস—কিউবিট বললেন, অথচ দুই একবার মনে হয়েছে এই বুঝি তিনি বলে ফেলছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সাহসে কুলয় নি বোধহয়। চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু স্বীকার করতে কী, ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারি নি, ফলে ভয়ে পেছিয়ে গেছেন। আমাদের প্রাচীন বংশের, গ্রামে আমাদের নিষ্কলঙ্ক সুনামের উল্লেখ করেছেন, মনে হয়েছে এবার হয়তো সে প্রসঙ্গটা তুলবেন, কিন্তু যে কারণেই হোক অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছেন।

হোমস বললেন—নিজে থেকে আপনি নিশ্চয় কিছু খবর পেয়েছেন?

তা পেয়েছি। এবং বেশ কিছু খবরই পেয়েছি। অনেকগুলো নাচুনে মানুষের ছবি পেয়েছি, নিয়ে এসেছি আপনি দেখবেন বলে। আর তার চেয়েও বড় কথা, দেখেছি লোকটাকেও।

হোমস বললেন—অ্যাঁ, বলেন কী, যে এঁকেছে?

হ্যাঁ, এবং আঁকছে এমন অবস্থায় দেখেছি। সব বলছি শুনুন—যেমনটি দেখেছি—যেমন যেমন ঘটেছে। এখান থেকে ফিরে পরদিন সকালেই সর্বপ্রথম আমার চোখে পড়ে বেশ কয়েকটা নাচুনে মানুষের ছবি। যন্ত্রপাতি ঘরের কাল দরোজায় খড়ি দিয়ে আঁকা। সামনের জানলাগুলো থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। একটার নিখুঁতে নকল নিয়েছিলাম, এই দেখুন। একটা কাগজ তিনি ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন—

হোমস বলে উঠলেন—বাঃ চমৎকার! তারপর? বলে যান, বলে যান।

নকল করা হয়ে গেলে মুছে ফেললাম ছবিগুলো। কিন্তু দুইদিন পরেই আবার একদিন সকালে একটা নতুন ছবি। এই যে সেটার নকল।

হাতে হাত ঘসে হোমস নিঃশব্দে হেসে উঠলেন, বাঃ বেশ তাড়াতাড়িই আমাদের সূত্র সংগৃহীত হচ্ছে।

এর তিনদিন পরে আবার একটা এল, এটা কাগজে লেখা। এটা ছিল সূর্য ঘড়ির নিচে রাখা—এই যে। এটার আঁকা ছবিগুলো লক্ষ্য করবেন, অবিকল আগেরটার মতো। তখন আমি ঠিক করলাম লোকটার জন্যে তৈরি হয়ে থাকব। রিভলবার বার করে পড়বার ঘরে বসে

রইলাম, বাগানটা আর মাঠটা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাত তখন প্রায় দুটো, আমি জানালার কাছে বসে আছি। চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের শব্দ পেলাম। দেখি, আমার স্ত্রী, পরনে ড্রেসিং গাউন। আমায় অনুরোধ করলেন গিয়ে শুয়ে পড়তে। পরিষ্কার করে তাঁকে বললাম, আমি দেখতে চাই তাকে, যে আমাদের সঙ্গে এমন বাজে হেঁয়ালিপনা করছে। উনি বললেন, এ এক অর্থহীন রসিকতা এবং আমার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, দেখো হিলটন, সত্যিই যদি এতে তোমার বিরক্তি হয়ে থাকে তো চল কোথাও বেড়াতে চলে যাই, তাহলেই আর কোনো ঝামেলা থাকবে না।

কী বললে? এক বদ রসিকের রসিকতায় কিনা নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাব? জেলা শুদ্ধ সবাই হাসবে তাহলে?

উনি বললেন—আচ্ছা, এখন তো শোবে এসো, সকালে উঠে তখন এ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই চাঁদের আলোয় দেখলাম তাঁর মুখ চোখ আরো ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। তাঁর হাত আমার কাঁধে আরো চেপে বসল। যন্ত্রপাতি ঘরের ছায়ায় দেখলাম কী একটা প্রাণী নড়াচড়া করছে। একটা কালচে মূর্তি গুঁড়ি মেরে ঘুরে এসে দরোজাটার সামনে বসল। পিস্তল নিয়ে আমি তাকে তাড়া করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এলসি আমাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে রইলেন। তাঁকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম, শেষপর্যন্ত আমি মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু যতোক্ষণে গিয়ে দরোজা খুলে ওখানে পৌঁছোলাম তার আগেই ও পালিয়ে গেল। তবে, একটা চিহ্ন সে রেখে গেছে, ওই যে ছবিটা আপনাকে দিয়েছি ওটা যন্ত্রপাতি-ঘরের দরোজায় আঁকা ছিল। আগের দুইবার আপনাকের দেওয়া ছবিগুলোর মতোই। আর তার কোনো চিহ্ন পাই নি, সমস্ত মাঠটা খুঁজেও। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, লোকটা সারারাতই এখানে ছিল। কারণ সকাল বেলা যখন আবার দরোজাটা পরীক্ষা করি, দেখি যে, যে পর্যন্ত আমি রাতে দেখেছিলাম তার সঙ্গে আরো কিছু ছবি যুক্ত হয়েছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—সেইটুকুর কোনো নকল রেখেছেন? হ্যাঁ। খুব সামান্যই, তবু এই দেখুন তার নকল। এই বলে তিনি আর একটা কাগজ দেখালেন। এবারের ছবিটা এইরকম—

হোম্‌সের চোখে উত্তেজনার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি বললেন, আচ্ছা বলুন তো, এই লেখাটা কি আগের লেখাটারই অংশ না, কি আগেরটার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই?

এটা ছিল দরোজাটার অপর পাল্লায়।

চমৎকার। আমাদের পক্ষে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আশা হচ্ছে, রীতিমতো আশা হচ্ছে। বলে যান মি. কিউবিট ভারি কৌতূহলজনক আমার এই মামলা।

আর আমার কিছু বলবার নেই মি. হোমস। আমি আমার স্ত্রীর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম আমায় ওভাবে আটকে রাখার জন্যে। না হলে নিশ্চয়ই শয়তানটাকে ধরে ফেলতাম। এলসি বললেন—আমায় আটকে দিয়েছিলেন, পাছে আমার কোনো আঘাত লাগে এই ভয়ে। কিন্তু পলকের জন্যে আমার মনে হয়েছিল হয়তো তাঁর ভাবনা হয়েছিল—আমি নয়, ওই লোকটা আহত হয়, কারণ লোকটাকে যে, আমার স্ত্রী চিনতেন এবং জানতেন ও কী বলতে চাইছে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু মি. হোমস, আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজে আর চোখের চাউনিতে এমন কিছু ছিল যা থেকে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আমার ইচ্ছে, গোটা ছয়েক ছোকরাকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রেখে দেওয়ার আর লোকটা এলে তাকে খুব উত্তম মধ্যম দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনোও আমাদের পেছনে না লাগে।

হোমস বললেন—উঁহু, অতো সহজে মেটবার ব্যাপার এ নয়। আচ্ছা, কয়দিন এখন আপনি লন্ডনে থাকতে পারেন?

আজই আমায় ফিরে যেতে হবে। আমার স্ত্রীকে একা ওখানে রাখা কোনোমতেই আমার ইচ্ছে নয়। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, অনুরোধ করেছেন অবশ্যই যেন আমি ফিরে আসি।

তা, অবশ্য ঠিক। তবে, যদি থাকতে পারতেন, তাহলে দুই একদিনের মধ্যেই আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। কাগজগুলো রেখে যান, আশা করছি অবিলম্বেই আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারব।

আগন্তুক যতোক্ষণ ছিলেন ততোক্ষণ হোমস তাঁর নির্লিপ্তভাব বজায় রেখেছিলেন। তবে, তিনি যে, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে চিনি বলে এটা আন্দাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হল না। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোমস তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেলেন। তারপর নাচুনে মানুষের সমস্তগুলো ছবি টেবিলে বিছিয়ে খুব একটা জটিল হিসাব নিয়ে বসলেন।

দুইঘণ্টা ধরে হোমস বিভোর হয়ে অনেক অঙ্ক কষলেন আর চিঠি লিখলেন, ওয়াটসনের উপস্থিতির কথা যেন, একেবারেই ভুলে গেলেন। যখন কাজ এগিয়েছে, খুশিতে শিস্ দিয়ে আর গান গেয়ে উঠেছেন, আর যখন কোনো কিনারা করতে পারছেন না, কালে বলিরেখা তুলে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ ধরে। শেষপর্যন্ত তিনি তৃপ্তিসূচক আওয়াজ তুলে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে, তারপর হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

তারপর একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম লিখলেন। বললেন—জানো ওয়াটসন, এই টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমি যেমন আন্দাজ করছি সেরকম হয় তো তোমার সংগ্রহে এক অতি চমৎকার মামলা যুক্ত হবে। আশা করছি হয়তো নরফোর্কে যেতে পারব এবং তাঁর এই রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারব।

কৌতূহলে ওয়াটসনের বুক ভরে উঠল। কিন্তু ওয়াটসন ভালো করেই জানেন হোমস তাঁর রহস্যের উদঘাটন করবেন যখন ভালো বুঝবেন, এবং তাঁর নিজের মতো করেই তা করবেন তাই অপেক্ষা করে রইলাম, কখন তিনি বুঝবেন কথাটা আমার বলবার সময় হয়েছে।

কিন্তু দেরি হল টেলিগ্রামের উত্তর আসতে। দুটো দিন কাটল অত্যন্ত অধৈর্যের মধ্যে। যখন ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে হোমস উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যেয় একটা চিঠি এল মি. হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে। নতুন কোনো ঘটনা ইতিমধ্যে সেখানে ঘটে নি, কেবল সেদিন সকালবেলা সূর্য-ঘড়ির নিচে একটা নাচুনে মানুষের ছবি ছাড়া, সেই ছবিটারও একটা নকল তিনি সেইসঙ্গে পাঠিয়েছেন—

অদ্ভুত কারুকার্যটার দিকে কয়েক মিনিট ঝুঁকে থাকার পর হঠাৎ হোমস লাফিয়ে উঠলেন বিস্ময় ও হতাশাসূচক একটা আওয়াজ করে, তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। বলে উঠলেন, ব্যাপারটা বড় বেশি গড়াতে দেওয়া হয়েছে হে! আজ রাতে নর্থ ওয়ালস্হ্যামে যাওয়ার কোনো গাড়ি আছে? টাইম টেবিল দেখে ওয়াটসন বললেন—না, শেষ গাড়িটা এইমাত্র চলে গেছে।

হোমস বললেন—তাহলে কাল খুব তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে ভোরের প্রথম গাড়িটা ধরব। ওখানে যাওয়া এখন অত্যন্ত জরুরি।—আরে, এই যে, এই সেই খবর যার জন্যে এতো ছটফট করছি! এক মিনিট, মিসেস হাডসন, হয়তো উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতে হবে।...না, যেমনটি ভেবেছিলাম তাই। এই খবরটার ফলে পরিস্থিতিরটা মি. হিলটন কিউবিটকে জানিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, এক ভয়ঙ্কর জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

দেখা গেল তাঁর অনুমানই ঠিক। ছেলেমানুষি আর আজগুবি বলে যে কাহিনীটাকে মনে করেছিলাম তার ভয়ঙ্কর পরিণতি আমার গোচর হল। তখনকার সেই মানসিক অবস্থা এখনো যেন আমি উপলব্ধি করছি। খুশি হতাম যদি অন্যরকম উপসংহার পাঠককে উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু ওয়াটসনকে তো তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে। একটার পর একটা ঘটনা সাজিয়ে সেই উপসংহারের আশ্চর্য ঘটনাগুলো আমায় পরিবেশন করতে হবে, রাইডিং থোর্পে খামার বাড়ির নাম যে জন্যে ইংল্যান্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

নর্থ ওয়ালসহ্যাম স্টেশনে নেমে গন্তব্যস্থলের নাম করতে না করতে স্টেশন মাস্টার দৌড়ে এলেন হোমসদের কাছে, বললেন—আপনারাই কি লন্ডনের ডিটেকটিভ?

বিরক্তির একটা ছায়া হোম্সের মুখের ওপর খেলে গেল। হোমস বললেন—একথা মনে হচ্ছে কেন?

স্টেশন মাস্টার বললেন—ইন্সপেক্টর মার্টিন যে এইমাত্র নরউইচ থেকে এসে গেছেন। তাহলে হয়তো আপনারা ডাক্তার। মহিলাটি এখনো মারা যান নি—মানে শেষ যখন খবর পেয়েছি তখনো পর্যন্ত না। হয়তো তাড়াতাড়ি করলে এখনো বাঁচাতে পারেন তাঁকে—যদিও তার ফলে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

দুশ্চিন্তায় হোম্‌সের ভ্রু ঘন হয়ে উঠল। বললেন, আমরা রাইডিং থোর্প আর তাঁর স্ত্রী, দুইজনকেই গুলি করা হয়েছে। ভদ্রমহিলাটি প্রথমে স্বামীকে আর পরে নিজেকে গুলি করেন—চাকররা তাই বলেছে। ভদ্রলোক মারা গেছে, আর ভদ্রমহিলাটি বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। হায়, হায়, নরফোর্কের সবচেয়ে বনেদি বংশের সন্তান, সবাই তাকে সম্মান করতো। আর একটিও কথা না বলে হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করলেন। সাত মাইলের এই সুদীর্ঘ পথে একবারও মুখ খুললেন না তিনি। এমন হতাশ হতে তাঁকে খুবই কম দেখেছেন। ওয়াটসন, সমস্তক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছেন। সকালের খবরের কাগজগুলোও খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় আশঙ্কা আচমকা এভাবে ঘটে যাওয়ায় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন আর মনমরা হয়ে বসে চিন্তা করে চলেছেন। অথচ দুই দিকের দৃশ্যে কৌতূহলের সামগ্রীর অভাব ছিল না, কারণ যে অঞ্চল দিয়ে ওয়াটসনরা চলেছেন, ইংল্যান্ডের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল সেটা। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা কুটির যেমন একালের সাক্ষ্য বনে করে, আবার উঁচু উঁচু চৌকো গির্জার চূড়াগুলো সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের ঈস্ট অ্যাংলিয়ার গৌরবজ্জ্বল যুগের। শেষপর্যন্ত জার্মান সমুদ্রের গোলাপি উপরিভাগটা দেখা দিল। নরফোর্ক উপকূলের সবুজের ওপর দিয়ে, গাছ-পালার উপর দিয়ে দুটো ইঁট আর কাঠের তিনকোণা চূড়া দেখিয়ে গাড়োয়ান বলল,ওই হল রাইডিং থোর্পের খামারবাড়ি।

চাঁদনিওলা সামনের দরোজাটার দিকে এগোতে এগোতে ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন সামনে টেনিস মাঠের পাশের কাল যন্ত্রপাতি—ঘরটা আর পান্নার ওপর দাঁড়ানো সূর্য ঘড়িটা, যার সঙ্গে ওয়াটসনদের অদ্ভুতভাবে পরিচয় হয়েছে। ছোটোখাটো একজন চটপটে মানুষ, গোঁফে মোম লাগানো, সেইমাত্র একটা উঁচু দুই সওয়ারির ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন। নরফোর্ক পুলিশের ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে পরিচয় দিলেন তিনি। হোম্‌সের নাম শুনে তিনি তো অবাক। বললেন—সে কি মি. হোমস, রাত তিনটেয় তো হত্যাকাণ্ড হয়েছে, অথচ আপনি লন্ডন থেকে সে খবর পেয়ে এসে পৌঁছলেন আমারই সঙ্গে একসঙ্গে?

এইরকমই একটা আন্দাজ করে বেরিয়েছিলাম, যদি বাধা দিতে পারি এই আশায়—হোমস বললেন।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, কারণ শোনা যাচ্ছে, এই দম্পতির মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা ছিল।

হোমস বললেন—আমার সাক্ষ্য শুধু এই নাচুনে মানুষদের ছবি। ব্যাপারটা পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। ইতিমধ্যে, হত্যাকাণ্ডটা যখন বন্ধ করা যায় নি, তখন যা জানি তার সাহায্যে অন্তত সুবিচারের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে আমি উদগ্রীব। আপনি কি আমার সঙ্গে একসঙ্গে তদন্ত করবেন, না কি আমি আমার মতো করে আলাদা তদন্ত করব?

ইন্সপেক্টর আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করছি, এ জন্যে আমি গর্ব বোধ করব মি. হোমস।

হোমস বললেন—সে ক্ষেত্রে তাহলে আমি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি শুনব, জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখব।

ইন্সপেক্টর মার্টিনের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল না। হোমসকে তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করতে বাধা দিলেন না তিনি। এবং হোম্‌সের তদন্তের ফলাফল সব সময়েই লক্ষ্য করতে লাগলেন। স্থানীয় ডাক্তার, এক পলিতকেশ বৃদ্ধ তিনি, সেই সময় মিসেস কিউবিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, তাঁর ক্ষত ভয়ঙ্কর হলেও মারাত্মক নাও হতে পারে। মগজের ধার ঘেঁষে গুলিটা চলে গেছে সুতরাং জ্ঞান ফিরতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাঁকে গুলি করা হয়েছে, না তিনি নিজেকে নিজে গুলি করেছেন, একথার উত্তর তিনি সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

তবে, গুলিটা করা হয়েছে খুব কাছের থেকে। ঘরে একটা মাত্র পিস্তল পাওয়া গেছে, তার দুটো নল খালি। আর গুলি মি. হিলটনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেছে। এমনটিও সম্ভব যে মি. হিলটন প্রথমে স্ত্রীকে গুলি করে তারপর নিজেকে গুলি করেছেন। কিংবা হয়তো মহিলাটিই অপরাধী, কারণ রিভলভারটা পড়েছিল ওঁদের দুইজনের মাঝামাঝি জায়গায়।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন,—ভদ্রলোককে কি সরানো হয়েছে?

না, কোনো কিছুই আমরা ছুঁইয়ে কেবল ভদ্রমহিলাটিকে ছাড়া, ওভাবে আহত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না।

আপনি কতোক্ষণ এখানে আছেন, ডাক্তার সাহেব?

রাত চারটে থেকে।

আর কেউ ছিল তখন?

হ্যাঁ, এখানকার একজন কন্সটেবল ছিল।

আপনিও কোনো কিছুতে হাত দেন নি তো?

না।

খুব বিবেচনার কাজ করেছেন। আচ্ছা, কে আপনাকে খবর দিয়েছিল?

গৃহকর্ত্রী সন্ডার্স।

সেই-ই কি সর্বপ্রথম খবরটা জানায়?

হ্যাঁ, সে আর রাঁধুনি মিসেস কুক।

কোথায় তারা?

রান্নাঘরে বোধহয়।

হোমস মনে মনে বললেন—তাহলে তাদের বক্তব্যটাই প্রথমে শোনা যাক্।

ওক কাঠের প্যানেল দেওয়া আর উঁচু জানলা-বিশিষ্ট প্রাচীন হলঘরটা একটা তদন্তের কাছারিতে পরিণত হল। একটা মস্ত, পুরোনো ধরনের চেয়ারে হোমস বসলেন, তাঁর নীরস মুখে এক নিষ্ঠুর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ—এ মামলায় তিনি তার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজি—যে মক্কেলকে রক্ষা করতে তিনি পারলেন না, তার আততায়ীর ওপর প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

স্ত্রীলোক দুটি তাদের বক্তব্য সংক্ষেপে সারল। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ তাদের কানে আসে। তারা শুয়েছিল পাশাপাশি দুটো ঘরে, সঙ্গে সঙ্গে মিসেস কিং সবেগে চলে যায় সন্ডার্সের কাছে, একসঙ্গে দুইজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। পড়বার ঘরের দরোজাটা খোলা ছিল। একটা মোমবাতি জ্বলছিল টেবিলের ওপর। ঘরের মাঝখানে। তাদের মনিবের দেহ উবুড় হয়ে পড়ে আছে, মারা গেছেন তিনি। জানালার কাছে তাঁর স্ত্রী গুঁড়ি মেরে রয়েছেন, মাথাটা দেওয়ালে রাখা। ভয়ঙ্কর আঘাত লেগেছে তাঁর। মুখের একটা দিক রক্তে রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। সমস্ত বারান্দাটা আর ঘরটা ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে ভর্তি। জানালাটা নিশ্চয় ভিতর থেকে বন্ধ ছিল এ বিষয়ে ওদের দুইজনেরই এক মত। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেয় তারা, পুলিশকেও। তারপর ভৃত্যদের সাহায্যে মনিবের আহত স্ত্রীকে তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। তিনি আর তাঁর স্বামী দুইজনেই শুয়েছিলেন সেই বিছানায়। মহিলাটির পরনে পোষাক, আর মি. কিউবিটের পরনে রাত্রিবাসের ওপরে ড্রেসিং গাউন। পড়বার ঘরের কোনো কিছুই নাড়াচাড়া করা হয় নি। কখনো তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতে শোনে নি। পরস্পরের প্রতি প্রচুর টান ছিল ওঁদের।

ভৃত্যদের সাক্ষ্যির প্রধান প্রধান ঘটনা হল এই। ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টই বোঝা গেল যে প্রত্যেকটা দরোজাই ভিতর থেকে এঁকে বন্ধ করা ছিল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছিল যে কোনো লোকের পক্ষেই অসম্ভব। হোমসের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল—তাদের মনে পড়ছে, বারুদের গন্ধ তারা পাচ্ছিল যখন উপরতলা থেকে নেমে আসছিল, তখন থেকেই।

এই ঘটনাটার উপর আমি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ইন্সপেক্টর মার্টিন—হোমস

বললেন,—এবার ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে।

পড়বার ঘরটা ছোটোখাটো, তিনদিকে বইয়ের সারি। জানালা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়, একটা ড্রেসিং টেবিল সেই জানালার দিকে মুখ করে রাখা। হতভাগ্য মৃতটির দিকে এই প্রথম ওয়াটসনদের দৃষ্টি পড়ল—তাঁর বিশাল শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে। অবিন্যস্ত পোষাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তাঁকে তড়িঘড়ি বিছানা থেকে উঠতে হয়েছিল। গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে, হৃৎপিণ্ড ভেদ করার পর সেটা শরীরের ভিতরেই রয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এবং কোনোরকম যন্ত্রণাই হয় নি। তাঁর ড্রেসিং গাউনে বা হাতে বারুদের কোনো চিহ্ন নেই। স্থানীয় ডাক্তারের মত হল ভদ্রলোকের মুখে হাতে বারুদের চিহ্ন ছিল না।

হোমস মন্তব্য করলেন—হাতে চিহ্ন না থাকার তাৎপর্য কিছুই নেই। তবে, যদি থাকত, তাহলে তা প্রচুর পরিমাণে থাকত। গুলি ভালো করে না ভরার ফলে কখনো পেছন দিকে একটু ছিটকে ওঠে, কিন্তু তা না হলে অনেক গুলো গুলি ছুঁড়লেও তার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। আমার মনে হয় মি. কিউবিটের দেহ এখন সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, ডাক্তারসাহেব, ভদ্রমহিলার শরীর থেকে কি গুলিটা বার করেছেন?

না, তা করতে হলে আগে একটা বড়গোছের অপারেশন করা দরকার। রিভলবারটায় এখনো চারটে গুলি রয়েছে। দুটি গুলি খরচ হয়েছে এবং দুইজন আহত হয়েছে সুতরাং গুলির হিসেব মিলল।

হয়তো তাই। কিন্তু ওই যে একটা গুলি জানলার ধারটায় গিয়ে লেগেছে সেটার হিসেব কি পেয়েছেন? হঠাৎ সেদিকে ফিরলেন তিনি। লম্বা সরু আঙুল দিয়ে একটা গর্ত নির্দেশ করলেন। গর্তটা জানালার নিচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে।

কী আশ্চর্য! ওটা আপনি দেখতে পেলেন কী করে?

ওটার খোঁজ করছিলাম সেই জন্যে।

বাঃ চমৎকার! ডাক্তারটি বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ঠিকই আপনি বলেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওই দুটো ছাড়াও আর একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। অতএব তৃতীয় এক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিল। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? এবং কী করেই বা সে বেরিয়ে যেতে পারল?

হোমস বললেন—সেই রহস্যের এবার আমরা সমাধান করতে চলেছি। মনে আছে ইন্সপেক্টর, ভৃত্যরা যখন বলল ঘর থেকে বেরিয়েই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছে, আমি বলেছিলাম ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণটা বুঝতে পারি নি।

এ থেকে বুঝতে হবে যে গুলি যখন করা হয়েছিল এ ঘরের দরোজা জানলাগুলো সবই খোলা ছিল। তা না হলে এতো, অল্প সময়ের মধ্যে বারুদের গন্ধ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ত না, তা সম্ভব হতে পারত কেবলমাত্র যদি একটা দমকা বাতাস বইত তাহলেই। তবে, জানালা বা দরোজা দুটোই খোলা ছিল অল্প সময়ের জন্যে।

কিন্তু তার প্রমাণ কি?

কারণ মোমবাতিটা ক্ষয়ে যায় নি।

ইন্সপেক্টর বললেন—বাঃ চমৎকার! চমৎকার!

হোমস বললেন—যখন নিশ্চিত হলাম যে দুর্ঘটনার সময়ে জানালাটা খোলা ছিল, মনে হল তাহলে হয়তো তৃতীয় এক ব্যক্তি গুলি করলে সে গুলি ওখানে লাগতেই পারে। তাই তাকালাম ওখানে, আর দেখলাম সত্যিই তাই।

কিন্তু কেমন করে তাহলে জানালাটা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হল?

মহিলাটির তো প্রথম ঝোঁকই হওয়ার কথা জানালাটা এঁটে বন্ধ করার। আরে, আরে, এটা কী?

পড়বার টেবিলের ওপরে একটা লেডিজ ব্যাগ! কুমিরের চামড়া আর রূপো দিয়ে সুন্দর করে তৈরি। খুলে উপুড় করে ফেললেন হোমস, সেটা। বেরিয়ে পড়ল ব্যাংক অব্ ইংল্যান্ডের কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট একটা রবারে ব্যান্ড দিয়ে জড়ানো। তাছাড়া আর কিছু ছিল না।

হোমস বললেন—এটা রেখে দিতে হবে, বিচারের সময় দরকার হবে। এই বলে হোমস ব্যাগটা আর নোটগুলো ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন। তারপর বললেন—এবার আমাদের তৃতীয় গুলিটার ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করতে হবে। জানলার কাঠটা যেরকম যখম হয়েছে তাতে বোঝা যায় গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে ঘরের ভিতর থেকে। মিসেস কিংয়ের সঙ্গে আর একটু কথা বলতে চাই আমি।...আচ্ছা মিসেস কিং, তুমি বলেছিলে একটা জোরাল শব্দে তোমার ঘুম ভাঙে। তার মানে কি তুমি বলতে চাও যে দ্বিতীয় গুলির থেকে সেটার আওয়াজ বেশি জোরাল ছিল?

আজ্ঞে, ওটার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তাই একথা ঠিক জোর করে বলতে পারছি না। তবে, আওয়াজটা যে খুব জোরে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে দুটো গুলির আওয়াজ প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেছিল?

আজ্ঞে তা আমি বলতে পারব না।

আমার কিন্তু মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক সেই রকমই ঘটেছিল। আমার মনে হয় না ইন্সপেক্টর, এ ঘরে আমাদের আর কিছু দেখবার আছে। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে একটু বাগানটা ঘুরে দেখতে, যদি নতুন কোনো সূত্র মেলে!

পড়বার ঘরের জানালা পর্যন্ত একটা সুন্দর ফুলের বাগান। সেখানে যেতেই ওয়াটসনরা সবাই একসঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ করে উঠলেন। ফুলগুলো পায়ে পিষ্ট, নরম মাটির সর্বত্র পায়ের ছাপ। পুরুষ মানুষের বেশ বড় পায়ের ছাপ সেগুলো। আঙুলের দিকটা লম্বা আর সরু। আহত পাখি ধরবার সময় শিকারী কুকুর যেভাবে খোঁজ করে তেমনি করে হোমস ঘাসপাতাগুলো সরাতে লাগলেন। তারপর একটা তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করে ঝুঁকে পড়েই একটা দস্তার গুলির খোল তুলে নিলেন। বললেন—ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম। রিভলভারটার একটা বিতারক ছিল। আর এই হল তৃতীয় গুলিটা। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমাদের তদন্তের কাজ প্রায় শেষ।

হোম্সের তদন্তের দ্রুত ও অপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন ইন্সপেক্টর। প্রথম প্রথম তিনি খানিকটা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি প্রশংসায় অভিভূত হয়ে পড়লেন যে যে কোনো ব্যাপারে হোমসকে অনুসরণ করতে রাজি। জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে সন্দেহ করছেন?

হোমস বললেন—ও প্রসঙ্গে পরে আসছি। এ মামলার অনেকগুলো বিষয়ই আমি এখনো আপনার কাছে পরিষ্কার করতে পারি নি। তবে, এতটা যখন এগিয়েছি, তখন নিজের মতোই এগোতে থাকি, শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেব।

সে আপনি যেমন ভালো বুঝবেন হোমস—লোকটাকে পাকড়ানো নিয়ে কথা।

হোমস বললেন—রহস্য সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাহলেও এখন কাজের সময়, কোনো দীর্ঘ ও জটিল বিশ্লেষণের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া কোনোমতেই সম্ভব নয় এখন। সূত্রগুলো সবই আমার হাতে এসেছে। এবং এই ভদ্রমহিলা যদি আর জ্ঞান ফিরে নাও পান তাহলেও ঘটনা পরম্পরা আবিষ্কার করা এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব। প্রথমেই আমার জানা দরকার এই এলাকায় 'এলরিজ' নামে কোনো সরাইখানা আছে কি না।

ভৃত্যদের প্রশ্ন করা হলে তারা বলল, এ হেন কোনো সরাইখানার কথা তারা শোনে নি। তবে, আস্তাবলের ছোকরাটা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করল এই খবর দিয়ে যে, ওই নামের এক চাষীর কথা তার মনে পড়ছে। ঈস্ট রাস্টনের দিকে কয়েক মাইল দূরে তার বাস।

জায়গাটা কি খুব নির্জন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই নির্জন।

হয়তো সেখানে গত রাত্রের ঘটনার খবর পৌঁছোয় নি কী বল?

আজ্ঞে বোধহয় না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন হোমস। তারপর একটা বিচিত্র হাসি তাঁর মুখে খেলে গেল। বললেন, একটা ঘোড়া সাজাও দেখি। একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা নিয়ে 'এলরিজে'র গোলা বাড়িতে যাবে।

পকেট থেকে নাচুনে মানুষদের ছবিওয়ালা কাগজগুলো বার করলেন তিনি। সেগুলো সামনে রেখে টেবিলে বসে কি-সব লিখলেন, তারপর ছেলেটির হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন—যার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে তার হাতে দিতে। আর সাবধান করে দিলেন, যেন লোকটির কোনো প্রশ্নের উত্তর সে না দেয়। চিঠিটার পেছনে দেখলাম ঠিকানাটা অসম হাতে এলোমেলো ভঙ্গিতে লেখা, হোমসের পরিচ্ছন্ন হাতের লেখার সঙ্গে কোনো মিল নেই তার। ঠিকানাটা হল—মি. এব্ স্লেনি, এলরিজের গোলাবাড়ি, ইস্ট রাস্টন, নরফোর্ক।

হোমস বললেন—আমার মনে হয়, ইন্সপেক্টর, আপনি সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম করবেন, কারণ, যদি আমার হিসেব ভুল না হয় তো হয়তো এক অতি ভয়ঙ্কর মানুষকে জেলে নিয়ে যেতে হবে। আমার চিঠি নিয়ে যে যাচ্ছে, টেলিগ্রামটাও সে নিশ্চয়ই করে যেতে পারবে। বিকেলে যদি কোনো গাড়ি থাকে ওয়াটসন, তো তুমি আর আমিও একটু ঘুরে আসব। কারণ একটা চিত্তাকর্ষক রাসায়নিক পরীক্ষার কাজ শেষ করতে হবে। আর এখানকার কাজ তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

ছোকরাটি চিঠি নিয়ে চলে গেলে হোমস ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন, কোনো লোক যদি মিসেস হিলটনের কথা জিজ্ঞাসা করে, যেন তাঁর শরীর সম্বন্ধে কোনো খবর সেই লোককে না দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসানো হয়। নির্দেশটার গুরুত্বটা তিনি তাদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ড্রয়িং রুমের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, মামলাটা আর এখন আমাদের হাতে নেই, এখন কেবল সময় কাটানো আর অপেক্ষা করা। ডাক্তার সাহেব তাঁর রোগীর কাছে গেছিলেন, ওয়াটসনদের সঙ্গে রইলেন, কেবল ইন্সপেক্টর।

চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে, নাচুনে মানুষদের বিচিত্র ছবিগুলো সামনে বিছিয়ে হোমস বললেন, একটা ঘন্টা এখন দিব্যি কাটানো যেতে পারে চিত্তাকর্ষকভাবে এবং তা থেকে আমরা লাভবান চরিতার্থ না করার জন্যে ক্ষতিপূরণ করছি ভাই। আর ইন্সপেক্টর, পুরো মামলাটাই আপনার কাছে হয়তো তদন্তের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই উল্লেখ করি বেকার স্ট্রিটে মি. হিলটনের সঙ্গে যে চিত্তাকর্ষক ঘটনা পরম্পরার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল তার কথা। এই বলে তিনি সংক্ষেপে সে ঘটনার পুনরুল্লেখ করলেন। তারপর বললেন—এই যে অদ্ভুত কাগজগুলো আমার সামনে রয়েছে এগুলো হাসিরই উদ্রেক করত যদি এ হেন এক ভয়ঙ্কর পরিণতির অগ্রদূত বলে প্রমাণিত না হত। সংকেত-লিপির অনেক রকমফেরের সঙ্গেই আমি পরিচিত এবং এ বিষয়ে আমি একটা ছোটোখাটো পুস্তিকাও লিখেছি, তাতে আমি একশো ষাট রকমের সংকেত লিপির বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আপাত দৃষ্টিতে এই মনে হয় যে, এতে যে খবরটা দেওয়া হচ্ছে তা অন্যকে না জানানো, এবং বরং এই ধারণার সৃষ্টি করা যে এ কোনো শিশুর খেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

চিহ্নগুলো কিছু অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার পর সংকেত লিপির পাঠোদ্ধারের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতেই সমাধানটা সহজ হয়ে উঠল। প্রথম লিপিটা এতই ছোট যে তা থেকে শুধু এইটুকুই নিশ্চয়তার সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে এই সংকেতটা E অক্ষরের পরিবর্তে হচ্ছে। নিশ্চয় জানেন E-ই ইংরাজি বর্ণমালার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অক্ষর। এতই এর প্রচলন যে, একটা ছোট কথাতেও এর একাধিক ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম যে ছবিটা পাই তাতে এটা আছে চারবার। সুতরাং ধরে নিতে পারি এটা E। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংকেতটা একটা পতাকা বহন করে চলেছে। তবে, পতাকাগুলো যেভাবে রয়েছে তাতে মনে হয়, বাক্যটাকে কথায় বিভক্ত করার জন্যে ওগুলোর ব্যবহার হয়েছে। এইটাকে প্রকল্প হিসেবে ধরে নিলাম, E হল।

কিন্তু তারপরেই হল মুস্কিল। E ছাড়া ইংরাজী বর্ণমালার অন্য অক্ষরগুলোর ব্যবহার ঠিক পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং এক পৃষ্ঠা ছাপা কাগজে যেসব অক্ষরের আধিক্য লক্ষিত হয় কোনো একটা ছোট বাক্যে তার উল্টোটাও সম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে T, A, O, I, N, S, H, R, D আর L—এইভাবেই পৌনপৌনিকত্বের দিক দিয়ে

অক্ষরগুলো সাজানো যেতে পারে। এবং T, A, আর O হল এদিক দিয়ে প্রায় সমান সমান। এবং কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে হলে এইসব অক্ষর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখা—সে প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার বলতে গেলে। তাই অপেক্ষা করে রইলাম আরো কিছু নমুনার জন্যে। দ্বিতীয়বার যখন মি. কিউবিটের সঙ্গে দেখা হয় তখন তিনি আরো দুটো বাক্য আর একটা ছোট্ট খবর আমায় সংকেত লিপির মারফৎ দিয়ে যান—এই খবরটায় কোনো পতাকা না থাকায় ধরে নেয়া যেতে পারে, এটা একটা একক কথা। এই হল সংকেতগুলো।

এখন, এই একক কথাটার পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে দুটো E হল দ্বিতীয়টা আর চতুর্থটা। হয়তো কথাটা হবে Sever বা Lever বা Never। এটা নিঃসন্দেহে কোনো অনুরোধের উত্তর এবং এই পরিস্থিতিতে এ মহিলার লেখা কোনো চিঠির উত্তরে। এই ধারণা অবলম্বন করে আমরা বলতে পারি, চিহ্নগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে N, V আর R. কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর সমস্যা রয়ে গেল। এমন সময় একটা কথা আমার মনে হতে ভারি সুবিধা হল আমার। ভাবলাম, চিত্রলিপিগুলি যদি এমন কারো কাছ থেকে আসে যে ব্যক্তি মহিলাটিকে আগে চিনত, তাহলে দুটো E আর তিনটে অন্য অক্ষরের অর্থ হতেই পারে E L S I E এই নামটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, এই অক্ষরটিই এইভাবে সাজিয়ে তিনটি সংকেত লিপি শেষ করা হয়েছে সুতরাং নিশ্চয়ই এটা E L S I E কে অনুরোধ। এইভাবে আমি L. S. আর I অক্ষরগুলো পেয়ে গেলাম। কিন্তু অনুরোধটা কি হতে পারে? E L S I E কথাটার আগে আছে মাত্র চারটি অক্ষর, তার শেষেরটা হল E। তাহলে কথাটা হবে নিশ্চয়ই COME। আর যে চারটে অক্ষর E-দিয়ে শেষ হয়েছে সমস্তগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম কিন্তু কোনোটাই এ ক্ষেত্রে খাপ খেল না। সুতরাং O আর M পেয়ে গেলাম। নতুন করে আমি প্রথম সংকেতটার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলাম তখন। যেগুলো জানতে পেরেছি সেগুলো বসালাম, আর প্রত্যেকটা অজানা সংকেতের জায়গায় ফুটকি বসালাম। তাহলে ওটা দাঁড়াচ্ছে এই M. ERE. E SL. NE.C এখন প্রথম অক্ষরটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এবং আবিষ্কার হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ছোটো বাক্যটাতেও তিন তিন জায়গায় রয়েছে এটা আর দ্বিতীয় কথাটায় H অক্ষরটাও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে—AM HERE A.E SLANE.

অথবা, সহজেই যেটা বোঝা যাচ্ছে সেই অক্ষরটা বসালেই এটা দাঁড়াচ্ছে এই—

AM HERE A.E SLANEY.

এ পর্যন্ত যে সব অক্ষর পেয়ে গেছি সেগুলোর ওপর নির্ভর করে এখন প্রচুর অঙ্গপ্রত্যয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সংবাদটা নিয়ে পড়লাম। সেটা এখন দাঁড়াচ্ছে এই—

ELRI ES.

এখন আমি অজানা অক্ষরগুলোর জায়গায় T আর G বসালেই এটা বোঝাবে কোনো বাড়ি বা সরাইখানা যেখানে চিত্রলিপি লেখক বাস করছিল। এটা ধরে নিলেই বাক্যটা দিব্যি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

ইন্সপেক্টর মার্টিন ও ওয়াটসন প্রচুর কৌতূহল নিয়ে শুনলেন কীভাবে বন্ধুবর এমন স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সমস্যাটা সমাধানে উপনীত হলেন। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর কী করলেন স্যার? এই এব্ স্লেনি যে একজন আমেরিকান, এমন মনে করার আমার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। 'এবৃ' কথাটা আমেরিকানদেরই সংক্ষেপণ এবং আমেরিকা থেকে একটা চিঠি আসা থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। এবং এমন মনে করারও আমার যথেষ্ট হেতু ছিল যে এর মধ্যে এমন কোনো গোপনীয়তা আছে যা অপরাধমূলক। ভদ্রমহিলা কর্তৃক অতীত জীবনের উল্লেখ এবং তাঁর গোপন কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ না করার ইচ্ছে—দুই-ই, সেই একই দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমি তখন আমার বন্ধু, নিউইয়র্ক, পুলিশ ব্যুরোর উইলসন হার গ্রিভকে টেলিগ্রাম করলাম—একাধিকবার তিনি লন্ডনের অপরাধ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। জানতে চাইলাম এব্ স্লেনির নামটা তাঁর জানা কি না। এই যে তাঁর উত্তর—শিকাগোর সবচেয়ে মারাত্মক শয়তান সে। যেদিন সন্ধ্যায় এই উত্তর আমি পাই সেদিনই হিলটন কিউবিট স্লেনির শেষ সংকেতটা পাঠান আমার কাছে। জানা অক্ষরগুলো বসালে সেটা দাঁড়ায় এই রকম—

ELSIE. RE. ARE TO MEET THY GO. দুটো P আর একটা D বসালেই একটা সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল—"এলসি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্যে তৈরি হও।" যা থেকে জানতে পারি শয়তানটা প্ররোচনা ছেড়ে ভীতি প্রদর্শনের পথ ধরেছে। এবং শিকাগোর শয়তানদের সম্বন্ধে যা জানি তাতে আমি এইভাবে তৈরি হলাম যে, হয়তো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার কথা কাজে পরিণত করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ড. ওয়াটসনের সঙ্গে নরফোর্কে চলে এলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এর মধ্যেই যা অনিষ্ট হবার হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর আন্তরিকভাবে বললেন—কোনো মামলায় আপনার সঙ্গে কাজ করা রীতিমত ভাগ্যের কথা। তারপর বললেন—মাফ্ করবেন যদি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলি। দেখুন, আপনাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, আমাকে কিন্তু আমার উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এখন এলরিজের এই সব স্লেনিই যদি খুনি হয় এবং আমি যখন এখানে বসে, সেই সময় যদি সে পালিয়ে যায় এই এলাকা থেকে, তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

হোমস বললেন এ নিয়ে আপনার অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। পালাবার চেষ্টা সে করবে না।

কী করে জানলেন—ইন্সপেক্টরের কৌতূহল।

কারণ পালানোটা এক্ষেত্রে তার পক্ষে অপরাধ স্বীকারেরই সমান হবে।

তাহলে চলি, গিয়ে গ্রেপ্তার করি তাকে।

উঁহু, যে কোনো মুহূর্তে এখন আমি তাকে এখানে আশা করছি।

সেকি, কেন সে আসবে?

তাকে যে আমি এখানে আসতে লিখেছি।

কিন্তু একথা কী করে আমি বিশ্বাস করব হোমস? আপনি লিখেছেন, তাই সে এখানে আসবে? এরকম চিঠি পেলে তো সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে বরং।

আমার ধারণা সে চিঠি কীভাবে লিখতে হয় তা আমি জানি। বলতে না বলতেই—হোমস বললেন—ওই বোধহয় লোকটি আসছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি লোক পথ দিয়ে দরোজার দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা, কালচে, সুপুরুষ লোকটি। তার পরনে ধূসর রংয়ের ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, মাথায় পানামা টুপি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর মস্ত বড় উদ্ধত নাক নিচের দিকে বাঁকানো। একটা লাঠি আসফালন করতে করতে হেলে দুলে এমনভাবে আসছে, বাড়িটার মালিকই যেন সে। তার সজোরে ঘণ্টা বাজানোর শব্দ ওয়াটসনদের কানে এল।

ধীরভাবে হোমস বললেন—আমার মনে হয় আমাদের এখন দরোজার পেছনে দাঁড়ানো দরকার। এমন একটা লোকের মোকাবিলা করতে খানিকটা সতর্ক হওয়া ভালো। আপনার হাত কড়ার প্রয়োজন হবে ইন্সপেক্টর। কথা বলার ভারটা আমিই নিচ্ছি।

মিনিট খানেক নীরবে কাটল। তারপর খুলে গেল দরোজাটা। লোকটি ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে হোমস একটা পিস্তল তার মাথার কাছে ধরলেন। আর মার্টিন তার হাতে হাতকড়া গলিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা এতো অল্পসময়ের মধ্যে এমন তৎপরতার সঙ্গে ঘটে গেল যে, সে যে আক্রান্ত হয়েছে এটা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল। কাল চোখে অগ্নিমাখা দৃষ্টিতে সে একে একে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তারপরেই তেতো হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনারা আমার ওপর জিতেছেন—বহুৎ শক্ত একজনের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হল। নিশ্চয়ই সে এ সবের মধ্যে নেই? নিশ্চয়ই বলবেন না, যে এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে সে সাহায্য করেছে?

মিসেস হিলটন কিউবিট অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত, মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি।

এ কথায় লোকটা এমন একটা আর্তচিৎকার করে উঠল যা ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করে উঠল—পাগল, পাগল আপনি। আহত ওর স্বামী, ও নয়। এলসির গায়ে কে হাত তুলবে শুনি? আজ তাকে শাসিয়েছি, এজন্যে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু তার সুন্দর মাথার একটা

চুলও স্পর্শ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ফিরিয়ে নিন—ফিরিয়ে নিন্ কথাটাও, বলুন বলুন সে আহত নয়!

মৃত স্বামীর পাশে ভয়ঙ্করভাবে আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁকে।

গভীর এক আর্ত আওয়াজ করে লোকটা কৌচে এলিয়ে পড়ল, হাতকড়া আটকানো হাতে মুখটা ঢেকে। পাঁচ মিনিট নীরব রইল। তারপর আবার মুখ তুলল। হতাশা-জনিত শীতলতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাদের কাছে আমার লুকোনোর কিছু নেই। আমি লোকটাকে গুলি করেছি, কিন্তু তার আগে সেই-ই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল, সুতরাং আমি খুন করেছি একথা বলতে পারবেন না। কিন্তু যদি মনে করেন আমার পক্ষে তার স্ত্রীকে গুলি করা সম্ভব ছিল তাহলে বলব আপনারা আমাকে বা তাকে কাউকেই জানেন না। আমি বলছি, কানা পুরুষ কোনো নারীকে আমার মতো অমন ভালোবাসতে পারে না। তার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল আমার। বহু বছর আগেই তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। কে এই ইংরেজ, যে আমাদের দুইজনের মধ্যে এসে পড়েছিল? বলছি আপনাদের এলসির ওপর আমারই দাবি সবার আগে এবং সেই দাবি কাজে পরিণত করতেই আমি এসেছিলাম। এবার কঠিন স্বরে হোমস বললেন—যখনই তিনি আপনার আসল পরিচয় পেয়েছিলেন তখনই তিনি সরে গেছেন। আপনাকে এড়াবার জন্যে তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং ইংল্যান্ডে এসে এ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। আর আপনি নাছোড়বান্দার মতো তাঁর পিছু নিয়ে ফিরছেন এবং তাঁর জীবন বিষময় করে তুলেছেন। চেয়েছেন যেন তিনি তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে পালিয়ে যান আপনার সঙ্গে—যে স্বামীকে তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। ফলে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এবং তার স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। এ ব্যাপারে আপনি যা করেছেন তা হচ্ছে এই। মি. এব্ স্লেনি, আইনের কাছে এর জবাব দিহি করতে হবে।

এলসি যদি মারা যায় তাহলে আমার কী হয় তাতে কিছু যায় আসবে না—এব্ স্লেনি বলল। একটা হাতের মুঠো খুলে একটা দোমড়ানো কাগজের দিকে তাকাল। চোখে সন্দেহের ঝিলিক তুলে বলল—এই দেখুন মশাই! আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন? ও যদি তেমন আঘাত পেয়ে থাকে যেমন আপনি বলছেন, কে তাহলে এটা লিখেছে? কাগজটা সে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

হোমস বললেন—একজন সজ্যের ছাড়া তো পৃথিবীতে কারো এই নাচুনে মানুষের সংকেত জানবার কথা নয়। কী করে লিখলেন আপনি?

হোমস বললেন—একজন যা উদ্ভাবন করতে পারে আর এক জন তা আবিষ্কার করতেও পারে। মি. স্লেনি, একটা গাড়ি আসবে আপনাকে নরউইচে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যে অনিষ্ট আপনি করেছেন তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারেন এই সময়টুকুর মধ্যে। জানেন কি, মিসেস্ হিলটন কিউবিটের ওপর স্বামীকে হত্যা করার প্রবল সন্দেহ পড়েছে এবং আমার উপস্থিতির ফলে ও ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি তার বলেই তিনি এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এইটুকুই এখন আপনি ওর জন্যে করতে পারেন। পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিতে পারেন যে, ভদ্রলকের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে মিসেস্ কিউবিট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই দায়ী নন।

স্লেনি বলল—এ আমি আনন্দের সঙ্গেই করছি। মনে হয় সমস্ত সত্য ঠিকভাবে প্রকাশ করাটাই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জবাবদিহি।

আমার কর্তব্য হচ্ছে আপনাকে মনে করিছে দেওয়া যে, যা আপনি বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ব্রিটিশ ফৌজদারি আইনের অপূর্ব নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টার।

এ কথায় কাঁধ ঝাঁকাল স্লেনি। বলল—সে ঝুঁকি আমি ইচ্ছে করেই নিচ্ছি। প্রথমেই বলি এ মহিলাকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। আমাদের সাত জনকে নিয়ে শিকাগোয় কটা দল ছিল। সেই জয়েন্টের বা দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এলসির বাবা প্যাট্রিক। ভারী চালাক তিনি।

এই সংকেত লিপি তিনিই উদ্ভাবন করেন। লোকে দেখে শিশুর হাতে আঁকা ছবি মনে করবে। যদি না সঙ্কেতটা জানা থাকে। এলসি আমাদের কোনো কোনো ব্যাপার জানত, কিন্তু টাকা তাঁর ছিল। তাই নিয়ে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে লন্ডনে চলে আসে। আমার সঙ্গে সে বাগ্‌দত্তা ছিল এবং যদি আমি অন্য কোনো রকম জীবিকা গ্রহণ করতাম তাহলে হয়তো সে বিয়ে করত আমাকে। এ ইংরাজটির সঙ্গে বিয়ের আগে আমি তার ঠিকানা পাই নি। চিঠি লিখলাম তাকে, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। চিঠিগুলো এমন এমন জায়গায় রাখতাম যাতে তার চোখে পড়ে।

মাসখানেক হল আমি এখানে এসেছি। ওই গোলাবাড়ির নিচের একটা ঘরে দিনগুলো কাটিয়েছি। রাত হলে বেরিয়ে যেতাম আর ফিরতাম রাত থাকতে থাকতে। কেউ লক্ষ্য করত না। সবরকম চেষ্টা করলাম এলসিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বার করে আনতে। জানতাম সঙ্কেতগুলো সে পড়েছে, কারণ একটা সঙ্কেতের উত্তর সে দিয়েছিল। তারপরে আর আমি আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। ভয় দেখাতে শুরু করলাম ওঁকে। তখন সে আমাকে একটা চিঠি দিল এখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করে, বলল তার বুক ভেঙে যাবে যদি কোনো কেলেঙ্কারির খবর তার স্বামীর কানে আসে। লিখল, রাত তিনটের সময় সে নেবে আসবে যখন তাঁর স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে। এবং জানলা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে, যদি তারপরে আমি তাকে শান্তিকে থাকতে দিয়ে চলে যাই এখান থেকে। নেমে এল সে, টাকা পয়সা নিয়ে এল আমায় ঘুষ দেবে বলে, এতে আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলাম, তার হাত ধরে তাকে জানলা দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। সেই মুহূর্তে তাঁর স্বামী দৌড়ে এল খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে। এলসি মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, ফলে আমরা দুজন মুখোমুখি হলাম। আমিও পড়ে গেছিলাম। বন্দুকটা তুলে নিলাম, ওকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেভার জন্যে। গুলি করল লোকটা, কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সে সুযোগে সেই মুহূর্তেই আমিও গুলি করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল। তখন আমি বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে জানলাটা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। এই হল সমস্ত ঘটনা, এর প্রতিটি কথাই সত্য। এরপর আর আমি এ বিষয়ে কিছুই শুনিনি, যতোক্ষণ না ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে এল এই খবর নিয়ে, যা পড়ে আমি এখানে এসে বোকার মতো আপনাদের হাতে ধরা পড়েছি।

এব স্লেনির এ বিবৃতির মধ্যেই একটা গাড়ি এসে পৌঁছে গেছিল, তার ভিতরে পোশাকপরা দুইজন পুলিশ ছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন উঠে বন্দিকে কাঁধে ছুঁয়ে বললেন—চলুন সময় হয়ে গেছে।

বন্দি বলল—তার আগে কী তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে না?

না, তাঁর জ্ঞান ফেরে নি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে গাড়িটার চলে যাওয়া লক্ষ্য করলেন ওয়াটসনরা। মুখ ঘোরাতেই, বন্দী যে কাগজের টুকরোটা এনেছিল সেটা চোখে পড়ে গেল। এই চিঠিটাই হোমস টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। হোমস হেসে বললেন—দেখো, ওয়াটসন যদি এটার পাঠোদ্ধার করতে পারো?

কোনো কথাই তাতে ছিল না শুধু নাচুনে মানুষের এই ছোট্ট লাইনটি ছাড়া—

হোমস বললেন—সঙ্কেতটা যেভাবে সাজিয়েছি সেভাবে দেখলে বোঝা যাবে এর অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র এই-Come here at once. (এক্ষুনি চলে এসো এখানে) নিশ্চয়ই জানতাম এহেন এক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, কারণ এ চিঠি যে অন্য কারো কাছ থেকে আসতে পারে তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

নরউইচের শীতকালীন অ্যাসাইজেসের বিচারে আমেরিকান এব স্লেনির মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এবং বিশেষ করে মি. হিলটন কিউবিটই আগে গুলি করেছিলেন এই হিসেবে দণ্ডের লাঘব হয়ে হয় তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

'আর মিসেস হিলটন কিউবিট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বিধবাই রয়ে গেলেন। সারাটাজীবন গরিবদের সেবায় আর স্বামীর বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।'

হারানো খেলয়াড়

ফেব্রুয়ারি মাসের এক মেঘলা সকালে একটা ভূতুড়ে টেলিগ্রাম হোমসের বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় এসেছিল। তাতে লেখা—"আমার প্রতীক্ষায় থাকুন। ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ, ডান উইং-এর থ্রি কোয়ার্টার নিখোঁজ। কাল তাকে অতি অবশ্যই চাই—ওভারটন।"

ডাকঘরের ছাপ-স্ট্র্যান্ড, ছাড়া হয়েছে ১০টা ৩৬ মিনিটে। বেশ কয়েকবার পড়ার পর হোমস বললেন—বোঝা যাচ্ছে মি. ওভারটন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় এটা লিখেছেন, ফলে লেখাটা অমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, তিনি তো এসেই পড়বেন এখানে। "টাইমস্"-এর পাতা ওল্টানো শেষ হতে না হতেই, তখন সবই জানা যাবে।

বলাবাহুল্য, হোমস যেমনটি আশা করেছিলেন, ঠিক তেমনই টেলিগ্রামটার পিছু পিছুই এল তার প্রেরক—কার্ডটা কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের সিরিল ওভারটনের আগমন ঘোষণা করল। তরুণটি বিশালাকৃতি, নিরেট হাড় আর মাংসপেশী নিয়ে ষোল স্টোনের কম ওজনের হবে না। বিশাল কাঁধ দিয়ে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কমনীয় মুখে হোমসদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—মি. শার্লক হোমস্?

বন্ধুবর ঘাড় নাড়লেন।

সে বলল—আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম, মি. হোমস। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমায় বললেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি, কারণ এ মামলা নাকি পুলিশের নয়, এটা আপনার এক্তিয়ারেই পড়ে।

হোমস বললেন—বসো, বসো, বল ব্যাপারটা কী?

সে বলল—সাংঘাতিক ব্যাপার মি. হোমস, অতি সাংঘাতিক আমার চুল যে পেকে যায়নি সেটাই আশ্চর্য! গডফ্রে স্টনটন—তার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—বলতে গেলে আমাদের পুরো টিমটাই তারই উপর নির্ভর করে আছে—থ্রি কোয়াটার হিসেবে তার বদলে আমি এমন কি দুইদুইটো খেলয়াড়কে টীম থেকে বাদ দিতে পারি। পাশ দেওয়া বলুন, প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া বলুন, কি ড্রিবলিং বলুন—কোনো ব্যাপারেই কেউ তার ধারে কাছেও আসে না। তার ওপর তার আছে বুদ্ধি, আর পুরো টিমটাকে সংহত রাখার ক্ষমতা। কী করবো বলুন তো! প্রথম রিজার্ভে মুর হাউস অনুশীলন করেছে হাফব্যাক হিসেবে—কোথায় টাচ লাইনের কাছে থাকবে তা নয়, কেবলই সরে সরে যায় সেখান থেকে। তার প্লেস-কিক অবশ্য খুব ভালো, কিন্তু তার না আছে বুদ্ধি, না আছে স্পিড—অক্সফোর্ডের ফ্রায়ার মর্টন সহজেই তাকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর স্টিভেনসনের স্পিড ভালো হলেও সে টোয়েন্টি ফাইভ লাইন থেকে নেমে আসতে পারে না, এবং যে থ্রি কোয়ার্টার পান্ট করতে বা দরকার মতো পেছিয়ে পড়তে পারে না, শুধুমাত্র স্পিডের জন্যে তাকে টিমে নেয়া যায় না। না, মি. হোমস যদি আপনি স্টনটনকে খুঁজে না বার করতে পারেন তাহলে আর আমাদের কোনো আশাই নেই।

প্রচুর আবেগ আর উত্তেজনার সঙ্গে যেভাবে সে শক্ত দুইহাতে হাঁটু চাবড়ে চাবড়ে এই দীর্ঘ বক্তৃতাটা করল, সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে হোমস তা শুনলেন। সে চুপ্ করলে হোমস হাত বাড়িয়ে তাঁর সাধারণ নোটবইয়ের এস্ অক্ষরটি যেটায় আছে সে খণ্ডটা তুলে নিলেন। প্রচুর খবরের খনিস্বরূপ এ বইটা। কিন্তু এই প্রথম তিনি একটা নাম খুঁজে পেলেন না। রললেন, আর্থার এইচ. পাচ্ছি, উদীয়মান জালিয়াত সে, পাচ্ছি হেনরি স্টনটন যাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর ব্যাপারে আমি সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু গডফ্রে স্টনটন নামটা তো দেখছি না?

এবার ওয়াটসনদের দর্শনার্থীর অবাক হওয়ার পালা। সে বললেন—সে কি মি. হোমস আমি তো জানতাম আপনি খবরটবর রাখেন! তা, যখন গডফ্রে স্টনটনের নাম শোনেন নি তখন হয়তো সিরিল ওভারটনের নামও শোনেন নি?

শান্তভাবে হোমস নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন।

লোকটি খেলয়াড়সুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠল—অ্যাঁ, বলেন কী, আমি যে ওয়েলসের বিরুদ্ধে

ইংল্যান্ডের প্রথম বিকল্প ছিলাম। তাছাড়া সারাটা বছর আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিন্তু সে তো কিছুই নয়, আমি তো জানতাম না ইংল্যান্ডে এমন কেউ আছে যে সুনিপুণ থ্রি কোয়ার্টার গডফ্রে স্টনটনের নাম জানে না! সে যে কেম্ব্রিজের আর ব্ল্যাকহিথের আর পাঁচটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিখ্যাত খেলয়াড়। কী আপনি মি. হোমস, কোথায় থাকেন আপনি?

সরল ছেলেটির বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে হোমস হেসে উঠলেন। বললেন—তাই, যে জগতে তুমি থাকো আমার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা—অনেক সুন্দর। অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আমার চলাফেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে, কিন্তু বলতে ভালো লাগছে, অপেশাদারী খেলাধুলার মধ্যে কখনও আমার ডাক পড়ে নি—ইংল্যান্ডে যা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত। যাই হোক আজ সকালে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবের ফলে এখন দেখছি, যেখানে মুক্ত বাতাস আর খেলয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় সেখানেও আমার কাজ করতে পারে। আচ্ছা বেশ, এবার বল। আস্তে আস্তে, ধীর হয়ে বল ঠিক কী ঘটেছে, এবং কীভাবে আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি।

তরুণ ওভারটন বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এইরকম মি. হোমস। আগেই বলেছি, আমি হচ্ছি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগ্‌বি টীমের ক্যাপ্টেন, আর আমার টিমের সেরা খেলয়াড় হচ্ছে গডফ্রে স্টনটন। কাল আমাদের অক্সফোর্ডের সঙ্গে খেলা। গতকাল আমরা সকালে এসে হাজির হয়েছি বেন্টলির প্রাইভেট হোটেলে। রাত দশটা তখন, আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি পাখিগুলো সব বাসায় ফিরেছে কিনা। কারণ আমি মনে করি, শুধু অনুশীলন আর সেই সঙ্গে সুনিদ্রা হলে তবেই কোনো টিম ঠিকমতো তৈরি হতে পারে। শুতে যাওয়ার সময় আমার গডফ্রের সঙ্গে দুইএকটা কথা হল। তাকে যেন মনে হল ফ্যাকাসে আর উদ্বিগ্ন। ব্যাপারটা কী জিজ্ঞাসা করলেও সে বলল ও কিছু নয়, একটু মাথা ধরেছে, এইযা। শুভরাত্রি জানিয়ে আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম। এর আধ ঘন্টা পরে দরোয়ানের কাছে শুনলাম একজন রুক্ষ-সূক্ষ্ম মানুষ এসেছিল গডফ্রের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে। তখনও গডফ্রে শুয়ে পড়ে নি। চিঠিটা নিয়ে গডফ্রের কাছে যায় দরোয়ানটি। চিঠিটা পড়ে গডফ্রে এমনভাবে চেয়ারের ওপরে পড়ে যায়, যেন সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। দারোয়ান ভীষণ ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু গডফ্রে বাধা দেয় তাকে। একটু জল খেয়ে সামলে ওঠে সে নিচে গিয়ে লোকটির সঙ্গে দেখা করে,—হলঘরে সে অপেক্ষায় ছিল। তারপর তার সঙ্গে দুইএকটা কথার পর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দুইজনে। শেষ যখন দরোয়ান তাদের দেখে তখন তারা স্ট্র্যান্ড লক্ষ করে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলেছে। আজ সকালে গডফ্রের ঘর দেখা যায় খালি, বিছানায় শয়নের কোনো চিহ্ন নেই, আর ঘরের জিনিসপত্তর আমি যেমনটি আগের রাত্রে দেখে এসেছিলাম তেমনই আছে। মুহূর্তের মধ্যেই গডফ্রে মনস্থির করে চলে গেছে সেই অচেনা লোকটির সঙ্গে। সেই থেকে আর তার কোনো খবর নেই। আমার মনে হয় না যে আর সে ফিরে আসবে। অথচ গডফ্রে ছিল অস্থিতে মজ্জায় খেলয়াড়ি মনোভাবের মানুষ, সুতরাং অনুশীলন বন্ধ করে তার ক্যাপ্টেনকে বিপদে ফেলে সে কখোনোই চলে যেত না যদি কোনোরকম উপায় থাকত। আমার তো মনে হয় আর কোনোদিনই সে ফিরবে না, তার দেখা পাবো না।

খুব মনোযোগের সঙ্গে হোমস এই বৃত্তান্ত শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী করলে তুমি?

গেলাম কেম্ব্রিজে তার কোনো খবর আছে কি না জানতো উত্তরে সকলেই বলল—কেউ দেখেনি তাকে।

হোমস বললেন—কিন্তু কেম্ব্রিজ যাওয়া কি তখন সম্ভব ছিল?

হ্যাঁ, অনেক রাতে একটা গাড়ি থাকে, সওয়া এগারোটায়।

কিন্তু যতোদূর তুমি জানতে পেরেছো, সে ফেরেনি। তাই তো?

হ্যাঁ, নইলে কেউ না কেউ তাকে দেখতে পেত।

তখন কী করলে?

টেলিগ্রাম করলাম লর্ড মাউন্ট জেমস্‌কে।

তাঁকে কেন?

গডফ্রে হল এক অনাথ ছেলে, লর্ড মাউন্ট জেমসই হচ্ছেন তার নিকটতম আত্মীয়। কাকাই বোধ হয়।

বটে! এতে করে ব্যাপারটার ওপর নতুন করে আলোকপাত হল। তার লর্ড মাউন্ট জেমস তো ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধনীদের একজন।

হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি গডফ্রের মুখে।

তোমার এ বন্ধুটি তাহলে তাঁর নিকট আত্মীয়?

হ্যাঁ, এবং তাঁর উত্তরাধিকারীও বটে। তাঁর বয়স প্রায় আশি মতো বাতে প্রায় পঙ্গু। লোকে বলে তিনি তাঁর আঙুলের গাঁট দিয়েই বিলিয়ার্ডের কিউতে চক লাগাবার কাজটা সারতেন। জীবনে কখনও গডফ্রেকে একটি পয়সাও দেননি। হাড় কঞ্জুস! কিন্তু সে যাই-ই হোক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি গডফ্রের উপরেই বর্তাবে।

হোমস বললেন—তা, লর্ড তা মাউন্ট জেমসের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো?

না!

লর্ড মাউন্ট জেম্‌সের কাছে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার?

মানে, গত রাতে তার মধ্যে একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করেছিলাম এবং সেটা যদি ব্যাপারে হয় তাহলে তো স্বভাবতই সে তার নিকটতম আত্মীয়ের কাছেই যাবে যাঁর অঢেল টাকা, যদিও তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে সেখানে কোনো সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। গডফ্রে তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র নয়, সুতরাং উপায় থাকলে কোনো মতেই সে তাঁর কাছে হাত পাতবে না।

আচ্ছা, সেটা তো জানাই যাবে। যদি সে তার ওই আত্মীয়ের কাছে গিয়েই থাকে তখন তোমায় বার করতে হবে কী উদ্দেশ্যে এই রুক্ষ লোকটি অতো রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যার জন্যে এই উত্তেজনা।

ওভারটন দুইহাতে মাথা চেপে ধরল। বলল, এর আমি কিছুই বুঝছি না।

যাই হোক, পুরো একটা দিন সময় পাচ্ছি। আনন্দের সঙ্গেই আমি এ বিষয়ে খোঁজ করবো, হোমস বললেন—ইতোমধ্যে তুমি অবশ্যই খেলার জন্যে যথারীতি প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে, তার আশা না করেই। যেমনটি বলেছ, নিশ্চয়ই এমন কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছে যে জন্যে সে এভাবে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং সেই একই কারণে হয়তো তাকে সেখানে আটকে থাকতে হবে। চল যাই হোটেলে যদি দারোয়ান এ ব্যাপারে নতুন কোনো খবর দিতে পারে।

শার্লক হোম্‌সের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এক অতি সাধারণ সাক্ষীকে মন খুলে কথা বলাবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই গডফ্রের ব্যাপারে তিনি দরোয়ানটির মুখ থেকে যথাসম্ভব তথ্য বার করে নিলেন। গতরাতের আগন্তুকটি কোনো ভদ্রলোক নয়, মজুর শ্রেণীরও নয়। মাঝারিগোছের মানুষ বলা যেতে পারে। তার বয়স গোটা পঞ্চাশেক। দাড়ি জটপাকানো মুখ ফ্যাকাশে, পোশাক সাধারণ। মনে হয়েছিল সেও উত্তেজিত দরোয়ান লক্ষ করেছে, চিঠিটা নেয়ার সময় তার হাত কাঁপছিল। চিঠিটা গডফ্রে পড়ে সেটা তালগোল পাকিয়ে তার পকেটে রেখে দেয়। স্টনটন হলঘরে তার সঙ্গে করমর্দন করেনি। কয়েকটা মাত্র কথা তাদের মধ্যে হয়। তার মধ্যে "সময়" এই কথাটা মাত্র দরোয়ানের কানে আসে। তারপরেই দুজনে বেরিয়ে যায়। হলঘরের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা।

আচ্ছা হ্যাঁ। আমার ছুটি হয় এগারোটায়।

রাতের দারোয়ানও কিছুই দেখে নি?

আজ্ঞে না। একটা থিয়েটারের দল তা ছাড়া আর কেউ আসে নি।

কাল কি সারাটা দিনই তুমি পাহারায় ছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মি. স্টনটনের কাছে কি কোনো খবর তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম।

ও, এটা তো ভালো খবর। কটার সময় সেটা?

প্রায় ছটা।

সেটা যখন তুমি মি. স্টনটনকে দাও, কোথায় ছিলেন তিনি?

তাঁর এই ঘরে।

সেটা যখন তিনি খোলেন, তুমি সেখানে তখন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দেরি করছিলাম, যদি তার কোনো উত্তর দেবার থাকে।

তা উত্তর কি কিছু ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা উত্তর তিনি লেখেন।

সেটা কি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

আজ্ঞে না, তিনি নিজেই নিয়ে যান সেটা।

কিন্তু, তোমার সামনেই লিখেছিলেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দরোজার কাছে, আর টেবিলের দিকে পেছন করে। লেখা শেষ করে বললেন ঠিক আছে, এটা আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

কী দিয়ে লিখলেন তিনি?

কলম দিয়ে স্যার।

টেবিলের ওপর যে ফর্মগুলো দেখলাম, ওরই একটায় কি লিখেছিলেন টেলিগ্রামটা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটাই ছিল সবার ওপরে।

উঠে দাঁড়ালেন হোমস। ফর্মগুলো হাতে নিয়ে গেলেন জানলার কাছে। তারপর বললেন, দুঃখের বিষয় টেলিগ্রামটা পেন্সিলে লেখা হয়নি। সবচেয়ে ওপরের খামটা পুনরায় পরীক্ষা করে হতাশভাবে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হোমস বললেন—তুমি লক্ষ করে থাকবে, লেখা অনেক সময় নিচের কাগজে ফুটে ওঠে, কিন্তু এখানে কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তবে, চিঠিটা লেখা হয়েছে পালকের কলমে। অতএব নিশ্চয়ই ব্লটিং পেপারের প্যাডে তার ছাপ দেখতে পাবো।—এই তো, এই।

প্যাড থেকে এক টুক্‌রো ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে নিতে এই চিত্র লিপিটি দেখা গেল।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সিরিল ওভারটন—ধরুন ধরুন, আয়নার কাছে ধরুন।

হোমস বললেন—তার আর দরকার হবে না। কাগজটা যেরকম পাতলা তাতে উল্টো পিঠেই ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। এই দেখো। কাগজটা তিনি উল্টে ধরলেন। ওয়াটসনরা পড়লেন।

ঈশ্বরের দোহাই সাহায্য করুন

হোমস বললেন—অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এটা গডফ্রের টেলিগ্রামের শেষাংশ, টেলিগ্রামটা সে পাঠিয়েছিল তার অন্তর্ধানের কয়েক ঘন্টা আগে। টেলিগ্রামটার অন্তত ছয়টা অক্ষর আমরা পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তাহলেও যেটুকু পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে এই—"ঈশ্বরের দোহাই সাহায্য করুন"। এ থেকে বুঝতে হবে তরুণটি আসন্ন কোনো বিশেষ বিপদের মুখোমুখি, যা থেকে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাদের রক্ষা করা সম্ভব। বুঝতে হবে আরো এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জড়িত আছে। কে হতে পারে লোকটা, যদি সেই ফ্যাকাসে মুখো দাঁড়িওয়ালা লোকটা না হয় যাকে যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল? আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিই বা কে, বিপদের সময় যার কাছে এরা দুজনেই সাহায্য আশা করেছিল?

ওয়াটসন বললেন—এখন শুধু জানা দরকার টেলিগ্রামটা কার ঠিকানায় করা হয়েছিল?

ঠিক বলেছো ওয়াটসন, যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই বলেছো, এবং একথা আমারও মনে হয়েছে এও হয়তো তোমার মনে এসেছিল যে, যদি তুমি ডাকঘরে গিয়ে অন্য কোনো লোকের টেলিগ্রামের ঠিকানা সম্বন্ধে জানতে চাও হয়তো সেখানকার কেরানি তোমায় আপ্যায়িত নাও করতে পারে—এসব ব্যাপারে আইন ঘটিত প্রচুর ফ্যাকড়া থাকা সম্ভব। তাহলেও একটু ভালো ব্যবহার আর কৌশলের সাহায্যে হয়তো কার্যোদ্ধার হতে পারে। ইতিমধ্যে ওভারটন, তোমার উপস্থিতিতে টেবিলের উপরের কাগজগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখছি।

অনেকগুলো চিঠি আর বিল আর নোটবুক সেই টেবিলের ওপর ছিল। তৎপরভাবে নার্ভাস আঙুলে তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে হোমস সেগুলো উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা শেষ হলে বললেন, না, সেরকম কিছুই পাচ্ছি না। ভালো কথা, তোমার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভালো, কোনো অসুখ বিসুখ ছিল না তো?

না, একেবারেই না।

কখনো তার কোনো অসুখ করেছে বলে শুনেছো?

না, একদিনের জন্যেও না। একবার শুধু কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাকে কদিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর একবার তার হাঁটুর মালাইচাকি সরে গিয়েছিল—সে এমন একটা ব্যাপার কিছু নয়।

হয়তো আসলে তুমি যতোটা মনে করছো ততোটা ভালো স্বাস্থ্য তার ছিল না। হয়তো এমন কোনো অসুখ তার ছিল যা অন্যে জানতো না। তোমার অনুমতি নিয়ে আমি এখান থেকে দুইএকটা কাগজ পকেটে রাখছি, যদি ভবিষ্যতে তদন্তে কাজে লাগে।

দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট। বিরক্তি-মাখা একটা ঘ্যানঘেনে বুড়ো মানুষ দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ছেন। পরনে মরচেপড়া কালো পোশাক, মাথায় উঁচু টুপি,—তার ঘেরটা খুব চওড়া, আর আলগা সাদা নেকটাই—সব মিলিয়ে যেন অত্যন্ত গ্রাম্য এক মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু বেঢপ পোষাক সত্ত্বেও তাঁর গলার আওয়াজ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং হাবভাবের মধ্যে এমন একটা তীব্রতার পরিচয় যা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কে মশাই আপনি, কোন্ অধিকারে এই ভদ্রলকের কাগজপত্রে হাত দিচ্ছেন?

হোমস বললেন—আমি এক বেসরকারী গোয়েন্দা, এঁর নিরুদ্দেশের ব্যাপারে তদন্ত করছি।

ও, তাই নাকি? কে আপনাকে তদন্তে নিযুক্ত করেছেন শুনি?

এই ভদ্রলোক। মি. স্টনটনের বন্ধু ইনি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এঁকে আমার কাছে আসতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আর আপনি কে?

আমি সিরিল ওভারটন।

ও, তাহলে আপনিই আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। আমার নাম হচ্ছে লর্ড মাউন্ট জেম্স্। বেজওয়াটার বাসে করে আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসেছি। তা, আপনি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবং খরচটাও আপনি বহন করবার জন্যে প্রস্তুত তো?

আজ্ঞে বন্ধু গডফ্রেডের সন্ধান পেলে নিশ্চয় সে সেটা দিয়ে দেবে।

কিন্তু যদি সন্ধান না মেলে? বলুন, কী হবে তাহলে?

সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার পরিবারের লোকেরা—

ও কথা ভুলেও ভাববেন না, বুঝেছেন? তীক্ষ্ণ স্বরে বৃদ্ধ চিৎকার করে বললেন—একটি পেনিও আমার কাছ থেকে পাবে না—একটি পেনিও না, বুঝেছেন? আপনিও বুঝুন, ডিটেকটিভ মশাই, ওর আত্মীয়স্বজন পরিবার বলতে শুধু আমি, এবং আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। ও যে উত্তরাধিকারী হিসেবে কিছু আশা করে তার কারণ, আমি কোনো বাজে খরচ করি না, এবং এই মুহূর্তে বাজে খরচ করতেও চাই না। যেসব কাগজপত্র আপনি নাড়াচাড়া করছেন, আপনাকে বলে দিচ্ছি যদি ওর মধ্যে দামি কোনো কিছু থাকে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার।

শার্লক হোমস বললেন—আচ্ছা বেশ, তাই। ইতিমধ্যে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। ওঁর এ নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

না। নিজের দায়িত্ব নেবার পক্ষে যথেষ্ট বয়স ওর হয়েছে। যথেষ্ট শক্তিও আছে। আর, যদি নির্বোধের মতো হারিয়ে যায়, ওকে খুঁজে বার করবার কোনো দায়িত্বই আমার নেই জানবেন।

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে হোমস বললেন—আপনার অবস্থা আমি ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু আমার কথাটা বোধ হয় আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ও তো গরিব মানুষ, কিন্তু আপনার অর্থের খ্যাতি তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এমনও তো হতে পারে যে কোনো চোরের দল ওকে গুম করেছে, আপনার বাড়ির কোথায় কী আছে, আপনি কখন কী করেন, কোথায় আপনার ধনরতন রাখা আছে এইসব খবরের জন্যে?

এ কথায় বিরস বৃদ্ধের মুখ একেবারে তাঁর নেকটাইয়ের মতোই সাদা হয়ে গেল। বললেন—হায়, ভগবান, কী সাংঘাতিক কথা! এমন শয়তানির কথা শুনি নি তো কখনও! কতোরকমের শয়তান আর অমানুষই না আছে পৃথিবীতে। কিন্তু গডফ্রে খুব চমৎকার ছেলে, ওসব ফাঁস করে দেয়ার পাত্র সে নয়। এমন কিছুই সে বলবে না, যাতে সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এমন কিছুই সে বলবে না, যাতে সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, আজই সন্ধ্যায় আমি প্লেটটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে মি. ডিটেকটিভ ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কোনোরকম চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আর, টাকার কথায় বলি, ফি পাঁচ বা দশ শিলিঙের মতো হলে আপনি নিশ্চয়ই তা আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন।

মনের এই অবস্থাতেও অভিজাত কৃপণ ভদ্রলোকটি এমন কোনো খবরই দিতে পারলেন না যা কাজে আসতে পারে। কারণ ভাইপোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। হোমসের একমাত্র সম্বল সূত্র হল সেই টেলিগ্রামের টুকরোটা। সেটা হাতে করে হোমসে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর শৃঙ্খলে দ্বিতীয় কোনো সূত্র যোগ করার উদ্দেশ্য। লর্ড মাউন্ট জেমসের বাধা এড়ানো গেছে। আর ওভারটন গেছে আর সব খেলয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে এ দুর্ঘটনার সম্বন্ধে কোনো তথ্যের সন্ধানে।

কিছুটা দূরেই একটা টেলিগ্রাফ অফিস, সেটার সামনে ওয়াটসনরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হোমস বললেন—চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে ওয়াটসন। অবশ্য ওয়ারেন্ট বার করে আমরা টেলিগ্রামটার পেয়িং অফিসের কপিটা দেখতে পারি। তবে, মনে হয় না এরকম একটা জনবহুল এলাকায় কাউকে দেখে মনে রাখা সম্ভব। আচ্ছা, দেখাই যাক না।

ডাকঘরের মেয়েটিকে হোমস অত্যন্ত মোলায়েমভাবে বললেন—আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, কিছু যদি মনে না করেন। কাল যে টেলিগ্রাম আমি পাঠিয়েছিলাম একটা ছোটখাটো ভুল তাতে ছিল। কোনো উত্তর পাইনি, মনে হচ্ছে আমি আমার নামটা লিখতে ভুলে গেছি, একটু দয়া করে দেখে নেবেন কি সত্যিই তাই কি না?

অনেকগুলো পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল কটার সময় পাঠিয়েছিলেন?

ছয়টার একটু পরে।

কার কাছে পাঠানো হয়েছিল বলুন তো?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে হোমস পলকের জন্যে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন, যেন গোপন কথা বলছেন এমনভাবে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—শেষ কথাগুলো ছিল—"ঈশ্বরের দোহাই!" কোনো উত্তর না পেয়ে বড় ভাবনায় আছি।

একটা ফর্ম আলাদা করে কাগজটা কাউন্টারের ওপর বিছাতে বিছাতো মেয়েটি বলল, এই যে, এইটে। না, কোনো না, নেই।

তাহলে এই জন্যেই উত্তর পাই নি। হায় হায় কী বোকামিই না আমি করেছি। আচ্ছা, বিদায় ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক দুশ্চিন্তা থেকে আমায় বাঁচালেন।

রাস্তায় ফিরে এসে মিটমিটি হাসলেন হোমস হাতে হাত ঘসলেন। ওয়াটসন, জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

এগোচ্ছি, ঠিক ওয়াটসন, এগোচ্ছি। সাতরকম মতলব করেছিলাম ওই টেলিগ্রামটা দেখবার জন্য, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই যে কাজ হবে তা ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কী জানতে পারলে? ওয়াটসনের কৌতূহল।

হোমস তদন্তশুরু করার প্রথম সিঁড়িতে পা দিলাম আমি। একটা গাড়ি থামিয়ে হোমস

বললেন—কিংস ক্রস স্টেশন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও যেতে হবে বুঝি?

হ্যাঁ আপাতত দুইজনে একসঙ্গে যাবো কেম্ব্রিজে পর্যন্ত। সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছো ওদিকেই যেতে হবে এখন।

গ্রেজ ইন রোড দরে গাড়ি সশব্দে এগিয়ে চলছিল। ওয়াটসন বললেন, আচ্ছা, এই অন্তর্ধানের কারণ সম্বন্ধে কি কোনোরকম আভাস তোমার মনে জেগেছে? এতো মামলা তো দেখলাম, কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধের উদ্দেশ্যটা এমন ধোঁয়াটে বলে মনে হয় নি। তোমার নিশ্চয় মনে হয় না তাকে গুম করা হয়েছে, তার ধনী আত্মীয়টির সম্বন্ধে খবর আদায় করার জন্যে?

আমার তা মনে হয় না ওয়াটসন। খেপাটে বৃদ্ধাটির মনোযোগ আকর্ষণের সুবিধা হবে মনে করেই আমি ওকথা তুলেছিলাম।

এবং আকর্ষণ করেও ছিল বটে। তা, কী বিকল্প ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে চাও এখন?

সে আমি, অনেকগুলো কথাই বলতে পারি। নিশ্চয় স্বীকার করবে, এই যে ব্যাপারটা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলার ঠিক আগেই ঘটে গেল যাতে এমন এক ব্যক্তি জড়িয়ে পড়ল যার উপস্থিতির ওপর দলের ভাগ্য নির্ভর করছে, এর একটা তাৎপর্য অতি অবশ্যই আছে। অবশ্য ব্যাপারটা যে কাকতালীয় হতে না পারে এমন নয়, কিন্তু তাহলেও এটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। এই অপেশাদারি খেলায় সাধারণভাবে বাজি রাখা হয় না, কিন্তু তাহলেও জনসাধারণের মধ্যে এসব ব্যাপারে প্রচুর বাজী ধরা হয়ে থাকে। এবং এমনটি নিশ্চয়ই সম্ভব যে কোনো খেলয়াড়কে আটকে রাখায় কারো স্বার্থ আছে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুণ্ডাদের হাতে অনেক সময় ঘোড়ার যেরকম দুরবস্থা হয় আর কি। এই হল একটা আর একটা হল, শোনো তাহলে—এই তরুণটি এক বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাই তাকে আটকে রেখে মুক্তিপণের দাবি নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র করা আর এমন কী অসম্ভব ব্যাপার?

কিন্তু এগুলোর সঙ্গে তো আর টেলিগ্রামটার কোনো সম্বন্ধ নেই।

খুব সত্যি, ওয়াটসন। এই টেলিগ্রামটাই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। সুতরাং এটা সব সময়ে খেলায় রাখা দরকার। আর এই টেলিগ্রামের রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যই আমাদের এই কেম্ব্রিজ যাওয়া। আমাদের তদন্তের পথ এখনও পরিষ্কার হয় নি, কিন্তু আশা করছি সন্ধ্যের আগেই সে পথ স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং হয়তো সে পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পারব।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নগরীটিতে যকন ওয়াটসনরা পৌঁছোলেন ততোক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। স্টেশনে পৌঁছে হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করে বললেন, ড. লেসলি আর্মস্টং-এর বাড়িতে নিয়ে যেতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াটসনরা শহরে সবচেয়ে কর্মচঞ্চল অঞ্চলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে হাজির হলেন। হোমস ও ওয়াটসনকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল রোগী দেখার ঘরে। সেখানে ডাক্তার তাঁর টেবিলের পেছনে বসেছিলেন।

ড. লেস্‌লি আর্মস্টং-এর নাম এর আগে ওয়াটসন কখনো শোনেন নি। এখন তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলেন কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এক শাখার শীর্ষস্থানীয়ই তিনি নন, বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ইওরোপ জোড়া। এবং তাঁর এই সব মহৎ গুণাবলির পরিচয় না পেয়েও, তাঁর চৌকো ভারী মুখমণ্ডল আর রোমশ ভ্রুর নিচে চিন্তামগ্ন দুই চোখ আর গ্র্যানিট পাথরের মতো দৃঢ় চিবুক লক্ষ্য করেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বোঝা যায়—তাঁর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা জন্মায়। একবার মাত্র দেখেই এ শক্তসমর্থ ভদ্রলোককে দৃঢ় চরিত্র সজীব মন ও তাপস সুলভ গম্ভীর প্রকৃতির বলে জানতে অসুবিধা হল না। হোম্‌সের কার্ডটা হাতে নিয়ে যেভাবে তিনি তাঁর দিকে তাকালেন তাতে যে বিশেষ খুশির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তা নয়। বললেন, আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস এবং আপনার জীবিকাও আমি জানি। কিন্তু সে জীবিকা আমি কোনোমতেই সমর্থন করিনা।

এ, ব্যাপারে, ডাক্তারবাবু, দেশের যাবতীয় অপরাধী সকলের সমর্থন আপনি পাবেন—ধীরভাবে হোমস বললেন।

দেখুন মশাই, যতোদিন আপনার প্রচেষ্টা অপরাধের নিবারণে নিযুক্ত থাকবে, সমাজের যে কোন সুস্থ মানুষের সমর্থন আপনি পাবেন—যদিও আমি বিশ্বাস করি যে এ ব্যাপারে সরকারী পুলিশের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করা উচিত। কিন্তু আপনার বৃত্তির বিশেষ করে সমালচনা হয় তখনই, যখন আপনি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে যেসব ঘরোয়া ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য নয় সেগুলো খুঁচিয়ে তোলেন এবং তার ফলে যাঁদের সময় নষ্ট করেন, আপনার থেকে বেশি কাজের লোক তারা। উদাহরণ স্বরূপ এই বর্তমান ব্যপারটাই ধরুন না কেন। আপনার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে না হলে আমি এখন একটা প্রবন্ধ লেখায় নিযুক্ত থাকতাম। আর সেটা একটা বড় কাজই হতো।

হোমস শান্ত স্বরে বললেন—ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে, এ কথোপকথন আপনার ওই প্রবন্ধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রমাণিত হবে। প্রসঙ্গত বলি, অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই আমাকে যে অপরাধে অপরাধী করছেন তার ঠিক বিপরীতটাই আমি করছি। এক ব্যক্তিগত ব্যাপার যাতে পড়লে যা প্রকাশ হয়েই পড়তো। দেশের বাহিনীর কোনো অগ্রবর্তী শাখার এক অনিয়মিত সংস্থার সঙ্গে আপনি আমার তুলনা করতে পারেন। আমি এসেছি গডফ্রে স্টনটন-এর খবর নিতে।

কী হয়েছে তার?

আপনি তো তাকে চেনেন, তাই না?

আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সে।

জানেন কি যে সে নিরুদ্দেশ?

ও, তাই নাকি? কথাটা তিনি বললেন বটে, কিন্তু কোনো ভাবান্তরই তাঁর মুখে দেখা গেল না।

হোমস বললেন—কাল রাতে সে বেরিয়ে গেছে, তারপর থেকে আর তার কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

নিশ্চয় ফিরে আসবে সে। ডাক্তারবাবু বললেন।

কিন্তু কালই যে, ইউনিভার্সিটির রাগবি ফুটবল খেলা!

ওসব ছেলেমানুষী খেলার ব্যাপারে আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তরুণটিকে আমি চিনি আর ভালোবাসি বলেই তার ভাগ্যলিপিতে আমার এতো কৌতূহল, আমার পরিধির মধ্যে রাগবি ফুটবলের কোনো স্থান নেই।

স্টনটনের খোঁজের ব্যাপারে আমি আপনার সহানুভূতি দাবি করছি। জানেন কি সে কোথায়?

নিশ্চয়ই না।

গতকালের পরে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন।

ডাক্তারবাবু নরম স্বরে ছোট্ট করে বললেন—না।

আচ্ছা, তরুণটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান।

কখনোও তার কোনো অসুখ করেছে বলে শুনেছেন?

কই নাতো! কখনও শুনি নি তো।

একটা কাগজ ডাক্তারের চোখের সামনে তুলে ধরে হোমস বললেন—তাহলে আপনি এই তেরো গিনির রসিদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন তো—টাকাটা গতমাসে গডফ্রে স্টনটন কেম্ব্রিজের ডাক্তার লেসলি আর্মস্টিং-কে পাঠিয়েছিল, তার ডেস্কের কাগজপত্রের মধ্যে এটা পেয়ে যাই আমি।

রাগ জ্বলে উঠলেন ডাক্তার। বললেন—এর জবাব দিহির কোনো কারণ আমি দেখি না মি. হোমস।

বিলটা হোমস পুনরায় তাঁর নোটবুকের মধ্যে রেখে দিলেন। বললেন সরকারীভাবে যদি এর জবাবদিহি করতে চান তাহলে আগে হোক, পরে হোক তা আপনাকে করতেই হবে। আগেই তো আপনাকে বলেছি, অন্যে যা যা প্রকাশ করতে বাধ্য আমি ইচ্ছে করলে তা গোপন রাখতে পারি। এবং আমাকে বিশ্বাস করে সব খুলে বললেই বরং আপনি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। তখন হোমস জিজ্ঞেস করলেন—লন্ডন থেকে স্টনটন সম্বন্ধে কোনো খবর পান নি?

না, কখোনোই না।

হায়, হায় আবার সেই ডাকঘরের ব্যাপার। ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোমস বললেন—একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম গডফ্রে লন্ডন থেকে আপনার কাছে কাল সন্ধ্যে ছয়টা পঁচিশ মিনিটে পঠিয়েছিল। এবং সেটার সঙ্গে তার নিরুদ্দেশ হবার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি। অথচ সেটাও আপনি পাননি, এটা আশ্চর্য লাগছে। মনে রাখবেন এটা এক গুরুতর অপরাধ। অতি অবশ্যই আমি স্থানীয় অফিসে গিয়ে এর জন্যে একটা নালিশ ঠুকে দেবো।

এ কথায় লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু তাঁর চেয়ার থেকে। তাঁর লালচে মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু কর্কশস্বরে বললেন—দেখুন মশাই, আমার বাড়ি থেকে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলছি আমি। আপনার মনিব লর্ড মাউন্ট জেমস্‌কে বলে দেবেন যে তাঁর সঙ্গে বা তাঁর কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধে নেই। উঁহু, আর একটিও কথা নয়—এই বলে তিনি খুব জোরে জোরে ঘন্টা বাজালেন। জন, এই ভদ্রলোকদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও তো। এক ভৃত্য এসেছিল, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সে আমাদের বাইরে নিয়ে গেল। রাস্তায় এসে হোমস প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—স্বীকার করতেই হবে ড. লেসলি আর্মস্ট্রং লোকটির মধ্যে প্রচুর কর্মক্ষমতা ও চরিত্রবল বর্তমান। সুবিখ্যাত মরিয়ার্টির শূন্যস্থান পূর্ণ করার উপযুক্ত লোক একমাত্র তিনিই হতে পারেন যদি তার কর্মক্ষমতা সে পথে চালিত করেন। তাহলে, ওয়াটসন, এই অতিথিবিমুখ শহরে আমরা এখন নিঃসঙ্গ, অথচ মামলাটার কোনোরকম ফয়সালা না করে এখান থেকে চলে যেতেও পারছি না। আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির সামনের ওই ছোটো সরাইখানা আমাদের বিশেষ কাজে আসবে। ওখানে একটা সামনের ঘর ভাড়া করে রাতের জন্যে যা যা জিনিস দরকার সেগুলো কিনে-টিনে নিয়ে এসো। আর আমি সেই অবসরে একটু খোঁজ-খবর নিতে পারি।

খোঁজ খবর সামান্য হলেও হোমস যেমন মনে করেছিলেন, তার থেকে সময় লেগেছিল অনেক বেশি। কারণ যখন তিনি ফিরলেন প্রায় নটা বাজে তখন। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মুখ তাঁর। ক্ষিদেয় আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি ফিরলেন, সারাগায়ে ধূল। ঠাণ্ডা খাবার টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ওগুলো তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে তিনি পাইপ ধরালেন। আবার সেই আধা হাস্যরসাত্মক ও পুরোপুরি দার্শনিক মনোভাবের অভিনয় শুরু করলেন হোমস। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে তিনি উঠে চলে এলেন জানলার কাছে। গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় দেখলেন, ধূসর রং-এর ঘোড়ার টানা একটা জুড়ি ব্রুহ্যাম গাড়ি আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

হোমস মন্তব্য করলেন—গাড়িটা ফিরল তিন ঘন্টা পরে। বেরিয়েছিল সাড়ে ছ-টার সময়। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে দূরত্বটা হবে দশ থেকে বারো মাইলের মতো, এবং এ পথ ওঁকে পাড়ি দিতে হয় দিনে একবার কি দুবার।

তা রোগী দেখতে হলে আর এটুকু পথ ডাক্তারের পক্ষে বেশি কী? ওয়াটসন মন্তব্য করলেন।

কিন্তু আর্মস্ট্রং তো আর চিকিৎসক নন? তিনি পড়ান আর রোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সাধারণ ভাবে প্র্যাক্‌টিশ করা যাকে বলে, তিনি সেরকম ডাক্তারবাবু নন। কারণ

তাহলে তাঁর লেখার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাহলে কেন এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা? নিশ্চয়ই এ অত্যন্ত ক্লান্তিকর? আর, কার সঙ্গেই বা দেখা করতে যান তিনি?

আচ্ছা, ওঁর কোচোয়ান—

সে চেষ্টা কি আমি আগেই করিনি তুমি বলতে চাও ওয়াটসন? তার মনিবের হুকুমেই হোক বা তার স্বভাবসিদ্ধ নীচতার জন্যেই হোকএলাকটা কুকুর লেলিয়ে দিল। অবশ্য কুকুরটা বা লোকটা কেউই আমার লাঠিটা পছন্দ করেনি, ফলে ব্যাপারটার ওখানেই সমাপ্তি হল। তারপর থেকেই আর ওর সঙ্গে সম্পর্কটা বিশেষ ভালো রইল না। খবর যেটুকু পেলাম তা আমাদের এই সরাইখানায় এক বাসিন্দার কাছ থেকে। লোকটি বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর কথায় ডাকতারের অভ্যাসগুলো জেনে নিচ্ছিলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন তার কথার প্রমাণ হিসেবেই গাড়িটা তাঁর দরোজায় এসে দাঁড়াল।

তা,পেছু নিতে পারোনি? ওয়াটসনের প্রশ্ন!

চমৎকার, চমৎকার ওয়াটসন। আজ সন্ধ্যায় তোমার মাথা পরিষ্কারভাবে খুলে গেছে। মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল। লক্ষ্য করে থাকবে আমাদের সরাইখানার পাশে একটা সাইকেলের দোকান আছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে একটা সাইকেল ভাড়া করে যখন বেরিয়ে পড়লাম, গাড়িটা তখনও একেবারে দৃষ্টির আগোচর হয়ে যায়নি। ওটাকে লক্ষ্য রেখে, একশো গজের মতো দূরত্ব বজায় রেখে আমি চললাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হল। থেমে দাঁড়াল গাড়িটা, আর ডাক্তার নেমে পড়ে এগিয়ে এলেন পেছনে, ঠিক যে দিকে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানে। নিজস্ব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে, বললেন,—রাস্তাটা সরু বটে, কিন্তু তাহলেও আপনার সাইকেলের পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। চমৎকারভাবে কথাটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর গাড়ি পার হয়ে এগিয়ে গেলাম বড় রাস্তা ধরে। তারপর একটা সুবিধামতো জায়গায় থেকে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় সেই গাড়ি? বোঝা গেল, বড় রাস্তাটাকে কেটে, যেসব রাস্তা গেছে তারই একটায় বাঁক নিয়েছে গাড়িটা। ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু তবু সেটার কোনো পাত্তাই পেলাম না। আর, দেখছোই তো, ওটা এসে পৌঁছেছে আমার আসার পরেই। তবে, জানবে তুমি, এসব পথ পরিক্রমার সঙ্গে গডফ্রে-র নিরুদ্দেশের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি, এবং খবরদারিটা করছিলাম এই হিসেবেই যে, ড আর্মস্ট্রং-এর যে কোনো ব্যাপারই আপাততঃ আমাদের তদন্তের আওতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু যখন দেখছি কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে কি না এ বিষয়ে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন, ব্যাপারা তখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার কাছে। থামবো না, ওয়াটসন, থামবো না—যতোক্ষণ না এ রহস্যের সমাধান হচ্ছে।

তা কালও তো ওঁর পেছু নেওয়া যেতে পারে? ওয়াটসন বললেন। কিন্তু তা—কি পারা যাবে? যেমনটি ভাবছ ততো সহজ নয় ব্যাপারটা। এই কেম্ব্রিজ শায়ার এলাকার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, তাছাড়া লুকোনোর জায়গারও অভাব। যে পথে আজ আমি ঘুরে এলাম তা একেবারে সমতল, হাতের চেটোর মতো, এবং যার পিছু আমরা নিচ্ছি মোটেই যে সে, নির্বোধ নয়, তার প্রমাণ আমরা আজ রাতেই বেশ ভালো করেই পেলাম। ওভারটনকে লিখেছি লন্ডনে কোনো নোতুন খবর থাকলে এই ঠিকানায় জানাতে। ইতিমধ্যে আমাদের ড. আর্মস্ট্রং-এর গতিবিধির ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। আর্মস্ট্রং জানেন তরুণ গডফ্রে কোথায় আছে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি। আর তাঁর কাছ থেকে আমরা যদি না জেনে নিতে পারি তাহলে তা আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাই মনে করতে হবে। আপাতত আমাদের স্বীকার করতেই হবে তরুপের তাসটা এখন আছে তাঁরই হাতে, এবং তুমি তো জানো, এরকম অবস্থায় পেছনে হটা আমার ধাতে সয় না। বলাবাহুল্য পরদিনও হোমস সমস্যার ওপর কোনোরকম আলোকপাত করতে সমর্থ হলেন না। সকালের জলখাবারের পর একটা চিঠি আসে, সেটা পড়ে নিয়ে হোমস হাসতে হাসতে সেটা ওয়াটসনের হাতে দিলেন—ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

জনাব,

নিশ্চয়ই জানবেন, আমার চলাফেরার ওপর নজর রেখে আপনি বৃথাই সময় নষ্ট করছেন। নিশ্চয়ই আপনি গতকাল বুজতে পেরেছেন যে আমার গাড়ির পেছনে জানলা আছে। অতএব যদি চান কুড়ি মাইল সাইকেল চড়ার পরে আবার সেইখানেই গিয়ে পৌঁছোবেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, তাহলে আপনার পক্ষে আমার পিছু নেওয়া সার্থক হবে। আর এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যতোই আমার পেছনে লেগে থাকুন গডফ্রে স্টনটনের তাতে কোনো সুবিধাই হবে না। আপনার পক্ষে এখন একমাত্র কাজ হবে এক্ষুনি লন্ডনে ফিরে গিয়ে, যিনি আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, যার খোঁজ করছেন তার সন্ধান পাননি। কেম্ব্রিজে থেকে বৃথা সময়ের অপব্যবহার করবেন না।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত—লেসলি আর্মস্ট্রিং

হোমস মন্তব্য করলেন—ডাক্তারটি হচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সৎ ও স্পষ্ট বক্তা। কিন্তু তিনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন, সুতরাং তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে।

ওয়াটসন বললেন—তা, তাঁর গাড়ি তো তাঁর দরোজার সামনেই রয়েছে।—ওই উনি গাড়িতে উঠলেন। ওঠবার সময় একবার তাকালেন হোমসদের জানলার দিকে। আচ্ছা আমি একবার সাইকেল নিয়ে দেখবো নাকি চেষ্টা করে?

না, না ওয়াটসন! তোমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর আমার যতোই আস্থা থাকুক ওই ডাক্তারের সঙ্গে পালায় তুমি দাঁড়াতেই পারবে না। হয়তো আমি নিজের মতো চলে কৃতকার্য হতেও পারি। তুমি তোমার নিজের মতো যা খুশি করো—এহেন জনবিরল এলাকায় দুই দুইজন লোকের একত্র তদন্তের ফলে হয়তো কানাকানির সৃষ্টি হতে পারে, যেটা আমি এড়াতে চাই। তবে আমি আশা করছি সন্ধ্যের আগেই কিছু সুখবর দিতে পারব।

কিন্তু এবারেও হোমসকেও হতাশ হতে হল। ক্লান্ত ও বিফল মনোরথ অনেক রাত করে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বললেন সারাটা দিন ব্যর্থ গেল ওয়াটসন। ডাক্তার মোটামুটি কোথায় কোথায় যান সে খবর নিয়ে আমি কেম্ব্রিজের গ্রামগুলোয় খোঁজ করলাম, সরাইখানায় আর অন্যান্য সংবাদ সংস্থায়ও খোঁজ করে দেখলাম। বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করেছি—চেষআরটন, হিস্টন, ওয়াটার বীচ, আর ওকিংটন—সবকয়টা জায়গাতেই খোঁজ করে হতাশ হয়েছি। এমন এক প্রায় ঘুমন্ত এলাকায় অমন একটা জুড়ি ব্রুহাম গাড়ি দিনের পর দিন যাওয়া আসা করছে অথচ কারো চোখে পড়ছে এবারও ডাক্তারেরই নয়।—আচ্ছা, আমার নামে কি কোনো টেলিগ্রাম এসেছে?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, এবং আমি সেটা খুলেওছি। তাতে লেখা—ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সনের কাছে পম্পির খোঁজ করুন। এর কোনো অর্থই বুঝলাম না।

হোমস বললেন—কেন, এতো বেশ পরিষ্কার। টেলিগ্রামটা এসেছে এভারটনের কাছ থেকে। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। এখন আমি জেরেমিকে একটা চিঠি পাঠাবো। সন্দেহ নেই এবার আমাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হবে। ভালো কথা, খেলাটার কোনো খবর জানো?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, সান্ধ্য পত্রিকার শেষ সংস্করণে খেলাটার একটা চমৎকার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। একটা গোলে আর দু'টো "ট্রাই"-তে অক্সফোর্ড জিতেছে। বিবরণটার শেষ অংশে লিখেছে—লাইট ব্লুজ-এর পরাজয়ের কারণ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অপূর্ব খেলয়াড় গডফ্রে স্টনটনের অনুপস্থিতি—তার অভাব সর্বদাই অনুভূত হচ্ছিল। থ্রি কোয়ার্টার লাইনে বোঝা পড়ার অভাব, কি আক্রমণে কি রক্ষণে সব জায়গাতেই দুর্বলতার পলে কঠোর পরিশ্রমী দলটির সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। "হোমস বললেন—তবে তো বন্ধু ওভারটনের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি ডাক্তার আর্মস্ট্রিং-এর সঙ্গে একমত, রাগবি আমার পরিধির মধ্যে আসে না। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে ওয়াটসন, কারণ

মনে হচ্ছে কালকের দিনটা বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে চলেছে।

পরদিন সকালে হোমসের দিকে তাকিয়ে ওয়াটসনের কেমন কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে তিনি বসে আছেন আগ্নিকুণ্ডের পাশে। ওয়াটসন ভাবলেন, তবে কি হোম্‌সের স্বভাবেরই সেই দুর্বলতা আবার দেখা দিতে চলেছে? এবং সে আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল যখন ওয়াটসন, ঝলমলে সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে আগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে থাকতে দেখলেন হোম্‌সকে। ওয়াটসনের মুখে বিষাদের ভাব লক্ষ করে হোমস আচম্‌কা হেসে উঠে সেটা টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন,—না বন্ধু, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি হিসেবেই এটা কাজ করবে এখন। এই সিরিঞ্জের ওপরেই এখন আমার সব ভরসা। একটু ঘুরে ফিরে তদন্ত করে এইমাত্র ফিরছি, এবং সব কিছুই এখন আমাদের অনুকূলে আসছে। ভালো করে জলখাবার খেয়ে নাও ওয়াটসন, কারণ আজ আমি ড. আর্মস্ট্রিংকে অনুসরণ করব এবং বিশ্রাম বা খাদ্য কিছুর জন্যেই থামব না যতোক্ষণ না সফল হচ্ছি।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে তো প্রাতরাশ না খেয়ে তা সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারি, কারণ দেখছি উনি আজ তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ছেন, তাহলে বুঝব তাঁর প্রচুর বুদ্ধি। প্রাতরাশ সেরে নিচে চল আমার সঙ্গে, এমন এক গোয়েন্দার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, এই বিশেষ কাজে সে অত্যন্ত পারদর্শী।

নিচে নেমে হোম্‌সের পিছু পিছু ওয়াটসন গেলেন আস্তাবলের প্রাঙ্গণে। তারপর একটা বাক্সের তালা খুলে তিনি একটা সাদা আর বাদামি রঙের লম্বা কান বিশিষ্ট কুকুরকে বার করলেন। কুকুরটা কতোকটা বীগল তা ফক্স-থাউন্ডের মাঝামাঝি।

বললেন, এসো পম্পির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—স্থানীয় কুকুরদের সেরা হচ্ছে এ। খুব জোরে হয়তো দৌড়তে পারে না, ওর আকৃতি দেখেই তা বুঝেছো, কিন্তু গন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে একেবারে নাছোড়বান্দা। কী রে পম্পি, খুব তাড়াতাড়ি যেতে না পারলেও নিশ্চয়ই দুই লন্ডনবাসী মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের পক্ষে তোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হবে, না রে? তাই তোর কলারে এই চামড়ার ফালিটা বেঁধে দিচ্ছি। বেশ, এবার দেখি কেমন করিৎকর্মা তুই কুকুরটাকে নিয়ে হোমস গেলেন ডাক্তারের দরোজার কাছে। মুহূর্তের জন্যে কুকুরটাকে নিয়ে হোমস গেলেন ডাক্তারের দরোজার কাছে। মুহূর্তের জন্যে কুকুরটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর উত্তেজনাসূচক এটা তীক্ষ্ম আওয়াজ-তুলে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে, দাড়িটায় টান দিতে দিতে। আধঘন্টার মধ্যেই হোমসরা শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কী করেছো বল তো?

সামান্য একটা কৌশল, কিন্তু সামান্য হলেও এ অবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী। সকালবেলা ডাক্তারের ওখান গিয়ে সিরিঞ্জ ভর্তি তরল মৌরি তাঁর গাড়ির পেছনের চাকায় দিয়েছি। ওই গন্ধ অনুসরণ করে পম্পির মতো কুকুর যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে। পম্পিকে ফাঁকি দিতে হলে তাঁকে ক্যাম-এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ওঃ কী চালাক শয়তানটা। এভাবেই উনি কাল আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলেন।

দেখা গেল কুকুরটা হঠাৎ বড় রাস্তা ছেড়ে ঘাস গজানো একটা গলিপথ ধরেছে। আধমাইলটাক যাওয়ার পর রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেল। কুকুরটা ডান দিকে বেঁকে শহরের দিকে এগোতে লাগল। যেদিক থেকে হোমসরা এসেছিলেন।

হোমস বললেন—হুঁ, এভাবে যাওয়ার কারণ আমারই তাহলে? আর সেই জন্যেই গ্রামবাসীদের কাছে যে খোঁজখবর করেছিলাম তা বিফল হয়েছে। ডাক্তার এ ব্যাপারে যথাসম্ভব গোপনতার চেষ্টা করে চলেছেন—এমন জটিল পথ ধরার কারণ কী জানতে হবে। ডানদিকের এটা ট্রামপিংটন গ্রাম। আরে, এই তো মোড়ের মাথায়ই তো ব্রুহাম গাড়িটা। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি ওয়াটসন, দেরি করলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে।

একটা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে হোমস লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটা মাঠে পৌঁছোলেন অনিচ্ছুক পম্পিকে টানতে টানতে। বেড়ার আড়ালে আশ্রয় আর্মস্ট্রিংকে দেখা গেল—তাঁর কাঁধ

ঝুলে পড়েছে, মাথা দুইহাতের মধ্যে—বেদনার প্রতিমূর্তি যেন। হোম্সের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে হোমস বললেন—চিন্তা হচ্ছে হয়তো এই তদন্ত এক অত্যন্ত বিয়োগান্ত ব্যাপারে পর্যবসিত হতে চলেছে। যাই হোক, এ রহস্য আর বেশিক্ষণ থাকছে না।—আয় পম্পি। হুঁ, মাঠের মাঝখানে এই কুটিরখানাই তাহলে।

পম্পি ঘ্যান্—ঘ্যান্ করছে আর গেটটার বাইরে উৎসুকভাবে দৌড়িয়ে ফিরছে। গাড়িটার চাকার দাগ এখনো মিলিয়ে যায় নি।

পায়ে চলার পথটা গেছে নিরালা কুটিরটা পর্যন্ত। হোমস কুকুরটাকে বেড়ায় বেঁধে রাখলেন, ওয়াটসনরা এগিয়ে চললেন। দরোজায় পৌঁছে শব্দ করলেন হোমস—একবার,—দুবার—তিন কিন্তু নাঃ, কোনো সাড়া শব্দ নেই। অথচ কুটিরে যে কেউ নেই তা নয়, একটা চাপা আওয়াজ ভিতর থেকে আসছে। অবর্ণনীয় বিষাদের প্রকাশ সেই শব্দে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হোমস। তারপর ফিরে তাকালেন যে পথে তাঁরা এসেছেন—একটা ব্রুহ্যাম সে পথে আসছে। ধূসর রং-এর ঘোড়াগুলোকে ভুল করা অসম্ভব।

হোমস ফিস্ফিস্ করে বললেন—সর্বনাশ, ডাক্তার যে ফিরে আসছেন! আর কোনো কথা নয়, উনি এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দেখতে হবে ব্যাপারটা কী?

হোমস দরোজা খুললে ভিতরের হলঘরে ঢুকলেন ওয়াটসনরা। একঘেয়ে শব্দটা উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে হতে পরিণত হল এক দীর্ঘ শোকের প্রকাশে। কান্নাটা আসছে উপরতলা থেকে। সবেগে এগিয়ে গেলেন হোমস, ওয়াটসন তাঁর পিছু পিছু। একটা আধখোলা দরোজা ঠেলে খুললেন তিনি। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা দেখে আঁতকে উঠলেন ওয়াটসন।

এক সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহ বিছানায় শোয়ানো। তার মুখ শান্ত, নীরক্ত বড় বড় নিষ্প্রভ নীল চোক একরাশ সোনালি চুলের ভিতর দিয়ে ওপর দিকে ফেরানো। পায়ের নিচে এক যুবক আধো বসা অবস্থায়, তার মুখ পোশাকের আড়ালে ঢাকা। শোকে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে সে মুখে তুলল না যতোক্ষণ না হোমস তার কাঁধে হাত দিলেন। বললেন—তুমিই কি গডফ্রে স্টনটন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন, এ মারা গেছে।

ছেলেটি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না হোমস যে তিনি ডাক্তার নন। কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাতে চেষ্টা করলেন হোমস, আর বোজাবার চেষ্টা করলেন যে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তার বন্ধুরা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল আর পরক্ষণেই ডাক্তার আর্মস্ট্রিং-এর ভারী কঠোর ও সপ্রসন্ন মুখ দরোজায় দেখা গেল।

শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনাদের অভীষ্ট পূর্ণ হল মশাইরা, এবং অনধিকার প্রবেশ করেছেন এমন এক সময়ে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই মৃত্যুর পরিস্থিতির মধ্যে আমি চেঁচামেচি করব না। কিন্তু বলতে পারি, আমার বয়স যদি একটু কম হতো তাহলে এই চরম দুর্ব্যবহারের পর আপনারা সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না।

পুরোপুরি মর্যাদা বজায় রেখে শার্লক হোমস বললেন—মাফ করবেন ড. আর্মস্ট্রিং, আপনার আর আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। দয়া করে যদি একটু নিচে আসেন তো এই বিয়োগান্ত ব্যাপার নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটা করে নিতে পারি।

মুহূর্তের মধ্যেই গম্ভীর প্রকৃতির ডাক্তারের সঙ্গে ওয়াটসনরা নিচের বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ডাক্তার বললেন—কী? বলুন।

প্রথমেই আপনাকে বলি, এ তদন্ত আমি লর্ড মাউন্ট জেমজের তরফ থেকে করছি না এবং এ ব্যাপারে আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ তাঁর বিরুদ্ধে। কোনো নিখোঁজ মানুষের খোঁজ করা আমার কর্তব্য, এবং সে ব্যাপারে আমার তরফ থেকে কাজ শেষ। যে ব্যাপার অপরাধের নয়, তাতে আমি ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী গোপন রাখি, কিছুতেই প্রকাশ করিনা। এবং যেহেতু যতোদূর জানি

এ ব্যাপারে বে-আইনি কিছু ঘটেনি, আপনি আমার পর সম্পূর্ণ নিভর করতে পারেন। আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো এবং কাগজে যাতে প্রকাশ না পায় সে চেষ্টা করবো।

হাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন ডাক্তার আর্মস্ট্রং। হোম্‌সের হাত চেপে ধরে বললেন—ভালো লোক আপনি, ভুল বুজেছিলাম আপনাকে। বেচারা স্টনটনকে একা এভাবে ফেলে চলে যাচ্ছিলাম, সেটা আমার বিবেকে বাধছিল। যেতে যেতে তাই ফিরে এলাম। এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ফলে আপনার সঙ্গে আলাপ হল। আপনি কিছুটা জেনেছেন আপনাকে বেশি বোঝাতে হবে না। বছরখানেক আগে গডফ্রে কিছুদিনের জন্যে লন্ডনে থেকে ছিল। সেই সময়ে সে তার বাড়িওয়ালার মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত তাকে বিয়েও করে। যেমন সুন্দরী, তেমনই ভারী মিষ্টি মেয়েটি। এবং যেমন চমৎকার তেমন বুদ্ধিমতী। স্ত্রী হিসেবে যে কোনো পুরুষের গর্ব। কিন্তু যে কঞ্জুস বৃদ্ধের গডফ্রে উত্তরাধিকারী, এই বৃদ্ধের খবর পেলে তিনি অতি অবশ্যই গডফ্রেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। ছেলেটিকে আমি ভালো করেই চিনি, অত্যন্ত ভালোবাসি তাকে। ভালোবাসি তার অনেকগুলো উৎকৃষ্ট গুণের জন্যে। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি যাতে সে সিধে পথে চলতে পারে। ব্যাপারটা যাতে কারো কাছে প্রকাশ না পায় সেজন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কারণ এমন একটা মুখরোচক খবর কানাকানি হতে দেরি হয় না। কুটিরটা নির্জন আর গডফ্রেও খুব সাবধান, যে জন্যে এতোদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা সফল হয়ে এসেছি। রহস্যটা জানে কেবল আমরা ছাড়া এ অতি চমৎকার ভৃত্য, তাকে ট্রামপিংটনে কাজে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গডফ্রে-র স্ত্রীকে এক ভয়ঙ্কর রোগে ধরে। ক্ষয়রোগ—ক্ষয়রোগের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ সেটা। বেচারা গডফ্রে তো পাগলের মতো হয়ে উঠল। অথচ আবার সেই ম্যাচ খেলবার জন্যে যেতেই হবে তাকে, কারণ উপযুক্ত কারণ না দেখালে তারা শুনবে না, আর তা হলেই সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। এটা টেলিগ্রামে তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জানিন কী উপায়ে আপনি সেই টেলিগ্রামের কথা জানতে পেরে গেলেন। তাকে জানাইনি বিপদটা কতোটা গুরুতর কারণ জানতামই যে এখানে এসে সে কিছুই করতে পারবে না, তবে, সব জানিয়ে আমি মেয়েটির বাবাকে চিঠি দেই এবং অত্যন্ত অবিবেচকের মতো তিনি গডফ্রেকে সঠিক পরিস্থিতিটা জানিয়ে দেন। ফলে গডফ্রে পাগলের মতো চলে আসে এখানে। এবং সেই থেকে ঠিক ওই অবস্থাতেই সে বিছানার পাশে বসে আছে যতোক্ষণ না মৃত্যু এসে মেয়েটির সব যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছে। এই হল সম্পূর্ণ ঘটনা মি. হোমস। নিশ্চয় আমি আপনাদের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে পারি।

হোমস ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন। তারপর মুখে একটিও আর কথা না বলে, সেই শোকের কুটির থেকে বেরিয়ে সকালের শীতের রোদ মাখা গাছ পালার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, বুঝলে ওয়াসটন? কেমন বুঝতে পারলে তো!

ছয় নেপোলিয়ন

এক সন্ধ্যায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের ডেরায় এসে হাজির হলেন। শার্লক হোমস আনন্দের সঙ্গেই তাঁকে স্বাগত জানালেন। মাঝে মাঝেই এভাবে লেসট্রেড এসে পড়তেন। ওঁর মুখ থেকে পুলিশের খোদ বড় অফসের হালফিলের খবরাখবর অবগত হতেন হোমস। অবশ্য এর বিনিময়ে হোমস কিন্তু সর্বদাই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক কোনো দতন্তের বিবরণ শোনেন এবং শোনার পর তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের অপার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভিত্তি করে লেসট্রেডকে কোনো উপদেশ বা সূত্রের সন্ধান দিয়ে তদন্তে সাহায্য করেন।

এ দিনের এই বিশেষ সন্ধ্যায় কিন্তু লেসট্রেড আবহাওয়ার আর সংবাদপত্র নিয়ে কথাবার্তার বলছিলেন। তারপর হঠাৎ চুপ্ করে গিয়ে ভ্রু-কুঁচকে সিগার টানতে লাগলেন। হোমস আগ্রহভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার কোনো নতুন মামলা নাকি?

নাঃ. মি. হোমস তেমন বিশেষ কিছু ব্যাপার নয়।

হোমস হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে, বলে ফেল হে! সংকোচ কেন?'

লেসট্রেড হেসে ফেললেন। বললেন—অস্বীকার করার উপায় নেই মি, হোমস যে, আমার মাথা থেকে ছোট্ট একটা ধাঁধা কিছুতেই সরাতে পারছি না। আবার ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে আপনাকে বিরক্ত করতেও ইচ্ছা করছে না। আবার অন্য দিকে ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও সাধারণ পাঁচটা ঘটনা থেকে একটু অন্যরকম এবং আমি জানি অসাধারণ ঘটনার প্রতিই আপনার পক্ষপাতিত্ব বেশি যদিও আমার নিজের মনে হয় ঘটনাটা আমাদের লাইনের নয় ড. ওয়াটসনের এক্তিয়ারের।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো অসুখ?'

লেসট্রেড বললেন, 'এক ধরনের পাগলামি বলতে পারেন। পাগলামিটাও আবার একটু আশ্চর্য ধরনের। আপনি হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না, আজকের দিনেও এমন মানুষ বেঁচে আছে যার সম্রাট নেপোলিয়নের প্রতি তীব্র ঘৃণা—যে নেপোলিয়ানের মূর্তি দেখামাত্র টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে।'

হোমস আবার তাঁর চেয়ারের পিঠে ডুব দিলেন। বললেন—এই ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই।

ঠিক তাই। আর আমিও তো তাই ভেবেছিলাম কিন্তু যখন কোনো মানুষ মূর্তি ভাঙার জন্যে রাহাজানি করা শুরু করে তখনই ব্যাপারটা ডাক্তারের এক্তিয়ার থেকে পুলিশের এক্তিয়ারে চলে আসে।

হোমস আবার চেয়ারের ওপর উঠে বসলেন। রাহাজানি! এবার ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খুলে বল, শুনি।

লেসট্রেড তাঁর অফিসের নোটবুকটা বার করে একবার চোখ বুলিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিলেন। প্রথম ঘটনাটা জানা যায় চার দিন আগে। উনি শুরু করলেন—ঘটনাটা ঘটে মোরস, বাডসনের দোকানে। কেনিংটন রোডের ওপর ওদের একটা ছবি আর মূর্তি বিক্রির দোকান আছে। সেদিন দোকানের কর্মচারীটি কিছুক্ষণের জন্যে কাউন্টার ছেড়ে নিচে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে ফিরে এসে দেখে, কাউন্টারের নিচে নেপোলিয়নের একটা আবক্ষ মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে। মূর্তিটা কাউন্টারের ওপর অন্যান্য প্রদর্শিত শিল্পসামগ্রীর সঙ্গে সাজানো ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে রাস্তায় এল। রাস্তার কিছু লোক অবশ্য বলল তারা একটা লোককে দোকান থেকে ছুটে পালাতে দেখেছে, কিন্তু পাগলটিকে ধরা গেল না বা তাকে চেনা যেতে পারে এমন কোনো সূত্রও পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা রাস্তার কোনো বখাটে ছোকরার কাণ্ড ধরে নিয়ে কাছাকাছি বিটের পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়েছিল। প্ল্যাস্টারের এই মূর্তিটার মূল্য সামান্য কয়েক শিলিং মাত্র, এবং সমস্ত ঘটনাটা এতই ছেলেমানুষী পর্যায়ের যে কোনোরকম তদন্তের প্রয়োজন বোধ হয় নি।

কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা আরো ভয়ঙ্কর আর গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটা ঘটে গতরাত্রে।

এই কেনিংটন স্ট্রিটের ওপরেই মোরস হাডসনের দোকান থেকে কয়েকশো গজ দূরে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের বাড়ি। ভদ্রলোকের নাম ড. বার্নিকোট। টেমস নদীর দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে ব্যস্ত ডাক্তারদের তিনি অন্যতম। কেনিংটন স্ট্রিটের ওপর তাঁর মূল ডাক্তারখানা, আর সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে লোয়ার ব্রিক্সটন রোডের ওপর তাঁর আর একটি শাখা ডিসপেনসারি ও অস্ত্রপচার কেন্দ্র আছে। ড. বার্নিকোট আবার নেপোলিয়নের একজন ভক্ত, তাঁর সমস্ত বাড়ি এই ফরাসি সম্রাটটির ওপর নানা গ্রন্থ, ছবি আর প্রত্নদ্রব্যে ঠাসা। দিনকয়েক আগে মোরস্ হাডসনের দোকান থেকে উনি ফরাসি ভাস্কর ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের বিখ্যাত আবক্ষ মূর্তির দুটি প্ল্যাস্টার প্রতিমূর্তি কেনেন।

এর মধ্যে একটি মূর্তি তিনি তাঁর কেনিংটর রোডের বাসভবনের হলঘরে এবং অপরটি লোহর ব্রিক্সটন রোডের তাঁর অস্ত্রপচার কেন্দ্রে একটি অগ্নিস্থানের ওপরে রাখেন তা, আজ সকালে ড. বার্নিকোট যখন নিচে নামেন তিনি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলেন কাল রাতে তাঁর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, কিন্তু একমাত্র নেপোলিয়নের মূর্তিটি ছাড়া সবই প্রায় ঠিক আছে।

মূর্তিটাকে বাগানের বাইরে দেওয়ালে আছাড় মেরে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। দেওয়ালের নিচেই নেপোলিয়নের মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলি আবিষ্কৃত হয়।

হোমস হাতে হাত ঘস্‌ছিলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন খুবই অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই।

লেসট্রেড বললেন—আমি জানতাম ব্যাপারটা আপনাকে খুশি করবে। কিন্তু আমি এখনো গল্প শেষ করি নি। ড. বার্নিকোট সাধারণতঃ বেলা বারোটা নাগাদ তাঁর অস্ত্রপ্রচার কেন্দ্রে যান, আজো যখন তিনি সেখানে যান তখন তিনি কী পরিমাণ বিস্মিত হয়েছিলেন সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারবেন যখন তিনি আবিষ্কার করলেন, কাল রাতে তাঁর এই বাড়িতেও জানালা খুলে চোর ঢুকেছিল। ভিতরে ঢুকে দেখেন, তাঁর নেপোলিয়নের দ্বিতীয় মূর্তিটিও ভেঙে চুরচুর হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। মূর্তিটি কেউ মহা আক্রোশে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করেছে। দুটি ক্ষেত্রেই এমন কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি যার দ্বারা এই অপরাধীটিকে বা পাগলটিকে চিহ্নিত করা যায়। এতক্ষণে মি. হোমস আপনি ব্যাপারটির পুরো তথ্য পেলেন।

হুঁ, ব্যাপারটা আর পাঁচটা সাধারণ অপরাধের মতো নয়, একটু অদ্ভুত ধরনের, স্বীকার করতেই হবে। হোমস বললেন—আচ্ছা একটা কথা—বার্নিকোটের বাড়িতে যে দুটি মূর্তি ভাঙা হয়েছে আর মোরস হাডসনের দোকানে যেটি ভাঙা হয়েছে সেই তিনটে কি একই ধরনের মূর্তি?

মূর্তি তিনটি একই ছাঁচ থেকে তৈরি।

তাহলে এই তথ্য প্রমাণ করছে, যে মানুষটি এই মূর্তি ভাঙছে নেপোলিয়নের উপর কোনো আক্রোশ থেকে মোটেই এই কাজ করছে না। লন্ডন শহরে এই মহান ফরাসি সম্রাটের কত শত মূর্তি ছড়িয়ে আছে, আর আমাদের এই পাগলটি কিনা হঠাৎ তার নেপোলিয়ান বিরোধিতা শুরু করল একই ছাঁচ থেকে নেওয়া তিনটি হুবহু একই রকম মূর্তি ভাঙা দিয়ে! ব্যাপারটা জেনে নিতে হলে বড় বেশি কাকতলিয় ব্যাপারের ওপর জোর দেওয়া হয়ে যাবে না কি?

হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম। লেসট্রেড উত্তর করলেন। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আবার ভেবে দেখতে গেলে বলতে হয় লন্ডনের এ অঞ্চলের মোরস হাডসন একমাত্র মূর্তির খুচরো বিক্রেতা এবং এই বিশেষ মূর্তি তিনটি তার দোকানে প্রায় বছর খানেক ধরে ছিল। তাই, যদিও আপনি বললেন—লন্ডনে নেপোলিয়ানের কয়েক শত মূর্তি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু লন্ডনের ওই বিশেষ অঞ্চলে হয়তো ওই বিশেষ তিনটি মূর্তি ছাড়া আর অন্য কোনো নেপোলিয়ানের মূর্তি নেই। তাই কোনো স্থানীয় বিকারগ্রস্ত রোগী হয়তো ওই তিনটি দিয়েই তার ধ্বংস অভিযান শুরু করেছে। আপনি কী বললেন ড. ওয়াটসন?

দেখো, মনোবিকলনের ক্ষেত্রে কোনো সম্ভাবনার কথাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওয়াটসন বললেন—মনোবিকলনের এক বিশেষ অবস্থাকে আধুনিক ফরাসি মনোবিজ্ঞানীরা 'ইডি ফিক্স' নামে চিহ্নিত করেন—এই বিশেষ অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল রোগীকে দেখা বা তার হাবভাব দেখে মানসিক রোগের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব ব্যাপারেই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রোগী, নেপোলিয়ান সম্বন্ধে পড়াশুনা করেই হোক, বা নেপোলিয়ান যুদ্ধে তার পূর্বপুরুষগত কোনো অনিষ্ট থেকেই হোক এই 'ইডি ফিক্স' অবস্থা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং 'ইডি ফিক্স' দ্বারা আক্রান্ত হলে সে যে কোনো রকমের পাগলামি করতে পারে।

হোমস সহসা মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন—না, না, ওয়াটসন কিছুতেই মানতে পারছি না তোমার কথা। যে কোনো পরিমাণ 'ইডি ফিক্স' অবস্থা দ্বারাই সম্ভব নয় ওই মূর্তি তিনটি কোথায় আছে, তা আবিষ্কার করা।

ওয়াসটন বললেন—বেশ তাহলে তুমি কীভাবে এটার ব্যাখ্যা করবে?

হোমস বললেন—আমি আপাতত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না। শুধু লক্ষ করছি, ভদ্রলোকের পাগলামির মধ্যে একটা ক্রম আছে। বার্নিকটের হলঘরে যেখানে লোকের জেগে ওঠবার সম্ভাবনা আছে, মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে বাগানে ভাঙা হল, আর তার অস্ত্রোপচার কেন্দ্র যেখানে শব্দ হলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে মূর্তিটা ভাঙা হল সেই জায়গাতেই

যেখানে মূর্তিটা ছিল। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তবু এখন সমস্ত ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তবু এখন সমস্ত ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে নস্যাৎ করতে পারব না, কেননা, আমার কয়েকটি বিখ্যাত কেস প্রথম দিকে খুবই সামান্য রূপে দেখা দিয়েছিল। তোমার নিশ্চয়ই অ্যাবারনেটি পরিবারের ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা মনে আছে। প্রথমে কত সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছিল। কাজে, কাজেই লেসট্রেড, তোমার এই তিন ভাঙা মূর্তির তদন্তও আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না। যাই হোক তুমি যদি এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়গুলিও আমায় জানাও তবে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরবর্তী অধ্যায়ে যার সম্বন্ধে হোমস কৌতূহলী ছিলেন। সেই অধ্যায়ের সংবাদ পরদিন সকালে ওয়াটসন যখন তার শোবার ঘরে সকালের পোষাক পাল্টাচ্ছিলেন তখন হোমস, দরোজায় একটা টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, হাতে একটা টেলিগ্রাম। হোমস টেলিগ্রামটা পড়ে শোনালেন।

'এক্ষুনি চলে আসুন ১৩১ নং পিট স্ট্রিট, বেনসিংটন—লেসট্রেড।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল আবার?'

হোমস বললেন—জানি না, তবে কিছু একটা জরুরি ব্যাপার নিশ্চয়ই না হলে ডাক পড়ত না আমার। আমার মনে হয় আবক্ষ মূর্তির পরবর্তী অধ্যায়। আমাদের সেই মূর্তি ভাঙা বন্ধুটি এবার লন্ডনের আর এক অঞ্চলে তার ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করল বোধ হয়। ওয়াটসন, টেবিলে কফি আর দরোজায় গাড়ি অপেক্ষা করছে—চটপট করো।

ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে ওয়াটসনরা পিট স্ট্রিটে, পৌছে গেলেন। জায়গাটা কোলাহল মুক্ত। ১৩১ নং বাড়িগুলি বোঝা গেল সমাজের উঁচুতলার সম্মানীয় অভিজাতদের বাসগৃহ।

গাড়ির ভেতর থেকে দেখা গেল বাড়ির বাইরের রেলিং ধরে বেশ একটা কৌতূহলী জনতার ভীড়। হোমস চমকে উঠলেন।

হায় ঈশ্বর! এ যে মনে হচ্ছে খুনোখুনি! হত্যার চেয়ে কোনো কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লন্ডনের এ সংবাদবাহক ছোকরাটিকে এখানে আটকে রাখতে পারত না ওয়াটসন। ছেলেটির ওই গোল হয়ে ওঠা কাঁধ আর উঁকি মারা গলাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছে এখানে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। উপরের সিঁড়ি ভেজা, নিচেরগুলো শুকনো। কী ব্যাপার? ওই তো লেসট্রেড দাঁড়িয়ে আছে সামনের খোলা জানালার কাছে। এখনই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে ওয়াটসন!

উপস্থিত পুলিশ অফিসারটি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পথে বেরিয়ে হোমসদের বাড়ির ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছিলেন। তার মাথার টুপি এলোমেলো, পরনে ফ্লানেলের ড্রেসিংগাউন, ওনার সঙ্গে হোমস ও ওয়াটসনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ইনি হলেন, সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের মি. হোরেস হার্কার, এই বাড়ির মালিক।

আবার সেই নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তি—লেসট্রেড বললেন। গত সন্ধ্যায় আপনি ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এখন ঘটনা আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে গড়িয়েছে। আমি ভাবলাম—আপনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হবেন, তাই আপনাকে ডাকিয়ে আনলাম।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়েছে?

লেসট্রেড বললেন—হত্যা। মি. হার্কার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করুন না, সঠিক কী ঘটেছিল?

ড্রেসিং গাউন পরা ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে বলতে শুরু করলেন—কী বিচিত্র ব্যাপার দেখুন। সারা জীবন আমি অপর লোকের খবর নিয়ে ঘুরেছি, আর আজ যখন আমি নিজেই একটা মস্ত সংবাদ হয়ে পড়লাম তখন এত বিভ্রান্ত আর হতভাক হয়ে পড়েছি যে এখনো পর্যন্ত দু-লাইন রিপোর্ট তৈরি করতে পারলাম না। যদি এখানে সাংবাদিক হয়ে আসতে পারতাম তবে এতক্ষনে নিজেই নিজেকে সাক্ষাৎকার করে সান্ধ্য কাগজে দু-কলম

করে লিখে দিতে পারতাম। অথচ, এতবার এত লোককে একই খবর বলতে বলতে, আসল খবরটাই বাসি হয়ে গেল। খবরটা আমার কোনো কাজেই এল না। যাই হোক, আমি আপনার নাম বহু শুনেছি মি. শার্লক হোমস, এখন আপনি যদি এই অদ্ভুত অপরাধটার ব্যাখ্যা করতে পারেন তবেই আমার এত করে, এত লোককে একই কথা বলার ক্লান্তিকর পরিশ্রম সার্থক হবে।

হোমস বসলেন এবং শোনার জন্যে প্রস্তুত হলেন—মনে হচ্ছে নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তিটা থেকেই সমস্ত রহস্য গড়ে উঠেছে। আবক্ষ মূর্তিটা আমি প্রায় চারমাস আগে হার্ডিং ব্রাদার্সর দোকান থেকে কিনি, দোকানটা হাইস্ট্রিট স্টেশনের কাছেই। আমার সাংবাদিক কর্মের অধিকাংশ কাজই রাতে করতে হয় এবং প্রায়ই ভোর রাত পর্যন্ত আমাকে লেখার মধ্যে কাটাতে হয়। গত রাতেও তাই করছিলাম। বাড়ির একেবারে উপরতলায় পেছনদিকের ছোট একটা ঘরে বসে আমি আমার লেখার কাজ করে চলেছি। রাত তখন প্রায় তিনটে, হঠাৎ নিচের তলা থেকে একটা শব্দ কানে এল। আমি কান খাড়া করলাম। কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলাম না। তখন ভাবলাম শব্দটি বোধহয় বাড়ির বাইরে থেকে এসেছে। তারপর হঠাৎ বোধহয় মিনিট পাঁচেক পরে আমি এক বীভৎস আর্তনাদ শুনি।

এত ভয়ঙ্কর বীভৎস আর্তনাদ জীবনে কখনো শুনিনি মিনিট দুয়েকের মতো আমি যেন ভয়ে একেবারে জমে ছিলাম। তারপর কোনোমতে সাহসে ভর করে একটা লোহার রড নিয়ে নিচে নেমে এলাম। এই ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের জানালাটা হাট করে খোলা, আর সঙ্গে সঙ্গে নজরে এল টেবিলটার ওপর থেকে নেপোলিয়নের মূর্তিটা উধাও। কয়েক শিলিং মূল্যের একটা প্ল্যাস্টার ছাঁচের মূর্তি কেন চোরে নিয়ে যাবে এটা কিছুতেই আমার মাথায় এল না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ওই খোলা জানলা দিয়ে বেরোতে গেলে কয়েকটা লম্বা পা ফেলে, সামনের দরোজায় পৌঁছানো যেতে পারে। আমার নিশ্চিত ধারণা হল চোরটি তাই করেছে। আমি ঘুরে সামনের দরোজা খুললাম। দরোজা খুলে যখন বাইরে পা রাখলাম তখনো চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আর বাইরে পা রাখতেই আমি একটা পড়ে থাকা মৃতদেহের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। আমি দৌড়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা আলো নিয়ে এলাম। এসে দেখি এক হতভাগ্য পড়ে আছে। মৃতহেদের গলায় একটা গভীর ক্ষত। রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে। লোকটি উপুড় হয়ে পড়েছিল, হাঁটুদুটো মোড়া, মুখটা ভয়ঙ্কর ভাবে হাঁ করা। দুঃস্বপ্নে বার বার এই দৃশ্য আমি দেখব। বোধহয় আমার পুলিশ হুইসেলটুকু বাজাবার মতো জ্ঞান ছিল, তারপরেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি একজন পুলিশ আমকে হল ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়েছে।

হোম্‌সের প্রথম প্রশ্ন—নিহত ব্যক্তিটির পরিচয় কি?

এখনো পর্যন্ত লোকটির পরিচয় পাওয়া যায় নি। লেসট্রেড উত্তর দিলেন—দেহটি আপনি মর্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে। লোকটি লম্বা, রোদে পোড়া, এবং বেশ শক্তিশালী, বয়স বছর তিরিশেক। পরনে ছিল অত্যন্ত মলিন পোষাক, কিন্তু মনে হয় না সে শ্রমিক শ্রেণীর। রক্তের মধ্যে একটি হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি পাওয়া গেছে। জানি না, এই ছুরিটি দিয়েই লোকিটকে হত্যা করা হয়েছে, না অস্ত্রটি স্বয়ং নিহত লোকটির। লোকটির পোষাকে তার কোনো নাম ছিল না। পকেট থেকে পাওয়া গেছে একটি আপেল, কিছু সুতো, লন্ডন শহরের একটি ম্যাপ আর একটি ফোটো। এই যে সেটা।

কোনো ছোট ক্যামেরা থেকে স্ন্যাপ্‌ শটে তোলা একটি ছবি। একটি স্যাবধানী তীক্ষ্ম মুখরেখার সিমিয়ান গোষ্ঠীর মানুষের ছবি। চোখের ভ্রু দুটি অত্যন্ত মোটা এবং মুখের নিচের দিকটা বেবুনের মুখের মতো কিছুটা বেরিয়ে এসেছে।

আর মূর্তিটির খবর কী? ছবিটি তীক্ষ্ম চোখে পরীক্ষা করার পর হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই সেটির সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্যাম্পডেন হাউস রাস্তার ওপর একটি ফাঁকা বাড়ির সামনের বাগানে সেটি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে। আমি এখন সেখানেই যাচ্ছি। আসবেন নাকি?

হোমস বললেন—নিশ্চয়ই দাঁড়াও তার আগে চারদিকটা একবার নজর বুলিয়ে নিই। হোমস কার্পেট এবং জানলাটি পরীক্ষা করলেন। লোকটি খুবই লম্বা অথচ খুব চট্‌পটে, উনি বললেন, অতো উঁচু জানালা দিয়ে ফিরে যাওয়াটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ মি. হার্কার, আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি, আপনার আবক্ষ মূর্তির অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করতে?

বিষাদগ্রস্ত সাংবাদিকটা তাঁর লেখার টেবিলের ওপর বসেছিলেন।

আমি এখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি যদি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি, উনি বললেন—যদিও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে পয়লা সান্ধ্য সংস্করণের কাগজগুলি ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সহ বেরিয়ে গেছে। আপনার কপালটাই এমন মন্দ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেবার ডনকাস্টারের গ্যালারি ভেঙে পড়ার কথা। সেই ভাঙা গ্যালারিতে একমাত্র সাংবাদিক আমিই উপস্থিত ছিলাম। অথচ আমার কাগজেই ঘটনাটার একেবারে কোনো বিবরণই বের হল না। কারণ ভাঙা গ্যালারির তলায় তখন আমার এমন অবস্থা যে, এক অক্ষরও লেখার সার্মথ্য ছিল না। আর আজ যখন আমার বাড়ির দোরগোড়ায় একটা জলজ্যান্ত খুন হয়ে গেল তখনো আমি এত দেরি করে ফেললাম যে এর কোনো বিবরণ আমার কাগজে বের করতে পারলাম না।

আমরা যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছি তখন কানে এল সাদা কাগজের ওপর তাঁর দ্রুত কলম চালানোর খসর খসর শব্দ।

মূর্তিটির অবশিষ্ট অংশ যেখানে পাওয়া গেছিল সেটি এখান থেকে কয়েক গজ দূরে মাত্র। এই প্রথম আমরা মহান সম্রাটের অসহায় চূর্ণিত মূর্তিটি দেখলাম। আমাদের সেই অপরিচিত লোকটা মনে এই সম্রাট যে কী পরিমাণ ঘৃণা আর ক্রোধ উদ্রেক করেছে তা তাঁর এই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পরিণতি থেকে বোঝা সম্ভব। বাগানের ঘাটের ওপর সেই চূর্ণিত মূর্তির অবশিষ্ট অংশ ছড়িয়ে ছিল। হোম্‌সের একাগ্র হয়ে আসা মুখ চোখ আর ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল, তিনি যেন কোনো সূত্রের সন্ধান পাচ্ছেন।

কিছু বুঝলেন? লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—আমাদের এখনো অনেকটা যেতে হবে। কিন্তু তবু—তবু কিছু কিছু ইঙ্গিতময় সূত্র আমরা পাচ্ছি যেটা ধরে আপাততঃ এগোনো যেতে পারে। আমাদের অজানা অপরাধী অপরাধীটির কাছে এই তুচ্ছ আবক্ষ মূর্তিটির মূল্য একজন মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশি। এবং আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা হল, লোকটি মূর্তিটি কিন্তু বাড়ির মধ্যে ভাঙে নি, এমন কি বাড়ির ঠিক বাইরেও ভাঙে নি। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় শুধু ভেঙে ফেলাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল।

হঠাৎ আর একজনের উপস্থিতিতে সে এতো উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে সে বুঝতেই পারে নি সে কী করে ফেলছে।

হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কিন্তু আমি বিশেষভাবে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই বাড়ির অবস্থানের দিকে।

লেসট্রেড বাড়িটির দিকে তাকালেন।

একটি জনশূন্য বাড়ি। সে জানত এই বাগানের মূর্তিটি ভাঙলে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

হ্যাঁ কিন্তু এই খালি বাড়িটিতে আসার আগে আরেকটি খালি বাড়ি ছিল, সেটি খুনীটা পেরিয়ে এসেছে। সে ওই বাড়ির মূর্তিটা ভাঙল না কেন, যখন প্রতি মুহূর্তে, যতো পথ সে পেরিয়ে আসছে, ততই তার হঠাৎ কোনো মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়ার আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

না, আমি হাল ছাড়ছি—লেসট্রেড বললেন। মাথার উপরে রাস্তার আলোটি দেখিয়ে হোমস বললেন—এখানে ও কী ভাঙছে দেখতে পেয়েছে, যেটা আগের বাড়ির বাগানে সে পারত না। এটাই কারণ।

আরে। তাই তো, এখন মনে পড়েছে বার্নিকোটের মূর্তিটিও তাঁর লাল আলোর কাছে ভাঙা

হয়েছিল। তা মি. হোমস, এই তথ্য থেকে আমরা কী সূত্র পাচ্ছি?

শুধু তথ্যটা মনে রাখতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। পরে হয়তো আমরা এমন কোনো তথ্য পাব যার দ্বারা আমাদের এই তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে সুবিধে হবে। লেসট্রেড, তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ এখন কী হবে?

সবচেয়ে দরকারি পদক্ষেপ হবে এখন মৃত মানুষটির পরিচয় খুঁজে বার করা। সেটা করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। আমরা যখন জানতে পারব লোকটিকে, লোকটির মেলামেশা কাদের সঙ্গে ছিল, তখনই আমরা একটা সুনির্দিষ্ট পথ পাব। লোকটি কেন কাল রাতে পিট স্ট্রিটে এসেছিল, সে ব্যক্তি কে যার সঙ্গে তার বাড়ির দরোজার সামনে দেখা হয়েছিল এবং তাকে খুন করেছিল। আপনার কী মত?

সন্দেহ নেই, এই পথে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার একটা পথ পাবে। তবু আমি কিন্তু এই পথে এগোব না।

তাহলে আপনি কোন্ পথে এগোবেন?

হোমস বললেন—না লেসট্রেড, তোমাকে আমি প্রভাবিত করব না। বরং আমি বলি, তুমি তোমার পথে এগোও, আমি আমার পথে। তারপর পরস্পরের তদন্তের ফলগুলি মিলিয়ে দেখে দুজনে দুজনকে সাহায্য করতে পারব।

লেসট্রেড বললেন, 'খুব ভালো।'

তুমি যদি পিট স্ট্রিটে ফিরে যাও তবে হোরেস হার্কারের সঙ্গে একবার দেখা কোরো। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বল যে আমি স্থির নিশ্চিত, নেপোলিয়নের প্রতি বিতৃষ্ণ কোনো এক ভয়ঙ্কর খুনী পাগল গত রাতে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল। খবরটা তাঁর রিপোর্ট লেখার কাজে লাগবে।

সত্যিই বিশ্বাস করেন না, নেপোলিয়নের প্রতি ঘৃণা থেকে কেউ এমন করছে?

হোমস মৃদু হেসে বললেন—করি না কি? তা হবে হয়তো। কিন্তু আমি জানি কথাটা হোরেস হার্কার এবং তাঁর কাগজ সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের পাঠকদের বেশ রোমাঞ্চকর মনে হবে। চলো হে, ওয়াটসন, এগোনো যাক্। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে আবার একটা বিরাট দিন তার জটিল কাজকর্ম নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। লেসট্রেড, তুমি যদি আজ সন্ধ্যা নাগাদ বেকার স্ট্রিটে আসতে পারো তবে খুশি হবো। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত লোকটির পকেট থেকে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটি আমার কাছে রাখছি। এমনো হতে পারে আজ রাতে একটা ছোট্ট অভিযানে তোমার ও তোমার লোকজনের সাহায্য আমার প্রয়োজন হতে পারে, তবে অবশ্যই যদি আমার চিন্তাধারার যৌক্তিকতা সঠিক হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায়।

ওয়াটসন আর হোমস হাই স্ট্রিট্ পর্যন্ত হেঁটে এলেন। এখানে হোমস হার্ডিং ব্রাদাসের দোকানে ঢুকলেন। এই দোকান থেকেই এই মূর্তিটা কেনা হয়েছিল। দোকানের তরুণ কর্মচারীটি জানালেন মি. হার্ডিং এখন দোকানে নেই। বিকালের দিকে তিনি দোকানে আসবেন। সে নিজে দোকানে নতুন কাজে ঢুকেছে। সে কোনো খবর দিতে পারবে না। হোম্‌সের মুখে হতাশা আর বিরক্তি জেগে উঠল।

ঠিক আছে। বিকেলের আগে যখন হার্ডিংকে পাওয়া যাবে না তখন আমরা বিকেলেই ফিরে আসব। আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি ওয়াটসন বুঝতে পারছ আমার এই রকম অভিযানের উদ্দেশ্য কী। আমি এই মূর্তিগুলির তৈরি হওয়ার উৎস খুঁজে পেতে চাই। মূর্তিগুলির এই আশ্চর্যজনক পরিণতির পেছনে তার তৈরি হওয়ার সময়কার কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা আমার জানা দরকার। এখন কেনিংটন রোডের ওপর মি. মোরস্ হাডসনের দোকানে যাওয়া যাক্ দেখা যাক্, এই ব্যাপারে উনি কোনোরকম আলোপাত করতে পারেন কিনা?

গাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল, এই ছবি বিক্রেতার দোকানে পৌঁছাতে। ভদ্রলোক, লালমুখো বেঁটে আর শক্তসামর্থ্য চেহারার মানুষ।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, আমার কাউন্টারেই স্যার। আমরা যে কেন সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি কে জানে, একদম নিরাপত্তা নেই, স্যার। যে কোনো একজন বদমাইস

লোক, ইচ্ছেমতো অপরের জিনিস ভেঙে বেড়াতে পারে। হ্যাঁ, স্যার, আমিই ড. বার্নিকোটকে মূর্তি দুটি বিক্রি করি। দুঃখজনক ঘটনা, স্যার। আমার মনে হয় কোনো হতাশাবাদী বিপ্লবীর কাজ। একজন সন্ত্রাসবাদী ছাড়া মূর্তি ভাঙার মতো ঘৃণিত কাজ আর কে করবে বলুন? আমি ওদের নাম দিয়েছি—লাল গণতন্ত্রী। আমি মূর্তিগুলি কোথা থেকে কিনেছি? আমি বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক আছে। বেশ, তবু যখন জানতে চাইছেন, তখন বলছি—মূর্তিগুলি আমি কিনেছিলাম গেল্ডার এন্ড কোম্পানির কাছ থেকে। ওদের কারখানা স্টেপনি অঞ্চলে চার্চ স্ট্রিটে। ওরা এই ব্যবসায় খুবই সুপরিচিত, প্রায় কুড়ি বছর এ লাইনে আছে। ক-খানা কিনেছিলাম? তিনটি—দুই আর একে তিন—দুটি ড. বার্নিকোটকে বেচেছিলাম, আর একটি প্রকাশ্য বিদালোকে আমার কাউন্টারের নিচে ভাঙা হয়েছে। ফোটোর এই লোকটাকে চিনি কিনা? না, চিনি না,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার চিনিও। এ তো বেপ্পো! টুকটাক হাতের কাজ জানা, ও একজন ইতালিয়। আমাদের মতো দোকানের পক্ষে বেশ কাজের। মূর্তির কাজ জানত। ফ্রেম পালিশ করতে পারত। এবং এই ধরনের আরো দুই চারটে টুকটাক কাজ। গত সপ্তাহে ও আমার দোকানের কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তারপর ওর সম্বন্ধে আর কিছুই খোঁজ খবর রাখি নি। না, ও কোথা থেকে এসেছিল, আবার কোথায় চলে গেছে তা বলতে পারব না। যতদিন আমার দোকানে কাজ করেছিল ততদিন ওর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু পাই নি। মূর্তি ভাঙার দিন-দুই আগে ও কাজ ছেড়ে চলে গেছিল।

মোরস হাডসনের কাছ থেকে যতটুকু জানার ছিল তা জানা হল। হোমস দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—তাহলে আপাতত দেখা যাচ্ছে; এই বেপ্পোই আমাদের মূল সূত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেনিংটন এবং কেনসিংটন, দুই জায়গাতেই। অতএব আমাদের আরো দশ মাইল গাড়ি চালাতে হবে। এবং এসো ওয়াটসন, এবার আমরা স্টেপনারি অঞ্চল গেল্ডার অ্যান্ড কোং-এর দিকে অগ্রসর হই। আমি খুবই বিস্মিত হবো যদি ওখানে আমাদের প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য না পাই।

খুব দ্রুত লন্ডন শহরের কেতাদুরস্ত অলঙ্কার-স্বরূপ এক একটা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে লাগলেন হোমসরা। প্রথমে লন্ডনের কেতাদুরস্ত পাড়া, তারপর হোটেল পাড়া, থিয়েটারপাড়া, সাহিত্যপাড়া, শিল্পীদের পাড়া, বাণিজ্য পাড়া, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা পুরোনো জীবন্ত লন্ডনে পৌঁছোলাম। এবং সেখান থেকে নদীর তীরে একটা শহরে ঢুকলাম। শহরটা পুরোনো লন্ডন, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়। গরম, আর ধোঁয়ায় ঘেরা। এখানেই একটা বড় রাস্তার ধারেই অতীতে লন্ডনের ধনী ব্যবসায়ীরা থাকত। কারখানাটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কারখানার বাইরের বিরাট উঠোনো, বিরাট বিরাট স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ভিতরে বিরাট একটা ঘর। তাতে প্রায় পঞ্চাশজনের মতো লোক কাজ করছে। কেউ পাথর কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করছে আবার কেউ কেউ ছাঁচ তৈরি করছে। কেউ ঢালাই করছে। কারখানার ম্যানেজার একজন কোঁকড়াচুলের জার্মান ভদ্রলোক। উনি ওয়াটসনদের ভদ্রভাবে স্বাগত জানালেন। এবং হোম্‌সের প্রতিটি প্রশ্নের পরিষ্কারভাবে জবাব দিলেন। তাঁর রেজিস্টার থেকে দেখে নিয়ে বললেন—ডিভাইন-কৃত নেপোলিয়ান মূর্তির একটি মার্বেলের নকল থেকে প্রায় একশোর মতো প্ল্যাস্টারের মূর্তি তৈরি হয়। তার থেকে প্রথম ব্যাচের প্রথম ছয়টি মূর্তির থেকে তিনটি পাঠানো হয় মোরস হাডসনের দোকানে প্রায় বছরখানেক আগে। বাকি তিনটি মূর্তি পাঠানো হয় কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানে। উঁহু, বাকি তিনটি মূর্তি থেকে এই ছবির আলাদা রকম হওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি বলতে পারলেন না কেন কেউ এই ব্যাচের ছয়টি মূর্তির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করছে। তিনি হোম্‌সের এইসব অদ্ভুতরকমের কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এরা পাইকারি দরে বেচে। মূর্তিগুলি তৈরি হয় মুখের দুই পাশের দুটি ছাঁচ তুলে নিয়ে তারপর সে দুটি জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিটি তৈরি হয়। এই কাজ সাধারণত ইতালীয়ানরা করে এবং আমরা এখন যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছি সে ঘরেই এই কাজগুলো হয়। মূর্তিগুলি তৈরি হয়ে গেলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয় শুকোনোর জন্যে, তারপর গুদাম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি শুধু এইসবই বলতে পারলেন। কিন্তু ফটোগ্রাফটি দেখানো মাত্র ম্যানেজারের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। ক্রোধে তাঁর মুখ জ্বলে উঠল। তাঁর নীল টিউটনিক চোখের ওপর ভ্রু-যুগল তির্যক হয়ে উঠল। বললেন, 'ওঃ, সেই বদমাইসটা! উনি ক্রোধান্বিত গলায় বলে উঠলেন।' হ্যাঁ, একে আমি চিনি, খুব, খুউব ভালো করেই চিনি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে। অথচ এই হতভাগার জন্যেই প্রথম আমাদের প্রতিষ্ঠানে পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়। বছরখানেক আগে লোকটি রাস্তায় আর একটি ইতালীয়ানকে ছুরি মেরে পুলিশের তাড়া খেয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ে। তারপর পুলিশ এসে কারখানা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। ওর নাম বেপ্পো, পদবি কী জানি না। এই ধরনের একটা কদাকার লোককে কাজে বহাল করার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু মূর্তি গড়ায় ওর হাত খুব পরিষ্কার ছিল—আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী ছিল ও।

তারপর লোকটির কী হল? হোমস প্রশ্ন করলেন।

যাকে ছুরি মেরেছিল ভাগ্যগুণে সে বেঁচে যায়। বেপ্পোর এক বছর জেল হয়। এতদিন ও নিশ্চয়ই জেল থেকে খালাস পেয়েছে। কিন্তু এখানে এসে আবার নাক গলানোর সাহস আর ওর নেই। ওর এক খুড়তুতো ভাই এখানে কাজ করে, আমার মনে হয় সে আপনাকে হয়তো ওর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিতে পারে।

উঁহু উঁহু, হোমস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—খুড়তুতো ভাইটিকে একটি কথাও নয়, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—দয়া করে ওর ভাইকে কিচ্ছুটি জানাবেন না। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যতোই তদন্ত এগোচ্ছে ততই ঘটনাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি যখন খাতা দেখে বলছিলেন মূর্তিগুলি কবে নাগাদ বিক্রি করেছেন তখন দেখলাম ওগুলি গতবছর তেসরা জুন বিক্রি হয়েছে। আপনি কি জানেন বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়?

আমাদের হাজিরা খাতা দেখে মোটামুটি আপনাকে বলতে পারব। ম্যানেজাররটি উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, গত বছর বিশে মে তাকে শেষ বেতন দেয়া হয়েছে।'

হোমস বললেন, 'ধন্যবাদ। আমি আপনার ধৈর্য আর সময়ের ওপর আর অত্যাচার চালাব না। বেরোতে বেরোতে হোমস ম্যানেজারকে আরো একবার সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আমাদের এই তদন্তের ব্যাপারে উনি যেন কাউকে কিছু না বলেন। কারখানা থেকে বেরিয়ে পুনরায় হোমসরা পশ্চিমদিকে চললেন।

বিকেলের বেশকিছু আগেই ওয়াটসন ও হোমস একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে দ্রুত দুপুরে খাওয়া খেয়ে নিলেন। রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে সংবাদপত্রের হেডলাইন হোমসের নজরে এল—'কেনসিংটনে হিংসাত্মক ঘটনা। এক পাগলের দ্বারা খুন', সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে দেখা গেল এটা হার্কারের রিপোর্ট। হোমস বললেন—যাক শেষপর্যন্ত তাহলে ভদ্রলোক তাঁর কাগজে রিপোর্ট কবার করতে পারলেন। দুই কলম জুড়ে তিনি অত্যন্ত শিহরন জাগানো ভাষায় রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে পুরো ঘটনা বিবৃত করেছেন। হোমস খেতে খেতে টেবিলের ওপর কাগজটা পেতে অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে রিপোর্টটা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে উনি মাঝে মাঝে হেসে ফেলছিলেন।

বাঃ, চমৎকার হয়েছে, ওয়াটসন, 'হোমস বললেন। আচ্ছা এখন শোনো—পুলিশের অভিজ্ঞতম অফিসারদের অন্যতম মি. লেসট্রেড এবং বিখ্যাত গোয়েন্দা মি. শার্লক হোম্‌সের এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, এই মূর্তি ভাঙার ঘটনাগুলি যা শেষপর্যন্ত অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ভঙ্গিতে শেষ হল তা কোনো পাগল ব্যক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, কোনো ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। একমাত্র মানসিক বিকলনই হল এই ঘটনা পরম্পরার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। সংবাদপত্র, বুঝলে ওয়াটসন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যদি তুমি একে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারো। আচ্ছা এখন যদি তোমার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে চল, আমরা দ্রুত কেনসিংটনে গিয়ে দেখি হার্ডিং ব্রাদার্সের ম্যানেজারের এ ব্যাপারে বলার কী আছে?'

দেখা গেল এই বিরাট দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা একজন ছোটখাটো ক্ষীণ চেহারার ছটফটে অথচ শান্ত মানুষ। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং রসিক।

জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মশাই।' আমি এর মধ্যেই সন্ধ্যা সংস্করণের কাগজে

সমস্ত ব্যাপারটা পড়ে ফেলেছি। মি. হোরেস হার্কার আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। ওই আবক্ষ মূর্তিটি আমরা ওনাকে মাস কয়েক আগেই বিক্রি করেছিলাম। স্টেপনির গেল্ডার অ্যান্ড কোম্পানিতে আমরা এই ধরনের তিনটি মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবগুলিই এখন বিক্রি হয়ে গেছে। কাদের? তা আমাদের বিক্রির খাতা দেখে খুব সহজেই তাঁদের নাম ঠিকানা বলে দিতে পারব। এই তো এখানে লেখা আছে দেখছি। এই যে, এই দেখুন—একটি মি. হার্কারকে, দ্বিতীয়টি মি. জোসিয়া ব্রাউনকে, ঠিকানা ল্যাবরনাম লুজ, ল্যাবর নাম ভেল, চিসউইক, এবং তৃতীয়টি মি, স্যান্ডফোর্ডকে, ঠিকানা—লোয়ার গ্রোভ রোড, রিডিং। না ফোটোর এই লোকটিকে আমি জীবনে দেখি নি, দেখলে কি ভুলতে পারি মশাই, অতো কদাকার মানুষকে কেউ কি ভোলে আপনি বলুন না! এ্যাঁ, আমাদের কোনো ইটালিয়ান কর্মচারী আছে কি না? হ্যাঁ, আমাদের কর্মচারী এবং ঝাড় দারদের মধ্যে অনেকেই ইটালিয়ান। হ্যাঁ, তারা যদি চায় তো তারা যে কেউ এই বিক্রির খাতা উল্টে দেখে থাকতে পারে, কারণ খাতাটা লুকিয়ে রাখার কোনো কারণ তো নেই। বেশ, ব্যাপারটা ক্রমেই দিব্যি রহস্যজনক হয়ে উঠেছে, আপনি যদি তদন্তে নতুন কিছু পান আমাকে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।

মি. হার্ডিংয়ের সঙ্গে দেখা করার পর হোমসকে দেখা গেল বিস্তর কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে হোমসের মধ্যে যেন একটা খুশিখুশি ভাব প্রকাশ পেল। কিন্তু তিনি তবুও ওয়াটসনকে কিছু বললেন না। স্রেফ লেসট্রেডের সঙ্গে আমাদের সন্ধ্যায় দেখা করার কথা আছে সেটি মনে করিয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে তাড়া দিতে লাগলেন। ওয়াটসন জানতেন তাদের বেশ দেরি হয়ে গেছে। এবং ঠিক তাই, বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল লেসট্রেড অত্যন্ত অধীর ভাবে হোমস্‌দের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

লেসট্রেড প্রশ্ন করলেন, 'কী? ভাগ্য সহায় হল মি. হোমস?'

হোমস বললেন, 'সারাদিনই আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এবং মনে হয় সমস্তটাই বৃথা যায় নি। আমরা দুজন খুচরো মূর্তি বিক্রেতা ও একজন পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এখন আমি শুরু থেকে বলে দিতে পারি মূর্তিগুলি কোথায়, এবং কার কাছে আছে।

মূর্তি! লেসট্রেড বেশ অবাক হলেন। বেশ, বেশ, আপনার তো আবার তদন্তের নিজস্ব পদ্ধতি আছে, আমার তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আপনার চেয়ে তদন্তে অনেক বেশি এগিয়েছি। নিখুঁত লোকটির পরিচয় খুঁজে পেয়েছি।

সত্যি! হোমসের কৌতূহল।

লেসট্রেড বললেন, 'এবং অপরাধের কারণও জেনে ফেলেছি।'

হোমস শুধু মন্তব্য করলেন—অপূর্ব! অপূর্ব!

লেসট্রেড বলে চললেন—আমাদের একজন ইন্সপেক্টর আছে সে সাফ্রোন হিল ও ইটালিয়ানদের বস্তি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। নিহত লোকটির গলার লকেটে ক্যাথলিক চিহ্ন দেখে এবং গায়ের রং দেখে আমার ধারণা হয়েছিল লোকটি দক্ষিণ ইটালিয়। ইন্সপেক্টর হিল নিহত লোকটির দিকে এক পলক তাকিয়েই চিনতে পেরেছে। লোকটি নেপল্‌সের লোক। নাম পিয়েত্রো ভেনুচ্চি, লন্ডন শহরের একজন সেরা গাঁটকাটা। লোকটি মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিশ্চয় জানেন মাফিয়া হল একটি গোপন রাজনৈতিক সমাজ যারা হত্যা দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সমস্ত ব্যাপারটা কেমন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে আসছে। হত্যাকারীটিও খুব সম্ভব একজন ইটালিয় এবং মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ও মাফিয়াদের কোনো নিয়ম ভেঙে ছিল, তাই পিয়োত্রোকে ওর পেছনে লাগানো হয়। পিয়েত্রোর পকেটে যার ছবিটি পাওয়া গেছে সম্ভবত সেই-ই এ হত্যাকারী, পিয়োত্রোকে ফটোটা দেওয়া হয়েছিল যাতে সে ভুল করে অন্য কোনো লোককে না খুন করে বসে। পিয়েত্রো লোকিটকে অনুসরণ করে, এবং তাকে একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখে। পিয়োত্রো বাইরে অপেক্ষা করে থাকে, লোকটি বাইরে এলে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিয়োত্রো নিজেই লোকটির হাতে খুন হয়ে যায়। কী মি. হোমস কেমন মনে হল? ঠিক বলছি তো?

হোমস প্রশংসাসূচকভাবে হাততালি দিলেন।

অপূর্ব, লেসট্রেড, অপূর্ব! হোমস বললেন। কিন্তু তোমার এই ব্যাখ্যা থেকে আমি মূর্তি ভাঙার কারণ কী খুঁজে পেলাম না তো।

মূর্তি! আপনার মাথা থেকে দেখছি এই মূর্তি ব্যাপারটা কিছুতেই যাচ্ছে না। আর যাই হোক এই মূর্তি ব্যাপারটা গৌণ, এটা একটা সামান্য ছিঁচকে চুরি, বড় জোর মাসের মেয়াদ। আমরা এখন হত্যার তদন্ত করছি। এবং আমি আপনাকে বলছি, ঘটনার সমস্ত সূতোই আমি ক্রমশঃ আমার হাতে গুটিয়ে আনছি।

তাহলে তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

খুবই সহজ। ইন্সপেক্টর হিলের সঙ্গে ইটালিয়ান বস্তিতে হানা দেব এবং ফটোগ্রাফের মানুষটিকে খুঁজে বের করে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করব। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন কি?

বোধহয় না। আমার মনে হয় আমরা ঘটনার শেষে আরো সহজ উপায়ে পৌছতে পারব। আমি অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আমি সফল হবই, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। আবার, বিষয়টা আমার—আয়ত্তে নেই। তবু সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে যদি বাজি ফেল, আমি আমার স্বপক্ষে একের বদলে দুই বাজি রাখতে পারি। আজ রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, তোমার মক্কেলকে হাতে নাতে ধরিয়ে দিতে পারব আশা করছি।

ইটালিয়ান বস্তিতে?

না, চিসউইক অঞ্চলের একটা ঠিকানায় তাকে পাবার সম্ভাবনা আরো বেশি। তুমি যদি আজ রাতে আমার সঙ্গে চিসউইকে আসো তবে আমি কথা দিলাম আগামীকাল আমি তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান বস্তিতে যাব। একদিনের দেরির জন্যে নিশ্চয়ই তুমি কিছু মনে করবে না। আর এই মুহূর্তে আমার এও মনে হচ্ছে, এখন কয়েক ঘণ্টার ঘুম আমাদের খুব জরুরি। কেননা আজ এগারোটার আগে আমরা বেরোচ্ছি না। এবং খুব সম্ভব কাল সকালের আগে ফিরতেও পারব না। তুমি আজ রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নাও। তারপর এই সোফায় তোফা একটা ঘুম দিয়ে দাও। ইতিমধ্যে, ওয়াটসন, তুমি একজন দ্রুতগতি সম্পন্ন সংবাদ বাহকের ব্যবস্থা করো, এই মুহূর্তে এক জায়গায় আমাকে জরুরি একটি সংবাদ পাঠাতে হবে।

হোমস পুরো সন্ধ্যেটা আমাদের গুদোম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন ওঁর চোখে দেখা গেল জয়ের আনন্দ, কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলাফল আমাদের কাছে ভাঙল না। যেভাবে এই জটিল কেসের তদন্ত করে গেলেন তার প্রতিটি পদক্ষেপই আমি জানি তবু আমার মাথায় এলো না আমরা কীভাবে এই জটিল কেসের রহস্য উন্মোচন করব, যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—হোম্‌স্ আশা করছেন আমাদের ভয়ানক অপরাধীটি বাকি দুটি মূর্তিও ভাঙতে আসবে এবং আমার এখন মনে পড়ছে এর একটি মূর্তি চিসউইকে আছে। সন্দেহ নেই আমাদের আজকের অভিযানের উদ্দেশ্য অপরাধীকে হাতে নাতে ধরা, আর ওয়াটসন বন্ধুবরের প্রশংসা না করেও থাকতে পারছি না। যখন বুঝেছেন হোমস কী চতুরতার সঙ্গেই না সন্ধ্যার কাগজে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ভুল সূত্রের সন্ধান দিলেন যাতে তাদের অপরাধীটি বিভ্রান্ত হয় এবং তার বাকি দুটি মূর্তি ভাঙার অভিযানে নিঃসন্দেহে অগ্রসর হয়। যাত্রার আগে হোমস যখন ওয়াটসনকে রিভালভারটি সঙ্গে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তখন ওয়াসটন খুব একটা অবাক হলেন না। হোমস সঙ্গে নিলেন মাথার ফাঁস লাগানো শিকারিদের একটা লাঠি। এটি হোম্‌সের প্রিয় অস্ত্র।

ঠিক রাত এগারোটায় হোমসদের দরোজায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িতে করে ওয়াটসনরা হ্যামারস্মিথ, ব্রিজের অপর পারে নামলেন। গাড়ির চালকটিকে এইখানে অপেক্ষা করতে বলা হল। কয়েক মুহূর্ত হেঁটে ওয়াটসনরা একটি নির্জন রাস্তায় এসে পড়লেন। রাস্তার দুই পাশে নয়নাভিরাম বাড়ি। প্রতিটি বাড়িই আলাদা আলাদা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটসনরা রাস্তার আলোয় এইরকমই একটি বাড়ির গেটপোস্টের কাছে এলেন—'ল্যাবারনাম

ভিলা'। গৃহস্থেরা নিশ্চয়ই সব শুয়ে পড়েছেন। সমস্ত আলো নেভানো। শুধু হলঘরের দরোজার ওপর একটা ঢাকা আলো জ্বালানো, সেই আলোয় বাড়ির সামনের বাগানের পথটুকু মৃদুভাবে আলোকিত। কাঠের বেড়া দিয়ে দুই বাড়ির জমিটুকু বাইরের রাস্তা থেকে আলাদা করা। বেড়ার ভিতর দিকটা গভীর অন্ধকার। ওই অন্ধকারের মধ্যে ওয়াটসনরা গুটসুঁটি মেরে বসে রইলেন।

হোমস ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাক্ ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে বৃষ্টি হচ্ছে না। সময় কাটানোর জন্যে বোধহয় সিগারেট খাওয়াও উচিত হবে না। যাই হোক পরিশ্রমের বদলে আমাদের সফল হওয়ার সম্ভবনা দুই ভাগ আর ব্যর্থ হওয়ার একভাগ।

বড় আকস্মিকভাবে এবং আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত ঘটনার ওপর যবনিকাপাত হল। বাগানের গেট খোলার কোনো শব্দ না করে, আমাদের সতর্কিত হবার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ, মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়ামূর্তি দ্রুত এবং অতিমানবীয় তৎপরতার সঙ্গে বাগানের পথটুকু সাঁৎ করে পেরিয়ে চলে গেল। দরোজার ওপর দিয়ে এই মৃদু আলোটা পেরিয়ে যাওয়ার সময়েই তাকে মুহূর্তের জন্যে এক পলক দেখা গেল। তারপরেই সে বাড়ির গাঢ় অন্ধকার ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল। তারপর জানালা খোলার খুব মৃদু শব্দ আমাদের কানে এলো। জানালাটা খোলা হল। শব্দ বন্ধ হল। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। লোকটা বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। হঠাৎ ওয়াটসনরা ঘরের এক কোণে মৃদু লণ্ঠনের এক ঝলক আলো দেখতে পেল। সে যা খুঁজছে তা নিশ্চয়ই সেখানে নেই। তারপর ঘরের আর এক কোণে আলোর ঝলক, তারপর আর এক কোণে।

জানালার নিচে যাওয়া যাক। লোকটা বেরোলেই ধরব। লেসট্রেড মিহিস্বরে বললেন।

কিন্তু হোমসদের ওঠার আগেই লোকটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো। লোকটা বেরিয়ে আসতে রাস্তার মৃদু আলোয় তার বগলের নিচে সাদা-মতো একটা কিছু দেখলাম। সে চারপাশে একবার সতর্ক চোখ বোলাল। নির্জন রাস্তার নৈঃশব্দে নিশ্চিন্ত হল সে। লোকটা হোমসদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার বয়ে আনা জিনিসটি মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর তীক্ষ্ণ আঘাতের শব্দ এবং পরক্ষণেই কোনো কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল। লোকটি তার কাজে এতই মগ্ন ছিল যে, ওয়াটসনরা যখন ঘাসের ওপর দিয়ে মৃদুপায়ে তার দিকে এগোচ্ছিলেন তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। মুহূর্তের মধ্যে হোমস বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং পরমুহূর্তে ওয়াটসন আর লেসট্রেড লোকটার দুটি হাত চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে হাতকড়া পরানো হল। যখন ওয়াটসনরা লোকটাকে চিৎ করে ফেলেছিলেন, তখন তারা ভীত, বিবর্ণ হলদেটে মুখ দেখেই সেই ছবির লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন।

হোমস কিন্তু ধৃত ব্যক্তিটির ওপর বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লোকটি যে জিনিসটা বাড়ির ভিতর থেকে বয়ে এনেছিল সেটি পরীক্ষা করা শুরু করলেন। ওটি ছিল নেপোলিয়নের একটি আবক্ষ মূর্তি। ঠিক যেমনটি ওয়াটসনরা আজ সকালেই দেখেছিলেন এবং ওটিও ঠিক অবিকল ওইভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাঙা হয়েছে। হোমস অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রতিটি টুকরো আলোর কাছে তুলে ধরে পরীক্ষা করলেন কিন্তু এরও প্রতিটি টুক্‌রো আগের টুক্‌রোগুলির থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়। হোমস তাঁর পরীক্ষা তখন সবেমাত্রও শেষ করেছেন, এমন সময় হলঘরের বড় বাতিটা জ্বলে উঠল আর বাড়ির দরোজা খুলে গেল। দরোজা দিয়ে গৃহস্বামীটি বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি, মোটা সোটা, পরনে প্যান্ট আর টি শার্ট।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নিশ্চয়ই মি. জোসিয়া ব্রাউন?

হ্যাঁ স্যার, এবং নিঃসন্দেহে আপনি হচ্ছেন মি. শার্লক হোমস? দ্রুতগতি দূত মারফৎ আপনি যে চিরকুটটি পাঠিয়েছিলেন সেটি আমি সময় মতোই পেয়েছিলাম এবং আপনি যা

উপদেশ দিয়েছিলেন তাই হুবহু পালন করছি। আমরা ঘরের সমস্ত দরোজা ভিতর থেকে তালা দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। যাক্, শেষপর্যন্ত সে আপনারা শয়তানটাকে ধরতে পেরেছেন এতে আমি খুশি। এবং আপনারা যদি বাড়ির ভিতরে এসে ক্লান্তি নিরসন করেন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

কিন্তু লেসট্রেড অপরাধীকে তাড়াতাড়ি থানায় নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ডাকিয়ে এনে ওয়াটসনরা চারজন তাতে উঠে লন্ডনের দিকে অগ্রসর হলেন। বন্দিকে দিয়ে একটি কথাও স্বীকার করানো গেল না। সে শুধু বিধ্বস্ত চুলের অন্ধকারের আড়াল থেকে হিংস্রভাবে ওয়াটসনদের দিকে তাকাচ্ছিল। এবং একবার যখন ওয়াটসনের হাতটা তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে তার ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো এক ঝাপটা দিয়েছিল। লোকটির পোষাক পরীক্ষা করে কয়েকটা শিলিং আর একটা ধারাল ছুরি পাওয়া গেল। ছুরিটির হাতলে প্রচুর পরিমাণে সাম্প্রতিক রক্তের চিহ্ন দেখা গেল।

পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে হোমসদের বিদায় দিয়ে লেসট্রেড বললেন, 'বেশ আপনারা তাহলে আসুন। কিছু ভাববেন না, মি. হোমস—ও চুপ্ করে থাকলে কী হবে, ইন্সপেক্টর হিল এইসব দাগীদের নাড়ী নক্ষত্র জানে। আপনি দেখে নেবেন আমার সেই মাফিয়া থিয়োরিটাই শেষপর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হবে। যে রকম নিপুণভাবে আপনি আমাকে অপরাধী ধরায় সাহায্য করলেন তার জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থামলাম। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসছে না। আপনি কী করে বুঝলেন যে আজ ও ওখানেই যাবে?

হোমস বললেন, 'সে ব্যাখ্যা তুমি পরে জানতে পারবে। এখন হাতে সময় নেই। এখনো ছোটোখোটো দুই একটা হিসেব মেলানো বাকি এবং এটা এমনি এক মামলা, যার অপরাধী ধরা পড়লেও নাটকের ওপর শেষ যবনিকা পড়তে এখনো বাকি আছে। এবং এই শেষ অধ্যায়টুকু উন্মোচিত হওয়াই আসল ব্যাপার। তুমি যদি আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ আসো তো দেখবে, এই মালার আসল রহস্যটাই এখনো পর্যন্ত তুমি ধরতে পারো নি। কাল এমন কিছু তোমার কাছে উন্মোচিত করব যাতে করে এওই ঘটনা অপরাধ ইতিহাসের এক আশ্চর্য মৌলিক অধ্যায় হিসেবে তোমার মনে থাকবে। আর ওয়াটসন, তোমাকে যদি আর আমার তদন্তের ইতিহাস লেখার কোনো অনুমতি দিই তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির এই রহস্যময় অভিযান বর্ণনায় তোমার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পরদিন সন্ধ্যায় লেসট্রেডের সঙ্গে আবার যখন দেখা হল, বন্দিটি সম্বন্ধে উনি আরো নতুন খবর দিলেন। তার নাম বেপ্পো—পদবী জানা যায় নি। ইটালিয়ান বস্তিতে তাকে সবাই মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলেই জানত। সে একজন নিপুণ ভাস্কর এবং সৎ পথেই তার আয় ছিল। কিন্তু তারপর সে বিগড়ে যায় এবং ইতিমধ্যে দুই বার জেলও খাটে—একবার একটি ছিঁচকে চুরির জন্যে এবং দ্বিতীয়বার ওয়াটসনরা যা ইতিমধ্যেই জানতেন, তারই এক দেশের লোককে ছুরি মারার জন্যে। সে নির্ভুল ইংরাজিতে কথা বলতে পারে। মূর্তি ভাঙার কারণ তখনো জানা যায় নি এবং সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্নেরও সে উত্তর দেয় নি। কিন্তু পুলিশ জানতে পেরেছে খুব সম্ভব ওই মূর্তিগুলি সে তার নিজের হাতেই গড়েছিল, কেন না এক সময় সে গেলডার অ্যান্ড কোং-তে এই ধরনের কাজ করত। হোমসরা আগেই জেনেছিলেন, হোমস খুব শান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল হোম্সের মন তখন ওখানে ছিল না। তাঁর এই শান্ত মুখভঙ্গির আড়ালে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি আর আকাঙ্ক্ষা চাপা ছিল। এবং ওঁর এই মিশ্র মনোভাব উনি কিছুতেই অন্য লোককে বুঝতে দেবেন না। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর চেয়ারে চমকে উঠলেন, তাঁর চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দোরগোড়ায় সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে উঠল। এক মিনিট পরেই হোমসরা সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেলেন। এবং লালমুখো, ধূসর রংয়ের ঝাঁটাগোঁফওয়ালা একজন বয়স্ক লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। লোকটির ডান হাতে একটি পুরোনো কালের কার্পেটের ব্যাগ। ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি কথা শুরু করলেন। মি. শার্লক হোমস আছেন কি?

হোমস খুশিমুখে মাথা নত করে অভিবাদন করলেন। আপনি নিশ্চয়ই রিডিংয়ের মি.

স্যান্ডফোর্ড?

আজ্ঞে হ্যাঁ আমি বোধহয় একটু দেরি করে ফেলেছি। আজকাল ট্রেনের কী অবস্থা বোঝেন তো! আমার কাছে নেপোলিয়ানের যে আবক্ষ মূর্তিটি আছে আপনি সেটার ব্যাপারে আমাকে চিঠি দিয়েছেন?

নিশ্চয়ই-হোমস বললেন।

আপনার চিঠি আমি সঙ্গে করে এনেছি। আপনি লিখেছেন, 'আমি ডিভাইনের নেপোলিয়ান মূর্তির একটা নকল কিনতে চাই। আপনার কাছে যে মূর্তিটা আছে আমি তার জন্যে দশ পাউন্ড পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজি আছি। কেমন ঠিক তো?

অবশ্যই।

আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হই। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, আমার কাছে অমন একটা মূর্তি আছে তা আপনি জানলেন কি করে?

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি অবাক হতেই পারেন। কিন্তু ব্যাখ্যাটাও খুব সহজ। হার্ডিং ব্রাদাসের মি. হার্ডিং এর কাছ থেকে জেনেছি ওঁদের শেষ মূর্তিটি আপনিই কিনেছেন এবং ওঁরাই আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেন।

ওঃ তাই বলুন। আমি কী দামে ওটি কিনেছি তাও বলেছেন কি?

না, তা বলেন নি।

বেশ তবে বলি মশাই। আমি যদিও খুব বড়লোক নই, তবু একজন সৎ ব্যক্তি। এই মূর্তিটির বিনিময়ে আপনার কাছে থেকে এত পাউন্ড চাওয়ার আগে আমার আপনাকে জানানো উচিত, আমি কিন্তু মূর্তিটি মাত্র পনেরো শিলিং-এ কিনেছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সততাকে সম্মান জানাই মি. সান্ডফোর্ড কিন্তু একবার আমি যখন আপনাকে দাম বলে ফেলেছি তখন ওই দামেই আমি আপনাকে দেব।

আপনিও একজন সৎলোক মি. হোমস। আমি মূর্তিটি সঙ্গে করেই এনেছি। এই যে—

মি. স্যান্ডফোর্ড ব্যাগ খুলে মূর্তিটি টেবিলের ওপর রাখলেন অবশেষে ওয়াটসনরা একটা সম্পূর্ণ নেপোলিয়নের আবক্ষমূর্তি দেখলেন। ইতিপূর্বে এই মূর্তিগুলিরই ভগ্নাংশ ওয়াটসনরা বেশ কয়েকবার দেখেছেন।

হোমস পকেট থেকে একটি কাগজ এবং দশ পাউন্ডের একটি নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

মি. স্যান্ডফোর্ড, আপনি এই সাক্ষীদের সামনে দয়া করে কাগজটিতে সই করুন। কাগজে লেখা আছে এই মূর্তির সমস্ত সম্ভাব্য অধিকার আপনি আমার ওপর বর্তালেন। আমি আমার সব কাজ পাকা করে রাখতে পাই বুঝলেন? কখন কী হয় বলা তো যায় না।—ধন্যবাদ মি. স্যান্ডফোর্ড এই যে আপনার টাকা। আপনার সন্ধ্যেটি সুন্দর কাটুক এই কামনা করছি।

অতিথিটি চলে যাওয়ার পর হোম্‌সের কার্যকলাপে ওয়াটসনদের কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর থেকে একটা সাদা পরিষ্কার কাপড় বের করে টেবিলের ওপর ঢাকা দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করলেন। তারপর কাপড়টির এবং শেষপর্যন্ত তাঁর শিকারী লাঠিটি তুলে নেপোলিয়নের মাথায় একটি ছোট্ট করে তীব্র আঘাত হানলেন। মূর্তিটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল এবং হোমস ওই ভাঙা টুকরোগুলির ওপর অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন এবং পরমুহূর্তেই উনি জয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠে একটা ভাঙা টুক্‌রো ওয়াটসনদের সামনে তুলে ধরলেন। পুডিংয়ের মধ্যে ফলের টুক্‌রো যেভাবে আটকে থাকে, একটি কালো বস্তু তেমনি ওই ভাঙা টুকরোটির মধ্যে আটকে ছিল।

হোমস বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে বোর্জিয়ার বিখ্যাত কালো মুক্তোর আলাপ করিয়ে দিই।

ওয়াটসন এবং লেসট্রেড কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে বসেছিলেন অভিভূত হয়ে। তারপর—খুব সুলিখিত নাটকের চরম মুহূর্তে দর্শকরা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হাততালিতে ভেঙে পড়ে ওয়াটসনরাও তেমন হাততালি দিয়ে উঠলেন। মুহূর্তের জন্যে হোম্‌সের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তারপর

সফল নাট্যকার যেমন নাটকের শেষে তাঁর সপ্রশংস দর্শকদের কাছে মাথা নত করে অভিবাদন গ্রহণ করেন, হোমস ঠিক সেই ভঙ্গিতে ওয়াটসনদের সামনে মাথা নোওয়ালেন। এটি এমন এক দুর্লভ মুহূর্ত যখন হোম্‌সকে সাধারণের মতো রক্তমাংসের মানুষ মনে হল। এই মুহূর্তে হোমসকে মনে হল তিনি একটা কঠিন যুক্তিসর্বস্ব যন্ত্রই নন শুধু, নিজের যোগ্যতার ওপর তাঁর দারুণ অহঙ্কার আর অসামান্য কঠিন ব্যক্তিত্বের বেড়াজাল চিরকাল সস্তা হাততালি আর প্রশংসাকে নাক উঁচিয়ে এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু দেখলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় ও প্রশংসার গভীরতা ওঁর মতো মানুষকেও স্পর্শ করে।

হোমস পুনরায় শুরু করলেন—এটিই বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মুক্তো। যে মুক্তোটির অনুসন্ধান শুরু করেছিলাম ডেকর হোটেলে যুবরাজ কলোনারের শোওয়ার ঘর থেকে—যেখান থেকে এটি হারিয়ে গেছিল, এবং আমার কপালগুণে আজ আরোহমূলক যুক্তি পরম্পরার ফলে সেই অনুসন্ধান শেষ করলাম নেপোনিয়নের এই ছয়টা মূর্তির এই শেষ মূর্তিটির ভেতরে—এই মূর্তিগুলির নির্মাণ করেছেন স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোং। লেস্‌ট্রেড তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মুক্তোটির অদৃশ্য হওয়া নিয়ে সেই সময় কেমন ওই চই পড়ে গেছিল। এবং তা উদ্ধার করার জন্যে লন্ডন পুলিশের ব্যর্থ চেষ্টা। পুলিশ সে সময় আমার সঙ্গেও পরামর্শ করে। কিন্তু আমিও সে সময় ব্যর্থ হয়েছিলাম। রাজকন্যার দাসীটির ওপর সন্দেহ পড়ে। দাসীটি একজন ইটালিয়ান এবং প্রমাণ হয়েছে দাসীটির লন্ডন শহরে একজন ভাই আছে। কিন্তু সেই সময় তাদের মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কার করতে আমরা ব্যর্থ হই। দাসীটির নাম লুক্রেশিয়া ভেনুচ্চি, এবং আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে খুন হওয়া পিয়েত্রো এই দাসীটির ভাই। আমি পুরোনো সংবাদপত্রগুলি ঘাঁটছিলাম, দেখলাম, গেলডার অ্যান্ড কোম্পানির কারখানায় একটি হিংসাত্মক ঘটনার অপরাধে পুলিশের হাতে বেপ্পো যেদিন গ্রেপ্তার হয় তার ঠিক দুদিন আগে মুক্তোটি চুরি যায়। আর ঠিক সেই সময় ওই মূর্তি ছয়টি কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। এবার নিশ্চয়ই তোমরা পরবর্তী ঘটনাগুলি পর-পর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। অবশ্য আমার কাছে এই ঘটনাগুলি এসেছিল বিপরীত দিক দিয়ে। বেপ্পো মুক্তোটি হাতিয়ে নিয়েছিল খুব সম্ভব পিয়েত্রোর আস্থাভাজন লোক ছিল। কিংবা খুব সম্ভব সেই-ই পিয়েত্রো এবং তার বোনের মধ্যে যোগসূত্র ছিল। সে যাই-ই হোক। সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

আসল ঘটনা হল যে, বেপ্পো মুক্তোটা যখন হাতিয়ে নিয়েছিল এবং ঠিক সেই সময়েই পুলিশ তাকে তাড়া করে। বেপ্পো তার কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সে বুঝতে পারছিল দু-এক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করবে। এই সময়েই মধ্যেই মুক্তোটা তাকে লুকাতে হবে। তা না হলে তার শরীর তল্লাস করার সময় পুলিশ এই অসমান্য মূল্যবান মুক্তোটা পেয়ে যাবে। কারখানায় তখন ছটি প্লাস্টারের নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তি শুকাবার জন্যে রাখা ছিল। এর মধ্যে একটি মূর্তি তখনো কাঁচা ছিল। বেপ্পো একজন নিপুণ মূর্তি শিল্পী, সে মুহূর্তের মধ্যে এই কাঁচা মূর্তিটিতে একটি ছোট একটা ফুটো করে তার মধ্যে মুক্তোটি ফেলে দেয় তারপর তার হাতের দু-একটি আঁচড়েই গর্তটা ভরাট করে দেয়। বাইরে থেকে দেখে তখন আর ছটি মূর্তির মধ্যে পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয়। লুকোনোর পক্ষে জায়গাটা দারুণ সন্দেহ নেই। বেপ্পো ছাড়া কারোর পক্ষেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বেপ্পোর এক বছর জেল হয়ে গেল, আর ইতিমধ্যে মূর্তি ছয়টি লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি হয়ে গেল। পরে সে নিজেও বুঝতে পারল না কোন্ মূর্তিটির মধ্যে তার রতটি লুকানো আছে। মূর্তিটির কাঁচা অবস্থায় মুক্তোটি মূর্তির ভিতরে প্লাস্টারের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, আর সত্যিই মূর্তিগুলি তাই ঝাঁকিয়েও বোঝা যাচ্ছিল না কোনটির মধ্যে রত্নটি আছে। শুধু মূর্তিগুলি ভেঙেই রত্নটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল। বেপ্পো জেল থেকে বেরিয়ে হাল ছাড়ল না। অসীম ধৈর্য আর ধূর্ততার সঙ্গে সে তার গুপ্তধনের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগল। তার এক খুড়তুতো ভাই গেলডারের ওখানে কাজ করত, তার মারফত বেপ্পো জানল কোন কোন দোকান মূর্তিগুলি কিনেছে। সে মোরস্ হাডসনের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে ফেলল। এবং তিনটি মূর্তির সন্ধান পেয়ে গেল। কিন্তু ওই তিনটি মূর্তির

কোনোটাতেই মুক্ত ছিল না। এরপর হার্ডিং ব্রাদার্সের কিছু ইটালিয়ান কর্মচারীর মাধ্যমে.সে বাকি তিনটি মূর্তির হদিস পেয়ে গেল। প্রথম মূর্তিটি কিনেছিল হার্কার। এদিকে পিয়েত্রো তাকে অনুসন্ধান করতে করতে এখানে এসে পৌছাল। পিয়েত্রো বেপ্পোকে মুক্তটি ফেরত দিতে বলল। তারপর মাঝামাঝি এবং বেপ্পো পিয়েত্রোকে ছুরি চালিয়ে খুন করে ফেলল।

পিয়েত্রো তো বেপ্পোকে চিনতই, তবে ও কেন পকেটে বেপ্পোর ছবি নিয়ে ঘুরত? ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন।

হোমস বললেন, 'অনুসন্ধানের সময় যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বেপ্পোর খোঁজের প্রয়োজন হয় তবে ফটোটা কাজে লাগবে। এই জন্যেই সে ফটোটা কাছে রেখেছিল। যাই হোক হত্যাকাণ্ডের পর বোঝা গেল, এই বেপ্পো আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইবে। সে আশঙ্কা করেছিল পুলিশ তার অভিসন্ধি এবার বুঝে ফেলবে এবং তার আগেই হয়তো মুক্তোটি উদ্ধার করে ফেলবে। অবশ্য আমি তখনো জানতাম না, হার্কারের মূর্তির ভেতর সে মুক্তোটি পেয়ে গেছে কি না? ও যেভাবে মূর্তিটি অন্য বাড়িতে বয়ে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের নিচে ভেঙেছিল তাতে করে আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম ও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেটা যে মুক্তোই তা বুঝি নি। যেহেতু হার্কারের মূর্তিটি বাকি তিনটি মূর্তির একটি, তাই আমি ভেবেছিলাম মুক্তটি সেখানে থাকার সম্ভাবনা দুইয়ের ভেতর এক। তখনো আরো দুটি মূর্তি বাকি ছিল এতং আমি নিশ্চিত ছিলাম সে প্রথমে লন্ডন শহরের মূর্তিটি আক্রমণ করবে। তাই আমি ওই বাড়ির গৃহস্থদের আগে থেকে সজাগ করে দিই। যাতে দ্বিতীয় আর কোনো রক্তপাত না ঘটে। এবং আমরা নিজেরাই সেখানে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকি। এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিযান সফল হয়। এর মধ্যেই আমার অনুমান হয়েছিল, আমরা বোর্জিয়ার মুক্তোটির পেছনে তাড়া করে ফিরছি। কারণ নিহত ব্যক্তির নাম থেকেই আমি দুইয়ে আর দুইয়ে চার করি। বাকি ছিল মাত্র আর একটি মূর্তি—রিডিং এর মূর্তিটি এবং মুক্তোটি অবশ্যই সেখানে আছে। তোমাদের সামনেই এটি আমি মালিকের কাছ থেকে কিনি এবং এই তো মুক্তটি দেখতে পাচ্ছ!

কয়েক মুহূর্ত সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন। লেসট্রেড অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'মি. হোমস আমি আপনাকে অনেক বড় বড় ঘটনার তদন্ত করতে দেখেছি। কিন্তু এ ঘটনায় আপনি যে ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাঁর তুলনা নেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আমরা আপনার জন্যে গর্ব অনুভব করছি।

হোমস বললেন, 'ধন্যবাদ।' তারপর আবেগের সংযম করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে ওয়াটসনকে বললেন, 'ওয়াটসন, মুক্তোটা সাবধানে তুলে রাখো। আর কঙ্ক সিঙ্গলটন জালিয়াতি কেসের ফাইলটা বার করো। কাগজপত্রগুলো ভালো করে দেখি এবার।'

নিঃসঙ্গ সাইকেল আরোহী

এ কাহিনী হল চার্লিংটনের সাইকেল আরোহী মিস ভায়োলেট স্মিথের কাহিনী। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নোটবুকে ওয়াটসন দেখলেন ২৫ এপ্রিল শনিবার মিস ভায়োলেট স্মিথের কথা লেখা আছে। যখন সে আসে তার মামলাটা মি. হোমসের কাছে ততটা গুরুত্ব পায় নি। বা অন্যান্য মামলার মতো হোমস এই মামলাটাকে স্বাগত জানাতে পারেন নি, কারণ তখন মি. শার্লক হোম্সের হাতে বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী কোটিপতি জন ভিনসেন্ট হার্ডেন-এর ওপর সে অত্যাচার চলছিল সেই মামলা তখন তাঁর হাতে ছিল। হোমস নির্ভুলভাবে ও একাগ্রমনে কাজ করতে ভালোবাসতেন, তাই যে কাজে মন দিয়েছেন তা ফেলে অন্য বিষয়ে মন দেওয়া অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কিন্তু রূঢ় ব্যবহার তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই দীর্ঘকায়া সুন্দরী, রাজকীয় মর্যাদার অপূর্ব তরুণীটি যখন একদিন সন্ধ্যার পর বেকার স্ট্রিটে এসে তাঁর উপদেশ আর সাহায্য প্রার্থনা করল, তাকে বিমুখ করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। এ কথায় কোনই কাজ হল না যে তাঁর একেবারেই সময় নেই। স্মিথ প্রায় যেন জোর করেই হোমসকে তাঁর কাহিনী শোনাতে চাইলেন। অতএব হোমস বাধ্য হয়েই ক্লান্ত হাসি হেসে তাকে বসেত বলে বললেন—বলুন কী হয়েছে?

হোমস সবিস্ময়ে তাঁর পায়ের দিকে লক্ষ করছিলেন। মন্তব্য করলেন—নিশ্চয়ই আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু নয়, অমন উৎসাহের সঙ্গে যে সাইকেল চালায় তার মধ্যে কর্মক্ষমতার অভাব থাকতে পারে না। ওয়াটসনও লক্ষ করলেন—তার জুতোর তলার একটা দিক প্যাডেলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে মসৃণতা ঈষৎ হারিয়েছে।

স্মিথ বলল—হ্যাঁ মি. হোমস প্রচুর সাইকেল চড়ি আমি। এবং আমার এই আপনার কাছে আসার সঙ্গে সেই ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে।

মেয়েটির দস্তানা না পরা হাতটা হোমস নিরাসক্ত ভঙ্গিতে অমন মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, যেন কোনা বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষার বস্তু লক্ষ করছেন। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমার কাজই হলো এই। আপনি টাইপ করেন মনে করে ভুল করে বসেছিলাম আর একটু হলে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আপনি বাজনা বাজান। আঙুলের ডগাগুলো কেমন লক্ষ্য করো ওয়াটসন—ওই দুটো কাজের ফলেই অমনটি হয়ে থাকে। এই বলে তার মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরলেন—টাইপ করলে এমনটি হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে আপনি সঙ্গীতজ্ঞ।

মিস স্মিথ বললেন—হ্যাঁ, হোমস, আমি বাজনা শেখাই।

শহরতলিতে নিশ্চয় থাকেন, গায়ের রং দেখে আন্দাজ করছি—হোমস বললেন।

মেয়েটি বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সারের সীমানায় ফার্নহ্যাম-এর কাছে।

হোমস মন্তব্য করলেন—চমৎকার ও অঞ্চলটা, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অনেক কিছুই মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে আছে তো ওয়াটসন, ওরই কাছে আমরা একটা জায়গায় আমরা জালিয়াত আর্চি হ্যানফোর্ডকে ধরেছিলাম। আচ্ছা মিস্ ভায়োলেট, সারের সীমানায় আপনার ফার্নহ্যামের ঘটনা এবার শোনা যাক।

অত্যন্ত শান্ত গলায় পরিষ্কার ভাবে মেয়েটি এই অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণনা করল—আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি ছিলেন ইম্পিরিয়্যাল থিয়েটারের অর্কেস্ট্রার পরিচালক, নাম জেমস স্মিথ। ফলে তখন আর আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউই ছিল না, কেবল র‍্যালফ স্মিথ নামে এক কাকা ছিল, এবং পঁচিশ বছর আগে সেই যে তিনি আফ্রিকায় চলে যান তারপরে আর তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। তাই বাবার মৃত্যুতে আমাদের অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়।

একদিন শুনলাম দি টাইমস পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমাদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। আন্দাজ করতে পারেন এ খবরে আমরা কতোটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি প্রচুর সম্পত্তি আমাদের জন্যে রেখে গেছে। আমরা সেই উকিলের কাছে গেলাম যাঁর নামে বিজ্ঞাপনটি দেয়া হয়েছিল। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরা মি. ক্যারুথার্স আর মি. উডলি নামে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা বলেছিলেন—তাঁরা হলেন কাকার বন্ধু। ক'মাস আগে তার জোহানবার্গে দারিদ্রের মধ্যে মৃত্যু হয়। অন্তিম মুহূর্তে কাকা অনুরোধ করেছেন, যে, তাঁর আত্মীয়দের খুঁজে বার করতে এবং তাঁদের যেন কোনো অভাব না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। আশ্চর্য লাগলো ভেবে যে, যে র‍্যালফ কাকা যতোদিন বেঁচেছিলেন কোনোদিন আমাদের খবর নেননি, মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন। মি. ক্যারুথার্স ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এ বিষয়ে কিছু দায়িত্ব আছে তাঁর।

হোমস বললেন—কিছু মনে করবেন না বাধা দিচ্ছি বলে এই সাক্ষাৎকারটা কবে ঘটেছিল।

মেয়েটি বললো—গত ডিসেম্বরে, অর্থাৎ চারমাস আগে।

হোমস বললেন—আচ্ছা বলে যান।

মি. উডলিকে আমার অত্যন্ত বিশ্রী বলে মনে হয়েছিল। সমস্তক্ষণই তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রুক্ষ গালফুলো এক তরুণ, তিনি গোঁফ লাল, মাথার চুল মাঝখান

থেকে দুইদিকে পাট করা। অত্যন্ত ঘৃণ্য চেহারা এও মনে হল, যে সিরিল মোটেই পছন্দ করবে না যে আমি অমন একটা লোকের সংস্পর্শে আসি।

ও, সিরিল বুঝি নামটা? হাসতে হাসতে হোমস বললেন।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে হেসে ফেলল মেয়েটি। বলল—হ্যাঁ, মি. হোমস। সিরিল মর্টন হচ্ছে এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এই গ্রীষ্মের পরেই আমাদের হবে। কী আশ্চর্য, তার কথা কেন তুললাম, কী জানি! আমি বলতে চাইছিলাম উডলি লোকটি হলো অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু মি. ক্যারুথার্স বয়সে অনেকটা বেশি এবং লোক হিসেবে ভদ্রলোক, ওর থেকে অনেক ভালো। তিনি হলেন কালচে, ফ্যাকাসে মানুষ, গোঁফ কামানো, কথাবার্তা বলেন কম। তাঁর ব্যবহার নম্র, মুখে সুন্দর হাসি লেগেই আছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ করে যখন তিনি জানলেন যে আমরা গরিব তখন তিনি তাঁর দশ বছরের একমাত্র মেয়ের সংগীত শিক্ষক হিসেবে আমায় চাকরি দিতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি আমার মাকে ছেড়ে যেতে চাই না। তাতে তিনি বললেন, আমি প্রতি সপ্তাহ শেষটা মার কাছে কাটিয়ে যেতে পারি, আর মাইনে দেবেন বললেন বছরে একশো পাউন্ড। মাইনেটা অত্যন্ত লোভনীয় সন্দেহ নেই। শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম আমি। চিরটার্ন গ্রেঞ্জে গেলাম। মি. ক্যারুথার্স ছিলেন বিপত্নীক, তবে, গৃহকর্ত্রী হিসেবে মিসেস ডিক্সন নামে এক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে রেখেছিলেন। মেয়েটিও ভারি চমৎকার। অর্থাৎ তখন আমার মনে হয়েছিল দিনগুলো বেশ ভালোভাবেই কাটবে। মি. ক্যারুথার্স ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং সংগীত প্রেমী। সন্ধ্যেটা তাই বেশ কেটে যেত। প্রতি সপ্তাহান্তে আমি শহরতলিতে গিয়ে মায়ে সঙ্গে দেখা করতাম।

আমার সুখের প্রথম বাধা হলো লালগুঁফো মি. উডলির আবির্ভাব। এক সপ্তাহের জন্যে তিনি বন্ধুর কাছে এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হলো সময়টা যেন তিনমাসের কম নয়। ভয়ঙ্কর ব্যক্তি তিনি, আমার সঙ্গে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই একরকম গুণ্ডার মতো ব্যবহার করতেন। আর আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কুৎসিতভাবে তিনি আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন,—তাঁকে বিয়ে করলে লন্ডনের সেরা সেরা হীরে সব আমাকে দেবেন। শেষপর্যন্ত যখন আমি তাঁকে সরাসরি প্রত্যাখান করলাম, একদিন খাওয়া দাওয়ার পর তিনি আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন—প্রচণ্ড জোর ছিল ভদ্রলোকের—বললেন, কিছুতেই ছাড়বেন না যতোক্ষণ না আমি তাঁকে চুমু খাই। মি. ক্যারুথার্স এসে তাঁকে জোর করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেন। তখন মি. উডলি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই আক্রমণ করে আঘাত করলেন। মি. ক্যারুথার্সের মুখ ফেটে যায়।

সেই থেকে মি. উডলি আর আসেনি। পরদিন মি. ক্যারুথার্স আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অভয় দিয়ে বলেন আর কখনও আমাকে অমন অপমান সহ্য করতে হবে না। সেই থেকে আর মি. উডলিকে আমি দেখিনি। এবার মি. হোমস আমি মূল কথায় আসি যার জন্যে আজ আমি আপনার উপদেশ পেতে এসেছি। প্রতি শনিবার দুপুরের আগে আমি ১২টা ২২ মিনিটের গাড়ি ধরবার জন্যে সাইকেলে করে ফার্নহ্যাস স্টেশনে যাই। চিলটার্ন গ্রেঞ্জ থেকে স্টেশনের রাস্তাটা জনবিরল এবং একটি জায়গাই বিশেষ করে। এই জায়গাটার একদিকে হলো চার্লিংটন হল আর অপর দিকে হলের জঙ্গল। জায়গাটার বিস্তৃতি এক মাইলেরও বেশি। এমন নির্জন রাস্তা আর কোথাও নেই, একটা গোরুর গাড়ি একটা মানুষেরও দেখা মেলে না যতোক্ষণ না ক্রুসকৃত বেরি হিল এবং কাছের বড় রাস্তায় পৌঁছানো যায়। দুই সপ্তাহ আগে আমি একবার এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় কি একটা শব্দে পেছন ফিরে দেখি প্রায় দুশো গজের মধ্যে একজন লোক সাইকেল করে আসছে। লোকটাকে মধ্যবয়সী বলে মনে হল, গালে ঘন ছোট ছোট দাড়ি। ফার্নহ্যামে পৌঁছবার আগে আরো কবার তাকালাম। কিন্তু লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। তাই আর আমি ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন কী আশ্চর্যই না হয়েছিলাম যখন সোমবারও পথে ঠিক ওই জায়গাটাতেই ওই লোকটিকে দেখতে পেলাম। আমার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল যখন পরের শনি ও সোমবারে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি

হল। প্রতিবারই দূরত্বটা ঠিক একই রয়ে গেল এবং কোনোবারেই সে আমার কোনো ক্ষতি করে নি। কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটা যে খুবই অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। মি. ক্যারুথার্সকে বলতে মনে হলো তাঁরও কৌতূহলের উদ্রেক ঘটল। তিনি বললেন—তিনি একটা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, তাকে আর একা ওপথ দিয়ে যেতে হবে না। গাড়িটার এই সপ্তাহেই আসার কথা ছিল, কিন্তু যে জন্যেই হোক এল না, ফলে আমায় সাইকেল করেই পথটা পাড়ি দিতে হল। এ হল আমার সকালের ঘটনা বুঝতেই পারছেন চার্লিংটন হিথে এসে আমি পেছন ফিরে তাকাতেই আজও সেই লোকটিকে ঠিক সেইভাবেই দেখতে পেলাম। এতটা পেছনে ছিল যে আজ তার মুখ দেখতে পাই নি, তবে লোকটা যে আমার অচেনা তাতে সন্দেহ নেই। পরনে কালচে রঙের পোশাক, মাথায় কাপড়ের টুপি। তার মুখের মধ্যে যা স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে হল তার দাড়ি। আজ আমার ভয় হল না, বরং কৌতূহলের উদ্রেক হল। ঠিক করলাম জানতে হবে ও কে? এবং কী চায় সে আমার কাছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে দিলাম। সেও থামল। তারপর আমি ওর জন্যে ফাঁদ পাতলাম। এক জায়গায় রাস্তাটা অনেকখানি বাঁক নিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলাম সেই জায়গাটা। তারপর সাইকেল থেকে নেমে একটু আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম থামবার আগে ও আমাকে পার হয়ে যাবে। কিন্তু এলই না সে। তখন আমি মোড়টার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালাম। প্রায় একমাইল মতো রাস্তা আমার চোখে পড়ল। কিন্তু সব শুনশান। কোথাও ওকে দেখা গেল না। আরও আশ্চর্য, আশেপাশে অন্য কোনো রাস্তাও নেই যেখান দিয়ে ও চলে যেতে পারে।

মুচকি হেসে হোমস হাতে হাত ঘষতে লাগলেন। বললেন—মামলাটার মধ্যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। আচ্ছা, মোড় দিয়ে যাওয়ার রাস্তায় কোনো লোক নেই—এইটা বোঝার মধ্যে কতটা সময়ের ব্যবধান হবে?

মেয়েটি বলল—দুই থেকে তিন মিনিটের মতো।

তাহলে নিশ্চয়ই সে পেছন ফিরে চলে যায় নি। বলছেন তো, যে আর কোনো রাস্তা নেই ওই একটা ছাড়া?

না নেই। মেয়েটি নিশ্চিত স্বরে বলল।

তাহলে নিশ্চয়ই সে কোনোদিকে কোনো হাঁটা-পথ ধরে থাকবে।

মেয়েটি বলল—অন্তত প্রান্তরের দিকে নয় তাহলে দেখতে পেতাম।

হোমস এবার তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় বললেন—অতএব যেগুলো সম্ভব নয় সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা আপাতত এই সিদ্ধান্তে আসছি যে সে চার্লিংটন হলের দিকে চলে গেছিল—সেটা তো ওই রাস্তার এক দিকে তাই তো? আচ্ছা, আর কিছু?

মেয়েটি বলল—না, আর কিছু নয়। কেবল এই যে, আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেছিলাম যে শান্তি পাচ্ছিলাম না, যতোক্ষণ না আপনার উপদেশ পাচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন হোমস। তারপর বললেন—কোথায় কাজ করেন, সেই ভদ্রলোক যাঁর আপনি বাগদত্তা?

কোভেন্ট্রির, মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে।

তা এমন কি হতে পারে না যে তিনিই আপনাকে চমকে দেবার জন্যে এমনটা করছেন?

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল—কী যে বলেন? ও হলে কী চিনতে পারতাম না?

হোমস হেসে বললেন—আপনার আর কোনো ভক্ত আছে কী?

মেয়েটি বলল—সিরিলকে চেনবার আগে অমন অনেকেই ছিল।

তারপরে?

এই বিশ্রী লোকটি উডলি, যদি ওকে ভক্ত বলেন!

তাছাড়া, আর কেউ নয়? হোম্‌সের প্রশ্ন। কে সে?

অবশ্য এটা হয়তো—মেয়েটি ঢোক গিলে বলল—আমার খেয়াল মাত্রও হতে পারে। কী জানেন, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমার মনিব মি. ক্যারুথার্স যেন আমার ব্যাপারে বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। কাছাকাছি আসতে হয় আমাদের, সন্ধেটা আমি তাঁর সঙ্গে

একসাথে কাটাই। অবশ্য কোনোদিনই কিছু বলেন নি অত্যন্ত ভদ্রলোক তিনি, তবু মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে।

ও! তা, জীবিকার জন্যে তিনি কী করেন?

তিনি অত্যন্ত ধনী।

কিন্তু ঘোড়া বা গাড়ি তো তাঁর নেই।

সে যাইই হোক অন্তত অত্যন্ত স্বচ্ছল সে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সপ্তাহে দুই তিনি দিন শহরে যান, দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার শেয়ার বাজারের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর আগ্রহ।

হোমস বললেন—ঠিক আছে, নতুন কোনো ঘটনা ঘটলে আমাকে খবর দেবেন। আপাতত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, তা সত্ত্বেও আপনার মামলার সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধানের সময় আমি করে নেব। ইতিমধ্যে আমায় না বলে কিছু করতে যাবেন না। মেয়েটি চলে যেতে এমন একটি মেয়ের পিছু নেবে লোক, এ তো প্রকৃতিরই বিধান। পাইপে টান দিতে দিতে হোমস বললেন—কিন্তু তাই বলে সাইকেল নিয়ে নির্জন গ্রাম্যপথে পিছু নেওয়া ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায় এমন কোনো প্রেমিকই হবে নিঃসন্দেহে কিন্তু মামলাটার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার কিছু একটা আছে ওয়াটসন।

হ্যাঁ এই যেমন, ঠিক একটি জায়গাতেই তাকে দেখতে পাওয়া—ওয়াটসন বললেন।

হোমস বললেন—ঠিকই বলেছ। আমাদের প্রথম কাজ এখন হবে খবর নেওয়া চার্লিংটন হলের বাসিন্দা কারা। তারপর ক্যারুথার্স আর উডলির মধ্যে সম্পর্কটা কী, বিশেষ করে যখন ওরা অমন ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের। র‍্যালফ স্মিথের আত্মীয়দের খোঁজে তাদের দুইজনের এতো উৎসাহ কেন? আবার একটা কথা—কী ধরনের লোক ওরা যারা একজন সংগীত শিক্ষিকার জন্যে ডবল বেতন দেয়। অথচ তাদের বাড়ি স্টেশন থেকে ছয়মাইল দূরে হলেও ঘোড়া রাখে না। অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত ওয়াটসন।

যাবে নাকি ওখানে?

উঁহু, আমি নয়, যাবে তুমি। হয়তো দেখা যাবে একটা সাধারণ ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, এর জন্যে হাতের জরুরি গবেষণার কাজটা অবহেলা করা চলে না। সোমবার ভোরে ফার্নহ্যামে পৌঁছবে, চার্লিংটন হিথের কাছে লুকিয়ে লক্ষ করবে আর নিজের বুদ্ধি মতো কাজ করবে। তারপর হলের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে আমায় জানাবে। ব্যস্ ও নিয়ে আপাতত আর একটিও কথা নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত না কিছু ভালো সূত্র পাচ্ছি যাতে করে সমাধানের চেষ্টা হতে পারে। ওয়াটসন মেয়েটির কাছে সঠিকভাবে জেনে নিয়েছিলেন যে সে সোমবার ওয়াটার্লু থেকে ৯-৫ মিনিটের গাড়িতে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ৯-১৩ মিনিটের ট্রেন ধরলেন ওয়াটসন। ফার্নহ্যাম স্টেশনে নেমে চার্লিংটন হিথের সঠিক জায়গাটা চিনে ভুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ রাস্তাটার একদিকে নিষ্পাদপ প্রান্তর আর অন্য দিকে ইউ গাছের একটা বেড়া একটা বাগান ঘিরে, সুন্দর সুন্দর গাছে সেই বাগানটা সাজানো। শাওলা ধরা বড় বড় পাথর দিয়ে প্রধান গেটটা তৈরি, তার প্রত্যেকটি থামের ওপর কুলজির চিহ্ন। কিন্তু মাঝখানের এই গাড়ি-চলার পথ ছাড়াও লক্ষ করা গেল বেড়ার এখানে ওখানে যে ফাঁক সেখান দিয়েও পথ। রাস্তা থেকে বাড়িটা অদৃশ্য বটে, কিন্তু তাহলেও আশেপাশে সর্বত্রই বিষাদ আর অবক্ষয়ের চিহ্ন।

সারাটা প্রান্তর ঘিরে ইতস্তত‌ভাবে গুল্ম সোনালি গর্স ফুটে আছে সেখানে বসন্তের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করেছে। এইরকম একটা ঝোপের আড়ালে ওয়াটসন আশ্রয় নিলেন। রাস্তায় তখন জনমানবের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন যেদিক থেকে তিনি এসেছিলেন তার বিপরীত দিক থেকে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে। আর সেই সাইকেল-আরোহী চার্লিংটনের বেড়াটার কাছে আসতে আসতে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে। পরমুহূর্তেই লক্ষ করলেন ওয়াটসন লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে লোকটা একলাফে সাইকেলে উঠে মেয়েটির পেছন পেছন যেতে লাগল। বিস্তীর্ণ এলাকাটার মধ্যে চলমান বস্তু দেখা গেল মাত্র

দুটি তার পেছনে এ লোকটি সাইকেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, একটা চোর-চোর ভাব তার প্রতিটি ভঙ্গিতে। মেয়েটি পেছন ফিরে তাকাল তার দিকে, তারপর গতি মন্থর করল। পেছনের লোকটির গতিও মন্থর হল সেই সঙ্গে। তখন থামল মেয়েটি। লোকটিও থামল তক্ষুনি। মেয়েটির থেকে তার দূরত্ব তখন দুশো গজের মতো। তারপর মেয়েটি যা করল তা যেমন অভাবনীয় তেমনিই তেজোদৃপ্ত। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ছুটে গেল লোকটির দিকে। লোকটিও তেমনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল প্রাণপণ। তখন মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে ফিরে এল পেছন দিকে তার তাকাল না। আর লোকটিও তখন ফিরে এসে চলল তার পিছু পিছু, ব্যবধানটা বজায় রেখে। তারপর রাস্তাটা বেঁকে যাওয়ার জন্যে আর তাদের ওয়াটসন দেখতে পেলেন না।

ওয়াটসন তার লুকোনোর জায়গাতেই রয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল লোকটি আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসছে। হলের গেটের কাছে এসে লোকটি সাইকেল থেকে নামল। লক্ষ্য করলেন সেখানেই সে গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট হাত তুলে। মনে হল টাইটা ঠিক করে নিচ্ছে। তারপর আবার সাইকেল চড়ে গেল প্রান্তরের দিকে। ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ওয়াটসনও তার পিছু নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। গাছগুলোর দিকে উঁকি দিয়ে তাকাতে তাকাতে অনেকটা দূর থেকে ধূসর পুরোনো বাড়িটা মাঝে মাঝে মনে হলো সকালটা তার বৃথা যায় নি। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে ফার্নহ্যামে ফিরে এলেন। স্থানীয় বাড়ির দালালের কাছে খোঁজ করে চার্লিংটন হল সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না। তবে, পল-মল-এর এক সুপরিচিত দপ্তরের ঠিকানা দালালটি দিয়ে দিলেন যেখানে গেলে এ বিষয়ে খবর পেতে পারি। ফেরার পথে সেখানে থামলেন ওয়াটসন। প্রচুর ভদ্রতার ও সৌজন্যের সঙ্গে সেখানকার প্রতিনিধি ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বললেন। না, গ্রীষ্মের জন্যে চার্লিংটন হল ভাড়া পাওয়া যাবে না, বড় দেরি করে ফেলেছি। মাসখানেক হলো ওটা ভাড়া হয়ে গেছে, ভাড়াটের নাম মি. উইলিয়ামসন। মানী লোক, বয়স্কের বেশি তিনি কিছু বলতে পারবেন না, ভাড়াটেদের ব্যাপার নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান না।

ওয়াটসন সন্ধেবেলা ফিরে যে দীর্ঘ বিবরণ হোমসকে শোনালেন—হোমস মন দিয়ে সব শুনলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত যে প্রশংসা ওয়াটসন আশা করেছিলেন তা তিনি হোমসের কাছ থেকে পেলেন না। উল্টে বরং তাঁর মুখের ভাবটা আরো রুক্ষ হয়ে উঠল যখন তিনি যা করেছেন, যা করেন ভাবটা আরও রুক্ষ হয়ে উঠল যখন তিনি যা করেছেন, যা করেন নি এ নিয়ে মন্তব্য করলেন। বললেন, দেখো, লুকোনোর জায়গাটা তোমার ঠিকমতো নির্বাচন করাই হয়নি। তোমার থাকা উচিত ছিল বেড়ার পেছনটায় তাহলেই এই লোকটিকে ভালো করে দেখতে পেতে। তুমি ছিলে কয়েকশো গজ দূরে, তাই মিস্ ভায়োলেটের থেকেও কম খবর দিতে পেরেছো তুমি। মিস স্মিথ বলেছে সে লোকটিকে চেনে না। কিন্তু আমার একটুও সন্দেহ নেই যে সে চেনে। নতুবা কেন লোকটি এতো ব্যস্ত হবে পাছে মিস স্মিথ কাছে এসে পড়ে তাকে চিনে ফেলে? তুমি বলছো, লোকটি হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্থাৎ এখানেও সেই হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্থাৎ এখানেও সেই আত্মগোপনের চেষ্টা। বলতে কি ওয়াটসন, কাজটা তুমি অত্যন্ত আনাড়ির মতো করেছো। সে বাড়ি ফিরল, আর তার সম্বন্ধে খোঁজ করার জন্যে তুমি গেলে কি না লন্ডনের এক বাড়ির দালালের কাছে।

তাছাড়া আর করার কী ছিল? খানিকটা উষ্মার সঙ্গে ওয়াটসন বললন।

হোমস বললেন—তোমাকে যেতে হতো নিকটবর্তী ভাটিখানায়। যাবতীয় গ্রাম্যগুজবের কেন্দ্রস্থল হলো ওগুলো। তাদের কাছে প্রত্যেকের সম্বন্ধে জানতে পারবে, মনিব থেকে ঝি-চাকর পর্যন্ত। উইলিয়ামসন নামটা থেকে কিছুই ধরতে পারছি না। যদি সে বয়স্কই হবে তো এই সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে পাল্লায় পালিয়ে আসতে পারবে কেন? তোমার এই অভিযান থেকে জানতে পারলাম যে মেয়েটি যা বলেছে তা সত্য। কিন্তু এ বিষয়ে তো আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

জানতে পারলাম সাইকেল আরোহীর সঙ্গে হলের একটা সম্বন্ধ আছে। জানতে পারলাম যে উইলিয়ামসন নামে এ ব্যক্তি হলটা ভাড়া নিয়েছে। এটা জেনেই বা কী লাভ হল? আহা, ওয়াটসন, অমন মুষড়ে পড়ো না। শনিবারের আগে এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে আমি নিজে গিয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করব।

পরদিন সকালে মিস ভায়োলেট স্মিথের একটা চিটি এলো। ওয়াটসন যা যা দেখে এসেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা পুনশ্চ দিয়ে লেখা—'আশা করি আপনি আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন মি. হোমস। এখানে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ আমার মনিব আমাকে বিবাহ করতে চান। সন্দেহ নেই তাঁর মনোভাব যেমন ঐকান্তিক তেমনই সম্ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু উপায় কী, আমার যে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। আমার প্রত্যাখ্যানটায় তিনি প্রচুর গুরুত্ব দিলেন বটে, কিন্তু তাহলেও অত্যন্ত ভদ্রভাবেই গ্রহণ করলেন। বুঝতেই পারছেন, পরিস্থিতিটা বড়ই অস্বস্তিকর।

হোমস মনে হচ্ছে গভীর জলে তলিয়ে যেতে বসেছেন। চিঠি পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ভ্রূ কুঁচকে হোমস বললেন—এখন দেখছি যতোটা ভেবেছিলাম, এ মামলায় আকর্ষণের বস্তু আর ঘটনা সংঘাতের সম্ভাবনা তার থেকে অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশের মধ্যে একটা দিন ভালোই কাটবে। তাই ইচ্ছে হচ্ছে ওখানে গিয়ে দু-একটা ধারণা যা আমার মনে জেগেছে তা যাচাই করে আসি।

হোমস গ্রামাঞ্চলে শান্তিতে কাটাবেন বলে গিয়ে সেদিনের উপসংহার হল ভয়ংকর। সন্ধে পার করে যখন তিনি বেকার স্ট্রিটে ফিরলেন, দেখা গেল তাঁর ঠোঁট কেটে গেছে। কপালটায় কালশিরে পড়ে ফুলে উঠেছে। সব মিলিয়ে এমন একটা ক্লান্তি তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে যে, বলতে কী, উল্টে নিজেই এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদন্তের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছেন। নিজের এই দুর্দশায় প্রচুর কৌতুকবোধ করলেন হোমস। হো হো করে হেসে সেই অভিজ্ঞতা বিবৃত করলেন তিনি। বললেন—কী জানো, ব্যায়াম এতোই কম করি যে, এরকম একটু-আধটু অ্যাডভেঞ্চার ভারি ভালো লাগে মাঝে মাঝে। তুমি তো জানে, ব্রিটিশদের প্রিয় খেলা বক্সিং-এ আমার খানিকটা নৈপুণ্য আছে এবং মাঝে মাঝে তা আমায় কাজ দিয়ে থাকে, এই আজ যেমন। ওটা জানা না থাকলে আজ আমার অবস্থা সঙীন হয়ে উঠতো।

ওয়াটসন বললেন—বন্ধু সবটা খুলেই বলো না কেন।

হোমস শুরু করলেন—স্থানীয় সরাইখানার কথা তোমার যা বলেছিলাম, খুঁজে পেলাম সেটা। সেখানে গিয়ে খুব সাবধানে খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। সরাইয়ের মালিক লোকটি খুব গল্পপ্রিয়, প্রয়োজন মতো সব খবর আমি তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিঅ উইলিয়ামসন লোকটার দাড়ি সাদা, একাই সে থাকে হল-এ কয়েকজন ভৃত্য নিয়ে। গুজব, লোকটি এক ধর্মযাজক, কিংবা এককালে ছিল তাই। বেশিদিন সে ওখানে আসে নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সম্বন্ধে দু-একটা ঘটনা যা শুনলাম তা আর যাই হোক ধর্মযাজকের পক্ষে যে অত্যন্ত গর্হিত তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় এক সংস্থায় ইতিমধ্যেই আমি খোঁজ করে এসেছিলাম। শুনলাম ঐ নামে এক ধর্মযাজকের পক্ষে যে অত্যন্ত গর্হিত তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় এক সংস্থায় ইতিমধ্যেই আমি খোঁজ করে এসেছিলাম। শুনলাম ঐ নামে এক লালমুখো ভদ্রলোক—তিনি সে দলে থাকেনই। এই পর্যন্ত কথাবার্তা হয়েছে, এমন সময় উডলি স্বয়ং এসে হাজির—ভিতরে বসে সে বিয়ার খাচ্ছিল, সমস্ত কথাবার্তাটাই তার কানে গেছে। আমি কে, কী আমার চাই, কেন এসব প্রশ্ন করছি? কাঁচা কাঁচা খিস্তি তার মুখে, আর গালাগালি সেরেই আচমকা হাতের পেছন দিয়ে বিশ্রীভাবে মেরে বসলো, পুরোপুরি সেটা এড়াতে পারলাম না। পরের কয়েকটা মিনিট হলো ভারী আরামের। সোজা একটা বাঁ হাতের ঘুঁসি লাগালাম গুণ্ডাটাকে। লড়াইয়ের শেষে আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে একটি গোরুর গাড়িতে চেপে। তবে, এটা ঠিক, আমার এ অভিযান যে তোমার অভিযানের থেকে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে এ কথা বলতে পারছি না।

বৃহস্পতিবার আবার মক্কেলটির কাছ থেকে একটা চিঠি—'নিশ্চয় শুনে আশ্চর্য হবেন না যে

আমি মি. ক্যারুথার্সের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। অতো ভালো মাইনে সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শনিবার আমি শহরে যাচ্ছি, আর এখানে ফিরছি না। মি, ক্যারুথার্সের একটা গাড়ি হয়েছে, সুতরাং পথে যদি বা কিছু বিপদ ছিল তাও আর থাকছে না।

চাকরি ছাড়ার বিশেষ কারণে কথা বলতে গেলে কেবল মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে অসদ্ভাবই নয়, কারণ হচ্ছে সেই বিকট উডলির ফিরে আসাটাই বেশি করে। এমনিতেই তিনি বিকট। কিন্তু এখন তিনি আরও বিকট হয়ে উঠেছেন। কি একটা দুর্ঘটনার জন্যেই হয়তো তাঁর মুখে চেহারা পাল্টে গেছে। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম তাঁকে। তবে, দেখা যে হয়নি এ জন্যে আমি খুশি। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে কথা হলো অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি মি. উডলি কারণ রাতটা তিনি এ বাড়িতে কাটাননি। অথচ আজ সকালে আমি এক ঝলক দেখতে পাই তাকে—ঝোপঝাড়ের মধ্যে চোরের মতো ঘোরাফেরা করছেন। জানেন, কোনো বন্য জন্তুকেও আমি অতো ভয় পাই না। কতো ভয় পাই, ঘৃণা করি ওকে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কী করে যে মি. ক্যারুথার্স এক মুহূর্তের জন্যেও অমন একটা প্রাণীকে সহ্য করেন! যাই হোক, সব গোলমালই শনিবার মিটে যাচ্ছে।

আমিও তাই আশা করি ওয়াটসন, ঠিক তাই আশা করি—খুব গম্ভীরভাবে হোমস বললেন। তরুণীটিকে নিয়ে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রও চলছে। এখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই শেষ যাত্রায় যাতে কেউ কোনো তার অনিষ্ট করতে না পারে। শনিবার দিন আমাদের সময় করে যেতেই হবে ওয়াটসন, যাতে উপসংহারটা অপ্রীতিকর না হয়। প্রস্তুত হয়েই যেতে হবে আমাদের।

ওয়াটসনের কাছে তখনো মামলাটার গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে একটা উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কোনো মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো সুন্দরীর পিছু নিয়েছে—এ রকম ঘটনাতো প্রায়ই শোনা যায়—দেখাও যায়। খুব একটা জোরদার আঁততায়ী বলে মনে হয়নি তার। গুণ্ডা উডলির ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, কিন্তু সেই মাত্র একবার ছাড়া সে মেয়েটির ওপর জোর খাটায় নি। আর এখনও যে মি. ক্যারুথার্সের ওখানে আছে তাতেও সে মেয়েটিকে কিছু বলেনি। সাইকেল আরোহীটি নিশ্চয়ই সেইসব লোকেদেরই একজন যারা সপ্তাহান্তে হলে এসে থাকে, সরাইখানার মালিকটি যেমন বলেছিল। কিন্তু তাহ'লে সে কে, বা কী সে চায় সেটা রহস্যাবৃত রয়ে গেল। হোমসের অত্যন্ত গম্ভীর ভাব লক্ষ করে আর বেরোবার আগে পকেটে রিভলভারটা ঢুকিয়ে নেওয়া দেখে ওয়াটসনের মনে হল, নিশ্চয়ই তাহলে এই অদ্ভুত ঘটনাবলির পেছনে কোনো বিশেষ বিয়োগান্ত ঘটনা উঁকি মারছে।

বৃষ্টিভেজা রাতের পর এল ঝলমলে সকাল।

আগাছা-ছাওয়া গ্রামাঞ্চল হলদে মেঠো ফুলে ফুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধূসর লন্ডনের অভ্যস্ত চোখে তা আরও মনোরম হয়ে উঠলো। চওড়া বেলে পথে হোমস আর ওয়াটসন ভোরের তাজা বাতাস নিশ্বাস নিতে নিতে চলেছেন। চারদিকে তখন পাখীর কলকাকলিতে ভরে উঠেছিল। ক্রুক্‌স্‌বেরি হিল—এর উচ্চতা থেকে নিরানন্দ হলটা চোখে পড়েছে, চারদিকের বিরাট বিরাট ওক গাছের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো অত্যন্ত প্রাচীন, তবুও হল-এর মতো অতো প্রাচীন নয়। আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ পথটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে ওয়াটসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন হোমস আগাছা ছাওয়া গ্রামাঞ্চলের ধূসরতা আর বনের সবুজ, এই দুইয়ের মাঝখানে লালচে-হলদে একটা জায়গার ওপর। অনেক দূর থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, একটা ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে সেটা। অধৈর্যসূচক একটা আওয়াজ হোম্‌সের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললেন—আধ ঘন্টার মতো সময়ের ব্যবধান আমি রেখেছিলাম। কিন্তু ওটাই যদি ওর গাড়ি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ও আগের গাড়িটা ধরতে চলেছে। ভাবনা হচ্ছে ওয়াটসন, আমরা গিয়ে পৌঁছোবার আগেই বুঝি ও চার্লিংটন পার হয়ে যাবে।

উঁচু জায়গাটা অতিক্রম করার পরেই আর ওয়াটসনরা গাড়িটাকে দেখতে পেলেন না।

তবুও ওয়াটসনরা সবেগে দৌড়োতে শুরু করলেন। শহুরে মানুষ বলে অভ্যাসের অভাবে ওয়াটসন কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হোমসের কিন্তু তেমন কোনো অসুবিধা হল না। তাঁর অভ্যাস ছিল—গতি একটুও না কমিয়ে তিনি চলেছেন। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন আমার থেকে একশো গজ মতো এগিয়ে থেকে। লক্ষ করলাম তিনি হাত ছুঁড়লেন। আর সেই মুহূর্তেই দেখা গেল একটা খালি গাড়ি মহাবেগে রাস্তার মোড় ঘুরে ওয়াটসনদের দিকে ধেয়ে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন দৌড়ে পৌঁছোলেন হোম্‌সের কাছে। হোমস বলে উঠলেন, হায়, হায়, দেরি করে ফেলেছি, বেজায় দেরি হয়ে গেছে! বোকা আমি তাই আগের গাড়িতে যে যেতে পারে এ সম্ভাবনার জন্যে তৈরি হই নি! নারীহরণ, ওয়াটসন, নারীহরণ, খুন! ঈশ্বরই জানেন ঠিক কী! বন্ধ করো রাস্তা। থামাও ঘোড়াটাকে—বেশ, এবার উঠে পড়। দেখি, এবার, যে মহা ভুল করেছি তা শোধরানো যেতে পারে কি না!

দুজনে গাড়িতে উঠলে হোমস সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা মহাবেগে ফিরে চললো। মোড় ফিরতেই হল পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা দেখতে পাওয়া গেল। হোম্‌সের হাতে চেপে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন বললেন—ওই যে সেই লোকটা।

সাইকেলে চড়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছিল হোমসদের দিকে। মাথা নিচু করে প্রাণপণ বেগে সে আসছিল। যেন রেসে নেমেছে। হঠাৎ সে মাথা তুলল—দেখল আমরা তার খুব কাছে এসে পড়েছি সঙ্গে সঙ্গে থেমে নেমে পড়ল এক লাফে। ফ্যাকাসে মুখের রংয়ের সঙ্গে কুচকুচে কালো দাড়ির পার্থক্যটা চোখে পড়বার মতো। দুই চোখ উজ্জ্বল, জ্বরাগ্রস্তের মতো। আমাদের দিকে আর গাড়িটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে পরম বিস্ময় তাঁর মুখে ফুটে উঠল। বললেন, থামুন, থামুন আর সাইকেল দিয়ে রাস্তাটা বন্ধ করে দিলেন—কোথায় পেলেন গাড়িটা থামুন, বলছি। পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করতে করতে বলে উঠলেন—নইলে এক গুলিতে ঘোড়াটাতে শেষ করে দেব!

লাগামটা ওয়াটসনের হাতে দিয়ে হোমস এক লাফে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। পরিষ্কার গলায় বললেন—আপনাকেই খুঁজছি আমরা। কোথায় মিস্ ভায়োলেট স্মিথ?

সেই কথাই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। তার গাড়িতে আপনারা, আপনারাই তো তার কথা বলতে পারেন।

গাড়িটা আমরা রাস্তায় পেয়ে গেছি। কেউ ছিল না তাতে। তাকে সাহায্য করব বলেই আমরা এসেছি—হোমস বললেন।

হা ঈশ্বর, কী করি এখন? হতাশার আতিশয্যে বলে উঠলেন ভদ্রলোক—শয়তান উডলির আর বদমাইস পুরুতটার হাতে সে পড়েছে। সত্যিই যদি আপনারা তার বন্ধু হন তো আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। হয়তো তাহলে তাকে উদ্ধার করতে পারবো। তাতে যদি আমাকে এই চার্লিংটন উড-এ দেহ রাখতে হয় তবুও পেছপা হব না।

পাগোলের মতো তিনি পিস্তল হাতে দৌড়তে লাগলেন, বেড়ার মধ্যে একটা ফাঁক লক্ষ করে। হোমস তাঁকে অনুসরণ করলেন, আর রাস্তার ধারে ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে ওয়াটসন চললেন হোমসের পিছু পিছু।

এক জায়গায় রাস্তার কাদার ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ লক্ষ করে হোমস বললেন,—এই জায়গাটা দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেছিল। আরে, এ কী! দাঁড়ান, এ কে যেন ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে, বছর সতেরোর একটি ছেলে, হোটেলে যারা ঘোড়ার তদারক করে তাদের মতো পোশাকপরা। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে হাঁটু উঁচু করে। তার মাথায় একটা বিশ্রী রকমের ক্ষত চিহ্ন। ক্ষতের দিকে এক পলক তাকিয়ে হোমস বুঝলেন হাড় ভাঙেনি। অপরিচিত ব্যক্তিটি বললেন—ও হলো সহিস পিটার। ওই-ই গাড়িটা চালাচ্ছিল। জানোয়ার গুলো ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাঠিপেটা করেছে। থাক্ অমনি পড়ে। ওকে আমরা এখন কিছুই সাহায্য করতে পারবো না। কিন্তু মেয়েটিকে হয়তো নারীর জীবনের চরম দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে।

উন্মত্তের মতো হোমসরা রাস্তা ধরে বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে দেওড়ে চললেন।

ঝোপ গুলোর কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন হোমস। উঁহু বাড়ির মধ্যে ওরা যায়নি। এই যে বাঁ দিকে চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, লরেল ঝোপের পাশে। হুঁ ঠিকই ধরেছি

কথাটা শেষ না হতেই নারী কণ্ঠে এক তীক্ষ্ণ চিৎকার ওয়াটসনদের কানে এলো, মহা আতঙ্কে উন্মত্ত মানুষের চিৎকার সামনের ঘন সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে আসছিল আওয়াজটা। পরক্ষণেই মনে হলো যে চিৎকার করছে তার গলা টিপে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। আর, তারপরেই একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ!

এইদকে, এইদিকে! ঝোপের ভিতর দিয়ে তীর বেগে দৌড়তে দৌড়তে বললেন ভদ্রলোক, কাপুরুষ! কাপুরুষের দল! আসুন, আপনারা, আসুন আমার পিছু পিছু! হায়, হায়, দেরী হয়ে গেছে, বেজায় দেরী হয়ে গছে!

বড় বড় গাছে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গায় এসে ওয়াটসনরা পৌঁছোলেন। এর ওদিকে এক প্রকাণ্ড ওক গাছের ছায়ায় তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একজন হোম্‌সের মক্কেল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা তার। একটা রুমাল দিয়ে তার মুখটা বাঁধা। আর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানোয়ারের মতো একজন যুবক। মস্ত তার মাথা, লাল গোঁফ। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পটি বাঁধা পা ফাঁক করে, তার একটা হাত পাছায় আর অন্য হাতে একটা ঘোড়সওয়ারের চাবুক, শরীরের প্রতিটি ভঙ্গিতে একটা জয়ের, একটা হামবড়ায়ের ভাব স্পষ্ট। দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক ব্যক্তি, তার দাড়ি ধূসর, পরনে হালকা রং-এর টুইডের স্যুটের ওপরে পুরোহিতের সারপ্লিস। বোঝাই যাচ্ছে এইমাত্র বিয়ে দেবার কাজটা সেরে উঠলো, কারণ হোমসরা এগিয়ে যেতে সে প্রার্থনার বইটা পকেটে পুরলো আর আনন্দের আতিশয্যে শয়তান বরটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

হাঁফাতে হাঁফাতে ওয়াটসন বলে উঠলেন—ওদের বিয়ে হয়ে গেল যে!

আমাদের পথপ্রদর্শক বলে উঠলেন—আসুন, আসুন, এগিয়ে আসুন! দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হতে হতে তিনি বললেন—আর হোমস ও ওয়াটসন তাঁর পিছু পিছু ছুটলেন। হোমসরা কাছে যেতে মেয়েটি টলতে টলতে একটা গাছের গুঁড়ি ধরে সামলে নিল। ভূতপূর্ব ধর্মযাজক ছদ্ম-নম্রতার সঙ্গে বাও করে হোমসদের সম্ভাষণ জানালো। আর উডলি অত্যন্ত উদ্ধত, হিংস্র হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো ওযাটসনদের দিকে। তারপর বললো—তোমার দাড়িটা খুলে ফেলতে পারো বব, তোমাকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তা, ঠিক সময়েই এসেছো, মিসেস উডলির সঙ্গে তোমার আর তোমার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। উত্তরে ভদ্রলোক এক ভারি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। একটানে তিনি তাঁর দাড়িটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, দাড়ি কামানো একটা রোগা মুখ দেখা দিলো সেখানে। তারপর রিভলভারটা তুলে গুণ্ডাটাকে লক্ষ্য করলেন—চাবুকটা দোলাতে দোলাতে। এগিয়ে আসছিল সে। ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমি হচ্ছি বব ক্যারুথার্স। এই মহিলাটির ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার করতে এসেছি। তার জন্যে যদি আমায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয় তাহলেও! আগেই তোমায় বলেছিলাম ওর উপর অত্যাচার করলে আমি কী করব, তাই করতেই এসেছি এখন।

বেজায় দেরি করে ফেলেছো বন্ধু ও আমার স্ত্রী।

স্ত্রী নয়, বিধাব! ক্যারুথার্সের পিস্তল গর্জন করে উঠলো। ওয়েস্টকোটের ওপর রক্ত ছিটকে উঠল দেখা গেল। তারপরই উডলি চিৎকার করে ঘুরতে গিয়েই পড়ে গেল চিৎ হয়ে। বুড়োটার পরণে তখনও সারপ্লিস, এমন সব অশ্লীল গালাগালি তার মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো যেমনটি কখনও শোনা যায় নি। তারপরই সে পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করলো। কিন্তু সেটা উঁচু করে তুলতেই দেখা গেল, হোম্‌সের রিভলভারের নলটা তার দিকে লক্ষ করে আছে।

ঠাণ্ডা গলায় হোমস বললেন—ঢের হয়েছে, ফেলে দিন পিস্তলটা! আর মি. ক্যারুথার্স, দিন আপনার রিভলভারটা আর মারপিট নয়। দিন, দিন দেখি।

আপনি কে তাহলে?

আমার নাম শার্লক হোমস।

হা ঈশ্বর!

হোমস বললেন—আমার নাম আপনি জানেন দেখছি। পুলিশ যতোক্ষণ না আসছে ততোক্ষণে আমিই তাদের কর্তব্য করছি। ওহে, শোনো তো। একজন সন্ত্রস্ত ঘোড়ার সহিস ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসেছিল। তাকে ডেকে বললেন—এটা নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও পার্নহ্যামে। তারপর নোটবুক থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে কয়েকটা কথা লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, থানার সুপারকে দেবে এটা। যতোক্ষণ না ও ফিরছে আমার নিজের দায়িত্বে আমি আপনাদের সকলকে আটকে রাখছি।

হোমসের প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের কাছে দেখা গেল সবাই যেন খেলার পুতুল। উইলিয়ামসন আর ক্যারুথার্স আহত উডলিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। ওয়াটসন আতঙ্কিত মেয়েটির হাত ধরলেন। আহত উডলিকে বিছানার শুইয়ে দেয়া হলো। হোমসের অনুরোধে ওয়াটসন তাকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষার রিপোর্টটা নিয়ে ওয়াটসন রঙিন পর্দা দেওয়া খাওয়ার ঘরে যেখানে হোমস তাঁর দুই বন্দিকে নিয়ে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে বললেন—বেঁচে যাবে লোকটা।

অ্যাঁ! বিস্ময়ে চিৎকার করে ক্যারুথার্স এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন—যাই আগে গিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে আসি। ঐ মেয়েটি, ওই সাক্ষাৎ দেবকন্যা কি না ওই হোঁৎকা জ্যাক উডলির সঙ্গে সারা জীবনের মতো আটকে থাকবে।

হোমস বললেন—ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দুটো খুব জোরালো যুক্তি আছে যেজন্যে মেয়েটিকে কোনোমতেই ওর স্ত্রী হতে হবে না। প্রথমেই তো আমরা মি. উইলিয়ামসনের বিয়ে দেবার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করব।

আমি পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

কিন্তু সে পদ তো ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উঁহু, একবার যে, ধর্মযাজক, চিরকালের জন্যেই সে ধর্মযাজক। আর বিয়ে দেবার লাইসেন্সও আছে আমার পকেটে!

হোমস বললেন—তাহলে সে লাইসেন্স আপনি কোনোরকম চালাকি করে জোগাড় করেছেন। সে যাইই হোক, জোর করে যে বিয়ে, সে কোনো বিয়ে তো নয়ই, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জোচ্চুরি, কিছুক্ষণের মধ্যেই, এখান থেকে যাবার আগেই তা জানবেন এবং এ বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে সময় পাবেন দশ বছর। আর আপনার কথা বলি মি. ক্যারুথার্স পিস্তলটা পকেটে রাখলেই ভালো করতেন আপনি।

এখন আমার সেইরকমই মনে হচ্ছে মি. হোমস্। কিন্তু ওকে যে আমি ভালোবাসি মি. হোমস। এই প্রথম আমি জানলাম ভালোবাসা বস্তুটা কী! তাই ওকে রক্ষা করার সবরকম সাবধানতা সত্ত্বেও যখন বিফল হলাম তখন আর আমার মাথা ঠিক রইল না, এই ভেবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বর্বর গুণ্ডার আওতায় ও পড়তে চলেছে—কিম্বার্লি থেকে জোহান্সবার্গ, সমস্ত অঞ্চলটা ওর ভয়ে তটস্থ। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না মি. হোমস মেয়েটি আমার কাছে চাকরি নেবার পর থেকে একদিনও আমি ওকে একা বাড়ির বাইরে যেতে দিইনি। কারণ আমি জানতাম শয়তানগুলো ওর জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে। সব সময়ই সাইকেল করে ওর পিছু পিছু গিয়েছি যাতে কেউ ওর কোনো ক্ষতি না করতে পারে। এটা করেছি এই কারণে যে মেয়েটির তেজ আছে, যদি মনে করে আমি ওর পিছু নিয়েছি—তাহলে ও কিছুতেই আমার কাছে আর চাকরি করবে না।

তা ওর বিপদের কথা ওকে জানাননি কেন?

তাহলেই তো ও আমায় ছেড়ে চলে যেতো—যা আমার সহ্য হত না। যদি বা ও আমায় ভালোবাসতে না পারে, কমনীয় দেহটি নিয়ে বাড়িতে ঘুরবে ফিরবে এবং ওর গলার আওয়াজ আমি শুনতে পাব—এটাও আমার পক্ষে অনেকখানি।

ওয়াটসন বললেন—আপনি বলছেন ওটা ভালোবাসা, কিন্তু আমি বলব ওটা আপনার স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হয়তো, দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। যাই হোক আমি ওকে একা যেতে

দিতে পারছিলাম না। তাছাড়া এইসব লোক আশেপাশে থাকায় এমন একজনের ওর কাছাকাছি থাকা উচিত যে তদারকি করতে পারবে। আর তারপর যখন টেলিগ্রামটা এল, বুঝলাম এবার আর ওরা দেরি করবে না।

কিসের টেলিগ্রাম?

পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে ক্যারুথার্স বললেন, এহ যে—টেলিগ্রামটা সংক্ষিপ্ত—

বৃদ্ধ মারা গেছে।

হোমস বললেন—হুম্! এখন বুঝেছি, ব্যাপারটা কোন পথে চলছিল। আর কেন আপনি বলছেন টেলিগ্রামটার ফলে ওরা আর দেরি করবে না। আচ্ছা, এবার পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন।

এ কথার পুরোহিতের পোশাকপরা বুড়ো ধর্মযাজকটি অকথ্য ভাষায় খিস্তি দিতে শুরু করলো। বলে উঠল, ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের যদি ফাঁকি দাও, বব ক্যারুথার্স, তো তোমারও জ্যাক উডলির হাল হবে বলে দিচ্ছি। মেয়েটার সম্বন্ধে তুমি প্রাণ খুলে যতো ইচ্ছে হা হুতাশ করো আপত্তি নেই, কিন্তু এই সাদা পোশাকের টিকটিকির কাছে যদি বন্ধুদের ফাঁসিয়ে দাও তো খুব খারাপ হবে।

পাইপ ধরাতে ধরাতে হোমস বললেন—মশাই, অতো উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার বিরুদ্ধে মামলায় কোনো অসুবিধা নেই। আমি যা জানতে চাইছি সে হলো খুঁটিনাটি কয়েকটা ব্যাপার মাত্র। আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে। বেশ, আপনার যদি বলতে কোনো অসুবিধা থাকে তো তাহলে আমিই বলছি না হয়। তাহলেই বুঝবেন আপনাদের রহস্য কতোটা আমার জানা। প্রথমটা হলো, আপনারা তিনজনে এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন—আপনি উইলিয়ামসন, আপনি ক্যারুথার্স, আর উডলি।

বুড়ো উইলিয়ামসন বলল—এটা হলা এক নম্বরের মিথ্যে। মাত্র দুই মাস হল আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং জীবনে কখনো আফ্রিকায় যাই নি। কথাটা আপনি পাইপে পুরে দিব্যি ধোঁয়া ছাড়তে পারেন, মি. নাক গলানো হোমস!

ক্যারুথার্স বললেন—ও যা বলছে সব সত্যি।

হোমস এবার শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন—আচ্ছা, বেশ, দুজনে তাহলে—ভক্তিভাজন মহাশয়টি আমাদের দেশজ শিল্প। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আপনারা র‍্যালফ স্মিথকে চিনতেন এবং এমন ধারণা করার আপনাদের কারণ ছিল যে বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না। খোঁজ করে জানলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারী হল তাঁর ভাইঝি। কেমন, ঠিক তো?

ক্যারুথার্স ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, আর উইলিয়ামসন গালাগালি করল।

মেয়েটিই দিল উত্তরাধিকারী এবং আপনারা জানতেন যে র‍্যালফ স্মিথ কোনো উইল করবেন না।

ক্যারুথার্স বললেন—করবে কী, লিখতে পড়তেই তো জানত না।

হোমস বললেন—আপনারা দুজন তখন চলে এলেন এ দেশে, মেয়েটিকে খুঁজে বার করলেন। মতলবটা ছিল, একজন ওকে বিয়ে করবেন অন্যজন টাকায় ভাগ বসাবেন। যাই হোক উডলি স্বামী হবে বলে ঠিক হলো। কিন্তু কী সে কারণ?

আসার পথে এ নিয়ে আমরা তাসের বাজি খেলেছিলাম, ও জিতেছিল তাতে—ক্যারুথার্স বললেন।

হোমস বললেন—ও। মেয়েটিকে চাকরি দিয়ে আপনি আপনার কাছে রেখেছিলেন, কথা ছিল উডলি সেখানে এসে প্রেম নিবেদন করবে। মাতাল উডলিকে চিনতে মেয়েটির দেরি হয়নি, তাকে সে একেবারেই চায় না। এদিকে আবার আপনার মতলব সব ফাঁস হয়ে যায়, মেয়েটির প্রেমে পড়েন আপনি। এই গুণ্ডা শয়তানটা তাকে লাভ করবে, এ আপনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

সত্যিই, ভাই, একেবারেই না!

তখন আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উডলি চল যায় আপনার ওখান থেকে, তারপর আপনার সাহায্য না নিয়েই অন্য মতলব করতে থাকে।

তেতো হাসি হেসে ক্যারুথার্স বললেন, দেখছ তো উইলিয়মসন, খুব বিশেষ কিছু নেই যা উনি জানেন না। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেও ঝগড়া হয়। ও আমায় শুইয়ে ফেলে তখন। যাই হোক, ও ব্যাপারে তখন আমি ওর সঙ্গে সমান সমান। তারপর ক'দিন আমি ওকে দেখি নি। সেই সময়েই এই জাতখোয়ানো পাদ্রিটার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। দেখলাম মেয়েটির স্টেশনে যাওয়ার পথের ধারেই ওরা দুজনে বাসা বেঁধেছে। সেই থেকে আমি মেয়েটার চলাফেরার ওপর লক্ষ রেখে আসছিলাম। কারণ আমি জানতাম কোনো শয়তানি মতলব ওদের মাথায় খেলেছে। আমি মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম ওদের, কারণ ওরা কী করতে চলেছে জানার জন্যে আমার প্রচুর চিন্তা ছিল। দুদিন আগে উডলি টেলিগ্রামটা নিয়ে আমার কাছে আসে। যা থেকে আমি র‍্যালফ স্মিথের মৃত্যুসংবাদটা পাই। ও জিজ্ঞেস করল যা কথা হয়েছিল তা আমি পালন করব কি না। আমি বলেছিলাম কিছুতেই না। তখন জিজ্ঞেস করল আমি মেয়েটিকে বিয়ে করে ওকে টাকার অংশ দেব কি না।

আমি বললাম—খুব রাজি, কিন্তু মেয়েটি আমায় বিয়ে করতে রাজি নয়। ও বলল, আগে তো বিয়েটা হয়ে যাক হয়তো দু-এক সপ্তাহ পরে আর ওর এই গোঁ থাকবে না। তাতে আমি বললাম আমি জোর জবরদস্তির ব্যাপারে নেই। শয়তানটার মুখ খারাপ গালাগালি করতে করতে তখন ও চলে গেল, বলে গেল, মেয়েটিকে সে হাত করবেই। তাই সপ্তাহের শেষে মেয়েটির আমায় ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল, তাই তাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমি এমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে, সাইকেলটা নিয়ে গেলাম আমি তার পিছু পিছু। খানিকটা আগেই সে বেরিয়েছিল, তাই আমি গিয়ে পৌঁছোবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। আপনাদের দুজনকে গাড়িটা নিয়ে ফিরে আসতে দেখেই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করি।

হোমস উঠে পড়লেন। পাইপে শেষ টান দিয়ে পাইপটা থেকে ছাই ফেলতে ফেলতে হোমস বললেন—ভারি বোকার মতো কাজ করেছি ওয়াটসন। তোমার বিবৃতিতে যখন তুমি বলেছিলে সাইকেল আরোহীটি নেকটাই ঠিক করছিল, তখনই আমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নেয়া উচিত ছিল। যাই হোক তাহলেও এমন একটা অদ্ভুত ও অনেক বিষয়ে অসাধারণ মামলার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। ওই যে দেখছি তিনজন পুলিশ আসছে। আর ভালো লাগছে দেখে যে বেঁটেখাটো সহিসটাও তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে। মনে হয় না যে সে, অথবা চিত্তাকর্ষক বরটি দুজনের কেউই আজ সকালের অভিযানে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আমার মনে হয় ওয়াটসন, তুমি ডাক্তার হিসেবে মিস ভায়োলেট স্মিথের পরিচর্যা করতে পারো। সে যদি সেরকম সুস্থ হয়ে থাকে তা আমরা সানন্দেই তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব। আর যদি দেখো তেমন সুস্থ হয়ে ওঠে নি তো বোলো যে মিডল্যান্ডের এক তরুণ ইলেকট্রেশিয়ানকে টেলিগ্রাম করে খবর দিতে যাচ্ছি, হয়তো দেখবে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আর মি. ক্যারুথার্স শয়তানি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে যে অন্যায় আপনি করেছেন তার যথাসাধ্য প্রতিকারও আপনি করেছেন। এই আমার কার্ড যদি প্রয়োজন হয় অতি অবশ্যই গিয়ে সাক্ষী দেব জানবেন।

এরপরের খবর সংক্ষিপ্ত। মিস ভায়োলেট স্মিথ প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। ওয়েস্টমিনস্টারে বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানির সিনিয়র পার্টনারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। আর উইলিয়ামসন ও উডলির জেল হয়েছিল। এবং ক্যারুথার্স মুক্তি পেয়েছিলেন।

সোনার চশমা

নভেম্বরের শেষ দিক। দুর্যোগপূর্ণ প্রচণ্ড ঝড়ের রাত। হোমস আর ওয়াটসন চুপচাপ বসে আছেন। একটা শক্তিশালী লেন্স দিয়ে একটা চামড়ায় খোদাই করা লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা

করছিলেন। বেকার স্ট্রিটের বাইরের রাস্তায় ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন আর বৃষ্টির প্রবল দাপট জানালায় এসে আছড়ে পড়ছে। ওয়াটসন জানালার কাছে গিয়ে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাদায় ভরা রাস্তায় আর বাঁধানো চকচকে ফুটপাতে কখনো কখনো আলো ঝলমল করে উঠছে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ওদিক থেকে একটা মাত্র গাড়ি এগিয়ে আসছে ছলাৎ ছলাৎ করতে করতে।

লেন্সটা রেখে দিয়ে প্যালিম্প সেস্টটার (পুরোনো লেখা তুলে ফেলে চামড়ায় খোদাই করা নতুন লিপি) পাকিয়ে নিয়ে হোমস বললেন, 'ভালোই হয়েছে ওয়াটসন, সে অমন রাতে আমাদের বেরোতে হয় নি! এক নাগাড়ে বসে যা কাজ করলাম তা যথেষ্ট, চোখের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এতে। যতদূর বুঝছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের থেকে শুরু করে কোনো মঠের হিসেব হচ্ছে ওটা—তেমন চিত্তাকর্ষক কিছুই নয় বলে মনে হচ্ছে। আরে আরে, এ আবার কী?

ঝড়ের একঘেয়ে আওয়াজের মধ্যে ঘোড়ার পা ঠোকার আর গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল না! এই গাড়িটাই আমি দেখেছিলাম। গাড়িটা এসে একেবারে হোমসের বাড়ির দরোজায় থাকল।

কী ওর প্রয়োজন হতে পারে? লোকটিকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখে ওয়াটসন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন।

হোমস মন্তব্য করলেন—প্রয়োজন? ওর প্রয়োজন আমাদের আর ওয়াটসন, আমাদের এখন প্রয়োজন হবে ওভারকোট আর গলাবন্দ আর জুতোর ওপর পরার জন্যে গলোশ, আর এই দুর্যোগের মোকাবিলার জন্যে এসব ছাড়াও আরো যেসব বস্তু মানুষ আবিষ্কার করেছে। না, না, গাড়িটা যে চলে গেল, 'সুতরাং এখনো আমাদের আশা আছে, কারণ যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকত তাহলে কখনোই ছাড়ত না গাড়িটা। যাও দেখি, এক দৌড়ে খুলে দিয়ে এসো দরোজাটা। এরকম দুর্যোগে তো কোনো সৎ ব্যক্তিরই বিছানা ছেড়ে ওঠবার কথা নয়!

মাঝরাতের আগন্তুকের উপর যখন হলঘরের বাতির আলো পড়ল তখন ওয়াটসনের তাকে চিনতে অসুবিধা হল না। ইনি হলেন তরুণ গোয়েন্দা স্ট্যান্‌লি হপকিন্স, যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হোমস খুবই আশাবাদী।

উৎসুকভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আছেন?'

এসো এসো ওপর থেকে হোম্‌সের দরাজ গলা শোনা গেল। আশা করি এমন দুর্যোগের রাতে তুমি আমাদের ওপর কোনো কাজ চাপাতে আসো নি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গোয়েন্দাটি। বাতির আলো তার বর্ষাতিতে পড়ে ঝলমল করে উঠল। বর্ষাতিটা খুলতে তাকে সাহায্য করলেন ওয়াটসন। আর হোমস অগ্নিস্থানের কাঠগুলো উস্‌কে দিয়ে আগুনটা জোরদার করে তুললেন।

হোমস বললেন, 'এসো হপ্‌কিন্স, পায়ের আঙুলগুলো গরম করে নাও একটু। আর এই নাও একটা চুরুট। ডাক্তার ওয়াটসনের একটা প্রেসক্রিপশন হল গরম জল আর লেবু এ হেন রাত্রে ওষুধ হিসেবে বিশেষ ভালো বুঝলে? তা, এমন রাতে যখন এসেছ, নিশ্চয়ই খুব জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ঘটেছে তাই না?

সত্যিই তাই মি. হোমস। সারাটা বিকেল দারুণ দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। কাগজের সর্বশেষ সংস্করণে প্রকাশিত ইয়ক্সলি মামলাটা আপনার চোখে পড়েছে?

হোমস বললেন, 'উঁহু, পঞ্চদশ শতাব্দীর এদিকের কোনো কিছুই আমি আজ দেখি নি।'

হপ্‌কিন্স বলল, 'কাগজে মাত্র একটা অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে। আর তাও সবই ভুল। অতএব না দেখার জন্যে আপনি বঞ্চিত হন নি। আমি নিজু পায়ের নিচে ঘাস গজাবার সময় দিই নি। ঘটনাটা হল কেন্টে চ্যাথাম থেকে সাত মাইল আর লে লাইন থেকে তিন মাইল তফাতে ঘটেছিল ব্যাপারটা টেলিফোন পাই তিনটে পনেরোয় ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেসে গিয়ে পৌছাই পাঁচটায়, এবং শেষ ট্রেনে চেয়ারিং ক্রসে ফিরে সিধে আপনার কাছে চলে এসেছি।

হোমস বললেন, 'মানে, বোঝা গেল, মামলাটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয় নি।

হপকিন্স বলল, 'হ্যাঁ, আমি এর আগা মাথা কিছুই ধরতে পারি নি। এমন জটিল ব্যাপার আমি খুব কমই দেখেছি। অথচ প্রথম দেখে মনে হয়েছিল মামলাটা অত্যন্ত সহজ সরল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর, কোনো উদ্দেশ্যই নেই মি. হোমস যে জন্যে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। একটি লোকের মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, অথচ কোনো কারণই নেই যে জন্যে কেউ তার অনিষ্ট করবে।

চুরুটটা ধরিয়ে হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, বল, শুনি ঘটনাটা।

হপকিন্স বলতে শুরু করলেন—ঘটনাটা খুব পরিষ্কার। কিন্তু জানতে যা চাই তা হল, এসবের অর্থ কী? যা বুঝেছি তাতে ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম—কয় বছর আগে এই গ্রাম্য বাড়ি ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস এক বয়স্ক ভদ্রলোক ভাড়া নেন প্রফেসর কোরাম, ভদ্রলোক পঙ্গু, বিছানাতেই শুয়ে থাকেন বেশির ভাগ সময়। আর বাকি সময়টা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ান আর নয়তো এক ভৃত্য তাঁকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাগানে ঠেলে বেড়ায়। প্রতিবেশীরা যারা দেখা করতে আসত বেশ পছন্দ করত তাঁকে এবং খুব পণ্ডিত লোক বলে তাঁর প্রচুর সুনাম ওখানে, তাঁর সংসার বলতে এক বয়স্ক গৃহকর্ত্রী তার নাম মিসেস মার্কার, আর লুসান টালটন নামে এক দাসী। তিনি যখন থেকে এখানে আছেন তখন থেকেই আছে এরা এবং অত্যন্ত সচ্চরিত্র বলে সুনাম আছে তাদের। বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রফেসর লিখছেন, এবং বছরখানেক হল এজন্যে তাঁর এক সেক্রেটারির প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারি হিসেবে প্রথম যে দুজন এসেছিল তাদের দিয়ে তাঁর কাজ ঠিক হয় নি, কিন্তু তারপরে তৃতীয় যে সেক্রেটারিটি আসে, উইলোবি স্মিথ, সে যেন ঠিক তাঁর মনের মতো হয়েছিল। সে সোজা এসেছিল ইউনিভার্সিটি থেকে, বয়স অত্যন্ত অল্প, তার কাজ ছিল প্রফেসর যা যা বলে যাবেন সব লিখে নেওয়া, আর পরদিন প্রফেসর যা লিখবেন সন্ধ্যেবেলা তার মালমশলা সংগ্রহ করে রাখা। এই উইলোবি স্মিথের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই নেই। নিচের ক্লাসের ছাত্র হিসেবে আপিংহ্যামে বা কিশোর হিসেবে কেমব্রিজে তার সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র যা দেখেছি তাতে প্রথম থেকেই তাকে ভদ্র আর শান্ত শিষ্ট আর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবেই জেনেছি, অথচ এই তরুণটিরই আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে প্রফেসরের পড়ার ঘরে।

জানালায় সমানে বাতাসের গর্জন আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। হোমস আর ওয়াটসন আগুনের আর একটু কাছে এগিয়ে বসলেন।

অথচ সারা ইংল্যান্ড খুঁজেও আপনি এমন একটি বাড়ি পাবেন না যেখানে বাইরের কোনোরকম প্রভাব পড়ে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়, অথচ একজনও তাঁর ওখানে প্রবেশ করে না, প্রফেসর থাকতেন তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে, এছাড়া যেন তাঁর আর কোনোরকম অস্তিত্বই ছিল না। তরুণ স্মিথের সঙ্গেও পাড়ার কারো চেনাশোনা ছিল না, তাই তারও জীবনযাত্রা ছিল তার কর্তারই মতো। স্ত্রীলোক দুটিকেও কোনো ব্যাপারেই বাড়ির বাইরে যেতে হত না। আর মালি মর্টিমার, যার কাজ ছিল কর্তার চেয়ার ঠেলে বেড়ানো, সে ছিল সামরিক দপ্তর থেকে পেনশন পাওয়া এক অত্যন্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তি, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সে লড়াই করেছিল। সে বাড়িতে থাকে না, থাকে বাগানের দূরপ্রান্ত তিনি কামরার এক কুটিরে। ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেসে যাদের দেখা মেলে এরাই হল তারা। আর লন্ডন থেকে চ্যাথামের যে প্রধান রাস্তা, সেখান থেকে এই বাগানের গেটটা হচ্ছে একশো গজের মতো। গেটটা বন্ধ থাকে হুড়কো দিয়ে এবং কেউ ভিতরে আসতে গেলে কোনো বাধা পায় না। এবার আপনাকে সুসান টার্লটনের সংশয়ের কথা বলছি। এ বিষয়ে যা কিছু একমাত্র সেই-ই বলতে পারে। ঘটনাটা দুপুরের আগের। বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ঘটনাটা ঘটে। সে সময় সে ওপর তলার সামনের দিকে কয়েকটা পর্দা টাঙানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রফেসর কোরাম তখনো বিছানায় শুয়ে, কারণ আবহাওয়া যখন খারাপ থাকে তখন বেশির ভাগই তিনি দুপুরের আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। গৃহকর্ত্রী তখন কি সব কাজে বাড়ির পেছন দিকে ব্যস্ত ছিল, আর উইরেবি স্মিথ ছিল তার শোবার ঘরে। এই ঘরটিকে সে তার বসার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করত। তবে, দাসী সেই সময়ে তার সাড়া পায় নিচের তলায়। এর ঠিক নিচের ঘরটাতেই পড়বার ঘর, সেখানে সে

গেছিল। স্মিথকে সে দেখে নি বটে, কিন্তু সে বলে, স্মিথের দ্রুত সুদৃঢ় পদক্ষেপ তার ভুল হওয়া সম্ভব নয়। পড়ার ঘরের মজবুত দরোজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ সে পায় নি, দুই এক মিনিটের মধ্যেই সেই বন্য কর্কশ চিৎকার তার কানে আসে—সে আওয়াজ এমন অস্বাভাবিক যে তা কোনো পুরুষের অথবা কোনো স্ত্রীলোকেরও হতে পার। আর সেই মুহূর্তেই কোনো ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার আওয়াজও সে পায়, এবং সমস্ত বাড়িটা কেঁপে ওঠে তাতে। আর তার পরেই সব চুপচাপ। মুহূর্তকালের জন্যে সে চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারপর ভরসা পেয়ে দৌড়ে যায় নিচের তলায়। পড়বার ঘরের দরোজাটা বন্ধ ছিল, খোলে সে। দেখে তরুণ উইলোবি স্মিথের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। প্রথমটায় কোনো আঘাতের চিহ্ন তার চোখে পড়ে নি। কিন্তু তাকে তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে যে তার কাঁধের তলা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। খুব ছোট, অথচ গভীর ক্ষত, করোটিড ধমনীটা কেটে দুখানা হয়ে গেছে। তার পাশেই কার্পেটের ওপর পড়ে আছে সেই অস্ত্রটা যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। পুরোনো দিনের লেখার টেবিলে যে সব সীল মোহরের গালা কাটার ছুরি থাকত তেমনি ছোট একটা ছুরি, তার হাতলটা হাতির দাঁতের আর ধারটা শক্ত। প্রফেসরের নিজের ডেস্কের ওপরকার জিনিসগুলোর একটা সেটা।

দাসী প্রথমে মনে করেছিল স্মিথের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার কপালে খানিকটা জল দিতে সে বিড় বিড় করে বলে উঠল—প্রফেসর—ওই স্ত্রীলোকটা। সে যে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল এ কথা দাসী হলফ করে বলতে প্রস্তুত। খুব সে চেষ্টা করল আরো কিছু বলতে, ডান হাতটা তুলল উঁচু করে। কিন্তু তারপরেই হাতটা পড়ে গেল, মারা গেল সে।

ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রীও পৌঁছে গেলেন সেখানে। সুসানকে মৃতের কাছে রেখে তিনি তাড়াতাড়ি প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। প্রফেসর তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। অত্যন্ত উত্তেজিতঐ কারণ তিনি যা শুনেছেন তাতে এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে সাংঘাতিক একটা কিছু হয়ে গেছে। মিসেস মার্কার শপথ নিয়ে বলতে প্রস্তুত যে প্রফেসরের পরনে তখনো তাঁর নৈশাবাস বলতে কি, মর্টিমারের সাহায্য ছাড়া পোষাক পরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবং মর্টিমারের ওপর নির্দেশ ছিল বেলা বারোটার সময় আসতে। প্রফেসর বলছেন দূর থেকে তার চিৎকার তিনি শুনতে পেয়েছেন—তার বেশি আর কিছুই তিনি বলতে পারেন না। তার শেষ কথাগুলো—প্রফেসর—সেই স্ত্রীলোকটি। ভুল বকা বলেই মনে হয়। তাঁর ধারণা স্মিথের কোনো শত্রু ছিল না। এবং কোনো ব্যাখ্যা তিনি করতে পারেন না। তাঁর প্রথম কাজই হয় মালি মর্টিমারকে স্থানীয় থানায় পাঠানো। কিছুক্ষণ পরে প্রধান কন্সটেবল খবর পাঠায় আমাকে। যতক্ষণ না গিয়ে পৌঁছোচ্ছি ততক্ষণ কোনো কিছুই নড়ানো হয় নি এবং অর্ডার দেওয়া হয়েছে; কোনো মতোই যেন কেউ বাড়ির ভিতরে যাওয়ার পথটা না মাড়ায়। চমৎকার সুযোগ পাবেন মি, হোমস—আপনার ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার। দেখবেন কোনো কিছুরই অভাব নেই ওখানে।

অভাব শুধু শার্লক হোম্‌সের তাই না! একটু মুচকি হেসে বললেন মি, হোমস। আচ্ছা, শোনাই যাক, তারপর? মামলাটা কী ধরনের বলে তুমি মনে করো?

হপকিন্স বলল, 'প্রথমেই মি, হোমস আপনাকে অনুরোধ করি, এই যে মোটামুটি একটা নক্সা একটা দেখতে। এ থেকে প্রফেসারের পড়বার ঘর আর এ মামলার আর সব বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। এবং তাহলে আমার তদন্তের ফলাফল বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

নক্সাটা খুলে হপকিন্স হোম্‌সের হাঁটুর ওপর রাখল। ওয়াটসন উঠে হোম্‌সের পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেটা।

হপকিন্স বলল, 'নিতান্ত মোটামুটিভাবে তৈরি করেছি। এতে কেবলমাত্র সেইসব জিনিসগুলোই দেখানো হয়েছে ফলে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। যদি ধরা যায় যে খুনি বাইরে থেকে এসেছিল, কীভাবে এলো সে—পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাই-ই সে

হোক? অতি অবশ্যই সামনের পথ দিয়ে, কারণ সে পথে সিধে পড়বার ঘরটায় যাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পথই হবে অত্যন্ত জটিল। আর, চলে গেছে নিশ্চয়ই সেই একই পথ দিয়ে, কারণ ও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আর যে দুটো পথ আছে তার একটা সুসান বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ সেখান দিয়ে সে দৌড়তে দৌড়তে নেমে আসছিল। আর অন্যটা সিধে প্রফেসরের শোবার ঘরে চলে গেছে। তাই আমি আমার সমস্ত মনোযোগটা বাগানের পথটার ওপর সীমাবদ্ধ রাখলাম। সাম্প্রতিক বৃষ্টির ফলে নিশ্চয়ই কারো পায়ের দাগ সেখানে পাওয়া যাবে এই আশা করে।

পরীক্ষার ফলে এটুকু বুঝলাম যে এক অত্যন্ত ধূর্ত ও পাকা অপরাধীর আমায় মোকাবিলা করতে হবে। কোনো পরিষ্কার ছাপই সেই পথে চোখে পড়ল না। তবে, কেউ না কেউ যে পথের ধারে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেটা সে করেছে পায়ের ছাপ লুকানোর জন্যে। পরিষ্কার পায়ের ছাপ বলতে যা বোঝায় আমি তা পাই নি। তবে, ঘাসের ওপর মাড়ানোর চিহ্ন আছে। সুতরাং অতি অবশ্যই কেউ সেখান দিয়ে হেঁটে চলে গেছে। এবং সে এই খুনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ মালী বা অন্য কেউই সেদিন সকালেও ওখান দিয়ে যায় নি। এবং বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাতে।

হোমস বললেন, 'এক মিনিট। ও পথটা কোথায় গেছে?'

রাস্তায়।

কতো লম্বা এটা?

একশো গজের মতো।

পথটা যেখানে গেটের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে, কোনো পায়ের চিহ্ন থাকলে নিশ্চয়ই তা তোমার চোখে পড়ত, তাই না?

হপকিন্স বলল, 'না, কারণ পথের সেই জায়গাটা টালি দিয়ে ছাওয়া।

আচ্ছা, আর পথটায়?

না, সেটাকে মাড়িয়ে কাদা করে ফেলা হয়েছে।

তাহলে, মাঠের ওপরের যে ছাপগুলো, সেগুলো কি ভিতরে আসবার না, বেরিয়ে যাবার?

তা বলা অসম্ভব, হপকিন্স বলল, 'ছাপের কোনো নির্দিষ্ট রেখাই ছিল না।

এ ছাপ বড়, না ছোট?—হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

তাও বোঝা যায় না।

হোম্সের অঙ্গভঙ্গিতে অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

সেই থেকে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছে, যে কোনো জিনিস পরীক্ষা করা এখন পালিম্পসেস্টার থেকেও কঠিন হয়ে উঠবে। যাই হোক, এর আর উপায় কী! আচ্ছা, যখন তুমি স্থির বুঝলে যে কোনো কিছুই তুমি বুঝতে পারছ না, কী করলে তখন?

হপকিন্স বলল, 'অনেক কিছুই আমি নিশ্চিত জেনেছি মি. হোমস। জেনেছি কেউ না কেউ বাইরে থেকে খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকেছে। তারপর আমি বারান্দাটা পরীক্ষা করলাম। সেখানে নারকেল ছোবড়া বিছানো থাকায় কোনো পদচিহ্নই দেখা যায় নি। তখন আমি গেলাম পড়বার ঘরে। সেখানে খুব কমই আসবাবপত্র ছিল। প্রধান জিনিস সেখানে হল খুব বড় লেখবার টেবিলটা। একটা দেরজাওয়ালা ডেস্ক বা ব্যুরো তার সঙ্গে আটকানো এই ডেস্কের দুদিকে ড্রয়ারের সারি। মাঝখানে একটা খোপ চাবি বন্ধ। ড্রয়ারগুলো সব খোলা। ড্রয়ারগুলো মনে হয় খোলাই থাকে। দামি কোনো কিছু রাখা হয় না সেখানে। মাঝখানের খোপটায় কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কিন্তু সেগুলোয় হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। এবং প্রফেসরও বলছেন সেখান থেকে কোনো কিছুই খোয়া যায় নি। সন্দেহ নেই যে কোনো কিছু চুরি হয় নি।

এবার তরুণটির দেহের ব্যাপারে আসছি। এটা পড়ে ছিল ডেস্কের ঠিক বাঁ দিকে—এই যেমনটি নক্সায় দেখতে পাচ্ছেন। আঘাতটা হয়েছে ঘাড়ের ডান দিকটায়, আততায়ী পেছন থেকে এসে আঘাত করেছে। সুতরাং সেটা যে নিহতের আপন হাতে হয় নি তাতে সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, যদি সে ছুরিটার ওপর পড়ে না গিয়ে থাকে।

ঠিক। এ কথাটাও আমার মনে এসেছিল। কিন্তু ছুরিটা পাওয়া যায় শরীর থেকে কয়েক ফুট তফাতে! সুতরাং সেটাও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তারপর ধরুন, লোকটির শেষ কথাগুলো। আর শেষপর্যন্ত আছে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। এটা ছিল মৃতের হাতে শক্ত করে ধরা। এই বলে হপকিন্স কাগজে মোড়া একটা ছোট বস্তু পকেট থেকে বার করল। সেটা খুললে দেখা গেল, একটা সোনালি প্যাঁশ-নে (কানের সাহায্য না নিয়ে শুধু নাকে আটকানো চশমা) দুটো কালো ফিতের সুতো সেটার দুদিক দিয়ে ঝুলছে।

হপকিন্স বলল, 'উইলোবি স্মিথের দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো ছিল। সুতরাং এটা যে অপরাধীর চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

চশমাটা হাতে নিয়ে হোমস অত্যন্ত কৌতূহল ও মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন। নাকে লাগিয়ে তা দিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। তারপর জানালার কাছে গিয়ে ওটার সাহায্যে রাস্তার দিকে তাকালেন। তারপর আলোটা উস্কে দিয়ে সেই আলোয় খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করলেন। তারপর মৃদু হেসে টেবিলে গিয়ে বসে একটা কাগজে কিসব লিখে স্ট্যানলি হপকিন্সের দিকে এগিয়ে দিলেন।

বিস্মিত তরুণ গোয়েন্দা স্ট্যানলি হপকিন্স পড়তে লাগলেন হারিয়েছে—এক স্ত্রীলোক, ভদ্র ও মহিলাসুলভ পোষাক তার। মোটা নাকটা সহজেই চোখে পড়ে। সেই নাকের দুদিকে কাছাকাছি দুটি চোখ, কুঞ্চিত কপাল, ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের মতো হাবভাব এবং তার কাঁধ খুব সম্ভব গোলাকৃতি। মনে হয় গত কয়েকমাসের মধ্যে অন্ততঃ দুই বার তিনি চোখের ডাক্তারের কাছে গেছিলেন। যেহেতু তার চশমার কাঁচের পাওয়ার খুবই বেশি এবং যেহেতু, চোখের ডাক্তারের সংখ্যা বেশি নয়, তাকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়।

হপকিন্সের হতচকিত ভাব লক্ষ্য করে হোমস হেসে উঠলেন। বললেন—কেন, আমার সিদ্ধান্তগুলো তো খুবই সাধারণ। পরীক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে চশমার মতো জিনিস আর নেই। বিশেষ করে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি চশমা। চশমাটা যে স্ত্রীলোকের সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার মহিলাসুলভ পরিচ্ছদের ব্যাপারটা বুঝলাম নিরেট সোনার ফ্রেমে সুন্দরভাবে কাঁচ বসানো লক্ষ্য করে, এবং এহেন চশমা যাঁর অন্যান্য ব্যাপারে তার রুচি নিশ্চয়ই নিম্নমানের হবে না। আর দেখা যাচ্ছে, এর ক্লিপ দুটো তোমার নাকের পক্ষে বড় বেশি তফাতে। সুতরাং বুঝতে হবে যে চশমার জায়গাটার নাকটা অত্যন্ত পুরু। এ ধরনের নাক সাধারণতঃ হয় ছোট আর অমসৃণ, যদিও এর ব্যতিক্রমও আছে। আমার নিজের মুখটা সরু, কিন্তু তাহলেও দেখছি এই চশমার মাঝখানে বা তার কাছাকাছিও আমার চোখ থাকছে না। অতএব ভদ্রমহিলাটির চোখ দুটি নাকের খুব কাছাকাছি। লক্ষ্য করলে দেখবে ওয়াটসন কাঁচ দুটো উত্তল, এবং কাঁচের পাওয়ারও অত্যন্ত বেশি। যে মহিলার দৃষ্টিশক্তি এরকম খর্ব, তাঁর সারাটা জীবনেই এর লক্ষণ দেখা যাবে—তাঁর কপালে, তাঁর চোখের পাতায় তাঁর কাঁধে।

ওয়াটসন বললেন, 'হ্যাঁ, বন্ধু, তোমার প্রতিটি যুক্তিই আমার বোধগম্য হচ্ছে। কিন্তু তাহলেও স্বীকার করছি, বুঝতে পারলাম না কেমন করে তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালে যে দুইবার তাঁকে চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়েছিল?

চশমার কাচ দুটো হাতে নিয়ে হোমস বললেন—লক্ষ্য করলে দেখবে যে, ক্লিপ দিয়ে চশমাটা নাকে আটকানো থাকে তাতে ছোটো ছোটো কর্কের টুকরো লাগানো আছে, যাতে নাকের ওপর চাপটা কম পড়ে। এ দুটোর একটার রং চটে গেছে। সুতরাং বুঝতে হবে একটা পড়ে যাওয়ায় নতুন করে লাগানো হয়েছে। পুরোনোটা মনে হয় না কয়েক মাসের বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। দুটোয় যেরকম অবিকল মিল তা থেকে বুঝতে হবে যে ভদ্রমহিলা দ্বিতীয়টার জন্যেও সেই একই জায়গায় গিয়েছিলেন।

অপূর্ব, অপূর্ব! সপ্রশংস উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে হপকিন্স বলে উঠল, অথচ দেখুন সবগুলো সূত্রই তো আমার কাছেও ছিল, অথচ কিছুই বুঝতে পারি নি। অবশ্য আমি ঠিক করেছিলাম

লন্ডনের চশমার দোকানগুলোতে খোঁজখবর করব।

হোমস বললেন, 'নিশ্চয়ই তা করবে। আচ্ছা বল, এই মামলা সম্বন্ধে আর কোনো খবর তুমি আমায় দিতে পারবে?

না, মি. হোমস, হপকিন্স বললেন—এ ব্যাপারে এখন আমি যা জানি, আপনি তার চেয়েও বেশি জানেন খোঁজ করেছি স্টেশনে বা গ্রামের পথে অচেনা কোনোরকম উদ্দেশ্যের অভাব। কোনোরকম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সূত্র কোথাও পাচ্ছি না।

হোমস বললেন—এ ব্যাপারে কিন্তু আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তা, তুমি কি চাও আমরা কাল যাই ওখানে?

যদি খুব অসুবিধে মনে না করনে, সকাল ছটায় চেয়ারিং ক্রস থেকে চ্যাথামের একটা গাড়ি ছাড়ে। আটটা থেকে নয়টার মধ্যে আমরা ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেসে অবশ্যই পৌঁছে যাব।

তাহলে সেই গাড়িই ধরব। প্রচুর কৌতূহলের খোরাক তোমার এই মামলায়, আনন্দের সঙ্গেই আমি এ গ্রহণ করলাম। প্রায় একটা বাজে, এখন কয়েক ঘন্টার ঘুম দরকার। আগুনের কাছের সোফাটাতেই তুমি ঘুমোতে পারবে তো? বেরোবার সময় স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বেলে একটু কফি তোমায় খাওয়াতে পারব।

পরদিন ঝড় নিজেকে নিঃশেষ করে থেমে গেল। কিন্তু ওয়াটসনরা যখন বেরোলেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তখন। শীতের সূর্য উঠল। টেমসের বিষণ্ন জলা এলাকায় আর নিরানন্দ নদীর বিস্তারে। এক ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে চ্যাথাম থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটা ছোট স্টেশনে ওয়াটসনরা গাড়ি থেকে নামলেন। স্থানীয় এক সরাইখানায় একটা গাড়িতে ঘোড়া জোড়া হচ্ছে। সেই সুযোগে তারা প্রাতরাশ সেরে নিলেন। শেষপর্যন্ত ওরা ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস-এ গিয়ে পৌঁছালেন। একজন কন্সটেবল এসে বাগানের গেটে হোমসদের সঙ্গে দেখা করলেন।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো খবর আছে উইলসন?

আজ্ঞে না।

কোনো অচেনা লোক সম্বন্ধে কিছু শুনেছ কি?

আজ্ঞে না। স্টেশনের ওরাও জোর করেই বলছে যে কোনো অচেনা লোককে কাল যেতে বা আসতে দেখা যায় নি।

সরাইখানাগুলোয় বা ভাড়া বাড়িগুলোয় খোঁজ নিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেসব জায়গাতেও এমন কারুরই খবর পাই নি যার সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহ হতে পারে?

কিন্তু দেখো, চ্যাথাম তো এখান থেকে এমন খুব দূরে নয়, সেখানে তো কেউ থেকে যেতে পারে, এবং সেখান থেকে সকলের চোখ এড়িয়ে চলে যেতে পারে। এই হল সেই বাগানের পথ, মি, হোম্স্ যার কথা বলেছিলাম। জোর করেই বলতে পারি ওর ওপরে কাল কোনো পায়ের চিহ্ন ছিল না।

ঘাসের ওপর যে চিহ্নগুলো দেখা গেছিল, কোন্ দিকে সেগুলো?

আজ্ঞে এইদিকে, এই যে সরু ঘাসজমি বাগান আর পথটার মাঝখানে, এর উপরে। এখন আস সে চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি না বটে, কাল কিন্তু স্পষ্টই আমার চোখে পড়েছিল।

ঘাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে হোমস বললেন—হুঁ, ওর ওপর দিয়ে অন্য কেউ হেঁটে গেছে। ভদ্রমহিলাটি নিশ্চয় খুব সাবধানে পা ফেলেছিলেন, কারণ একদিকের ঘাসের ওপরে চিহ্ন পড়বে, আর অন্যদিকে নরম রাস্তাটার ওপরে এবং এই দাগ আরো স্পষ্ট ফুটে উঠবে তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব মাথা ঠাণ্ডা করে তাকে পা ফেলতে হয়েছিল।

একটা উৎসুক ভাব যেন হোম্সের মুখের ওপর দিয়ে চলে গেল। তিনি বললেন—মানে, তুমি বলতে চাও যে তিনি এই পথে ফিরে গেছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এছাড়া আর পথ নেই।

এই ঘাস-জমির ওপর দিয়ে?

নিশ্চয়ই।

হোমস কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে বললেন—হুম্!

বেশ কসরতের ব্যাপার সেটা, ভারি কসরতের ব্যাপার! আচ্ছা, পথটায় যা দেখার আমাদের দেখা হয়েছে, চলো এগিয়ে যাওয়া যাক। আচ্ছা বাগানের এই দরোজাটা তো খোলাই থাকে, কেমন? অতএব আগন্তুকের প্রবেশের ব্যাপারে কোনো বাধাই ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে আসেন নি, তা যদি আসতেন, লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা নিয়ে কাজ সারতেন না। এই বারান্দা দিয়ে এসেছিলেন তিনি। নারকেল ছোবড়ার কার্পেটে তাঁর পায়ের ছাপ পড়ে নি। পৌঁছে যান পড়বার ঘরে। কতক্ষণ ছিলেন সেখানে? সেটা জানবার আমাদের কোনো উপায় নেই।

আজ্ঞে, কয়েকটা মিনিট মাত্র। বলতে ভুলে গেছিলাম, গৃহকর্ত্রী মিসেস মার্কার তার অল্পক্ষণ আগে সেখানে ঝাড়া পোঁছা করেছিল—সে বলে, মিনিট পনেরো আগে।

হোমস বললেন—বেশ তাহলে। তাহলে আমরা একটা সময় সীমা পেয়ে যাচ্ছি। মহিলাটি এই ঘরে ঢোকেন। তারপর কী করেন? চলে যান লেখার টেবিলের কাছে। কিন্তু কেন? ড্রয়ার থেকে কোনো কিছু নেবার জন্যে নয়। তাঁর নেবার মতো যদি বা কিছু সেখানে থাকত তা চাবিবন্ধ থাকত না। উহুঁ, তিনি গিয়েছিলেন ওই কাঠের তাক থেকে কোনো জিনিস নিতে। আরে, এ কিসের আঁচড়ানোর দাগ এখানে? জ্বালোতে একটা দেশলাই ওয়াটসন। এটার কথা কেন আমায় বলো নি হপকিন্স?

যে দাগটা হোমস পরীক্ষা করছিলেন, চাবির গর্তের ডানদিকের দস্তার ওপর থেকে সেটা প্রায় চার ইঞ্চি চলে গেছে।

লক্ষ্য করেছিলাম মি. হোমস। কিন্তু চাবির গর্তের আশেপাশে তো আঁচড়ের দাগ থাকবেই।

কিন্তু দাগটা সাম্প্রতিক, অত্যন্ত সাম্প্রতিক। দেখো না, দস্তার ওপরের দাগটা কেমন চকচক করছে! দেখো না লেম্পটা নিয়ে। আর লক্ষ্য করো, লাঙলের মাটিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও দাগটার দুই ধারে বার্নিশ দেখা যাচ্ছে। মিসেস মার্কার এখানে আছে?

এক বিষণ্ণ চেহারার বয়স্ক স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল।

কাল কি তুমি এই তাকটার ধূলো ঝেড়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এই দাগটা তখন লক্ষ্য করেছিলে?

আজ্ঞে না।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করো নি, কারণ তাহলে আর বার্নিসের এই গুঁড়োগুলো এখানে থাকত না। এর চাবি কার কাছে থাকে?

প্রফেসর তাঁর ঘড়ির চেনের সঙ্গে এটা রাখেন।

চাবিটা কি সাধারণ চাবি?

আজ্ঞে না, চাব্সের চাবি।

বেশ, তুমি যেতে পারো মিসেস মার্কার। যাই হোক্ খানিকটা অগ্রসর হচ্ছি আমরা। মহিলাটি ঘরে প্রবেশ করলেন, এমন সময় উইলোবি স্মিথ প্রবেশ করল সেই ঘরে। তাড়াতাড়ি চলে আসতে গিয়ে মহিলাটি এ দাগটার সৃষ্টি করেন। সে ধরে ফেলে তাঁকে, আর মহিলাটি হাতের কাছে যা পান তাই তুলে নেন। অর্থাৎ এই ছুরিটা, তারপর হাত ছাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে ছুরিটা দিয়ে আঘাত করেন তাকে এবং আঘাতটা মারাত্মক হয়ে ওঠে। পড়ে যায় ছেলেটি আর সেই সুযোগে ভদ্রমহিলা পালিয়ে যান, যা নিতে এসেছিলেন তা নিয়ে, বা না নিয়ে। আচ্ছা, সুসান, তুমি যখন চিৎকারটা শুনেছিলে তারপরে যেটুকু সময় ছিল তার মধ্যে কি কারো পক্ষে ওই দরোজা দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল?

আজ্ঞে না, একেবারেই না। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার আগে যদি কেউ এখান দিয়ে যেত তো দেখতে পেতাম তাকে। তাছাড়া দরোজাটা আদৌ খোলাও হয় নি, হলে শব্দ

পেতাম।

আচ্ছা, তাহলে চলে যাওয়ার সমস্যাটাও মিটল। সুতরাং নিশ্চয়ই মহিলাটি যে পথে এসেছিলেন সেপথেই চলে গেছেন। আচ্ছা, এই অন্য পথটা দিয়ে কেবলমাত্র প্রফেসরের ঘরেই যাওয়া যায়, কেমন? তাছাড়া আর কোথাও নয়?

আজ্ঞে না।

তাহলে এই দরদালান দিয়ে গিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করা যাক্। আরে, আরে হপকিন্স, এত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসারের বারান্দাও দেখছি নারকেল ছোবড়ার কার্পেট ঢাকা।

কিন্তু তাতে কী হল মি. হোম্‌স?

কেন, এই মামলার ওপর এর গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না? যাই হোক, এর ওপর আমি তেমন জোর দিচ্ছি না, এমনও হতে পারে যে আমার ভুল হয়েছে। তবে, এটাকে আমার ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। এসো পরিচয় করিয়ে দেবে।

এগিয়ে চললাম দরদালান ধরে। বাগানে যেতে যে দরদালান ওটাও দৈর্ঘে তার সমান। দরদালান বা বারান্দা শেষ হয়েছে সেখান থেকে একবার সিঁড়ি উঠে গেছে একটা দরোজা পর্যন্ত। পথপ্রদর্শক হপকিন্স দরোজায় আওয়াজ করল, তারপর আমাদের ডেকে নিয়ে গেল প্রফেসরের শোবার ঘরে।

ঘরটা মস্ত বড়, সারি সারি অনেক বই সেখানে। শেল্‌ফে জায়গা না হওয়ায় অনেক বই ঘরের কোণে কোণে বা শেলফ্‌গুলোর নিচে স্থান পেয়েছে। খাটটা ঘরের মাঝখানে, সেখানে প্রফেসর বসে আছেন অনেকগুলো বালিশে ভর করে। এমন বিশিষ্ট চেহারায় মানুষ আমি অল্পই দেখেছি। কালচে মুখ ফিরিয়ে তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। কালো কোটরগত দুই চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রোমশ দুই ভ্রূ যেন নেমে এসেছে তার ওপরে। মাথার চুল আর দাড়ি সাদা, কেবল, মুখটা ঘিরে হলদের ছোপ। সাদা চুল দাড়ির জটলার মধ্যে একটা সিগেরেট জ্বলছে, ঘরের বাতাসে তামাকের বাসি গন্ধ। হোম্‌সের দিকে তিনি যে হাত বাড়ালেন সে হাতেও তামাকের হলদে দাগ।

সিগেরেট চলে নাকি মি. হোমস? বেছে বেছে কথাগুলো বললেন তিনি, একটু অদ্ভুত উচ্চারণে : একটা সিগারেট নিন অনুগ্রহ করে। আর আপনি? এই একটা সিগেরেট খেতে বলছি আপনাদের, আলেকজান্দ্রিয়ার আয়োনাডিস থেকে বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে আনানো। একসঙ্গে পাঠায় এক হাজার করে, এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মাসে দুই বার করে আমার আমদানি করতে হয়। খারাপ, খুব খারাপ অভ্যেস মি. হোমস। কিন্তু বোঝেনই তো, বুড়ো মানুষের জীবনে আর কতটুকুই বা আনন্দ। এই তামাক, আর আমার কাজ—এ ছাড়া কী-ই বা আমার অবশিষ্ট আছে বলুন!

একটা সিগারেট ধরিয়ে হোমস সমস্ত ঘরটার ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

প্রফেসর বলে চললেন—বললাম বটে তামাক আর কাজ? কিন্তু এখন রইল শুধু তামাক। হায়, কী সাংঘাতিক বাধাই না পড়ল! এহেন একটা দুর্ঘটনার কথা আর কে ভাবতে পেরেছিল, এমন চমৎকার তরুণটি! মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই সে চমৎকার কাজ শিখে নিয়েছিল। ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?

এখনো আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি নি। বৃদ্ধটি বললেন—সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে অন্ধকার এখন, অত্যন্ত বাধিত হতো যদি আপনি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারেন ঘটনাটার ওপর। আমার মতো এক অকর্মণ্য বইয়ের পোকাকে এ আঘাত প্রায় অবশ করে দিতে বসেছে। সমস্ত চিন্তাশক্তি কিবল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনি তো কাজের লোক, আপনার দৈনন্দিন জীবনের অংশই এই যে, যে কোনো জরুরি ব্যাপারেই আপনি মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন। আমাদের খুবই সৌভাগ্য আপনাকে আমাদের কাছে যে পেয়েছি।

বৃদ্ধটি যখন কথা বলছিলেন হোমস তখন ঘরের একদিকে পায়চারি করছিলেন। লক্ষ্য করলাম অত্যন্ত দ্রুত তিনি সিগারেট টেনে চলেছেন। বোঝা গেল আলোকজান্দ্রিয়ার টাট্‌কা

সিগারেটের গুণ সম্বন্ধে তিনি প্রফেসরের সঙ্গে একমত।

বৃদ্ধটি বলে চললেন—অত্যন্ত মারাত্মক এই আঘাত মি. হোমস। পাশের টেবিলের ওপর ওই যে কাগজের স্তূপ, ওগুলো হলো আমার কর্মফলের একাংশ সিরিয়া আর মিশরের খ্রিস্টানদের ভাষায় লেখা মঠে পাওয়া কাগজপত্রের আমার বিশ্লেষণ এটা, 'ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের একেবারে বুনিয়াদে আঘাত পড়বে এর ফলে। সহকর্মীকে হারিয়ে এই ভাঙা শরীর নিয়ে আমি এ কাজ শেষ করতে পারব কিনা জানি না—কী আশ্চর্য মি. হোমস, আপনি দেখছি আমার চেয়েও দ্রুত সিগ্রেট টানেন।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—এ ব্যাপারে আমি রসিক বলতে পারেন। সিগেরেট কেস থেকে চতুর্থ সিগারেটটা বার করে আগের সিগারেটের শেষে টুকুরো থেকে সেটা ধরাতে ধরাতে বললেন—বেশি জেরা আপনাকে করব না প্রফেসর কোরাম, কারণ শুনলাম অপরাধটা যখন সংঘটিত হয় আপনি তখনো বিছানায়, সুতরাং এ বিষয়ে কিছুই আপনার জানবার কথা নয়। শুধু জিজ্ঞাসা করি, বেচারার এই শেষ কথাগুলোর কী মানে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন—'প্রফেসর—সেই মহিলাটি!'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন—সুসান গেঁয়ো মেয়ে, জানেন তো কী বোকা হয় ওরা। আমার ধারণা ছেলেটি তার প্রলাপের মধ্যে এলোমেলো কি সব বিড় বিড় করে ভুল বকছিল, সেইটিই সে ঘুরিয়ে হয়তো ওই অর্থহীন বাক্যে পরিণত করে থাকবে।

হোমস বললেন, 'ও, তা এই মর্মান্তিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

বৃদ্ধ প্রফেসরটি বললেন—এটা একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়। আর, আমাদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে বলি, আত্মহত্যাই হবে খুব সম্ভব। তরুণ তরুণীদের কত গোপন ব্যথাই না থাকে, হৃদয়বৃত্তির এমন কোনো ব্যাপার হয়তো ছিল যা আমাদের অজানা। হত্যার চেয়ে বরং সই সম্ভাবনাই অধিক বলে আমার মনে হয়।

কিন্তু চশমাটা?

ও! তা দেখুন, আমি তো কেবল ছাত্রই বলতে গেলে, স্বপ্নই দেখি, জীবনের এইসব বাস্তব ব্যাপার-ট্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু তাহলেই প্রেমের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে। আর একটা খান, এই নিন ধরুন! আমার সিগারেটের কেউ প্রশংসা করছেন, এ দেখেও আনন্দ। হয়তো একটা পাখা, একটা দস্তানা, বা চশমা—এ সবই মানুষ আত্মহত্যার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এ ভদ্রলোক ঘাসের ওপর পায়ের চিহ্নের কথা বলছিলেন, কিন্তু এসব ব্যাপার ভুল হওয়া সহজ। আর ছুরিটার কথায় বলি, বেচারা যখন পড়ে যায়, হয়তো ছুরিটা তার থেকে অনেকটা দূরে ছিট্‌কে পড়ে থাকবে। হয়তো আমার কথা আপনার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে, তবুও বলব, আমার মনে হয় উইলোবি স্মিথ আত্মহত্যাই করেছে।

এই মতবাদ হোম্‌সের ওপর রেখাপাত করেছে মনে হল। তিনি ঠিক আগের মতোই কিছুক্ষণ পায়চারি করে চললেন আর চিন্তায় ডুবে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চললেন, শেষপর্যন্ত বললেন—আচ্ছা, প্রফেসর কোরাম, ওই তাকের ভিতরে কী আছে?

এমন কিছুই নেই যা চোরকে প্রলুব্ধ করতে পারে। আমাদের পারিবারিক চিঠিপত্র—আমার অভাগিনী স্ত্রীর ইউনিভার্সিটির প্রশংসাসূচক কাগজপত্র। এই যে চাবি নিন। নিজেই দেখে নিন।

চাবিটা তুল নিয়ে মুহূর্তে জন্যে সেটার দিকে তাকিয়ে ফেরৎ দিলেন হোমস। বললেন, উঁহু, মনে হয় না ওতে কোনো কাজ হবে। তার চেয়ে বরং চুপচাপ্‌ আপনার বাগানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখি ভালো করে। আত্মহত্যার যে সম্ভাবনার কথা বললেন তার স্বপক্ষে অবশ্যই কিছু বলা যেতে পারে। এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে খারাপ লাগছে মি. কোরাম এবং কথা দিচ্ছি, লাঞ্চের আগে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। বেলা দুটোর সময় এসে আপনাকে জানাব যদি ইতিমধ্যে নতুন কোনো তথ্য জানা যেতে পারে।

হোমসকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল। বাগানের পথে ওয়াটসনরা চুপচাপ পায়চারি

করলেন কিছুক্ষণ। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন ওয়াটসন, কী কোনো সূত্র পেলে?

সেটা নির্ভর করে ওই যে সিগারেটগুলো খেলাম তার ওপরে। এটা সম্ভব যে আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই সিগারেটগুলোই আমাকে ঠিক পথে চালাবে।

অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন বললেন—সেকি, হোমস, সিগারেটের সঙ্গে—

বেশ তো, নিজে থেকেই দেখবেন। আর তা যদি না হয় তাহলেই ক্ষতি কী, চোখের ডাক্তারের সূত্রটা তো রয়েছেই। তবে, সংক্ষিপ্ত কোনো পথ থাকলে সেই পথই আমি অবলম্বন করে থাকি। এই তো মিসেস মার্কার, মিনিট পাঁচেক এ নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করা যাক্।

আগেও হয়তো বলা হয়েছে, ইচ্ছে করলে হোমস এমন সব করতে পারেন যেন কোনো স্ত্রীলোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছেন এবং খুব সহজেই তার বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠলেন, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, যেন কত বছরের চেনা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মি. হোমস যা বলছেন। ভীষণ ধূমপান করেন তিনি। সারাদিন ধরে, অথবা কখনো কখনো সারা রাত ধরে। এক একদিন সকালে দেখেছি, ঘরটায় যেন লন্ডনের কুয়াশা এসে জমেছে। বেচারা মি. স্মিথ, তিনিও ধূমপান করতেন বটে, কিন্তু অতটা নিশ্চয়ই নয়। এর ফলে তাঁর শরীরের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

ও! তা ক্ষিধে নষ্ট হয় নিশ্চয়ই?

আজ্ঞে তা বলতে পারি না।

কিন্তু প্রফেসর যে আদৌ কিছু খান তা তো মনে হয় না।

সেটা বলা কঠিন, তাঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানি।

আমি বাজি রেখে বলছি আজ সকালে তিনি জলখাবার খান নি। এবং যেরকম সিগারেট তিনি টেনেছেন, তাতে মনে হয় না লাঞ্চও খাবেন তিনি।

এবার কিন্তু স্যার আপনার হিসেবে ভুল হচ্ছে। আজ তিনি সকালে প্রচুর জলখাবার খেয়েছেন। এর থেকে ভালো করে প্রাতরাশ খেতে আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। এবং লাঞ্চের জন্যে অনেকগুলো কাটলেটের অর্ডার দিয়েছেন। দেখে আমিও অবাক হয়ে গেছি সার। কারণ কাল মি. স্মিথকে পড়ে থাকতে দেখে অবধি আমি কোনো খাবারের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। অথচ এতেও প্রফেসরের ক্ষুধামন্দা হয় নি। কত রকমের মানুষই না পৃথিবীতে আছে।

বাগানে গড়িমসি করে সকালটা কেটে গেল। আগের দিন রাতে কয়েকটি ছেলে চ্যাথাম রোডে এক অচেনা মহিলাকে দেখেছিল, এই খবর শুনে হপকিন্স গ্রামে চলে গেছে। হোম্‌সের যেন আর কোনো উৎসাহই নেই, এমন অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ করতে তাঁকে আর কখনো দেখি নি। হপকিন্স যখন বলল সেই ছেলেদের সে দেখেছে আর এক মহিলাকে দেখেছে যার সঙ্গে হোম্‌সের বর্ণনা হুবহু মিলে গেছে এবং তারও চোখে অমনই চশমা, তখনো তাঁর মধ্যে কিছু মাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বরং লাঞ্চের সময় যখন সুসান নিজে থেকে খবর দিল যে গতকাল সকালে মি. স্মিথ বেড়াতে গেছিলেন এবং ফিরে যখন আসেন তার আধঘন্টার মধ্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটে, এ খবরের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, হোম্‌সের মনে মনে যে জাল বোনা হচ্ছিল তার মধ্যে এটারও স্থান রয়েছ। হঠাৎ হোমস এক লাফে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। ঘড়ি দেখে বললেন—বেলা দুটো। এবার আমাদের প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বৃদ্ধ সবেমাত্র লাঞ্চ সেরে উঠেছেন। ডিশ খালি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না তার ক্ষিধে কত খানি ছিল। সাদা কেশ আর জ্বলজ্বলে চোখ ফিরিয়ে যখন তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, তাঁকে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল তখন। তাঁর মুখে যথারীতি সিগারেট। পোষাক পরে আগুনের কাছে ইজি চেয়ারে বসেছিলেন তিনি।

রহস্যের সমাধান হল মি. হোমস? তাঁর পাশেল টেবিলের ওপর সিগারেটের টিনটা ছিল, হোম্‌সের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি সেটা। হোমসও হাত বাড়ালেন। আর দুজনের মাঝখানের থেকে হঠাৎ কৌটোটা পড়ে গেল, আর ওয়াটসনরা হাঁটু গেড়ে বসে ছড়িয়ে পড়া সিগারেটগুলো

কুড়োতে ব্যস্ত হলেন। হোম্‌সের দু চোখ তখন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছিল। তাঁর গালে রক্তের আভাস ফুটে উঠেছে। কেবলমাত্র কোনো চরম মুহূর্তেই অমন লড়াইয়ের চিহ্ন তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সমাধান করেছি।'

স্ট্যানলি হপকিন্স আর ওয়াটসন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। বৃদ্ধ প্রফেসরের কালচে মুখে একটা বিদ্রুপের মতো অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বললেন—তাই নাকি? কোথায়? মাঠে?

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—না, এখানে।

প্রফেসর বললেন—এখানে? কখন?

এই তো, এই মুহূর্তে।

নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন মি. হোমস। বলতে বাধ্য হচ্ছি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে অমন করে কথা বলা ঠিক নয়।

হোমস দৃঢ় স্বরে বললেন—আমার শেকলের প্রতিটি টুক্‌রো আমি তৈরি করেছি, পরীক্ষা করে দেখেছি সেগুলো। কোনো রকম গলদ নেই কোথাও। কী আপনার উদ্দেশ্য? এবং এ অভিনয়ে কী ভূমিকা আপনার তা অবশ্য আমি এখনো জানতে পারি নি, হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে পারব। অতএব আমি ঘটনাটা বলে যাই যাতে তা থেকে যেটুকু আমি জানতে পারি নি সেটুকু জানিয়ে দেন আমাকে।

এক ভদ্র মহিলা কাল আপনার পড়বার ঘরে এসেছিলেন আপনার ব্যুরো থেকে কাগজ নেবে বলে। তাঁর কাছে চাবি ছিল। আপনার চাবি পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। বার্নিশে যে আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে আপনার চাবিতেও তার সামান্য চিহ্ন থাকার কথা ছিল। কিন্তু আপনার চাবিতে কোনো দাগ ছিল না। সুতরাং আপনি তাঁকে সাহায্য করেন নি। এবং প্রমাণ পাচ্ছি, তিনি আপনাকে না জানিয়ে চুরি করতে এসেছিলেন।

এক ঝলক ধোঁয়ার মেঘ ছড়ালেন প্রফেসর। বললেন—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ আপনার বিবৃতি। আরো কি কিছু আপনার বলবার আছে? ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে এতদূর যখন জেনেছেন তখন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন শেষপর্যন্ত তার কী হল?

হোমস বললেন—চেষ্টা করে দেখব। প্রথমত আপনার সেক্রেটারি ধরে ফেলেছিল তাকে এবং পালাবার জন্যে ভদ্রমহিলা ছুরি মেরেছিলেন আপনার সেক্রেটারিকে।

দুর্ঘটনাটা আমি আকস্মিক বলেই মনে করি। তবে অমন মারাত্মক আঘাত করার ইচ্ছা ভদ্রমহিলার ছিল না। হত্যাকারী কখনো নিরস্ত্র আসে না। কাণ্ডটা লক্ষ্য করে তিনি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আর ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় তাঁর চশমা হারিয়ে যায়, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি, চশমা ছাড়া তাঁর কিছুই করার সামর্থ্য ছিল না। একটা দরদালান ধরে দৌড়ে গেলেন, নারকেল ছোবড়ার কার্পেটের ওপর দিয়ে। যখন বুঝলেন, ভুল পথে এসেছেন, তখন আর কোনো উপায় ছিল না পথ যে বন্ধ! কি করবেন তিনি তখন? ফিরে যেতেই হবে, কারণ যেখানে আছেন সেখানে থাকা চলে না। এগোতেই হবে তাঁকে এগিয়েই চললেন তাই। একসার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। ঠেলে একটা দরোজা খুললেন এবং আপনার ঘরে প্রবেশ করলেন।

হাঁ করে বন্যদৃষ্টিতে বৃদ্ধ প্রফেসর হোম্‌সের দিকে তাকালেন। সে মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের ছাপ। চেষ্টা করে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর কৃত্রিম হাসিতে ফেটে পড়লেন—বাঃ বাঃ চমৎকার! চমৎকার মি. হোমস! হবে আপনার এই অপূর্ব কাহিনীতে একটা ছোট্ট গলদ রয়ে গেছে। আমি নিজেই ঘরে ছিলাম এবং সারাদিন একবারও বাইরে যাই নি।

হোমস বললেন—তা আমি জানি প্রফেসর কোরাম!

তবে কি আপনি বলতে চান যে আমি বিছানার ওপর বসে থেকে টের পাই নি এক মহিলা আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন?

হোমস বললেন—সে কথা তো আমি একবারও বলি নি! টের পেয়েছিলেন বৈকি! কথাও

বলেছিলেন তার সঙ্গে, চিনেও ছিলেন এবং তাঁর পলায়নে সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন।

আবার প্রফেসর তেমনি সজোরে হেসে উঠলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লা। তারপর বললেন—পাগল, পাগলের মতো বকছেন আপনি! আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছিলাম? কোথায় এখন তিনি?

ওই যে, ওখানে। ঘরের কোণের একটা উঁচু আলমারি দেখিয়ে দিলেন হোমস!

এই কথায় বৃদ্ধটি শূন্যে দু হাত ছুঁড়লেন, তাঁর কুৎসিত মুখে প্রচণ্ড স্নায়ুবিক আক্ষেপ দেখা দিল। আবার তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আলমারিটা খুলে গেল এক স্ত্রীলোক সবেগে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। অদ্ভুত বিদেশী উচ্চারণে বললেন।

ধূলোতে আর লুকোনোর জায়গার মাকড়সার জালে তাঁর শরীর বাদামী হয়ে গেছে। তার মুখেও নোংরা লেগেছে। দেখা গেল তাকে ঠিক সেইরকমই দেখতে যে রকম হোম্‌স্ বর্ণনা করছিলেন, কেবল তার উপরে, তার থুতনিটা লম্বা, একটা একগুঁয়েমির ভাব। একে চোখে অত্যন্ত কম দেখেন, তার ওপর অন্ধকার থেকে আলোয় আসার এই যে পরিবর্তন, এর ফলে তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, চোখ পিট্ পিট্ করে দেখতে লাগলেন হোম্‌সদের। মেয়েটির মধ্যে কিছুটা আভিজাত্যের পরিচয় ছিল। থুতনির মধ্যে আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যা খানিকটা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দাবি করতে পারে। ইতিমধ্যে স্ট্যানলি হপ্‌কিন্স তার বাহুতে হাত দিয়ে তাকে বন্দি হিসেবে দাবি করেছিল, কিন্তু হোমস ইঙ্গিতে এমন মর্যাদার সঙ্গে হপকিন্সকে সরে যেতে বললেন—যা না মেনে উপায় ছিল না। বৃদ্ধটি আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইলেন মহিলাটির দিকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার বন্দি। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সব কথা শুনেছি। বুঝেছি আপনার সবকিছু জানা হয়ে গেছে। সবকিছুই আমি স্বীকার করছি। আমিই হত্যা করেছি তরুণ স্মিথকে। এও আপনি ঠিক বলেছেন ব্যাপারটা ঘটে গেছে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এমনকি টেবিল থেকে যেটা আমি তুলে নিয়েছিলাম সেটা যে একটা ছুরি হতে পারে তা পর্যন্ত আমি তখন জানতাম না। মরিয়ার মতো হাতের কাছে যা পেয়েছিলাম তাই দিয়েই ওকে মেরেছিলাম, যাতে মুক্তি পেতে পারি। যা আমি বলছি সম্পূর্ণ সত্য।

হোমস বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ।

একথায় ভদ্রমহিলাটি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। তাঁকে আরো বিশ্রী দেখাচ্ছিল সর্বাঙ্গে ধূলো লেগে থাকার জন্যে। বিছানার এক পাশে বসনে তিনি তারপর বলতে শুরু করলেন—

আর এখানে আমার বেশি সময় নেই, কিন্তু তাহলেও আমি চাই সম্পূর্ণ সত্যটা আপনারা জানুন। আমি এই লোকটির স্ত্রী। ও ইংরেজ নয়, রুশ। ওর আসল নাম আমি প্রকাশ করব না। এর জন্যে অনুরোধ করবেন না আপনারা।

এই প্রথম বৃদ্ধটি নড়ে উঠলেন একটু। বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, অ্যানা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে মহিলাটি বৃদ্ধের দিকে তাকালেন। কেন তুমি অমন জঘন্য জীবন যাপন করছ সার্জিয়াস? এতে অনেকেরই ক্ষতি হয়েছে এবং কারুরই ভালো হয় নি, তোমার নিজেরও না। যাই হোক ঈশ্বরের নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে আমি ক্ষীণ সূতোটা ছিঁড়ে ফেলতে চাই না। এই অভিশপ্ত বাড়িতে পা দেওয়া থেকে আমার আত্মার ওপর অনেক চাপ পড়েছে। কিন্তু সময় নেই, আমার কথা শেষ করতে হবে।

আগেই বলছি—এই লোকটার আমি স্ত্রী। বিয়ের সময় ওর বয়স ছিল পঞ্চাশ, বোকা আমি, 'আমার বয়স ছিল কুড়ি।' বিয়েটা হয়েছিল রাশিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, শহরটা নাম বলব না।

বিড় বিড় করে বৃদ্ধটি বললেন—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন অ্যানা।

মহিলাটি পুনরায় বলতে লাগলেন—আমরা ছিলাম সংশোধন পন্থী, বিপ্লবী—ধ্বংসকামী,

বুঝলেন তো, 'ও আর আমি এবং আরো অনেকে।' একদিন দুইজন পুলিশ অফিসার খুন হল; অনেক ধরপাকড় হল, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হল। সেই সময়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর একটা বড় রকমের পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী ফাঁসিয়ে দিল তার স্ত্রীকে আর বন্ধুদেরকে। এবং তারই স্বীকারোক্তির ফলে আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। কারো ফাঁসি হল, কাউকে বা যেতে হল সাইবেরিয়ায়। এ শেষোক্ত দলে ছিলাম আমি, তবে আমার মেয়াদ যাবজ্জীবন ছিল না। অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা অর্থ নিয়ে আমার স্বামী ইংল্যান্ডে চলে এল। সেই থেকে সে এখানে শান্তিতে বাস করছে, কারণ সে জানে, দলের লোকেরা তার ঠিকানা জানলে প্রতিশোধ নিতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না।

কাঁপা হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ একটা সিগেরেট নিলেন। বললেন—আমি এখন সম্পূর্ণ তোমার হাতে, অ্যানা। চিরদিনই তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছ।

মহিলাটি বললেন—ওর শয়তানির সবচয়ে বড় নজির আমি এখনো আপনাদের জানাই নি। আমাদের দলের মধ্যে একজনের সঙ্গে ছিল আমার বিশেষ হৃদ্যতা। সে ছিল মহৎ, ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তার মন ছিল ভালোবাসার পূর্ণ—ঠিক যে যে গুণ আমার স্বামীর ছিল না। যা করেছিলাম তা যদি অপরাধ হয় আমরা সকলেই তাহলে অপরাধী, কিন্তু তাহলেও সে কিন্তু নয়। আমাদের ও-পথ থেকে সরে আসবার জন্যে সে লিখত। সেই চিঠিগুলো দেখলে সে মুক্তি পেত। এবং আমার ডায়েরিটা দেখালেও। তাতে আমি দিনের পর দিন লিখে রেখেছিলাম তার প্রতি আমার কী মনোভাব, এবং আমরা দুইজনে ও বিষয়ে কী চিন্তা করতাম। কিন্তু আমার স্বামী সেই চিঠিগুলোর আর ডায়েরিটার সন্ধান পায় এবং নিজের কাছে রেখে দেয়। লুকিয়ে রাখে সে, এবং তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সে সফল হয় না, এবং ফলে আলেক্সিসকে অপরাধী হিসেবে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। সেখানেই একটা নুনের কারখানায় সে আজো খেটে চলেছে। ভেবে দেখো, ভেবে দেখো, শয়তান—শয়তান কোথাকার—এই মুহূর্তে আলেক্সিস খেটে চলেছে সেখানে, যার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করার যোগ্যতা তোমার নেই—ক্রীতদাসের মতো খেটে চলেছে। অথচ সেই তুমি, যার জীবন সম্পূর্ণ আমার হাতে, তোমার ওপর আমি কোনোরকম প্রতিশোধ নিচ্ছি না!

মহিয়সী তুমি, চিরদিনই তুমি মহিয়সী অ্যানা! সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বৃদ্ধ প্রফেসরটি বললেন।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আবার ঝুপ্ করে বসে পড়লেন যন্ত্রণাসূচক একটা আর্ত শব্দ করে।

বলে উঠলেন—না, না, আমার বক্তব্য আমাকে শেষ করতেই হবে! মেয়াদ শেষ হলে আমার তখন থেকে চেষ্টা ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধার করা, সেগুলো রুশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমার বন্ধু মুক্তি পাবে। জানতাম আমার স্বামী ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। বেশ কয়েকমাস অনুসন্ধানের পর আমি তার ঠিকানা আবিষ্কার করলাম। ডায়েরিটা এখনো তার কাছে আছে এ আমি জানতাম, কারণ সাইবেরিয়ায় থাকতে কয়বার আমি তার কাছে থেকে চিঠি পাই তাতে আমায় তিরস্কার করেছিল আর সেই ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিল। কিন্তু তাহলেও আমি জানতাম ও যে রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিজের ইচ্ছেতে কিছুতেই ওগুলো আমার হাতে দেবে না, নিজে থেকে নিতে হবে আমাকে। এই উদ্দেশ্যে আমি একজনকে নিয়োগ করলাম। আমার স্বামীর সেক্রেটারি হয়ে কাজে লাগল সে। সে হল তার দ্বিতীয় সেক্রেটারি। সার্জিয়াস, অতো তাড়াতাড়ি সে তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। জানত সে কাগজগুলো কোথায় থাকত, এবং চাবিটার একটা ছাপও সে নিয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এর বেশি সে অগ্রসর হতে রাজি নয়। বাড়িটার একটা নক্সা আমাকে করে দিয়েছিল। আর বলেছিল দুপুরের আগে পড়বার ঘরটা সবসময় নির্জন থাকে। সেই সময় সেক্রেটারি কাজ করে সেখানে। শেষপর্যন্ত আমি নিজে ভরসা করে এলাম কাগজগুলো নিয়ে যাব বলে। এবং সফলও হলাম বটে, কিন্তু তার জন্যে কী মূল্যই না দিতে হল।

সবেমাত্র কাগজগুলো হাতে করে চাবি দিতে যাচ্ছি, এমন সময় ছেলেটি আমাকে ধরে

ফেলল। সেইদিনই সকালবেলায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রফেসর কোরামের বাড়ি কোথায়? জানতাম না সে যে ওরই কাছে চাকরি করছে।

হোমস বললে উঠলেন—ঠিক বলেছেন, ঠিক! আর সেক্রেটারি ফিরে এসে মহিলাটির কথা জানায়। তারপর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে খবর দিতে চেয়েছিল—এ হল সেই মহিলা—যার সম্বন্ধে সে তাঁকে বলেছিল।

রাজকীয় ভঙ্গিতে মহিলাটি বললেন—না, না।

আমাকে বলতে দিতে হবে। তার মুখ যেন যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছিল। ও পড়ে যেতে আমি দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে, কিন্তু দেখলাম ভুল দরজা দিয়ে বেরিয়েছি। এবং দেখলাম শেষপর্যন্ত আমার স্বামীর ঘরে ঢুকে পড়েছি ও বলল আমায় ধরিয়ে দেবে। আর আমি বললাম, তা যদি করো তাহলে ওর জীবন তখন আমার হাতে। ও যদি আমায় পুলিশে দেয় আমি ওকে দলের হাতে ছেড়ে দেব। এ নয় যে, আমি আমার স্বার্থেই বেঁচে থাকতে চাই, আমার উদ্দেশ্য হল কাজটা সমাধান করা। ও জানত যে আমি করবও তা, জানত যে ওঁর ভাগ্যও আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। একমাত্র সেই কারণেই ও আমাকে আড়াল করে রেখেছিল। ওই অন্ধকার গুপ্ত জায়গাটায় আমাকে ঠেলে দিয়েছিল ও, 'পুরোনো দিনের বাড়িতে এরকম লুকোবার জায়গা থাকত। এটার অস্তিত্বের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানত না। খাওয়াটা ও নিজের ঘরে খেত, যার ফলে তার খাদ্যের কিছু অংশ আমাকে দিত। ঠিক হয়েছিল, পুলিশ চলে গেলে আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে যাব। এবং আর ফিরব না। কিন্তু কী উপায়ে জানি না আপনি আমাদের সে মতলব জানতে পেরে যান। এই পর্যন্ত বলে তিনি জানায় অন্তরাল থেকে একটা ছোট প্যাকেট টেনে বার করে বললেন, 'এই হল আমার শেষ কথা। এই সেই প্যাকেট যা অ্যালেক্সিসের প্রাণ বাঁচাবে। আপনি সম্মানিত ব্যক্তি, ন্যায়নিষ্ঠ, আমি এটা আপনার হাতে দিচ্ছি। এটা রুশ দূতাবাসে ফিরিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য শেষ, এবং—

থামান—থামান ওঁকে। চিৎকার করে উঠলেন হোম্‌স্। কয়েক লাফে তিনি মহিলাটির কাছে গিয়ে একটা শিশি ছিনিয়ে নিলেন তাঁর হাত থেকে।

দেরি করে ফেলেছেন। বিছানায় এলিয়ে যেতে যেতে মহিলাটি বলে উঠলেন, বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন। লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই আমি বিষ খেয়েছি। আমার মাথা সাংঘাতিক ঘুরছে। যাচ্ছি! বিদায়! আমার জিম্মা দেওয়া প্যাকেটটার কথা মনে রাখবেন। ঢলে পড়লেন মহিলাটি।

শহরে ফিরতে ফিরতে হোমস বললেন—গোড়া থেকেই মামলাটা ওই চশমার ওপর নির্ভর ছিল। কার্পেটটা ছিল টানটান আর পেরেক দিয়ে শক্ত করে আঁটা, তার কোথাও উঁচু নিচু ছিল না। সুতরাং তার নিচে কোনো গুপ্ত দরোজার সম্ভাবনা বাতিল করে দিলাম। তখন মনে হল, বইয়ের তাকগুলোর পেছনে হয়তো তেমন কোনো জায়গা থাকতে পারে। জানেনই তো, পুরোনো দিনের লাইব্রেরিতে, এ হেন ব্যবস্থা দেখা যেত। লক্ষ্য করলাম প্রতিটি আলমারিতে এবং আলমারির সামনে বইয়ের গাদা। কেবল একটা আলমারি বাদে। অতএব এইটিই নিশ্চয়ই সেই গুপ্ত দরোজা হবে। কিন্তু কোনো চিহ্নই আমি পেলাম না যা থেকে এ হেন সন্দেহ জাগতে পারে। তবে, এক জায়গার কার্পেটের রংটা বাদামি মতো লক্ষ্য করে মনে হল এটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তখন আমি এই চমৎকার সিগারেট প্রচুর পরিমাণে টেনে যেতে লাগলাম। কৌশলটা সাধারণ, কিন্তু তাহলেও অত্যন্ত কার্যকরী। তারপর আমি চলে গেলাম নিচে। তারপর, ওয়াটসন, তোমার সামনেই নিশ্চিত হলাম যে প্রফেসরের হঠাৎ খিধে খুবই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় একজনকে খাওয়াতে হলে যা একান্ত স্বাভাবিক। তারপর আমরা পুনরায় সেই ঘরে গেলাম। তারপর সিগারেটের কৌটোটা ফেলে দিয়ে মেঝেটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলাম, পরিষ্কার দেখলাম আমার আলমারির দিকে ছড়ানো ছাইয়ের ওপর পায়ের চিহ্ন রেখে বন্দি আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁর লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, হপকিন্স, এই আমরা চেয়ারিং ক্রসে পৌঁছে গেছি। মামলার সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জানাই তোমায়। নিশ্চয়ই তুমি হেড কোয়ার্টার্সে যাচ্ছ। আর ওয়াটসন, তুমি আর আমি এখন চলো রুশ দূতাবাসে যাই।

চালর্স অগাস্টাস মিলভার্টন

সেদিন হোমস আর ওয়াটসন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ছয়টা নাগাদ ফিরেছেন। শীতের কুয়াসা-ভরা সন্ধ্যা। হোমস আলোটা জ্বালতেই টেবিলের ওপরে রাখা একটা কার্ড দেখা গেল। সেটার দিকে তাকিয়ে হোমস একটা বিরক্তি সূচক শব্দ করে মেঝের ওপর ফেলে দিলেন সেটা। ওয়াটসন সেটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

চালর্স অগাস্টাস মিলভার্টন

অ্যাপলডোর টাওয়ার্স

হ্যাম্পস্টেড

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কে এই লোকটি?

চেয়ারে লম্বা হয়ে বসে অগ্নিস্থানের দিকে পা ছড়াতে ছড়াতে হোমস বললেন—লন্ডনের সবচেয় খারাপ লোক ও। কার্ডটার পেছনে কি লেখা আছে কিছু!

ওয়াটসন উল্টিয়ে দেখে বললেন—সাড়ে ছয়টার সময় আসব। সি. এ. এম.।

হোমস বললেন—হুম্ তাহলে সময় প্রায় হল। আচ্ছা, ওয়াটসন, চিড়িয়াখানার সাপের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে যখন হিলহিলে সরীসৃপ সাংঘাতিক চোখ আর শয়তানি মাখা চ্যাপটা মুখের দিকে তাকাও কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় না তখন, তাই না? মিলভার্টনও আমার মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির সঞ্চার করে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে মারাত্মক সে এই লোকটার মতো এমন বিতৃষ্ণা আমার মনে জাগায়নি। অথচ এ হেন লোকটিকেও আমি এড়িয়ে যেতে পারছি না, কারণ আমার অনুরোধেই আসছে সে।

কিন্তু কে সে? ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন।

বলছি, হোমস বললেন—সমস্ত ব্ল্যাকমেলারের সে রাজা। যে পুরুষের, বিশেষ করে যে নারীর কোনো গোপনতথ্য এই মিলভার্টনের গোচর হবে, ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন তাঁকে। মুখে হাসি নিয়ে এই পাষাণ হৃদয় লোকটি মোচড়াতেই আর মোচড়াতেই থাকবে যতক্ষণ না তাঁরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন। ওর ব্যবসায় ওকে রীতিমত প্রতিভাশালী বলা যেতে পারে। এবং কোনো ভদ্রগোছের কারবারেও প্রচুর নাম করতে পারত। ওর কর্মপদ্ধতি হল এই। অবস্থাপন্ন বা সুনামের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের গোপন চিঠি সংগ্রহের জন্যে প্রচুর টাকা দেবে বলে জানায়। এইসব চিঠি সে পায় কেবলমাত্র অসৎ ভৃত্যদের কাছ থেকেই নয়, ভদ্রবেশি শয়তানদের কাছে থেকেও। মহিলাদের স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হয়ে সে এসব সংগ্রহ করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনোরকম কৃপণতা করে না। ওয়াটসন জানো, দু লাইনের একটা চিঠির জন্যে সে এক ভৃত্যকে সাতশো পাউন্ড দিয়েছে এবং এর ফলে এক অভিজাত বংশের সর্বনাশ হয়েছে। বাজারের সবরকম খবরই মুহূর্তে তার কাছে পৌঁছে যায়। অনেক মানুষই তার নাম শুনলেই আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। কেউ বলতে পারে না কে কখন তার কবলে পড়বে। যেহেতু তার প্রচুর টাকা, তাই সে এক একটা চিঠি বছরের পর বছর কাজে না লাগিয়ে রেখে দেয়, কাজে লাগায় তখনই, যখন বোঝে সে ভালো পয়সা পাবে। লন্ডনের খারাপতম লোক সে। সাধারণ খুনিরা উত্তেজনা বশে খুন করে আর এ প্রচুর হিসেব করে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে ধীরভাবে মানুষের অন্তরাত্মার, ও তার স্নায়ুর ওপর চাপ দিয়ে নিজের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করে।

ওয়াটসন, তাঁর বন্ধুবর হোমসকে আর কখনো এতটা উষ্মার সঙ্গে কথা বলতে শোনেন নি। ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? সে কি কোনো আইনের আওতায় পড়ে না?

হোমস বললেন—কাগজে কলমে পড়ে বটে, কিন্তু কার্যত নয়। কেউ তার পেছনে লাগতে সাহস পায় না। তার খপ্পরে যারা পড়েছেন তারাও প্রতিশোধের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। তখনই তাকে ধরা সম্ভব, যখন কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে যে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করে। সাক্ষাৎ শয়তানের মতোই সে ধূর্ত। উহুঁ, ওর সঙ্গে অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তা, এখানে কেন আসছে?

হোমস বললেন—এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বিপদে পড়ে আমার শরণাপণ্ন হয়েছেন। ভদ্রমহিলাটি

হলেন লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েল—গত মরশুমের সুন্দরী শ্রেষ্ঠ। ডোভার কোর্টের আর্লের সঙ্গে দিন পনেরোর মধ্যেই তার বিয়ে হবার কথা আছে। একসময় এই ভদ্রমহিলা অবিবেচকের মতো কয়েকটা চিঠি এক গ্রাম্য বিত্তহীন যুবককে আবেগের বশবর্তী হয়ে লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলিই সে এবার হাতিয়েছে! চিঠিগুলো এ বিয়ে ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। একটা টাকার অঙ্ক মিলভার্টন দাবি করেছে সেটা না পেলে সে চিঠিগুলো আর্লের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমার কাজ হল তার সঙ্গে দেখা করে টাকার অঙ্কটা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

এইসব যখন কথাবার্তা চলছিল, ঠিক তখনই নিচে রাস্তায় একটা শব্দ। এগিয়ে দেখি একটা জমকালো জুড়ি গাড়ি, বাদামী রঙের সুন্দর ঘোড়া দুটোর মসৃণ গায়ে আলো ঝলমল করে উঠল। ভৃত্যটি এসে দরোজা খুলে দিল। এক বেঁটেখাটো গাঁট্টা গোঁট্টা মানুষ ওভারকোট গায়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। মুহূর্তপরেই সে ঘরে এসে হাজির।

চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন মানুষটির বয়স গোটা পঞ্চাশেক হবে হয়তো। মাথাটা বুদ্ধিমান মানুষের মতো মস্ত বড়ো। দাড়ি গোঁফ কামানো গোলগাল মুখ, মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। সোনার ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে ধূসর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঝলমল করছে। চেহারার মধ্যে একটা ভালোমানুষী ছাপ, কিন্তু এ ভাব নষ্ট হয়ে যায় তার কপট হাসি আর অস্থির চোখের মর্মভেদী কঠিন দীপ্তির জন্যে। গলার আওয়াজ মিষ্টি। ছোটখাটো হাত বাড়িয়ে সে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে এলো।

প্রসারিত হাতটা অগ্রাহ্য করে হোমস পাথরের মতো মুখ করে তাকালেন তার দিকে। মিলভার্টনের কপট হাসি আরো প্রকট হল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ওভারকোটটা শরীর থেকে খুলে খুব পরিপাটি করে ভাঁজ করে একটা চেয়ারের পেছনে সে বসল। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলল—এই ভদ্রলোকের সামনে কথা বলা নিরাপদ তো?

হোমস বললেন, 'ড. ওয়াটসন আমার বন্ধু ও সহকর্মী।'

তা বেশ, মিলভার্টন বলল, 'মানে, আপনার মক্কেলের স্বার্থেই আমি কথাটা শুনলাম। ব্যাপারটায় যে বেশ খানিকটা সংকোচ আছে তাতে আর সন্দেহ কী?'

হোমস শান্তস্বরে বললেন—উনি শুনেছেন সেটা।

তখন মিলভার্টন চট্‌জলদি বলল—তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসি। আপনি বলছেন, আপনি লেডি ইভারের হয়ে কাজ করছেন। আমার যা শর্ত তা গ্রহণ করার অধিকার আপনার আছে?

হোম্‌সের প্রশ্ন—কী সে শর্ত?

মিলভার্টন বলল—সাত হাজার পাউন্ড।

আর না হলে? হোম্‌সের কৌতূহল।

মিলভার্টন মুচ্‌কি হেসে বলল—আর না, সেটার আলোচনা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তবে, যদি চৌদ্দ তারিখের মধ্যে টাকাটা না পাই তাহলে বিয়েটা কোনোমতেই আঠারো তারিখে হবে না। হাসিটা তখনো তার মুখে লেগেছিল।

একটু ভেবে দেখলেন হোমস। তারপর বললেন—মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা খুব সহজ বলে ধরে নিয়েছেন। চিঠিগুলোয় কী আছে তা আমি জানি। মক্কেলকে যা উপদেশ দেব তাই-ই তিনি করবেন। তাঁর প্রতি আমার উপদেশ হবে ভাবী স্বামীর কাছে সবকিছু খুলে বলে তাঁর উদারতার ওপর নির্ভর করা।

এবারও একবার মুচ্‌কি হাসল মিলভার্টন। বলল, বোঝাই যাচ্ছে আর্লকে আপনি জানেন না।

হোম্‌সের মুখে হতাশার চিহ্ন লক্ষ করে ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, যে, আর্লকে জানেন তিনি। অভিনয়ের ভঙ্গীতে হোমস বললেন—এমন কী আছে চিঠিগুলোয়?

শিলভার্টন বলল—চিঠিগুলো প্রাণবন্ত, অত্যন্ত প্রাণবন্ত। চিঠি লেখার ব্যাপারে ভদ্রমহিলা অতি চমৎকার। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি ব্যাপারটা আর্ল ঠিক সেভাবে নিতে পারবেন না। সে যাই হোক আপনি যখন তা মনে করেন না তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ

কী। দেখুন ব্যাপারটা পুরোদস্তুর ব্যবসায়িক। যদি মনে করেন চিঠিগুলো আর্লের কাছে পৌঁছালেই আপনার মক্কেলের মঙ্গল, নিশ্চয়ই তাহলে ওগুলো ফেরৎ নেবার জন্যে অতোগুলো টাকা দেওয়া বোকামির কাজ হবে। এই বলে সে উঠে পড়ে ওভারকোটটা হাতে করল।

রাগে হতাশায় হোম্‌সের মুখ ধূসর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—দাঁড়ান দাঁড়ান, অত তাড়াহুড়ো করবেন না। এরকম একটা গোপনীয় কেলেঙ্কারি যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বৈকি।

মিলভার্টন আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল।

হোমস বলে চললেন—কিন্তু এদিকে তো আবার লেডি ইভা বিশেষ বড়লোক নন, জেনে রাখুন, এমনকি দুই হাজারের পাউন্ড পর্যন্ত হলেও তাঁর তহবিলে টান পড়বে। সুতরাং আপনার যা দাবি তা দেওয়া ওঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই আমার অনুরোধ, আমি যা বলছি তাতেই রাজি হয়ে আপনি চিঠিগুলো ফেরৎ দিন। জেনে রাখুন ওর বেশি তিনি কোনোমতেই দিতে পারবেন না।

মিলভার্টনের হাসি আরো বিস্তার লাভ করল। চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল। বলল—জানি মহিলাটির অত টাকা নেই, কিন্তু অমন এক মহিলার বিবাহটি এমনই এক বিশেষ উপলক্ষ্য যাতে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই কিছু কিছু করে সাহায্য করবে, বলতে কী বিবাহের উপহার হিসেবে কী দিলে ঠিক হবে এ নিয়েই বরং তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে। নিশ্চিত জানবেন, এই চিঠিগুলো ফেরৎ পেলে যে আনন্দ তিনি পাবেন যে তুলনায় লন্ডনের সব সেরা উপহার সামগ্রী পর্যন্ত তুচ্ছ।

হোমস বললেন—না না, সে একেবারেই অসম্ভব।

আহা, চুক্ চুক্ চুক্, বড়োই দুঃখের কথা মি. হোমস, পকেট থেকে একটা পেটমোটা নোট বুক বার করতে করতে মিলভার্টন বলল, বলতে বাধ্য হচ্ছি, মহিলাটিকে টাকা তোলবার চেষ্টা না করে অন্যরকম উপদেশ দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এই দেখুন। এই বলে সে, একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত খাম তুলে ধরে বলল—এটা হল—না, না, কাল সকালের আগে তার নামটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ততক্ষণে এটা মহিলাটির স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবে। এর কারণ হীরেগুলো বিক্রি করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে যৎ সামান্য টাকাটা তুলতে পারবেন সেটা তুলবেন না তিনি। বলুন তো কী দুঃখের কথা। সম্মানীয় মিস্ মাইলস্ আর কর্নেল ডার্কিংয়ের বিয়ে হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। বিয়ের মাস দুই-তিন আগে 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিয়েটা হচ্ছে না। জানেন এর কারণ? একরকম অবিশ্বাস্যই বলা চলে, নামমাত্র বারোশো পাউন্ড দিলেই আর কোনো গোলমাল হত না। বড়ই দুঃখের কথা নয় কি? আর এখন দেখছি আপনাকে। আপনার মধ্যে বিবেচনা আছে, মক্কেলের ভবিষ্যৎ আর সম্মান এরকম বিপন্ন লক্ষ্য করেও দর কষাকষি করছেন। আবাক করলেন আপনি, মি. হোমস।

সত্যি কথাই বলছি আমি, সম্ভব নয় টাকাটা জোগাড় করা হোমস বললেন। আমি তো কম টাকা দিতে চাইছি না, এই টাকা নিয়ে নেওয়াই কি ভালো নয় এই ভদ্রমহিলার সর্বনাশ করার থেকে? কী লাভ তাতে আপনার?

আপনি ভুল করছেন মি. হোমস। এটা প্রকাশ করলে পরোক্ষভাবে আমি ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রচুর লাভবান হব। এ হেন আট দশটা মামলা আমার হাতে আছে সেগুলোর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, যদি তাঁরা জানতে পারেন লেডি ইভার কী সর্বনাশ হয়েছে তাহলে তাঁদের মধ্যে সহজেই সুবুদ্ধি আসবে। বুঝেছেন আমার বক্তব্যটা?

হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন হোমস। বলে উঠলেন, পেছন দিকটায় যাও তো ওয়াটসন! কিছুতেই পালাতে দেব না! বেশ। এবার দেখি মশাই, কী আছে আপনার নোট বুকে?

ইঁদুরের মতো তৎপরতার সঙ্গে মিলভার্টন ঘরের একপাশে চলে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ল। তারপর কোটের ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা একটা মস্ত রিভলভারের

বাঁটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আরে, আরে, মি. হোমস, এমন একটা ব্যাপার আপনি করবেন আমি আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলাম। এ হেন চেষ্টা তো এর আগে অনেকবারই হয়েছে কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? জেনে রাখুন, আমি তৈরি হয়েই এসেছি এবং অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কারণ জানি আইন আমার পক্ষে। তাছাড়া আপনি যে মনে করছেন আমি চিঠিগুলো এই নোটবুকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা ভুল। অমন বোকার মতো কাজ আমি করতে পারি এটা আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব হয়ে কি করে ভাবলেন? আচ্ছা, তাহলে চলি, আরো দুই একটা কাজ আছে এখন, হ্যাম্পস্টেড অনেকটা দূর এখান থেকে। এগিয়ে গিয়ে সে ওভার কোটটা তুলে নিল, তারপর রিভলভারটায় হাত রেখে দরোজার দিকে এগোলো। ওয়াটসন একটা চেয়ার তুলে নিলেন, কিন্তু হোমস গাঢ় নেড়ে বারণ করায় রেখে দিলেন। বাও করে সম্মান জানিয়ে চোখে হাসির ঝিলিক তুলে মিলভার্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ঘোড়ার গাড়ির দরোজা খোলার আর চাকার শব্দ—চলে গেল সে।

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে, মুখ নিচু করে অগ্নিস্থানের সামনে বসে জ্বলন্ত আগুনের দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন হোমস পুরো আধঘন্টার মতো। তারপর লাফিয়ে উঠলেন তিনি। যেভাবে উঠলেন তাতে বেশ বুঝা গেল মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে এক লম্পট ধরনের দিনমজুর হেলতে দুলতে বেরিয়ে এলো, থুতনিতে তার ছাগল দাড়ি। তারপর বাতি থেকে পাইপটা ধরিয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। বলে গেলেন, ফিরতে একটু দেরি হবে। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন—হোমসের লড়াই শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সে লড়াই কোন্ দিকে মোড় নেবে তা আন্দাজ করতে পারলেন না তিনি।

শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড এক ঝড়ের সন্ধ্যায় তিনি ফিরলেন তাঁর শেষ অভিযান সেরে। ঝোড়ো হাওয়া তখনো ঝাপ্টা মারছিল জানালার শার্সিগুলোর ওপর। তারপর ছদ্মবেশ ছেড়ে আগুনের ধারে বসে একান্ত নিজস্ব ধরনের চাপা হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, আমায় দেখে কি তোমার মনে হয় আমার খুব বিয়ে করার ইচ্ছে?

কই? না তো!

তোমায় অবগতির জন্যে জানাই, আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক।

বলো কী শার্লক! তোমাকে অভিনন্দন—

হোমস বললেন, আবার বিয়ে হচ্ছে—মিলভার্টনের বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে!

ওয়াটসন বললেন—কী সর্বনাশ!

আমায় যে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছিল ওয়াটসন।

কিন্তু এটা তোমার পক্ষে অশোভন হচ্ছে না কি? ওয়াটসন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন।

হোমস বললেন—এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমি হলাম এক কলের মিস্ত্রি, ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করেছি, নাম এস্কট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি তাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি। বাপ্রে বাপ্স! কী সব কথা! যাইহোক, যা কিছু জানবার সব আমার জানা হয়ে গেছে। মিলভার্টনের বাড়ির সমস্ত অলিগলি পর্যন্ত এখন আমার সব নখদর্পণে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ওই মেয়েটার?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললেন, উপায় ছিল না ওয়াটসন। ব্যাপারটা যখন এরকম গুরুতর তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বৈকী! যাই হোক, ভারি ভালো লাগছে বলতে যে এক ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমার আছে, সুযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সে অতি অবশ্যই আমায় শেষ করে দেবে। আহা, কী চমৎকার রাতটা!

এই আবহাওয়া তোমার ভালো লাগছে হোমস! ওয়াটসন বললেন।

হোমস উত্তর দিলেন—আমার কাজের পক্ষে ভারী সুবিধের! জানো ওয়াটসন, আজ রাতে আমি মিলভার্টনের বাড়িতে চুরি করব।

ওয়াটসনের দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কথাটা হোমস উচ্চারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

স্বরে। রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে যেমন বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত কিছুই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, এহেন কাজের সম্ভাব্য পরিণতি—ধরা পড়া—অমন সম্মানের বৃত্তির ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া, অপমান এবং স্বয়ং হোমসই মিলভার্টনের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া—ওয়াটসন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—দোহাই তোমার শার্লক, ভেবে দেখো একবার কী করতে চলেছ!

হোমস মুচকি হেসে বললেন—বন্ধু হে, সমস্ত দিকটাই আমি বেশ ভালো করে ভেবে দেখেছি। এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকলে কি আর অমন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে চাই? পরিস্থিতিটা ভেবে দেখা যাক ভালো করে। নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে যে ন্যায়ের দিক দিয়ে এ কাজ নীতিসম্মত, আইনের চোখে যদিও অপরাধ। তার বাড়িতে চুরি করতে ঢোকাটা তার নোটবুক কেড়ে নেওয়ার চেয়ে বেশি অপরাধ নয়, এবং সে কাজে তুমি আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলে।

ওয়াটসন মনে মনে পুনরায় ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ, নীতিসম্মত বলা যেতে পারে, যদি আমরা ওর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করবার এইসব কাগজপত্র ছাড়া আর কোনো কিছুতে হাত না দিই।

হোমস বললেন—ঠিকই তাই। যেহেতু এটা নীতিসম্মত, এখন দেখতে হবে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি। তা, কোনো ভদ্রমহিলা যখন বিপন্ন তখন কি আর সেরকম বিপদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

ওয়াটসন বললেন—ভারী বেয়াড়া রকমের বিপদ হতে পারে।

হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন—চিঠিগুলো ফেরৎ পাবার এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওয়াটসন বেচারা ইভার অতো টাকা নেই। এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে এ কথা প্রকাশ করা ওর পক্ষে সম্ভব। কালই শেষ দিন, তাই আজ রাতের মধ্যেই যদি চিঠিগুলো উদ্ধার না করতে পারি, শয়তানটা যা হুমকি দিচ্ছে, তাই-ই করবে—সর্বনাশ করবে ভদ্রমহিলার। তাই আমার মক্কেলকে তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে এই শেষ চেষ্টা করে দেখব।

আর, তোমায় বলছি ওয়াটসন, মিলভার্টনের সঙ্গে কিন্তু এ আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রথম পর্বে জয় হয়েছে তার, কিন্তু সুনাম আর আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে এখন আমায় শেষপর্যন্ত লড়তেই হবে।

ওয়াটসন বললেন—তা হলেও এ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না হোমস। তবে হ্যাঁ, এ ছাড়া সত্যিই আর কোনো উপায় নেই এখন। আচ্ছা, কয়টার সময় বেরোব আমরা?

হোমস বললেন—উহুঁ, তুমি যাচ্ছ না।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে তুমিও যাবে না। এ আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি এবং জেনে রাখো, জীবনে আমি কথার খেলাপ করি নি। এ অভিযানে যদি আমায় সঙ্গে না নাও তো আমি সোজা থানায় গিয়ে তোমাকে ধরিয়ে দেব।

হোমস বললেন—কিন্তু তুমি তো আমায় সাহায্য করতে পারবে না ওয়াটসন!

ওয়াটসন বললেন—কী করে জানলে? তুমি তো জানো না কী ঘটতে পারে। যাই হোক আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি তোমার সঙ্গে যাবই।

হোমসকে মনে হল উদ্বিগ্ন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর দুই ভ্রু কোমল হয়ে উঠল। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা বন্ধু, তাই-ই হোক তাহলে। বেশ কয়বছর আমরা এক ঘরে বাস করছি। এবার না হয় এক কয়েদ ঘরে আমাদের বাস করতে হবে। সে বেশ মজা হবে কী বল? জানো ওয়াটসন, তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, এ ধারণা আমার মনে চিরদিনই আছে যে ও পথে গেলে আমি অপরাধী হিসেবে প্রচুর উন্নতি করতে পারতাম। জানো, ও পথে এইটাই হল, আমার সারা জীবনের সুযোগ। এই বলে হোমস ড্রয়ার টেনে একটা চামড়ার ব্যাগ বার করলেন। সেটা খুলে কতকগুলো ঝলমলে যন্ত্রপাতি ওয়াটসনক দেখালেন। বললেন—এ হল চুরির এক অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাগ। এতে আছে নিকেল করা সিঁধকাঠি, হীরে

বসানো কাঁচ কাটার যন্ত্র অনেক তালা খোলে এমন চাবি, অর্থাৎ আধুনিক দুনিয়ার সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে যতরকম উদ্ভাবন হয়েছে সবকিছুই যেমনটি দরকার। শব্দ হবে না এমন জুতো তোমার আছে?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, তলায় রবার দেয়া টেনিস খেলার জুতো আছে।

হোমস বললেন—চমৎকার! আর মুখোস?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—সে না হয় আমি কালো রেশম দিয়ে দুটো-একটা তৈরি করে নিতে পারব।

হোমস আনন্দের সঙ্গে বললেন—বাঃ বাঃ, এইসব ব্যাপারে তোমার জুড়ি পাওয়া ভার। বেশ, মুখোস দুটো তৈরি করে ফেল তাহলে। বেরোবার আগে আমরা কিছু ঠাণ্ডা খানা খেয়ে নেব। এখন সাড়ে নটা। এগারোটা নাগাদ আমরা গাড়ি করে চার্চ রো পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে অ্যাপলডোর টাওয়ার্স পনেরো মিনিটের হাঁটাপথ। মাঝরাতের আগেই আমরা কাজে লেগে যাব। অত্যন্ত গভীর ঘুম মিলভার্টনের। আর ঠিক সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। ভাগ্য সহায় হলে আমরা লেডি ইভার চিঠিগুলো পকেটে করে রাত দুটোর মধ্যে ফিরে আসতে পারব।

হোম্‌সের আর ওয়াটসনের যা পোষাক তাতে মনে হবে যেন তাঁরা থিয়েটার দেখে ফিরছেন। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছে হোমসরা একটা গাড়ি নিয়ে চললেন হ্যাম্পস্টেডের এক ঠিকানায়। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ছেড়ে দিলেন গাড়িটা। ওয়াটসন ওভারকোটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। তারর হীথ-এর ধার ধরে ধরে এগিয়ে চললেন, দুজনে।

হোমস বললেন, 'এ একটা এমনই কাজ যাতে অত্যন্ত সন্তর্পণে হাত দেওয়া দরকার। লোকটার পড়বার ঘরের একটা সিন্দুকে আছে চিঠিগুলো, সেটা এঞ্জ, ওর শোবার ঘরের আর একটা ঘর। আর, শক্তসমর্থ বেঁটেখাটো স্বচ্ছল মানুষ মাত্রেরই মতো তারও ঘুম খুবই গভীর। আগাথা (আমার বাগদত্তা সে) বলে, ভৃত্যমহলে একটা হাসির ব্যাপারই হল এই যে কর্তাকে জাগানো ব্যাপারটা একরকম অসম্ভব। তার এক সেক্রেটারি আছে, প্রচুর উৎসাহী। কোনো সময়েই সে একবারও পড়বার ঘর থেকে বেরোয় না। আর সেই জন্যেই আমরা রাতে যাচ্ছি। একটা ভয়ঙ্কর কুকুর আছে তার। রাতে সে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। গত দুদিন সন্ধ্যেবেলায় যখন আমি আগাথার কাছে গেছিলাম কুকুরটাকে সে তখন বন্ধ রেখেছিল। বাড়িটা বড়, অনেকখানি জমি নিয়ে, তারই বাড়ি এটা। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে ডান দিকে বেঁকে লরেলের ঝোপের মধ্যে দিয়ে যাব আমরা। এবার মুখোশগুলো পরে নেয়া যাক। দেখছ, তো, কোনো জানালা দিয়েই আলো দেখা যাচ্ছে না, ঠিক এমনই ব্যবস্থা করেছিলাম।

কালো রেশমের মুখোস পরে হোমসদের খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। নিস্তব্ধ ঘরটা। টালির ছাদ দেওয়া একটা বারান্দা ঘরটার এক দিকে। অনেকগুলো জানালা আর দুটো দরোজা সেখানে।

ফিস্‌ফিস্ করে হোমস বললেন—ওই যে, ওটাই হল শোবার ঘর। আর এই দরোজাটা হল ওর পড়বার ঘরের। ওটা দিয়ে ঢুকতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। তাই এখন ভেতরে যেতে হলে আমাদের প্রচুর আওয়াজ করতে হবে। এদিকে এসো, এখানে একটা কাচের ঘর আছে, এটা দিয়ে ওর বৈঠকখানা ঘরে যাওয়া যায়।

ঘরটা বন্ধ ছিল, 'হোমস কাচে একটা গোলমতো গর্ত কেটে সেখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন দরোজাটা। পরমুহূর্তেই ওয়াটসনরা দরোজটা বন্ধ করে দিলেন। সেখানকার ঘন গরম বাতাস আর অচেনা গাছপালার গন্ধে যেন ওয়াটসনদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওয়াটসনের হাত ধরে হোমস অন্ধকারে দ্রুত হায়ে গাছপালাগুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন। গাছের ডালপালাগুলো ওয়াটসনদের গায়ে মুখে ঘষা খেতে লাগল। প্রচুর চেষ্টা করে হোমস অন্ধকারের মধ্যেও দৃষ্টি চালাবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তেমনি এক

হাতে আমার হাত ধরে তিনি একটা দরোজা খুলে ফেললেন। ওয়াটসনের অস্পষ্ট মনে হল একটা বড় হলঘরে গিয়ে পৌঁছেছেন। সেখানে কিছুক্ষণ আগেই একটা কড়া চুরুট যেন কেউ খেয়েছিল। আসবাবপত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে আন্দাজ করে এগিয়ে তিনি আবার একটা দরোজা খুললেন। তারপর সেটা বন্ধ করে দিলেন। হাত বাড়াতে দেয়ালে কয়েকটা কোট ওয়াটসনের হাতে ঠেকল। বোঝা গেল এটা একটা গলি। এমন সময় কি একটা বস্তু ওয়াটসনদের দিকে দৌড়ে এল, ভয়ে ওয়াটসন আঁতকে উঠলেন। পরে বোঝা গেল ওটা একটা বেড়াল। ঘরে আগুন জ্বলছিল। এখানকার বাতাসেও কড়া চুরুটের গন্ধ। পা টিপে টিপে হোমস প্রবেশ করলেন, একটু দেরি করলেন ওয়াটসনের জন্যে। তারপর খুব সাবধানে বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। ওয়াটসনরা তখন মিলভার্টনের পড়বার ঘরে। ঘরটার ওদিকে একটা ভারি পর্দা ঝোলোনো। তা থেকে বোঝা গেল ওখান দিয়েই তার শোবার ঘরে ঢুকতে হবে।

আগুনটা দিব্যি জ্বলছিল। তাতেই ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দরোজার কাছে একটা ইলেকট্রিক বাতির সুইচ চকচক করছিল। কিন্তু সেটা জ্বালানো নিরাপদ মনে হল না। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। অগ্নিস্থানের এক পাশে, বাইরে থেকে যে জায়গাটা ওয়াটসনদের চোখে পড়েছিল একটা ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল সেটা। আর বিপরীত দিকের দরোজাটা বারান্দায় যাওয়ার। মাঝখানে একটা ডেস্ক। তার পাশে ঝলমলে লাল চামড়ায় মোড়া একটা চেয়ার। এর সামনে একটা মস্ত বইয়ের তাক। আর সেটার ওপরে দেবী অ্যাথিনির একটা বড় আবক্ষ পাথরের মূর্তি। একটা বইয়ের তাক আর দেওয়ালের কোণে একটা বড় সবুজ রঙের সিন্দুক, তার পালিশ করা পেতলের হাতলে আলো পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চোরের মতো সেখানে গিয়ে হোমস তাকালেন সেদিকে। তারপর গুঁড়ি মেরে শোবার ঘরের দরোজার কাছে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। কোনো কিছুই ভেতর থেকে শোনা গেল না। ওয়াটসনের মনে হলো বাইরের দরোজা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থাটা করে রাখা ভালো, তাই পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি ওটা। এবং খুবই আশ্চর্য হলেন দেখে দরোজাটা আদৌ বন্ধ নয়। হোমসের হাত ছুঁতেই তিনি মুখোস পরা মুখে সেদিকে তাকালেন এবং তিনিও আশ্চর্য হলেন দেখে।

ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ এনো হোমস বললেন—এ আমার ভালো লাগছে না, ঠিক বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এসব ভেবে নষ্ট করার মতো সময় এখন আমাদের নেই।

ওয়াটসন বললেন—বলো, আমি কি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি?

হোমস বললেন—হ্যাঁ। দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখো কারও সাড়া পেলে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরোজাটা, তাহলে যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরতে পারব। আর যদি ওদিক দিয়ে কেউ আসে তাহলে কাজ সেরে দরোজাটা দিয়ে চলে যেতে পারব। আর কাজ যদি শেষ না হয়, তো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারব, বুঝলে?

ওয়াটসন ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তিনি সব বুঝেছেন। তিনি দরোজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম প্রথম তাঁর ভয় করছিল। এখন ভয় কেটে গিয়ে সাহস ফিরে এসেছে। একটা অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন তিনি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি হোমসকে লক্ষ করছিলেন। মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হোমস যন্ত্রপাতির থলে থেকে উপযুক্ত অস্ত্রটা বেছে বেছে বার করছেন, যেন কোনো সার্জেন সূক্ষ্ম যে, সিন্দুক খোলা তাঁর এক বিশেষ প্রিয় খেলা। তাই যখন দেখলেন যে ভয়ঙ্কর মিলভার্টন নামের জীবটি বহু মহিলাকে এই সিন্দুকের মধ্যে ধরে রেখেছে, সেই সিন্দুকরূপী ড্রাগনের সম্মুখীন হয়েছেন, বুঝতে অসুবিধা হলো না কী আনন্দই না হোমস পাচ্ছেন! ওভারকোটটা খুলে একটা চেয়ারের ওপর রেখেছিলেন, সেটার হাতা সরিয়ে হোমস দুটো ড্রিল, একটা সিঁধকাঠি এবং অনেকগুলি চাবি বার করলেন। মাঝখানের দরোজাটার ওপর দাঁড়িয়ে ওয়াটসন অপর দুটো দরোজার ওপর লক্ষ রাখছিলেন আর যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে হোমস একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে চললেন। একটা যন্ত্র রেখে আর একটা তুলে নিচ্ছেন, আর নিপুণ কারিগরের মতো সেগুলো ব্যবহার করছেন। শেষপর্যন্ত একটা ক্লিক আওয়াজ হলো। সিন্দুকের

দরোজাটা খুলে গেল। ওয়াটসন লক্ষ করলেন, সেটার ভিতর অসংখ্য কাগজের বান্ডিল। প্রত্যেকটাই সিলমোহর করা। উপরের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা। একটা বান্ডিল তুলে নিলেন হোমস, কিন্তু কাঁপা আলোয় লেখাটা ভালো করে পড়তে পারলেন না। তখন কালো লণ্ঠনটার সাহায্য নিলেন। কারণ হলো মিলভার্টন পাশের ঘরেই আছে—কাজেই ইলেকট্রিক আলো জ্বালা উচিত হবে না। হঠাৎ থমকে গেলেন তিনি, উৎকর্ণ হলেন। তারপর পলকের মধ্যে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে দিলেন। কোটটা তুলে নিলেন, যন্ত্রপাতিগুলো পকেটে পুরলেন, তারপর তীরবেগে জানালার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ওয়াটসনকেও ইঙ্গিতে তাই করতে বললেন।

তাঁর কাছে গিয়ে লুকোবার পর ওয়াটসন শব্দটা পেলেন। হোমসের তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে যা আগেই ধরা পড়েছিল। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। দূরে কোথায় একটা দরোজা সশব্দে বন্ধ হলো। তারপর দ্রুত এগিয়ে আসা ভারি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কতোকগুলো অস্পষ্ট শব্দসমষ্টি কানে এলো। এবার পায়ের শব্দটা গলি থেকে দরোজার কাছে এসে থামল। খুলে গেল দরোজাটা—কড়া চুরুটের গন্ধ সেখান থেকে এল। তারপর আমাদের মাত্র কয়েক গজের মধ্যেই সেই পায়ের শব্দ এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে। আবারও এগোচ্ছে। তারপর একটা চেয়ারের শব্দ। পায়ে চলার শব্দটা বন্ধ হলো। তারপর আবার চাবি ঘোরানোর শব্দ। আর সেই সঙ্গে কাগজের খসখস শব্দও আমার কানে এল।

এতোক্ষণে ওয়াটসন ভরসা করে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলেন সামনের দিকে। এবং হোমসের কাঁধে ঠেলা খেয়ে বুঝলেন তিনিও তাই করছেন। ঠিক আমাদের সামনে মিলভার্টনের চওড়া গোলাকার পিঠটা, প্রায় নাগালের মধ্যে। বোঝা গেল ওর জেগে থাকা সম্পর্কে হোমসরা ভুল ধারণা করেছেন। আসলে মিলভার্টন ঘুমোতে যায়নি, বাড়ির দূর দিকটায় কোনো ধূমপানের বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে সেখানে সে বসেছিল, সেখানটা হোমসরা লক্ষ করেন নি, হোমসদের চোখের সামনেই তার ধূসর বর্ণের চুল, আর যেখানে টাক সে জায়গাটা চকচক করছে। লাল চামড়ার চেয়ারটায় সে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে, বাঁ পা লম্বা করে মুখে একটা লম্বা কালো চুরুট ঠোঁটের একপাশে দাঁত দিয়ে চেপে রাখা। আর পরণে আধা-মিলিটারি একটা জ্যাকেট। জ্যাকেটটা ক্ল্যারেট রঙের কালো ভেলভেটের। তার হাতে একটা বড়সড় আইন সংক্রান্ত দলিল। অলসভাবে সেই দলিল পড়তে পড়তে মুখ দিয়ে চক্রাকার ধোঁয়া ছাড়ছে। ধীরস্থির হয়ে যেভাবে আরামে বসে আছে তাতে মনে হয় না চট করে ওখান থেকে উঠবে।

হোমসের হাতটা সন্তর্পণে ওয়াটসনের হাতে এসে মিলল। একটু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এবং কোনো চিন্তা নেই। ওয়াটসন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না তিনি তাঁর জায়গায় থেকে যা দেখছেন ওখান থেকে তিনি ঠিক তা দেখতে পেয়েছেন কি না—সেটা হল, সিন্দুকের দরোজাটা ভালো করে বন্ধ করা নেই, এবং যে-কোনো মুহূর্তে মিলভার্টনের চোখে পড়তে পারে। ঠিক করলেন যদি তার দৃষ্টি কঠিনতা থেকে বোঝা যায় যে ওটা তার চোখে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওভারকোটটা দিয়ে ওর মুখ মাথা চাপা দিয়ে ধরব, তারপর যা করার হোমসই করবে। কিন্তু মিলভার্টন একবারও মুখ তুলল না। তেমনি অলসভাবে হাতের কাগজগুলোয় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উকিলের সওয়াল পড়ে চলেছে। মনে হলো পড়া আর চুরুট টানা শেষ না করে ও তার ঘরে যাবে না। কিন্তু তার আগেই এমন একটা ব্যাপার ঘরে গেল যার ফলে ওয়াটসনদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বইতে লাগল।

লক্ষ করা গেল মিলভার্টন বারবার তার ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে এবং একবার উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিভরে আবার বসে পড়ল। এতো রাতে যে কারও তার কাছে আসবার কথা থাকতে পারে এটা ওয়াটসনরা একেবারেই অনুমান করতে পারি নি। কাগজগুলো ফেলে দেওয়ার আওয়াজ এল। উঠে গিয়ে মিলভার্টন খুলে দিল দরোজাটা।

কাটা কাটা কথায় বলল—প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে এসেছ। এখন বোঝা গেল কেন দরোজা খোলা ছিল, আর কেন মিলভার্টন এতো রাত পর্যন্ত জেগে ছিল, একজন স্ত্রীলোকের পোশাকের খস-খস্ শব্দ শোনা গেল। মিলভাটনের মুখ হোমসদের দিকে ফিরতেই ওয়াটসন

পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবার এখন ভরসা করে খুব সাবধানে সেখান দিয়ে তাকালেন। আবার মিলভার্টন চেয়ারে বসেছে। চুরুটটা তেমনি মুখের কোণে রেখে। তার সামনে ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় এক মহিলা দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলা খুব লম্বা, একহারা, কালচে রঙের, দাঁর মুখে একটা ঘোমটা, আর এক টুকরো কাপড়ে থুতনিটা ঢাকা। জোরে জোরে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

মিলভার্টন শান্তস্বরে বলল—রাতের ঘুমটা আমার নষ্ট করলে গো তুমি! নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণ ছিল যে জন্যে আগে আসতে পারো নি তাই তো?

উত্তরে ভদ্রমহিলা শুধু একবার ঘাড় নাড়লেন।

মিলভার্টন বললেন—তা পারো নি, তো পারো নি। যদি কাউন্টেস খুব কঠিন হয়ে থাকেন, তাহলে তো তাঁর সঙ্গে সমান সমান হয়ে ওঠার সুযোগ পেলে। আরে, আরে! অমন কাঁপছো কেন? হ্যাঁ, এই তো, সামলে নাও, সামলে নাও। আচ্ছা এবার কাজের কথা হোক। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বার করে বলল, তুমি বলছো কাউন্টেস দ্য অ্যালবার্টকে কব্জা করবার মতো পাঁচটা চিঠি তোমার কাছে আছে, বিক্রি করতে চাও তুমি আর আমি চাই কিনতে। এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে, এখন কেবল দামটা ঠিক করা। অবশ্য চিঠিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে বৈকি। সত্যিই যদি দেখি ওগুলো—একি, এ যে আপনি!

একটিও কথা না বলে স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলছেন, তুথনিটাও আবরণমুক্ত করেছেন। মিলভার্টনের ঘন ভ্রুর ছায়ায় ঝলমলে চোখ মুখে এক ভয়ংকর হাসি। বললেন, হ্যাঁ—আমি। সেই নারী, যার জীবন আপনি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন।

হেসে উঠল মিলভার্টন কিন্তু তা হলেও ভয়ে তার গলা যেন কেঁপে উঠল। বলল,—বড় যে একগুঁয়ে আপনি! কেন আমায় এই শেষ উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন? জেনে রাখুন একটা মাছি পর্যন্ত আমি নিজে থেকে হত্যা করি না। কিন্তু যার বা ব্যবসা, আমি আর কী করতে পারি। যে টাকা আমি চেয়েছিলাম তা দেওয়া আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিছুতেই যে আপনি রাজি হলেন না!

আর সেইজন্যেই আপনি চিঠিগুলো তার কাছে পাঠালেন। তার মতো মহৎব্যক্তি আর হয় না, তাঁর জুতোয় ফিতে পরাবারও যোগ্যতা আমার নেই, ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগে বাধ্য হলেন তিনি। মনে পড়ে সেই শেষ রাতের কথা, যখন আমি আপনার কাছে এসে করুণা ভিক্ষা করেছিলাম আর তার উত্তরে আমার মুখের ওপর অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন, যেমনটি এখন চেষ্টা করছেন। কিন্তু কাপুরুষ আপনি, আপনার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। হুঁ, কখনো আপনি ভাবতে পারেন নি যে আবার কখনও এখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সে শিক্ষা আমার সেই রাতেই হয়েছিল, জেনেছিলাম কীভাবে নির্জনে আপনার মুখোমুখি হব। কী আনার বলার আছে, চার্লস মিলভার্টন।

উঠে দাঁড়াল মিলবার্টন। বলল—ভাববেন না আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন। একবার হাঁক দিলেই চাকররা এসে পাকড়াও করবে আপনাকে। তবে, রাগবার কারণ আপনার আছে, তাই আর তা করলাম না। এক্ষুনি চলে যান আপনি যেমনটি এসেছিলেন, তাহলে আর কিছু বলব না।—আর কারও হৃদয়ে এমন করে মোচড় দিতে পারবেন না। একটা বিষাক্ত জন্তু থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করব আমি। এই নে, এই নে কুত্তা—এই, এই, আর এই আর এই!

একটা ছোট্ট ঝকমকে রিভলভার বার করে একটার পর একটা গুলি করে চললেন মিলভার্টনের দেহে—রিভলভারের মুখটা তাঁর দেহ থেকে দুই ফুটের বেশি দূরে হবে না। কুঁকড়ে গেল মিলভার্টন, তারপর পড়ে গেল টেবিলের ওপর—ভীষণ কাঁপছে কাগজগুলো হাতে মোচড়াতে মোচড়াতে। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তারপরে আবার একটা গুলো খেয়ে মেঝের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল। আনেক কষ্টে বলে উঠল—শেষ করলেন আমায়। মহিলাটি তারপর তার ওপরের দিকে ফেরানো মুখটা জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়াতে লাগলেন। আবার তাকালেন তার দিকে। কিন্তু সে দেহে প্রাণ নেই। প্রতিশোধ নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

ওয়াটসনদের পক্ষে কোনোমতেই লোকটিকে বাঁচানোর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তবুও যখন ভদ্রমহিলা গুলির পর গুলি করে চলেছিলেন ওয়াটসন বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা শক্ত হাতে হোমস ওয়াটসনের কবজি ধরে রইলেন। তাঁর এই বাধা দেয়ার তাৎপর্য ওয়াটসনের বুঝতে বাকি রইল না। হোমস বলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে। শয়তানের ওপর বিচার নেমে এসেছে।

ভদ্রমহিলা সবেগে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোমস দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ওদিকের দরোজাটার কাছে চলে গেলেন, দরোজাটায় চাবি লাগিয়ে দিলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তেই বাড়ির ভেতর থেকে হল্লার আওয়াজ, সেই সঙ্গে দ্রুত এগিয়ে আসছিল পায়ের শব্দও। রিভলভারের শব্দে সারা বাড়ি জেগে উঠেছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হোমস সিন্দুকটার কাছে গিয়ে ডালাটা খুলে সেখান থেকে দুহাত ভরে চিঠির বান্ডিলগুলো নিয়ে অগ্নিস্থানে ফেলতে লাগলেন—যতোক্ষণ না সিন্দুকে কোনো কাগজের বান্ডিল রইল। কে যেন বাইরে থেকে দরোজার হাতল ঘুরিয়ে দরোজায় করাঘাত করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সে দিকে ফিরলেন হোমস। যে চিঠিটা মিলভার্টনের মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে এসেছিল সেটা রক্তে মাখামাখি হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে রইল। সেটাও হোমস ফেলে দিলেন অগ্নিস্থানে। তারপর বাইরের দরোজাটা থেকে চাবি খুলে নিয়ে হোমস ওয়াটসনের পিছু পিছু বেরিয়ে এসে দরোজাটা ভেতরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। বললেন—এসো ওয়াটসন এই দিকে। এদিক থেকে বাগানের দেয়ালটা ডিঙিয়ে যেতে পারব।

সাড়া পেলে যে মানুষ এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়তে পারে তা জানা ছিল না। পেছন ফিরতেই হোমসরা দেখলেন সারা বাড়ি আলোয় ভরে গেছে। সামনের দরোজা খোলা, সেখান দিয়ে লোকজন ঘরে ঢুকছে। সমস্ত বাগানটা মানুষে মানুষে ভর্তি। ওয়াটসনরা বারান্দা থেকে বেরোতেই একজন লোক চিৎকার করে ওয়াটসনদের তাড়া করে এল। কতোকগুলো ছোটো ছোটো গাছের মধ্যে দিয়ে হোমসরা দৌড়ে যেতে লাগলেন। যারা হোমসদের তাড়া আসছিল তাদের মধ্যে একজন হাঁফাতে হাঁফাতে হোমসদের দিকে তেড়ে এল। একটা ছয় ফুট পাঁচিল পথ আগলে ছিল। একলাফে হোমস সেটার ওপর উঠেই ডিঙিয়ে গেলেন। ওয়াটসনও তাই করতে গেছিলেন, হঠাৎ একটা পায় তার গোড়ালি চেপে ধরে আর কি! এক লাথিতে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে ওয়াটসন কোনোরকমে পাঁচিলটা পার হয়ে মুখ থুবড়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে হোমস ওয়াটসনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর দুজনে হ্যাম্পস্টেড হিথের অঞ্চল দিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। প্রায় দুই মাইল এভাবে ছোটার পর হোমস একবার পেছনদিকে তাকিয়ে নিয়ে থামলেন। নাঃ, আর ভয় নেই।

পরদিন সকালে হোমস ও ওয়াটসন প্রাতঃরাশ সেরে গল্প করছিলেন স্বাভাবিকভাবে। আর ধূমপান করছিলেন। এমন সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড এসে হাজির। বসার ঘরে এসে তিনি বললেন—সুপ্রভাত। আপনি কি বিশেষ ব্যস্ত এখন?

হোমস বললেন—না, না এমন ব্যস্ত নই যে তোমার কথা শোনার সময় হবে না।

মানে ভাবছিলাম আর কি, লেসট্রেড ইতস্তত করে বললেন—মানে, বিশেষ কাজ যদি না থাকে তাহলে একটা উল্লেখযোগ্য মামলায় আমাকে সাহায্য করবেন কি?

হোমস বিস্ময়ের স্বরে বললেন—তাই না কী? বলো, বলে ফেলো।

লেসট্রেড বললেন—কাল রাতে অ্যাপলডোরে টাওয়ার্সে চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন নামে এক ব্ল্যাকমেলার খুন হয়েছে। সে লোকজনকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য নানা রকমের কাগজ সংগ্রহ করে রাখত। খুনিরা সেই সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছে। কোনো দামি জিনিস চুরি যায়নি। তা মনে হয় খুনিরা ছিল সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ব্যাপারে কিছু কেলেঙ্কারী নিবারণ করা।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন—কী বললে? খুনিরা? বহুবচন কেন?

লেসট্রেড বলল—হ্যাঁ, তারা ছিল দুজন। আর বলতে কী প্রায় হাতে নাতেই ধরা পড়িছল তারা। তাদের পায়ে ছাপ দেখেছি তাদের চেহারার বর্ণনাও শুনেছি। এবং তাদের আমার

নিশ্চয়ই ধরতে পারব। প্রথম লোকটি বেশি তৎপর কিন্তু দ্বিতীয়টি তো ধরাই পড়েছিল। মালির ছেলেটার হাত ছাড়িয়ে কোনোরকমে সে পালায়। লোকটি মাঝারি আকারের, শক্তিশালী, তার চোয়ারের আকৃতি চৌকো, গোঁফ আছে, বলিষ্ঠ ঘাড়, দুচোখ মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

হোমস হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন—ড. ওয়াটসন সম্বন্ধেও তা খাটে। তারপর বললেন—না, লেসট্রেড, এ মামলায় আমি তোমাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না। তুমি আসতে পারো।

প্রায়রি স্কুল

বেকার স্ট্রিটে একদিন এম. এ, পি. এইচ. ডি ইত্যাদি আরও ডিগ্রিধারী ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল এলেন। আগে তিনি কার্ড পাঠিয়েছিলেন। এখন তিনি স্বয়ং এসে হাজির। ঘরে ঢোকবার পরে দরোজাটা বন্ধ হতেই তিনি টলতে টলতে টেবিলের কাছে গেলেন আর তার পরেই হঠাৎ পেছন দিকে লম্বা হয়ে মেঝের ওপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস ও ওয়াটসন এক লাফে দাঁড়িয়ে নীরব বিস্ময়ে এক দৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সেই পতনগ্রস্ত বিশাল দেহের দিকে। হোমস তাড়াতাড়ি একটা বালিশ এনে তাঁর মাথার তলায় দিলেন, আর ওয়াটসন একটু ব্যাণ্ডি তাঁর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঢেকে দিলেন। ফ্যাকাসে সুপুষ্ট মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার বলিরেখা। বন্ধ দুচোখের নিচের মাংস শিসের মতো দেখতে। মুখের দুকোণ ঝুলে পড়ে বিপদের পরিচয় দিচ্ছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মনে হয় অনেক দিন গালে ক্ষুর পড়ে নি। জামার কলারে আর শার্টে দীর্ঘ পথপরিক্রমার ধূলো বালি। সুগঠিত মাথায় অবিন্যস্ত চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কী ব্যাপার মনে হয় তোমার ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছেন, খুব সম্ভব খাদ্যাভাবে ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে। ওঁর নাড়ী ওয়াটসন পরীক্ষা করতে করতে বললেন—নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্থর।

তাঁর ঘড়ির পকেট থেকে টিকিটটা বার করে হোমস বললেন—উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যাকলটন থেকে রিটার্ন টিকিট কেটে উনি এসেছেন। এখনও বারোটা বাজে নি, অতএব বুঝতে হবেক খুব ভোরে যাত্রা শুরু করেছেন।

ইতিমধ্যে ওঁর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। ধূসর চোখ মেলে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে হোমসদের দিকে পিটপিট করে কয়েকবার তাকালেন। পরমুহূর্তেই কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল।

মি. হাক্সটেবল বললেন—ক্ষমা করবেন মি. হোমস আমার এই দুর্বলতা। এক গ্লাস দুধ আর একটা বিস্কুট তাহলেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠব। আমি নিজেই এসেছি মি. হোমস যাতে আমি সঙ্গে করে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কারণ টেলিগ্রামের ভাষায় ব্যাপারটার গুরুত্ব কিছুতেই আপনি বুঝতে পারতেন না।

হোমস বললেন—আগে ভালো করে সুস্থ হয়ে উঠুন।

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখন সুস্থ। বুঝতে পারছি না কী করে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে মি. হোমস পরবর্তী ট্রেনেই আপনি আমার সঙ্গে ম্যাকলটনে যান।

হোমস মাথা নাড়লেন। বললেন—আমার সহকর্মী ড. ওয়াটসনের মুখে শুনতে পাবেন, এই মুহূর্তে আমরা দারুণ ব্যস্ত! "ফেরার্স ডকুমেন্টস" মামলায় আমাকে থাকতে হবে। তাছাড়া অ্যাবারগাভেনি হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানির সময়ও এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত জরুরি কাজ ছাড়া এই সময়ে আমার পক্ষে লন্ডন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আবেগের আতিশয্যের হাত ছুড়ে মি. হাক্সটেবল বলে উঠলেন, কী বললেন? জরুরি? কেন, ডিউক অব হলডারনেসের একমাত্র পুত্রের অপহরণের কথা কি আপনি শোনেন নি?

অ্যাঁ, কী বললেন, ভূতপূর্ব ক্যাবিনেট মন্ত্রীর?

হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলাম যাতে খবরটা কাগজে প্রকাশ না পায়, কিন্তু গতরাতে এ নিয়ে গ্লোব-এ কিছু গুজব শোনা গেছিল, তাই ভেবেছিলাম হয়তো খবরটা আপনার কাছে পৌঁছে থাকবে।

লম্বা সরু হাত বাড়িয়ে হোমস, তার রেফারেন্স বইয়ের 'H' খণ্ডটা তুলে নিলেন।

হলডারনেস, ষষ্ঠ ডিউক, কে, জি, পি, সি,—উঃ, বর্ণমালার অর্ধেকগুলো অক্ষরই সেই উপাধিতে। কার্স্টনের আর্ল, বেভার্লির ব্যারণ—আরে ব্বাবা, কী বিরাট তালিকা! ১৯০০ সাল থেকে হ্যালামশায়ারের লর্ড লেফটেন্যান্ট। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন চার্লস অ্যাপলডোর-এর মেয়ে এডিথকে। তাঁর উত্তরাধিকারী এবং একমাত্র সন্তান হলো এই লর্ড স্যালটায়ার। প্রায় দুশো পঞ্চাশ হাজার একর জমির মালিক। ল্যাঙ্কাশায়ারে আর ওয়েলস-এ খনিজ সম্পত্তিও আছে। ঠিকানা—কার্লটন হাউস টেরেস হলডারনেস হাউস, হ্যালামশায়ার। কার্স্টন কাসল, ব্যাঙ্গর, ওয়েলস। ১৮৭২ সালে অ্যাডমিরালের লর্ড, প্রধান সেক্রেটারি অব স্টেট—

হুঁ, এ ব্যক্তি যে রাজ্যের সর্বপ্রধান প্রজাদের মধ্যে একজন তাতে আর সন্দেহ কী!

সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা ধনীও বটে। আমি জানি মি. হোমস, এসব মামলার ব্যাপারে আপনার স্থান অত্যন্ত উচ্চে এবং কাজের আনন্দেই আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন। কিন্তু তাহলেও মহামান্য ডিউক ইতমধ্যেই জানিয়েছেন যে, যে তাঁর পুত্রের খবর দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দেয়া হবে এবং যে বলতে পারবে কে বা কারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাকে দেয়া হবে এক হাজার পাউন্ড।

হোমস বললেন—পুরস্কারটা রাজকীয়, সন্দেহ নেই। ওয়াটসন চলো ড. হাক্সটেবল-এর সঙ্গে উত্তর ইংল্যান্ডে যাওয়া যাক। আচ্ছা, ড. হাক্সটেবল্ দুধ আর বিস্কুটটা খেয়ে নিয়ে দয়া করে বলুন ব্যাপারটা কী ঘটেছে কখন ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে এবং এ ব্যাপারের সঙ্গে ম্যাকলটনের নিকটবর্তী প্রায়রি স্কুলের ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল্-এর কী সম্পর্ক এবং কেনই বা তিনি আমার কাছে এসেছেন ঘটনার তিনদিন পরে। সময়টা আমি অনুমান করছি আপনার দাড়ির বহর দেখে।

দুধ ও বিস্কুট খেয়ে নেবার পর সতেজ ভঙ্গিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ড. থর্নিক্রফট তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তাঁর চোখের জ্যোতি ফিরে এসেরছ, ফ্যাকাশে গালে রক্তের আভা ফুটে উঠেছে।

প্রথমেই বলে রাখি, প্রায়রি স্কুলটি হচ্ছে ছাত্র তৈরি করার স্কুল, আমিই এর প্রিন্সিপ্যাল ও প্রতিষ্ঠাতা। হাক্সটেবলস্ সাইডলাইটস্ অন হোরেস থেকে হয়তো আমার নাম আপনাদের মনে পড়বে। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ছাত্র তৈরির স্কুল প্রায়রি। লড‌ং লিভার স্টোক, ব্ল্যাকওয়াটারের আর্ল্ ক্যাথকার্ট সোমস এঁরা সবাই এঁদের ছেলেদের আমার জিম্মায় রেখেছেন। কিন্তু তাহলেও যখন ডিউক অব হলডারনেস তাঁর সেক্রেটারি মি. জেমস উইলডারকে পাঠিয়ে আমাকে জানালেন মহামান্য ডিউক তাঁর একমাত্র পুত্র দশ বছরের লর্ড স্যালটায়ারকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখতে ইচ্ছুক, তখন আমার মনে হলো, আমার স্কুল উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। কে আর তখন ভাবতে পেরেছিল যে সেই থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনার সূত্রপাত হবে!

১ মে তারিখে ছেলেটি আসে, গ্রীষ্মকালীন টার্মের আরম্ভ তখন। চমৎকার। ছেলেটি—খুব তাড়াতাড়িই সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল। বলাবাহুল্য মনে করছি না যে, বাড়িতে ছেলেটির জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। ব্যাপার গোপন রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাদের অনুসন্ধানের স্বার্থে আমার সবটা বলা উচিত মনে করে বলে ফেললাম। ডিউকের বিবাহিত জীবনেও খুব শান্তি ছিল না। ওরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছিল। ছেলেটির পূর্ণ সহানুভূতি ছিল প্রবলভাবে তার মায়ের প্রতি। ঘটনাটা ঘটে এই সামান্য কিছুদিন আগে। হলডারনেস হল ছেড়ে মা চলে যাওয়ার পরে ছেলেটি খুব মনমরা হয়ে থাকতো। এবং এই কারণেই ডিউক তাকে আমার কাছে পাঠান। ছেলেটি আমাদের এখানে বেশ সুখেই ছিল।

শেষ তাকে দেখা যায় ১৩ মে তারিখে—অর্থাৎ গত সোমবার, রাতে। তার ঘর ছিল

তিনতলায়, সেখানে যেতে হলে একটা বড় ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়—সেই ঘরে থাকে দুটি ছেলে। তারা তাকে দেখে নি বা তার কোনো সাড়াও পায় নি। সুতরাং বুঝতে হবে স্যালটায়ার সে পথে বেরিয়ে যায় নি। তার ঘরের জানালা খোলা ছিল। নিচের মাটি থেকে একটা মজবুত আইভি লতা সেই জানালা পর্যন্ত উঠে এসেছিল, নিচে কোনো পায়ের ছাপ আমরা দেখতে পাই নি। কিন্তু তাহলেও এ পথেই যে সে বেরিয়ে গেছে সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সে যে নেই এ খবর জানা যায় মঙ্গলবার বেলা ৭টার সময়। রাতে যে সে বিছানায় শুয়েছিল তারও প্রমাণ আছে। ছেলেটির পরনে ছিল ইটনের কালো জ্যাকেট আর ঘন ধূসর ট্রাউজার্স। যা পরে সে স্কুলে যেত। এমন কোনো চিহ্ন দেখা যায় নি যে কেউ তার ঘরে ঢুকেছিল। এবং এ কথাও নিশ্চিত যে তার ঘর থেকে কোনো কান্নার বা ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ আসে নি, এলে বড় ঘরের বড় ছেলেটি, কানটা অবশ্যই তা শুনতে পেত। কারণ তার ঘুম খুব পাতলা।

লর্ড স্যালটায়ারের অন্তর্ধানের খবর যখন জানা গেল তখন সমস্ত ছাত্রদেরও শিক্ষকদের নাম ডাকার ব্যবস্থা করলাম এবং তারপর জানা গেল যে লর্ড স্যালটায়ার যে আগেই নিরুদ্দেশ তা নয়, তার সঙ্গে জার্মান ভাষার শিক্ষক হেউডগারও সেই সঙ্গে নিখোঁজ। তাঁর ঘর ওই তিনতলাতেই লর্ড স্যালটায়ার-এর ঘরের বিপরীত দিকে। দুটো ঘরেরই মুখ একই দিকে ফেরানো। তাঁর বিছানায় শয়নের চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু যাবার আগে তিনি ভালোভাবে জামাকাপড়ও পরতে পারেন নি। তাঁর শার্ট আর মোজা মেঝেয় পড়ে ছিল। তিনি যে, আইভি লতা বেয়ে নেমে গিয়েছিলেন তার চিহ্নও রয়েছে। মাটিতে যেখানে তিনি অবতরণ করেন সেখানে তাঁর জুতোর দাগ দেখা গেছে। এই মাঠের এক পাশে একটা ছোট ছাদওয়ালা জায়গায় তাঁর সাইকেলটা থাকত, সেই সাইকেলও অদৃশ্য!

হেউডগার বছর দুই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, খুব ভালো সুপারিশ নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু লোকটি ছিলেন, বেজায় চুপচাপ আর বিষণ্ণ প্রকৃতির, শিক্ষক বা ছাত্র কোনো মহলেই বিশেষ জানপ্রিয় ছিলেন না। পলাতক দুজনের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে পর্যন্ত আমরা তাদের সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে পারি নি। অবশ্যই হলডারনেস হল-এ খোঁজ নেয়া হয়েছিল, মাত্র কয়েক মাইলের পথ, ভেবেছিলাম হয়তো হঠাৎ খুব মন কেমন করায় বাবার কাছে চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু সেখানেও তার কোনো খবর নেই। ডিউক তো খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আর আমার অবস্থাটা যে কী দাঁড়িয়েছে তা তো আপনারা স্বচক্ষেই দেখলেন। আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের বিপদমুক্ত করুন।

অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে হোমস স্কুল শিক্ষকটির ঘটনা শুনলেন। ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, এ এমনই এক মামলা যা কেবল গুরুত্বের দিক দিয়েই নয়, নতুনত্বের ও জটিলতার দিক থেকেও হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবার তিনি নোটবুক বার করে দুএকটা বিষয় লিখে নিলেন।

হোমস অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন—খুব অন্যায় করেছেন, আমার কাছে আসতে এত দেরি করে। একটা বড় রকমের বাধা নিয়ে আমায় তদন্তে নামতে হচ্ছে। ঐ আইভি আর ওই মাঠটা পরীক্ষা করলে যে কোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি মানুষ নিশ্চয় কিছু সন্ধান পেত।

ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল বললেন—ডিউকের ইচ্ছা ছিল খবরটা যেন কিছুতেই জানাজানি না হয়—আমার কোনো দোষ নেই মি. হোমস। তাঁর পারিবারিক অশান্তির খবরটা সাধারণ্যে প্রকাশ পাক এ তিনি একেবারেই চাইছিলেন না, এসব ব্যাপারে তাঁর রীতিমত আতঙ্ক আছে।

হোমস বললেন—কিন্তু পুলিশসূত্রে নিশ্চয়ই কিছু তদন্ত হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। একটা সূত্র তো আপাতদৃষ্টিতে এসেছিল, একটি বালক ও এক তরুণকে ভোরের দিকে ট্রেনে এক নিকটবর্তী স্টেশন থেকে যেতে দেখা গিয়েছিল। দুজনকে লিভারপুলে ধরা হয়, কিন্তু তারা এরা নয়। এ হল কাল রাতের খবর। তখন আর থাকতে না পেরে হতাশ হয়ে আমি ভোরের ট্রেনে চলে এসেছি, সারা রাতটা আমার জেগে কেটেছে।

আচ্ছা, এই ভুল মানুষের পিছু নেয়ার পর থেকেই তো স্থানীয় অনুসন্ধানের কাজে ঢিলে পড়েছে?—হোমস বললেন।

একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। থর্নিক্রফট উত্তর দিলেন।

হোমস মন্তব্য করলেন—অর্থাৎ তিনটে দিন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজ যা হয়েছে অত্যন্ত খারাপ ভাবে হয়েছে।

থর্নিক্রফট বললেন—সেটা আমি অনুভব করছি—স্বীকারও করছি মি. হোমস।

হোমস শান্তস্বরে বললেন—অথচ সমস্যাটা তো এমন নয় যে সমাধান করা যায় না। অত্যন্ত খুশি মনে আমি মামলাটা হাতে নিচ্ছি। এই হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি আর এই জার্মান শিক্ষক—এদের মধ্যে কি আপনি কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

না, কিছুমাত্র না।

সে কি এই শিক্ষকের ছাত্র ছিল?

না। এবং যতোদূর জানি সে এক শিক্ষকের সঙ্গে কখনো কথাবার্তাও বলে নি।

ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটিরও কি একটি সাইকেল ছিল?

না।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত তো?

হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

আচ্ছা, একথা তো আপনি বলতে চান না যে, গভীর রাতে এই শিক্ষক ছেলেটিকে নিয়ে সাইকেল করে চলে গেছেন?

না। নিশ্চয়ই না।

তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

সাইকেলের ব্যাপারটা হয়তো ধোঁকা দেবার জন্যেই। হয়তো সেটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনে পায়ে হেঁটে চলে গেছে।

হয়তো তাই। কিন্তু তাহলেও এভাবে ধোঁকা দেওয়াটা অসম্ভব বলেই মনে হয়, তাই না? সেখানে কি ওটা ছাড়াও আরো সাইকেল ছিল?

হ্যাঁ, অনেকগুলোই ছিল।

সাইকেল করে চলে গেছে এটা বোঝাতে হলে কি ওরা একটা না নিয়ে দুটো সাইকেল নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখত না?

আমার তো তাইমনে হয়।

নিশ্চয়ই তাই। সুতরাং ধোঁকা দেয়া—টিকছে না। তাহলেও তদন্তকারীর পক্ষে কাজ শুরু করার ব্যাপারে চমৎকার। আর যাই হোক সাইকেল একটা এমন জিনিস না যা লুকিয়ে রাখা বা ধ্বংস করা সহজ। আর একটা প্রশ্ন। যেদিন নিখোঁজ হয়ে যায় সেদিন কি কেউ দিনের বেলা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

থর্নিক্রফট দৃঢ়স্বরে বললেন—না। কই না তো।

হোমস এবার বললেন—কোনো চিঠি কি তার এসেছিল?

হ্যাঁ। একটা চিঠি।

কার কাছ থেকে?

ওর বাবার।

ওর চিঠি কি আপনি খুলে দেখেছিলেন?

না।

তবে কেমন করে জানলেন ওটা ওর বাবার চিঠি ছিল?

খামের ওপরের চিহ্ন দেখে। তাছাড়া ঠিকানাটা লেখা ছিল ডিউকের আড়ষ্ট হাতে এবং ডিউকেরও এ চিঠির কথা মনে আছে।

এর আগে তার কাছে কোনো চিঠি এসেছিল? হোমসের প্রশ্ন।

বেশ কিছুদিন আগে।

ফ্রান্সে যেখানে তার মা থাকেন- সেখান থেকে কি কখনো সে কোনো চিঠি পেয়েছে?

না, একটাও না।

হোমস বললেন—আমার এই প্রশ্নগুলোর উদ্দেশ্য এবার নিশ্চয়ই আপনি অনুভব করতে পারছেন? হয় তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে না হয় সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে। এই পরেরটা যদি সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোনো তাগাদা এসেছিল, নতুবা অমন একটি ছেলে কখনোই অমন একটা কাজ করত না। এবং যখন কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোনো চিঠি তার কাছে এসেছিল, আর সেই জন্যেই আমি জানতে চাইছি কার কার চিঠি ছেলেটির কাছে এসেছিল?

ড. থর্নিক্রফট বললেন—এ বিষয়ে আমি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব না। যতোদূর জানি, একমাত্র তার বাবার সঙ্গেই তার চিঠির আদান প্রদান হত।

এবং তাঁর চিঠি সে পায় যে রাতে, সেই রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাবা আর ছেলের মধ্যে সম্পর্কটা কি বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল? হোমসের প্রশ্ন।

থর্নিক্রফট বললেন—মহামান্য ডিউকের সম্পর্ক কারো সঙ্গেই বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। সরকারি বড় বড় ব্যাপারেই তিনি সম্পূর্ণ ডুবে থাকতেন। সাধারণ ভাবাবেগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলের ব্যাপারে তিনি যথাসম্ভব সদয় ছিলেন।

কিন্তু ছেলেটির তো আর মায়ের প্রতি টান ছিল। তাই না?

হ্যাঁ।

একথা কি ছেলেটি কাউকে কখনো বলেছে?

আমি কখনো শুনি নি।

তবে কি ডিউকের মুখে কখনো শুনেছেন যে, ছেলেটির তার মায়ের প্রতি আকর্ষণের কথা?

কী সর্বনাশ, কক্ষনো না!

তবে আপনি জানলেন কী করে?

মহামান্য ডিউকের সেক্রেটারি মি. জেম্স্ উইলডারের কাছ থেকে। উনি এই গোপন কথাটা বলেছিলেন।

ও। আচ্ছা, ভালো কথা। ডিউকের ঐ শেষ চিঠিটা কী ছেলেটি চলে যাওয়ার পরে পাওয়া গিয়েছিল?

না, সেটা সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। মি. হোমস, এখন আমাদের ইউস্টন অভিমুখে বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে।

হোমস বললেন—গাড়ি ডাকতে বলছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। যদি টেলিগ্রাম করেন তো ভালো হয়, ওখানকার লোকজন জানুক যে লিভারপুলের তদন্ত এখনো চলছে। ইতোমধ্যে আমি আপনার ওখানে শান্তভাবে কিছু তদন্ত করব। ব্যাপারটা হয়তো এখনো বাসি হয়ে যায় নি যে ওয়াটসনের আর আমার মতো দুই গোয়েন্দার পক্ষে কোনো সূত্রই মিলবে না।

সেদিন সন্ধ্যানাগাদ হোমসরা পিক অঞ্চলের শীতল আবহাওয়ার মধ্যে পৌছে গেলেন। এখানেই সেই প্রায়রি স্কুল। অন্ধকার হয়ে গেছে। হলের টেবিলে একটা কার্ড ছিল। বাটলার ফিসফিস করে তার মনিবকে কী যেন বলল। পরম উত্তেজনার সঙ্গে মনিবটি হোমসদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—ডিউক এসে গেছেন। তিনি আর মি. উইলডার পড়ার ঘরে আছেন। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।

বিখ্যাত ব্যক্তি মহামান্য ডিউকের ছবির সঙ্গে ওয়াটসন পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন দেখলেন, ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার ছবির কোনো মিল নেই! ভদ্রলোক লম্বা, অত্যন্ত জমকালো, নিখুঁত সাজে সজ্জিত। মুখটা সরু, নাকটা বেজায় লম্বা, আর বেঁকানো। গায়ের রং ফ্যাকাশে। তাঁর উজ্জ্বল লাল, লম্বা পাতলা হয়ে আসা দাড়ি সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপর নেমে এসেছে। ঘড়ির চেনটা ঝলমল করে উঠল। অগ্নিস্থানের কাছে বসে বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি পাথরের মতো

দৃষ্টিতে হোমসদের দিকে তাকালেন। এক তরুণ তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বোঝা গেল ইনিই হলেন মি. উইলডার, তাঁর সেক্রেটারি। লোকটি ছোটোখাটো, নার্ভাস, চনমনে, তাঁর চোখ হালকা নীল। আকৃতির মধ্যে নমনীয়তার অভাব নেই। তীক্ষ্ণকণ্ঠে, সরাসরিভাবে এই ভদ্রলোকই কথাবার্তা শুরু করলেন।

ড. হাক্সটেবল, আজ সকালে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনার লন্ডন যাত্রা থামাতে। কিন্তু তার আগেই আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। শুনলাম আপনার উদ্দেশ্য ছিল মি. শার্লক হোমসের হাতে মামলাটা দেয়া। মহামান্য ডিউক অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন আপনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই এমন একটা কাজ করেছেন বলে।

ড. থর্নিক্রফট বললেন—না, মানে—যখন দেখলাম পুলিশ হতাশাগ্রস্ত হয়েছে—

মহামান্য ডিউকের কখনোই মনে হয় নি যে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু মি. উইলডার, নিশ্চয়ই আপনি—

আপনি তো ভালো করেই জানেন মি. হাক্সটেবল, যে মাহামান্য ডিউক বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছেন যে ব্যাপারটা সাধারণ লোক যাতে জানতে না পারে। যতো অল্প লোক ব্যাপারটা জানে ততই মঙ্গল।

তা, এর খুব সহজ সমাধান আছে। বলেন তো সকালের গাড়িতেই মি. শার্লক হোমস লন্ডনে ফিরে যেতে পারবেন।

অত্যন্ত অমায়িকভাবে হেসে হোমস বললেন—মোটেই না মোটেই না ডক্টর। উত্তর অঞ্চলের এই বাতাস খুবই স্বাস্থ্যকর এবং আরামেরও। তাই এই অঞ্চলে আমি কটা দিন কাটিয়েই তবে ফিরব। তবে, আপনার এখানে থাকব, না গ্রামের সরাইখানায় থাকব—সেটা আপনাদের ইচ্ছা।

বোঝা গেল ড. থর্নিক্রফট কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না, কী বলবেন। তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন ডিউক স্বয়ং। তাঁর গভীর সুরেলা গলা ঘণ্টার মতো বেজে উঠল—ড. হাক্সটেবল্, মি. উইলডারের সঙ্গে আমিও একমত যে আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেই আপনি বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেন। কিন্তু যখন মি. হোম্সের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন তাঁর উপদেশ গ্রহণ না কারার কোনো অর্থই হয় না। সরাইখানায় যাবেন কেন, মি. হোমস? অত্যন্ত খুশি হব আপনি যদি আমার সঙ্গে হলডারনেস হল-এ এসে থাকেন।

হোমস বললেন—ধন্যবাদ মহামান্য ডিুক। কিন্তু আমার কাজের সুবিধের জন্যে ঘটনাস্থলের কাছে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হয়তো হল-এ গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার হতে পারে। এখন কেবল জিজ্ঞাসা করি, আপনার ছেলের এই রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে কি কোনো ধারণা করতে পেরেছেন?

আজ্ঞে না।—ডিউক বললেন।

ক্ষমা করবেন, হোমস অনুরোধের স্বরে বললেন—যদি এমন কোনো ব্যাপারে উল্লেখ করি যা আপনার পক্ষে কষ্টকর, নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে তা করতে হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এ ব্যাপারে ডাচেসের কোনো হাত আছে?

ডিউক মহাশয়ের মধ্যে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন—না, আমার তা মনে হয় না।

আর এক সম্ভাবনা যা স্বতই মনে আসে সে হল মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে কেউ তাকে আটক করে রেখেছে। আচ্ছা, সেরকম কোনো দাবি তো আপনার কাছে আসে নি?

আজ্ঞে না।

হোমস এবার একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন—এ আর একটা প্রশ্ন মহামান্য ডিউক, 'যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিন আপনি ওকে একটা চিঠি দেন, তাই তো?

না, তার আগের দিন চিঠি দিয়েছিলাম।

হোমস বললেন—ঠিক বলেছেন। চিঠিটা ও পেয়েছে সেই দিনে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

এমন একটা কিছু সেই চিঠিতে ছিল যার ফলে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছিল এবং সেই কারণেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে?

ডিউক বললেন—আজ্ঞে না। এর কারণ ওটা নিশ্চিত নয়। হোমস বললেন—চিঠিটা কি আপনি নিজেই ডাকে দিয়েছিলেন?

মহামান্য ডিউককে বাধা দিয়ে তার সেক্রেটারি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলেন, মহামান্য ডিউক নিজের হাতে চিঠি ডাকে দিতে অভ্যস্ত নন। অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এই চিঠিটাও টেবিলের ওপর রাখা ছিল, আমি নিজের হাতে সেগুলো ডাকের থলের মধ্যে দিয়েছিলাম।

আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে এই চিঠিটাও সে-সব চিঠির মধ্যে ছিল? হোমস বললেন।

সেক্রেটারি নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ করেছিলাম।'

হোমস প্রশ্ন করলেন—মহামান্য ডিউক, কতগুলো চিঠি আপনি সেদিন লিখেছিলেন?

ডিউক উত্তর দিলেন—বিশটা কি ত্রিশটা হবে। অনেক চিঠিই আমার কাছে আসে। কিন্তু এসব কথা কি অবান্তর নয়?

হোমস বললেন—নয়, একেবারে অবান্তর হয়তো নাও হতে পারে।

ডিউক বলে চললেন, 'আমার তরফ থেকে বলি, পুলিশকে আমি নির্দেশ দিয়েছি দক্ষিণ ফ্রান্সে আমার প্রাক্তন পত্নী যেখানে থাকেন সেখানটা বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে। আগেই আপনাকে বলেছি, এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ডাচেস উৎসাহ দেবেন বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ছেলেটির মাথায় কতগুলি ভুল ধারণা গেঁথে গিয়েছিল, এবং এই জার্মানের সাহায্যে মায়ের কাছে চলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় একেবারে।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল, হোমসের আরো কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু মহামান্য ব্যক্তিটি তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে চলে যাবার পর হোমস তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত শুরু করলেন।

ছেলেটির ঘর সযত্নে পরীক্ষা করা হল। কিন্তু কিছুই ফল হল না, কেবল এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া ছাড়া যে, সে নেমে গেছে ওই জানালা দিয়েই। জার্মান শিক্ষকের ঘর আর জিনিসপত্র পরীক্ষা করেও কোনো নতুন সূত্র পাওয়া গেল না। তাঁর ক্ষেত্রে সূত্র কেবল এই যে, আইভির একটা লতা তাঁর শরীরের ভারে ভেঙে পড়ে। লণ্ঠনের আলোয় লক্ষ করলাম যেখানে তিনি নেমেছিলেন সেখানে তাঁর গোড়ালির চিহ্ন রয়েছে।

শার্লক হোমস একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফিরলেন, রাত এগারোটা নাগাদ। তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলের একটি সামরিক মানচিত্র। সেটা নিয়ে তিনি ওয়াটসনের ঘরে এলেন। তারপর সেটা বিছানার ওপর বিছিয়ে রেখে লণ্ঠনটা সাবধানে তার মাঝখানে রাখলেন। তারপর ধূমপান শুরু করলেন আর থেকে থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ধূমায়িত পাইপ দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'মামলাটা ক্রমশঃই আমাকে পেয়ে বসেছে ওয়াটসন। শুরুতে আমি তোমায় এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় দিচ্ছি। তদন্তের ব্যাপারে হয়তো তা আমাদের সহায়ক হবে। মানচিত্রটার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখো—এই কালো চতুষ্কোণটি হল প্রায়রি স্কুল। এটাকে একটা পিন দিয়ে চিহ্নিত করছি। আর এই যে লাইন, এটা হল বড় রাস্তা। দেখছ তো, এই রাস্তাটা চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে, স্কুলটা অতিক্রম করে। আরো লক্ষ্য করো, দুদিকে কোথাও অন্য কোনো রাস্তার অস্তিত্ব নেই। অতএব দুজনে যদি রাস্তা ধরে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই রাস্তা ধরে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোমস্ বললেন—সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন রাতে এই রাস্তায় যা ঘটেছিল তার একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা পেয়েছি। এই যেখানে পাইপটা রয়েছে, এক গ্রাম্য পুলিশ এখানে বারোটা থেকে ছয়টা পযন্ত পাহারায় ছিল। লক্ষ্য করো, পুবদিকে এটাই হল প্রথম চৌমাথা। পুলিশটি বলে সে মুহূর্তের জন্যেও এখান থেকে যায় নি। এবং মানুষটি বা বালকটি কারো পক্ষেও তার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজ রাতে তার সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে

সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে। আর ওখানেই এই পথটাই শেষ। এবার আমাদের ওদিকটা দেখতে হবে। এখানে একটা সরাইখানা, 'রেড বুল'। সরাইখানাটির কর্ত্রী অসুস্থ, ম্যাকলটনে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সকাল হলে তবে ডাক্তার আসেন, অন্য একটা রুগী দেখতে বেরিয়ে গেছিলেন ডাক্তার। সরাইয়ের লোকেরা সারা রাত তাঁর পথ চেয়ে সজাগ ছিল কারুর না কারুর দৃষ্টি ছিল রাস্তার ওপর। তারাও কাউকে দেখে নি। যদি তাদের এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাদের ভাগ্য ভালো, কারণ পশ্চিম দিক দিয়ে ওদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও বাতিল করা যেতে পারে। এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, পলাতকরা আদৌ রাস্তা দিয়ে যায় নি।

ওয়াটসন আপত্তি জানিয়ে বললেন—কিন্তু সাইকেলটার কী হল?

হোমস বললেন—তুমি ঠিকই ভাবছ। আসছি সে কথায়। আচ্ছা, তাহলে যেভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। যদি এরা রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে হয় বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দিয়ে চলে গেছে। এবার দুটি সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখি। দেখছ তো, বাড়িটার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ চাষ জমি। স্বীকার করছি সাইকেল নিয়ে সেদিকে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে সম্ভাবনা বাতিল করে দিলাম। এবার উত্তর দিক। এখানে বড় বড় গাছের একটা কুঞ্জ, 'র‍্যাগেড শ' বলে উল্লিখিত। তার ওদিকে এক বিস্তীর্ণ পতিত জমি যার নাম 'লোয়ার গিল ম্যুর'! এটা দশ মাইল চওড়া, একটু একটু করে উঁচু হয়ে গেছে। এই প্রান্তরের একদিকে হল ডারসেন হল—রাস্তা দিয়ে দশ মাইল, কিন্তু পতিত জমিটা দিয়ে গেলে মাত্র ছয় মাইল দূরে। অঞ্চলটা খুবই নির্জন। এখানে কয়েকটি ছোটোখাটো চাষী বাস করে। তাদের এখানে ভেড়া আর গোরুর খামার। এরা ছাড়া প্রাণী বলতে কয়েকরকম পাখির বাস ওখানে চেস্টারফিল্ডের বড় রাস্তা পর্যন্ত। একটা গির্জা সেখানে, আর কয়েকটি কুটির, আর একটা সরাইখানা। তারও ওপারে খাড়াই পাহাড়গুলো। অতএব উত্তরের এইসব অঞ্চলেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে।

ওয়াটসন তবুও নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞাসা করলেন সাইকেলের ব্যাপারটা?

অধৈর্য হোমস বললেন—আরে, ভালো যে সাইকেল চালায় তার ভালো রাস্তার দরকার হয় না। অনেক রাস্তাই পতিত জমির ওপর দিয়ে চলে গেছে, আর চাঁদও ছিল পূর্ণ। আরে, 'এ আবার কী?'

দরোজায় উত্তেজিতভাবে ধাক্কার শব্দ, আর পরমুহূর্তেই ড. থর্নিক্রফট্ হাক্সটেবল্ ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলার টুপি, তার ওপরে একটা সাদা ফিতে।

বললেন, 'এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া গেল! ঈশ্বরের দয়ায় শেষপর্যন্ত আমরা সঠিক পথ ধরতে পেরেছি। ওরই টুপি এটা।

কোথায় পাওয়া গেল?

যে সব বেদেরা পতিত জমিটার ওপর তাঁবু ফেলে বাস করছিল তাদের গাড়িতে। ওরা চলে যায় বৃহস্পতিবার। আর পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে তাঁবুর মালপত্র পরীক্ষা করে খুঁজে পায় এটা।

হোমস প্রশ্ন করলেন—বেদেদের বক্তব্য কী?

ড. হাক্সটেবল্ বলল—কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। মিথ্যা বলছিল। বলছিল পতিত জমিতে ওটা পেয়েছে মঙ্গলবার সকালে। শয়তানগুলো নিশ্চয়ই ছেলেটির খবর জানে। যাইহোক তারা এখন হাজতে। আইনের ভয় দেখিয়েই হোক্ বা ডিউকের পয়সার লোভ দেখিয়েই হোক, সব কথাই তাদের কাছ থেকে বার করা সম্ভব হবে।

ড. হাক্সটেবল্ চলে গেলে হোমস বললেন—এ পর্যন্ত তো বেশ। আর কিছু না হোক একটু অন্ততঃ সমর্থিত হল যে আমাদের তদন্ত লোয়ার গিল ম্যুরের আশেপাশেই রাখতে হবে। এ অঞ্চলে পুলিশ বিশেষ কিছু করতে পারে নি কেবল বেদেদের আটক করা ছাড়া। এই দেখো ওয়াটসন, পতিত জমিটার ওপর দিয়ে একটা জলপথ চলে গেছে। কোথাও কোথাও সেটা চওড়া হয়ে গেছে, বিশেষ করে হলডারনেস হল আর স্কুলটার মাঝামাঝি জায়গায়। এই

শুকনো খরার দিনে অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন না থাকলেও এখানে নিশ্চয়ই কিছু পেয়ে যেতে পারি। কাল ভোরে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। দেখব যদি এই রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

সবে ভোর হচ্ছে, ঘুম ভেঙে ওয়াটসন দেখলেন, 'হোম্‌সের লম্বা একহারা শরীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পোষাক পরে। মনে হল ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন। হোমস বললেন—মাঠটা আর সাইকেলের আড্ডাটা আমি দেখে এসেছি। র‍্যাগেড শ-র দিকেও টহল দিয়ে এসেছি। যাও তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নাও। পাশের ঘরে তোমার জন্যে কোকো তৈরি। প্রচুর কাজ হাতে।

হোম্‌সের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। গাল রক্তাভা কর্ম-কুশলীর উদ্দীপনার প্রকাশ। এই কর্মচঞ্চল হোম্‌সের সঙ্গে বেকার স্ট্রিটের ফ্যাকাসে নিষ্ক্রিয় স্বপ্নালু হোম্‌সের পার্থক্য অনেকখানি। তাঁর এই উৎসাহ, উদ্বেল চেহারা দেখে সন্দেহ রইল না সে সত্যিই আজ তাদের সামনে প্রচুর কাজ রয়েছে।

কিন্তু তবুও শুরুতেই ওয়াটসনদের হতাশার সম্মুখীন হতে হল।

প্রচুর আশা নিয়ে ওয়াটসনরা হলদে হয়ে যাওয়া শুকনো উদ্ভিদে ভরা পতিত জমিটা অতিক্রম করে চললেন। সেখানে অসংখ্য ভেড়ার পায়ে চলার পথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত চওড়া হালকা সবুজ এলাকায় ওয়াটসনরা পৌঁছালেন। এর ওপারেই হলডারনেস। ছেলেটি যদি বাড়ির পথ ধরে থাকে নিশ্চয়ই এখান দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এবং সে ক্ষেত্রে তো তার চিহ্ন দেখতে পাব। কিন্তু তার, বা জার্মান শিক্ষকের কোনো চিহ্নই এখানে নেই। মুখ কালো করে বন্ধুবর হোমস এর ধার ধরে এগিয়ে চলেছেন, উৎসুকভাবে প্রতেকটি কর্দমাক্ত চিহ্ন লক্ষ করতে করতে। ভেড়ার পায়ের অনেক চিহ্ন চারদিকে। আর কয়েক মাইল তফাৎ-এ গরুর পায়ের চিহ্নও ওয়াটসনদের চোখে পড়ল। এছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

বিস্তীর্ণ পতিত জমির দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে হোমস বললেন—এই হল এক নম্বর বাধা। ওই যে, আর একটা এরকম জায়গা, একটা সরু পথ মাঝখানে। আরে, আরে, এ কি?

সরু কালো পথটার কাছে তখন ওয়াটসনরা পৌঁছে গেছেন। ভিজে মাটির ওপর সেখানে একটা সাইকেলের চাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—হুর্‌রে, হুর্‌রে! এই তো পাওয়া গেছে।

হোমস কিন্তু নেতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর মুখে আনন্দের থেকে ঔৎসুক্যের প্রকাশই বেশি। বললেন, সাইকেলের দাগ নয় ওটা। আমি বিয়াল্লিশ রকম টায়ারের চিহ্ন চিনি। এটা তো দেখছ, এটা ডানলপের। এর বাইরের দিকটা থ্যাবড়া। কিন্তু হেইডগারের সাইকেলের টায়ার হল পামারের, তার দাগগুলো লম্বা লম্বা। অঙ্কের শিক্ষক এভলিং এ বিষয়ে নিশ্চিত। সুতরাং এটা যে হেইডগারের সাইকলের দাগ নয় এ কথা ঠিক।

তবে কি ছেলেটির?

হতে পারে, যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে একটা সাইকেল তার কাছে ছিল। কিন্তু তা তো আমরা একেবারেই পারি নি। দেখছ তো, এই চিহ্ন যে সাইকেলের, তার আরোহী আসছিল স্কুলটার দিক থেকে।

ওয়াটসন বললেন—না কি, স্কুলের দিকে যাচ্ছিল!

না, না ওয়াটসন, হোমস বললেন—জানো তো, পেছনের চাকায় ভার বেশি পড়ে বলে সেদিকটার চিহ্নই হয় গভীর। ভালো করে লক্ষ্য করো, অনেক জায়গাতেই, যেখানে পেছনের চাকা ঠিক সামনের চাকার ওপর দিয়ে চলে গেছে, সামনের চাকার দাগটা চাপা পড়ে গেছে। এ দাগ যে স্কুলের দিক থেকে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। জানি না এর সঙ্গে আমাদের তদন্তের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা, কিন্তু তাহলেও এখন আমাদের কাজ হবে এই দাগ অনুসরণ করা।

দাগ অনুসরণ করে এগোলাম কয়েকশো গজ, তার পরেই কাদাভরা অঞ্চলে পৌঁছাতে আবার দাগটা হারিয়ে গেল। তখন খানিকটা পেছিয়ে আসতে আর একটা চিহ্ন চোখে পল,

একটা ঝিরঝিরে ঝরণা যেখানে পথটাকে কেটে বয়ে চলেছে। গরুর ক্ষুরের দাগে দাগে সেই চিহ্ন প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। তারপর আবার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু পথটা চলে গেছে সোজা র‍্যাগেড শর বনের মধ্যে—স্কুলের পেছন দিকে এই বন। সাইকেলটা নিশ্চয়ই এই বনের ভেতর থেকে বেরিয়েছে। একটা পাথরের ওপর হোমস গালে হাত দিয়ে বসলেন। যখন আবার উঠলেন ততক্ষণে ওয়াটসনের দুই দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

শেষপর্যন্ত হোমস বললেন—অবশ্য খুব চালাক লোকের পক্ষে সাইকেলের টায়ার পালটে ফেলা সম্ভব, তাহলে আর চেনা দাগের সন্ধান মিলবে না। এমন বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো অপরাধীর সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমি খুশি হব। এ সমস্যার মীমাংসা চেষ্টা ছেড়ে আমরা আবার কাদার এলাকায় যাব। সেখানে অনুসন্ধানের কাজ কিছু বাকি আছে।

অবিলম্বেই কাদা ভরা অঞ্চলে অনুসন্ধানের শুরুতেই সুফল পাওয়া গেল। নিচের দিকে একটা কাদায় ভরা এটাকে কেটে গেছে, কাছে যেতেই হোমস আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। মাঝখান দিয়ে টেলিগ্রাফ তারের বাণ্ডিলের চিহ্ন মতো চোখে পড়ল—এ হল পামার টায়ারের চিহ্ন।

বিজয়ীর ভঙ্গীতে হোমস বললেন—এটা নিঃসন্দেহে মি. হেইডগারের টায়ারের চিহ্ন! আমার তদন্ত ঠিক পথেই চলেছে ওয়াটসন।

ওয়াটসন অভিনন্দন জানালেন হোমসকে।

হোমস বললেন—এখনো অনেক পথ বাকি লক্ষ্যে পৌঁছতে। দাগটা ছেড়ে হাঁটো ওয়াটসন. মাড়িয়ো না। এগোনো যাক, তবে, বেশিদূর যে অগ্রসর হতে পারব তা মনে হয় না।

ওয়াটসনরা এগোতে এগোতে লক্ষ্য করলেন, পতিত জমির এ অঞ্চলটাকে কোনো কোনো জায়গায় নরম মাটি চলে গেছে এবং মাঝে মাঝে চিহ্ন হারিয়ে ফেললেও আবার তা ফিরে পাওয়া যাচ্ছে।

হোমস বললেন, 'ওয়াটসন তুমি লক্ষ্য করে দেখেছ কি, চালক এবার গতিবেগ বাড়িয়েছে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। লক্ষ করো এই চিহ্নটা, দুটো টায়ারের দাগই পরিষ্কার এখানে, দুটো দাগই সমান গভীরভাবে বসে গেছে। এর একমাত্র কারণ, চালক শরীরটা হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকিয়ে চালিয়েছিল। জোরে চালাবার সময় এইটাই নিয়ম। ফলে ওজনটা দুচাকার ওপরেই পড়েছিল। আরে একি! পড়ে গেছে যে!

ওয়াটসন বললেন—পিছনে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। গর্স কাঁটাগুল্মের ফুল ধরা একটা দোমড়ানো ডাল হাতে করে তুললেন হোমস। মহা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল হলদে ফুলগুলো সব রক্তমাখা। চিহ্নটায় খানিকটা জুড়ে পথের ওপরে, উলুখাগড়ার মধ্যে জমাট বাঁধা রক্তের দাগ।

হোমস বললেন—খুব খারাপ লক্ষণ, ওয়াটসন। সরে দাঁড়াও, অসাবধানের মাড়িয়ে ফেল না যেন। কী বুঝছ এখানে? আহত হয়ে পড়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়ায়, আবার সাইকেলের চড়ে এগিয়ে চলে। নিশ্চয়ই কোনো গরু ওকে গুঁতোয় নি! না, তা অসম্ভব! আমাদের এগিয়েই যেতে হবে ওয়াটসন। রক্তের চিহ্ন, তার ওপর আবার চাকার চিহ্ন। আর ও আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না।

অনুসন্ধানের কাজও যে খুব বেশিক্ষণ ধরে চলল তাও নয়। ভিজে চকচকে পথের ওপর চাকার চিহ্ন অদ্ভুত আঁকা বাঁকা। হঠাৎ সামনের ঘনসন্নিবদ্ধ গর্সের ঝোপের মধ্যে ধাতু চকচক করে উঠল। তার ভেতর থেকে ওয়াটসনরা সাইকেলটা টেনে বার করলেন। তার টায়ার পামারের তার একটা প্যাডল্ বেঁকে গেছে, আর সামনের দিকটা ভয়ঙ্করভাবে রক্তমাখা। দৌড়ে সেখানে যেতে হতভাগ্য চালকের শয়ান দেহ ওয়াটসনদের চোখে পড়ল। লোকটি দীর্ঘকায়, গালে লম্বা দাড়ি, চোখের চশমার একটা কাঁচ কোথায় ছিটকে পড়েছে। মৃত্যুর কারণ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। খুলির একাংশ থুবড়ে বসে গেছে। এ হেন একটা আঘাত পেয়েও যে সে অগ্রসর হতে পেরেছিল এ থেকে তার অসীম প্রাণশক্তির আর সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। পায়ে জুতো, কিন্তু মোজা নেই, আর খোলা কোটের নিচে দেখা যাচ্ছে রাতে পরার একটা শার্ট। এ

যে জার্মান শিক্ষকের দেহ তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রদ্ধার সঙ্গে হোমস শরীরটা প্রথমে উল্টে দিলেন। তারপর প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তার ভ্রূ কুঞ্চন লক্ষ্য করে ওয়াটসনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই ভয়ঙ্কর আবিষ্কারের ফলে অনুসন্ধানের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়েছে।

হোমস বললেন—ঠিক করতে পারছি না ওয়াটসন, এখন আমার কী কর্তব্য। ইচ্ছে হচ্ছে আরোও একটু খোঁজ করে দেখি, কিন্তু ইতিমধ্যেই এত বেশি সময় নষ্ট হয়েছে যে এরপর আরো একটা ঘন্টা নষ্ট করা উচিত নয়। এদিকে খবরটা পুলিশের নজরে আনতে আমরা বাধ্য। অথচ এই বেচারার দেহটাও আবার ফেলে রেখে যাওয়া চলে না।

ওয়াটসন বললেন—একটা চিঠি লিখে দাও, আমিই না হয় পুলিশে খবর দিতে যাই।

হোমস বললেন—দাঁড়াও। এখন আমার তোমাকে চাই। তোমার সাহায্য আমায় নিতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও। ওই যে, একটা লোক ঘাষের চাবড়া তুলছে। ডাকো ওকে—ওকে দিয়েই পুলিশে খবর পাঠানো যেতে পারে।

সন্ত্রস্ত চাষীটিকে ডেকে আনলে হোমস তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে ড. হাক্সটেবলের কাছে পাঠালেন। ওয়াটসনকে বললেন—দুটো সূত্র আমরা আজ সকালে আবিষ্কার করেছি। একটা হল পামার টায়ার যুক্ত একটা সাইকেল আর তার কী পরিণতি হয়েছে, অন্যটি ডানলপ টায়ারের দাগ। সেটার তদন্ত শুরু করার আগে হিসেবে বসা যাক্ কতদূর কী আমরা জানতে পেরেছি, তাতে করে কাজের সুবিধা হবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করব আর যেগুলি আকস্মিক এবং বাহুল্য সেগুলো বর্জন করব। ওয়াটসন, তুমি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, ছেলেটি নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছিল। জানালা দিয়ে নেমে সে বেরিয়ে পড়ছে। হয় একা না হয় আর কেউ তার সঙ্গে ছিল। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এবার, জার্মান শিক্ষকটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। যাবার সময় ছেলেটি সুসজ্জিত হয়েই গেছিল, অতএব সে জানত যে সে কোথায় যাবে। মানে তার গন্তব্যস্থল স্থির ছিল। কিন্তু শিক্ষকটির পায়ে মোজা ছিল না। অবশ্যই তাঁকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হতে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি বেরোলেন? কারণ খাটের কাছে জানালা থেকে ছেলেটির পালিয়ে যাওয়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চড়েই তিনি ছেলেটির অনুসরণে প্রবৃত্ত হন এবং শেষপর্যন্ত মারা পড়েন।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে।

হোমস এবার বললেন—এবার আমার বক্তব্যের সবচেয়ে জটিল ব্যাপারটায় আসছি। কোনো ছোট ছেলের অনুসরণের সময় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে তার পিছু পিছু যাওয়া। কারণ অবশ্যই একথা অনুসরণকারীর জানা যে সে ছেলেটিকে ধরে ফেলতে পারবে। মাস্টার কিন্তু তা করেন নি। তিনি সাইকেলটা নিলেন। তিনি বেশ ভালোই সাইকেল চালাতে পারতেন। তিনি যদি না জানতেন যে ছেলেটির দ্রুত গতিতে পালাবার কোনো উপায় আছে তাহলে নিশ্চয়ই তা করতেন না।

ওয়াটসন বললেন— হুঁ, দ্বিতীয় সাইকেলটার কথা বলছ।

হোমস পুনরায় নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন—আচ্ছা, আগে ঘটনা পরম্পরটা সাজানোর চেষ্টা করা যাক। স্কুল থেকে পাঁচ মাইল তফাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, কোনো গুলি খেয়ে নয়, সেভাবে হত্যা করা যে কোনো বালকের পক্ষেও সম্ভব হত। তার মৃত্যু হয় কোনো বলিষ্ঠ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে। অতএব বুঝতে হবে, পলায়নে ছেলেটির একজন সঙ্গী ছিল। এবং প্রচুর বেগের সঙ্গে তারা চলেছিল, কারণ জার্মান শিক্ষকের মতো অমন নিপুণ চালকের পক্ষেও পাঁচ মাইলের আগে ওদের সমান গিয়েও ধরা সম্ভব হয় নি। অথচ সেখানকার জমি পরীক্ষা করে আমরা কী দেখি? দেখি গরুর ক্ষুরের চিহ্ন, তাছাড়া আর কিছু নয়। চারদিকে ঘুরে ফিরে লক্ষ করে দেখেছি, ওর পঞ্চাশ গজের মধ্যে আর কোনো পথই

নেই। অপর যে সাইকেল আরোহী, হয়তো এই খুনের সঙ্গে কোনো সরাসরি সম্পর্ক তার ছিল না। তেমনি ছিল না মানুষের পায়েরও কোনো চিহ্ন সেখানে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু হোমস তা তো সম্ভব নয়।

হোমস বললেন—চমৎকার, চমৎকার মন্তব্য করলে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব তা। সুতরাং নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল হয়েছে। অথচ তুমিও নিজের চোখেই তা দেখলে। ধরতে পারো ভুলটা কোথায় হয়েছে?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—পড়ে গিয়ে অমনকরে মাথার খুলি ভাঙা সম্ভব নয়। আর জলায় পড়লে কি মাথা অমন চুরমার হয়? এ আমার বুদ্ধির বাইরে হোমস।

হোমস বললেন—ধেৎ, এর চেয়ে কত শক্ত শক্ত সমস্যার আমরা সমাধান করেছি। কিন্তু না হোক প্রচুর মাল-মশলা তো আমাদের হাতে আছে, সদ্ব্যবহার করাই শুধু বাকি। আচ্ছা, পামার টায়ারের ব্যাপারটা তো শেষ হল, এবার দেখা যাক্ ডানলপ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।

আবার চিহ্ন খুঁজে পেয়ে ওয়াটসনরা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন, জলাটা উঁচু হয়ে বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানে প্রচুর উলুখাগড়া। সামনে ঝিরঝিরে ঝরণাটা রেখে ওয়াসনরা এগিয়ে গেলেন। এপর আর চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব ছিল না। ডানলপ টায়ারের চিহ্ন শেষ যেখানে দেখা গেল সেখান থেকে আরোহী হলডারনেস হলে যেতে পারে। উত্তুঙ্গ জমকালো চূড়া বাঁদিকে কয়েকমাইল দূরে দেখা যাচ্ছে, কিংবা সামনের নিচু, ধূসর গ্রামটায় যার ওপরে চেস্টার ফিল্ডের বড় সড়ক।

সরাইখানাটা শ্রীহীন, বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। সেদিক এগোতে এগোতে, তার দরোজাটার ওপরে সাইনবোর্ডে একটা লড়িয়ে মোরগের ছবি। হঠাৎ হোমস আর্ত চিৎকার করে ওয়াটসনের কাঁধ ধরে সামলে নিলেন। বোঝা গেল তাঁর গোড়ালীর সেই পুরোনো ভয়ঙ্কর ব্যথাটা আবার কাবু করে ফেলেছে তাঁকে, এ অবস্থায় তিনি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন। অনেক কষ্টে তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললেন সরাইখানার দরোজা পর্যন্ত। এক কালচে বয়স্ক মানুষ কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল সেখানে।

হোমস তাকে সম্বোধন করে বললেন—কেমন আছেন মি. রিউবেন হায়েস?

কে মশাই আপনি, এত সহজে কেমন করে আমার নাম জানলেন? তার চতুর চোখে সন্দেহের আভা।

হোমস বললেন—কেন, আপনার মাথার ওপরের সাইনবোর্ডেই তো লেখা আছে। কোনো বাড়ির মালিককে দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না। আচ্ছা, আপনার আস্তাবলে কোনো গাড়ি আছে কি?

গ্রাম্য ভদ্রলোক হায়েস ছোট্ট করে বলল—না।

মানে আমি যে একেবারেই মাটিতে পা ফেলতে পারছি না। একদম হাঁটতে পারছি না।

ভদ্রলোক বলল—তাহলে লাফাতে লাফাতে গেলেই তো পারেন।

রিউবেন হায়েসের ব্যবহারটা আর যাই হক সহৃদয় বলা যায় না। কিন্তু তাহলেও শার্লক হোমস তা প্রচুর হৃদ্যতার সঙ্গে নিলেন। বললেন, দেখুন, ব্যাপারটা সত্যিই আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর। যেমন করেই হোক আমায় যেতেই হবে।

হায়েস বলল—তা যেতে হোক্ না তাহলে?

দেখুন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বলছি, যদি একটা সাইকেল দয়া করে দেন তো এক পাউন্ড দিতে পারি।

সরাইখানার মালিক রিউবেন হায়েস কান খাড়া করে রইল বলল—কোথায় যাবেন আপনি?

হোমস বলল—হলডারসেন হলে।

ও, ডিউকের কোনো বন্ধু হবেন নিশ্চয়ই? হোমসদের কাদা মাখা পোষাক লক্ষ্য করে সে টিটকিরির সুরে বলল।

সহৃদয় ভাবে হেসে উঠে হোমস বললেন বন্ধু হই আর না হই আমাদের দেখলে তিনি খুশিই হবেন।

হায়েসের কৌতূহল—কেন? কেন বলুন তো?

হোমস মুচকি হেসে বললেন—কারণ, আমরা তাঁর হারানো ছেলের সন্ধান পেয়েছি।

এ কথায় সরাইওয়ালা যে ভীষণ চমকে উঠল তা বোঝা গেল সহজেই। বলল—অ্যাঁ আপনারা তার খোঁজে বেরিয়েছেন নাকি?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, শোনা গেছে সে লিভারপুলে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তাকে পাওয়া যাবে।

হায়েসের দাড়ি না কামানো ভরাট মুখে আবার এক দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন ওয়াটসনরা। হঠাৎ গ্রাম্য ভদ্রলোকটি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। বলল, ডিউকের ভালো হোক এ আমি চাই না। তাঁর প্রধান কোচোয়ান আমি ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। একজনের মিথ্যে কথায় তিনি কোনো দোষ না দেখিয়েই আমার চাকরি খতম করে দেন। কিন্তু তাহলেও লিভারপুলে তাঁর ছেলের খবর পাওয়া গেছে শুনে আমি খুশি, হলে যাতে আপনি খবরটা পৌঁছে দিতে পারেন সে ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

হোমস বললেন—ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। তারপর আপনি সাইকেলটা নিয়ে আসবেন।

সাইকেল আমার নেই—হায়েস বল।

হোমস তার হাতে একটা এক পাউন্ডের মুদ্রা দিলেন।

হায়েস বলল—বললাম তো, সাইকেল আমার নেই। তবে, দুটো ঘোড়া দিতে পারি, আপনাদের হল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

হোমস মৃদু হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। আগে তো পেটটা ঠাণ্ডা করে নিই।

রান্নাঘরে যখন হোমসরা একা হলেন, অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন ওয়াটসন—অমন তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ব্যথা সেরে যেতে দেখে। প্রায় রাত হয়ে এসেছে। অথচ সেই ভোর থেকে ওয়াটসনদের পেটে কিছুই পড়ে নি। ফলে খাওয়া দাওয়ায় বেশ খানিকটা সময় লাগল। হোমস চিন্তায় ডুবে ছিলেন। দুই একবার উঠে জানালার কাছে গেলেন। সেখান থেকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকালেন। একটা নোংরা উঠোন সেখানে। একটু দূর একটা কোণে একটা কামারশালা। কালি মাখা একটা ছোকরা সেখানে কাজ করে চলেছে। আর অপর পারে হল আস্তাবলড়গুলো। এই জানালার কাছে যাওয়া আর ফিরে এসে চেয়ারে বসা। এ হেন একটা ব্যাপারে পরে আচমকা তিনি সবিস্ময়ে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে—ওয়াটসন, ওয়াটসন, ধরে ফেলেছি, খুব সম্ভব ধরে ফেলেছি ব্যাপারটা। হ্যাঁ, নির্ঘাত ধরে ফেলেছি! আচ্ছা, গরুর পায়ের কোনো চিহ্ন কি তুমি লক্ষ্য করেছ?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, অনেকগুলো ছাপ দেখেছি।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কোথায় লক্ষ করেছ?

কেন, সর্বত্রই তো! পতিত জমিতে, কাদার মধ্যে, রাস্তায় আবার বেচারা হেইডগার যেখানে মারা গেছেন তার কাছেও।

ঠিক। আচ্ছা, ওয়াটসন, কটা গরু তুমি জলার ধারে দেখেছ?

কই একটাও তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

হোমস তখন গম্ভীর স্বরে বললেন—এইখানটাতেই রহস্যের জাল। সর্বত্র গরুর ক্ষুরের চিহ্ন, অথচ কোথাও একটাও গরুর দেখা পেলাম না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ, সত্যিই ভারি আশ্চর্য।

আচ্ছা, ওয়াটসন, মনে মনে একটু পিছন দিকে ফিরে যাও। পথের দাগগুলো দেখেছ তো—মনে পড়ছে কি যে দাগগুলো কোথাও কোথও এইরকম? এই বলে তিনি পাউরুটির কিছু গুঁড়ো এইভাবে টেবিলের ওপর সাজালেন। আর কখনো...আবার কখনো এই রকম

কেমন মনে পড়ছে তো?

ওয়াটসন বললেন—কই না—মনে পড়ছে না।

হোমস বললেন—কিন্তু আমার মনে পড়ছে। যাই হোক, সময় মতো গিয়ে মিলিয়ে দেখা যাবে। কী অন্ধ আমি, তবুও আমি সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি নি।

ওয়াটসন বললেন—সিদ্ধান্ত কী?

হোমস বললেন—সেটা হল এই যে, অত্যন্ত আশ্চর্য সে গরু, যে হাঁটে আর প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে দৌড়োয়। এমনভাবে ভুলপথে চালিত করার বুদ্ধি এই গ্রাম্য সরাইওয়ালার হতে পারে না। পথ তো পরিষ্কারই মনে হচ্ছে। কামারশালার ওই ছোকরাটা ছাড়া কেউ নেই, চল চুপচাপ্ গিয়ে দেখে আসা যাক্।

ভাঙা আস্তাবলে দুটো নোংরা ঘোড়া, একটার পর একটা পেছনের পা তুলে দেখে হোমস সজোরে হেসে ফেলে বললেন, ক্ষুরগুলো পুরোনো হলেও পরানো হয়েছে সম্প্রতি। ক্ষুরের কাঁটাগুলো নতুন। এ মামলা খুবই উল্লেখযোগ্য হবার দাবি রাখে ওয়াটসন। চলো, চলো, কামারশালায় যাই।

ওয়াটসনদের একটুও গ্রাহ্য না করে ছোকরাটা তার কাজ করে চলল। মেঝের ছড়ানো লোহা আর কাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে হোম্‌সের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ। হায়েস হাজির। তার রোমশ দুই ভ্রু বর্বর দুই চোখেল কাছে নেমে এসেছিল। তার কালো মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধের প্রকাশ। একটা ছোট লাঠি তার হাতে। লাঠিটার মাথায় লোহা বসানো। এমন ভয়ঙ্করভাবে সে হোমসদের দিকে এগোতে-লাগল যে পকেটে রিভলভারটা স্পর্শ করে ওয়াটসন আশ্বস্ত হলেন।

তবে রে নরকের টিকটিকি! চিৎকার করে উঠে সে বলল—কী হচ্ছে এখানে শুনি?

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন—সেকি মি. রিউবেন হায়েস—আপনার ভাবসাব দেখে তো মনে হতে পারে আপনার ভয় হচ্ছে—পাছে এখানে কিছু খুঁজে পাই!

আসুন না জনাব, আমার কামারশালা ভালো করে খোঁজ করে দেখুন। কিন্তু জেনে রাখুন, বিনা অনুমতিতে আমার এলাকায় কেউ নাক গলাক—তা আমি পছন্দ করি না। তাই বলছি, পয়সাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান।

আচ্ছা, আচ্ছা—কোনো ক্ষতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, হোমস বললেন—আপনার ঘোড়াগুলো একটু দেখছিলাম আর কি। হেঁটেই ফিরব ভাবছি। কতটা দূর হবে?

হল-এর গেট এখান থেকে দুই মাইলের মতো। বাঁদিকের ওই রাস্তা ধরে চলে যান। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না হোমসরা তার এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন।

একটা মোড় ঘুরতেই সরাইওয়ালাকে যখন আর দেখা গেল না তখন হোমস বললেন—ছোটো ছেলের মতো বলি, সরাইখানাতে বেশ আরামেই ছিলাম হে। যত দূরে যাচ্ছি ততই আমাকে শীত পেয়ে বসেছে। উঁহু, ওখান থেকে ফিরে আসা চলবে না।

ওয়াটসন বললেন—এই রিউবেন হায়েস সে এ ব্যাপারে সবকিছু জানে এতে আমি নিঃসন্দেহ। এমন খচ্চর লোক আমি আর কখনো দেখি নি, যাকে দেখলে চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না।

ও, ওকে দেখে তোমার এই ধারণা হয়েছে, তাই না? হুঁ, ওই যে ঘোড়াগুলো আর ওই হচ্ছে কামারশালা। হ্যাঁ দিব্যি চিত্তাকর্ষক সরাইটা! আর একবার গিয়ে দেখলে হয়—বিনীতভাবে এবার যাব।

চুনাপাথর ছড়ানো বিস্তীর্ণ পাহাড়ের ঢাল হোমসদের পেছনে। রাস্তা ছেড়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছি, এমন সময় হলডারনেস-এর দিকে তাকাতে দেখা গেল। এক সাইকেল আরোহী দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছিল।

নেমে পড়, নেমে পড় ওয়াটসন! ভারি হাতে আমার কাঁধ ধেরে হোমস বলে উঠলেন। লোকটি যখন সবেগে ওয়াটসনদের অতিক্রম করে চলে গেল ততক্ষণে ওয়াটসনরা তার দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছেন। পাক খাওয়া ধুলোর মেঘের মধ্যে এক ঝলকে আমার চোখে পড়ল

একটা ফ্যাকাসে উদ্বিগ্ন মুখ সে মুখেল সর্বত্র আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট। মুখটা হাঁ করা, চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি সামনের দিকে ফেরানো। গত রাতের সপ্রতিভ জেমস উইলডারের ব্যঙ্গচিত্র যেন!

আরে, ডিউকের সেক্রেটারি যে! চলো তো দেখা যাক ও কী করতে চায়!

পাথরের পর, পাথর পার হয়ে ওয়াটসনরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেখানে পৌছে গেলেন, সেখান থেকে সরাইখানা প্রবেশের পথটা চোখে পড়ে। পাশের দেওয়ালে উইলডারের সাইকেলটা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। কারো নড়া চড়ার চিহ্ন নেই, কোনো জানালা দিয়েও ভিতরের কাউকে দেখা গেল না। হলডারসেন হলের আড়ালে সূর্য নেমে যেতে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। সেই অন্ধকারে আস্তাবলে একটা গাড়ির দুটো আলো জ্বলতে দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল আর গাড়িটা পাক খেয়ে রাস্তায় পড়েই মহা বেগে চেষ্টার ফিল্ডের দিকে ধেয়ে চলল।

কী বুঝলে ওয়াটসন? ফিসফিস করে হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

ওয়াটসন—বললেন পালাচ্ছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

হোমস বললেন—যতদূর দেখলাম, তাতে মনে হচ্ছে, গাড়ির আরোহী মাত্র একজন। এবং নিশ্চয়ই সে মি. জেমস উইলডার নয়, কারণ ওই যে তিনি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা লাল আলো চৌকো হয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, তার মাঝখানে ডিউকের সেক্রেটারির কালোমতো চেহারা। তার মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো। অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারো জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। তারপর রাস্তায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। তারপরেই দরোজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার সেই অন্ধকার মিনিট পাঁচেক পরে দোতলার একটা ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল।

হোমস বললেন—ফাইটিং ককের আদব কায়দা তো ভারী অদ্ভুত!

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ আসল পানশালাটা হচ্ছে পেছন দিকটায়। হোমস বললেন—ঠিক। এরা হল, যাকে বলা হয় ব্যক্তিগত অতিথি। কিন্তু এই রাতে মি. জেমস উইলডার এই বিশ্রী জায়গায় কি করছে? আর সঙ্গী যে লোকিট এলো সেই বা কে? এসো ওয়াটসন একটু ভালো করে জানতে হবে ব্যাপারটা।

চুপি চুপি হোমসরা দুজনে রাস্তা পর্যন্ত গেলেন, সেখান থেকে খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে সরাইয়ের দরোজা পর্যন্ত। সাইকেলটা তখনো সেখানে তেমনিই রয়েছে। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে হোমস সাইকেলের পেছনের চাকার কাছে ধরলেন এবং ডানলপের টায়ারের ওপর আলো পড়ায় মুচকি হেসে উঠলেন। বেশ একটু ওপরে সেই জানালা, যেটা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। ফিস্ ফিস্ করে হোম্‌স বললেন—বুঝলে ওয়াটসন ওখান দিয়ে উঁকে মেরে একবার ভেতরটা দেখতে পাই। তুমি দেওয়ালে ভর করে দাঁড়াও। হোমস ওয়াটসনের কাঁধে দুপা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে বললেন—এসো বন্ধু যা জানবার তা জানা গেছে। স্কুল এখান থেকে অনেকটা পথ। অতএব যত। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

পথে একটিও কথা না বলে হোমস স্কুলের কাছে পৌছোলেন, এবং পৌছেও ভিতরে যেতে চাইলেন না। গেলন ম্যাকলটন স্টেশনে। কয়েকটা টেলিগ্রাম করার জন্যে। তখন অনেক রাত। ওয়াটসন শুনতে পেলেন, হোমস ড. হাক্সটেবলকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। জার্মান শিক্ষকের মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ঘরে এলেন কিছু পরেই তখনো তিনি সকালবেলার মতোই চনমনে। বললেন, বন্ধু হে, সবই ঠিক মতোই চলছে। জোর করে বলতে পারি, কাল সন্ধের আগেই আমরা এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারব।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হোমস আর ওয়াটসন হলডারনেস হলের বিখ্যাত ইউ গাছের সারি দেওয়া রাস্তায় ঘুরছিলেন। এলিজাবেথ যুগের জমকালো দরোজা দিয়ে ওয়াটসনদের মহামান্য ডিউকের পড়বার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মি. জেমস উইলডার সেখানে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। তার চোখে মুখে তখনো গত রাতের সেই আতঙ্কের ছাপ রয়ে ছিল।

সে বলল—আপনারা মহামান্য ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কিন্তু আমি দুঃখিত, তার শরীরটা আজ ভালো নেই। অতএব দেখা হওেব না। কাল বিকেলে ড. হাক্সটেবল—এর একটা টেলিগ্রাম থেকে আপনার আবিষ্কারের কথা জানতে পারি।

হোমস বললেন—কিন্তু ডিউকের সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে মি. উইলডার।

সেক্রেটারিটি বললেন—তিনি এখন তাঁর শোবার ঘরে।

তাহলে আমাকে তাঁর শোবার ঘরেই যেতে হবে—হোমস এর দৃঢ় হষ্ঠস্বর। সেখানেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

যেরকম ঠাণ্ডাগলায় দৃঢ়স্বরে হোমস কথাগুলো ছুড়ে দিলেন তাতে উইলডার বুঝলেন যে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাই বললেন—আচ্ছা বেশ, গিয়ে খবর দিচ্ছি যে, আপনি দেখা করতে এসেছেন।

প্রায় আধঘন্টার মতো অপেক্ষা করার পর মহামান্য ডিউক এলেন। তাঁর মুখের চেহারা আগের থেকেও বিশ্রী হয়ে গেছে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। একরাতের মধ্যেই যেন তার বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

অভিজাতপূর্ণ ভঙ্গিতে তিনি হোমসদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর ডেস্কের সামনে বসলেন। তাঁর লাল দাড়ি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। বললেন—কী খবর মি. হোমস?

হোমসের দৃষ্টি তখনও মি. উইলডারের ওপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি ডিউকের বিশেষ মন খুলে কথা বলতে পারব না।

এই কথায় উইলডার খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়লেন।

বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে বললেন—মহামান্য ডিউক যদি ইচ্ছা করেন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেমস, তুমি একটু বাইরে যাও—আচ্ছা এবার মি. হোমস, বলুন কী বলবেন আপনি?

চলে যাওয়া সেক্রেটারি দরোজাটা বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন—কী জানেন ডিউক, ড. হাক্সটেবলের কাছে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে এ মামলায় একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আপনার নিজের মুখে এ কথার সমর্থন চাই মহামান্য ডিউক।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সমর্থন করছি।

হোমস বললেন—যদি আমার খবরটা ঠিক হয় তাহলে টাকাটা হল পাঁচ হাজার পাউন্ড। এটা পাবে যে বলতে পারবে কোথায় আপনার ছেলে আছে। তাই তো?

ঠিক তাই—মহামান্য ডিউক বললেন।

এবং এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারাও এসে যাবে যারা এই আটকে রাখার ব্যাপারে তাকে বা তাদেরকে সাহায্য করেছে, তাই তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিউক অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন। কাজ যদি ভালোভাবে করে থাকেন, মি. শার্লক হোমস, দেখবেন আমার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্যের অভিযোগ করতে পারবেন না।

একথায় হোমস হাত দুটো ঘষতে শুরু করলেন, তাতে ওয়াটসন আশ্চর্য হলেন, কারণ ওয়াটসন তো জানেন হোমস কত নির্লোভ।

হোমস বললেন—মহামান্য ডিউকের চেকবইটা টেবিলের ওপর রয়েছে দেখছি। খুশি হব যদি এখনই ছয় হাজার টাকার একটি ক্রস চেক লিখে আমার হাতে দেন। আমার এজেন্ট হল—'ক্যাপিটাল এন্ড কাউন্টিজ ব্যাংক'-এর অক্সফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ।

অত্যন্ত টান টান হয়ে মহামান্য ডিউক চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলেন। তারপর পাথরের মতো কঠিন দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকালেন। বললেন—এ কি রসিকতা করার সময় মি. হোমস? ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ হালকা নয় অমন।

না, মহামান্য, ডিউক, জীবনে আর কখনো আমি এত আন্তরিক কথা বলি নি।

কী তাহলে চান আপনি?

বলতে চাই যে ওই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি। জানি আপনার পুত্র এবং যারা তাকে আটকে রেখেছে তাদের কয়েক জনকে অন্তত জানি।

মুখের পাংশুবর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে ডিউকের দাড়ি যেন আরো আরো লাল, আরো ভয়াল হয়ে উঠল। দম আটকানো গলায় তিনি বললেন—কোথায় সে আছে?

সে আছে—অন্তত কাল রাত পর্যন্ত সে ছিল 'ফাইটিং কক' সরাইখানায়। আপনার পার্কের গেট থেকে দুই মাইল দূরে সেটা।

চেয়ারে তলিয়ে গেলেন ডিউক। বললেন, এবং এ জন্যে কাকে আপনি অপরাধী করছেন?

এ কথার উত্তরে শার্লক হোমস যা করলেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাড়াতাড়ি এক পা অগ্রসর হয়ে তিনি ডিউকের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন—আপনাকে মহামান্য ডিউক! এবার কষ্ট করে আমাকে চেকটা লিখে দিন।

এ কথায় ডিউক লাফিয়ে উঠে দু হাত শূন্যে কি একটা যেন আঁকড়ে ধরার মতো করলেন। যেন কোনো অতল গহ্বরে অসহায়ভাবে তলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি। সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তারপর আভিজাত্যসুলভ আত্মসংযমের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কথা বলতে তাঁর কয়েক মিনিট সময় লাগল। সেই অবস্থাতেই মাথা না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কতটা আপনি জেনেছেন?

গত রাতে আমি আপনাদের একসঙ্গে দেখেছি।

ডিউক বললেন—এ খবর কি আপনার এই বন্ধুটি ছাড়া আর কেউ জানে?

না, আমি কাউকে বলি নি—হোমস বললেন।

কাঁপা আঙুলে একটা কলম নিয়ে ডিউক চেকবইটা খুললেন। বললেন, কথা যা দিয়েছি তা অতি অবশ্যই রাখব। যে খবর আপনি আমায় দিলেন তা যতই আমার অপছন্দ হোক, ঘোষণাটা যখন করেছিলাম তখন ভাবতেও পারি নি ঘটনাটা এইভাবে ঘুরে যাবে। মি. হোমস, আপনাদের দুজনকে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন বলে ধরে নিতে পারি?

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মহামান্য ডিউক।

পরিষ্কার করে খুলে বলছি আপনাদের কাছে মি. হোম্‌স্‌। খবরটা যদি আপনি আর আপনার বন্ধু ড. ওয়াটসন ছাড়া আর কারো জানা না থাকে তাহলে তা অন্য কারো কানে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। এ জন্যে বারো হাজার পাউন্ড আপনার পাওনা হোক বলেন?

হোমস এ কথায় হেসে ফেললেন। মাথা নেড়ে হোমস। বললেন, মহামান্য ডিউক, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন মোটেই তা নয়। এই জার্মান শিক্ষকের মৃত্যুর একটা জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু জেমস ও ব্যাপারের কিছুই জানত না। এর জন্যে আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। এর জন্যে দায়ী সেই জানোয়ার যাকে সে দুর্ভাগ্যবশত কাজে লাগিয়েছিল।

মহামান্য ডিউক আপনাক একটা কথা মানতেই হবে, যে কোনো অপরাধের জন্যে যে দায়ী, দুষ্কর্মের যে-কোনো ফলাফলের জন্যেও নীতিগতভাবে সে দায়ী। হোমসের দৃঢ় মন্তব্য।

ডিউক বললেন—নীতিগতভাবে অবশ্য তাই, মি. হোমস, কিন্তু আইনের চোখে নয়। হত্যাকাণ্ডকে যে মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে, তার অনুপস্থিতিতে কোনো হত্যাকাণ্ড হলে সেজন্যে তাকে দায়ী করা যায় না। খবরটা পাওয়ামাত্র আতঙ্কে আর অনুশোচনায় তার মন এমনই পূর্ণ হয়ে ওঠে যে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে এসে খোলাখুলিভাবে স্বীকারোক্তি করে এবং তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে খুনিটার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে। ওকে বাঁচাতেই হবে মি. হোমস। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে।

আত্মসংযমের শেষ চেষ্টা ডিউকের ব্যর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত স্নায়বিক আক্ষেপের চিহ্ন তাঁর মুখে। উন্মত্তের মতো তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ছেন। শেষপর্যন্ত নিজেদের সামলে তিনি আবার গিয়ে তাঁর ডেস্কে বসলেন। বললেন—বড় ভালো করেছেন আর কারো কাছে না বলে প্রথমেই আমার কাছে এসে, কারণ আর কিছু না হোক কীভাবে চললে এই ভীষণ কেলেঙ্কারিটা যথাসম্ভব হালকা করে দেখানো যেতে পারে সে বিষয়ে আপনার উপদেশ নিতে পারব।

হোমস বললেন, ঠিক। এবং এটা সম্ভব হবে যদি আমরা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমার ইচ্ছে, কিন্তু তার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনাটা আমার জানা দরকার। জানি আপনি মি. জেমস উইলডারের কথা উল্লেখ করছেন এবং বলছেন এ খুন তিনি করেন নি।

ডিউক বললেন—ঠিকই। এবং আসল খুনি পালিয়েছে।

গম্ভীরভাবে হোমস হাসলেন এ কথায়।

মহামান্য ডিউক হয়তো আমার সুনামের কথা শোনেন নি। যদি শুনতেন, তাহলে বুঝতেন যে আমার হাত এড়িয়ে পালানো অতো সহজ নয়। খবর পেয়েছি রিউবেন হায়েস রাত এগারোটায় চেস্টার ফিল্ডে ধরা পড়েছে। আজ সকালে স্কুল থেকে বেরোবার আগে স্থানীয় পুলিশ থেকে সেই মর্মে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি।

চেয়ারে হেলে পড়ে ডিউক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে হোমসের দিকে তাকালেন। আপনার দেখছি অতিমানবিক ক্ষমতা মি হোমস। হুঁ রিউবেন হায়েস ধরা পড়েছে তাহলে? ভারী খুশি হলাম শুনে। কিন্তু এর ফলে জেমসের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না তো?

মানে, আপনার সেক্রেটারির ওপর? হোমসের প্রশ্ন।

ডিউক বললেন—না, আমার পুত্রের ওপরে। এবার হোমসের বিস্মিত হবার পালা। বললেন—স্বীকার করছি এ খবর আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন মহামান্য ডিউক। আর একটু পরিষ্কার করে বলুন দয়া করে।

কিছুই আমি আপনার কাছে গোপন রাখব না। ডিউক বললেন—জেমসের নিবুদ্ধিতা আর ঈর্ষার ফলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে এখন সমস্ত কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করাই সবচেয়ে ভালো। আমার পক্ষে তা যতই কষ্টকর হোক। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

নিতান্ত অল্প বয়সে অত্যন্ত গভীরভাবে আমি প্রেমে পড়েছিলাম। অমন ভালোবাসা জীবনে একবারই সম্ভব। মহিলাটিকে আমি বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, অমন এক বিবাহের ফলে আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে। তিনি বেঁচে থাকলে আমি সারা জীবন বিয়েই করতাম না। তিনি এই শিশুটিকে রেখে মারা যান। তাঁরই স্মৃতিতে আমি একে ভালোবেসে এসেছি, যত্ন করে মানুষ করেছি, সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দিয়েছি। এই পিতৃত্বের পরিচয় আমি জনসমাজে প্রকাশ করতে পারি নি। আর ছেলেটি বড় হওয়া থেকেই আমি তাকে আমার কাছে রেখেছি।

কিন্তু কালক্রমে সে আমার এই গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বসে এবং সেই থেকে আমার কাছে উত্তরাধিকারের দাবি করে বসে। কারণ সে জানত, কেলেঙ্কারিটা প্রকাশ পেলে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। তার উপস্থিতির সঙ্গে কিন্তু আমার জীবনের অসুখী পুত্রের কিছু সম্বন্ধ আছে। আমার এই আইনসম্মত কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সে প্রথমে থেকেই অত্যন্ত ঘৃণা করত। তা সত্ত্বেও আমি জেমসকে আমার বাড়িতে রেখেছিলাম, কারণ তার মুখে আমি তার মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, যার জন্যে আমার মানসিক যন্ত্রণার শেষ নেই। তাছাড়া জেম্‌স্‌ চলনে বলনে প্রতি পদেই এমন করে তার মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয় যে তাকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার খুব ভয় ছিল পাছে সে আর্থারের অর্থাৎ লর্ড স্যালটায়ারের কোনো অনিষ্ট করে, যে জন্যে আর্থারকে আমি ড. হাক্সটেবল্‌-এর স্কুলে পাঠিয়ে দিই।

এখন, এই হায়েস লোকটার সঙ্গে জেমসের আলাপ হয়, কারণ লোকটা ছিল আমার এক ভাড়াটিয়া এবং জেম্‌স্‌ই যোগাযোগ কাজটা করে। গোড়া থেকেই লোকটা ছিল রাস্কেল। কিন্তু কোনো আশ্চর্য উপায়ে তার জেম্‌সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। নিচু ঘরের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা প্রবণতা ছিল তার। জেম্‌স্‌ যখন আর্থারকে নিয়ে যাবে ঠিক করে, এই লোকটার সাহায্যই সে গ্রহণ করে তখন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি ওই শেষ দিন একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

জেম্স্ সে চিঠি খোলে, তার সঙ্গে আর একটি চিঠি ঢুকিয়ে দেয় এই লিখে যে, যেন আর্থার অবশ্যই স্কুলের কাছে বন র‍্যাগেড শতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এবং ডাচেসের (আর্থারের মায়ের নাম) নাম ব্যবহার করে সে। এইভাবেই সে আর্থারকে বার করে আনে স্কুল থেকে। সেদিন সন্ধ্যায় জেম্স্ সাইকেল চড়ে বেরিয়ে পড়ে। এ সবই জেম্স্, আমার কাছে স্বীকার করেছে। সেই বনে গিয়ে জেম্স্ আর্থারকে বলে যে তার মা তাকে দেখতে চান। পতিত জমির ওখানে তিনি অপেক্ষা করছেন। আর বলে, আর্থার রাত বারোটার সময় বনের মধ্যে এলে একটা ঘোড়া আর একজন সহিসকে দেখতে পাবে, সেই সহিত তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। বেচারা আর্থার এই ফাঁদে পা দেয়। যথাসময়ে সে আসে, দেখে এই হায়েস লোকটা একটা টাট্টু ঘোড়া নিয়ে হাজির। আর্থার ঘোড়াটায় চড়ে বসে, তারপর বেরিয়ে পড়ে দুজনে। মনে হয়—এ কথাটা অবশ্য জেম্স্ মাত্র গতকাল শুনেছে। কে বা কারা তদের পিছু নিয়েছিল এবং হায়েস তাকে লাঠি দিয়ে এমন্ত প্রহার করে যে মারা যায় লোকটি। হায়েস আর্থারকে নিয়ে চলে আসে ফাইটিং কক সরাইখানায়। সেখানকার একটা উপরতলার ঘরে আটকে রাখে আর্থারকে, তার পরিচর্যার ভার দেয় মিসেস হায়েস-এর ওপর। এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে দয়া-মায়ার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বর্বর স্বামীর ওপর সে কোনো কথাই বলতে পারত না।

দুদিন আগে যখন আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, মি. হোমস তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল এই। আসল ঘটনাটা সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জেনেছেন, ততটুকু জানতাম আমি। যদি জিজ্ঞাস্য করেন এতে জেম্সের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাহলে বলি, আমার প্রকৃত উত্তরাধিটির ওপর তার এমনই ঘৃণা, যা অযৌক্তিক অন্ধ আক্রোশের পর্যায়ে পড়ে। জেমসের মতে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা তারই ওপর বর্তানো উচিত এবং যে সব সামাজিক আইনের জন্যে সেটা সম্ভব হল না সেসব কিছুর উপরেই তার গভীর বিতৃষ্ণা। এবং সেই সঙ্গে একটা মতলবও তার ছিল, সে চাইছিল এই উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা বাতিল করি বলে যে এ আমার পক্ষে সম্ভব। একটা দর-কষাকষি করতে চাইছিল, হয়তো বলতে চাইছিল যে আর্থারকে ফেরত দেবে যদি আমি এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বাতিল করে উইল মারফৎ সমস্ত সম্পত্তি তার নামে করে দিই। ভালো করেই সে জানে যে কখনোই আমি স্বেচ্ছায় তাকে পুলিশে দেব না। বলছি না এ রকম প্রস্তাব সে আমার কাছে করেছে, তবে, তার মতলব ছিল তাই।

কিন্তু যে সব ঘটনা একটার পর একটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটে গেল তাতে সে অবকাশ সে পায় নি। তার সমস্ত মতলব বানচাল হয়ে যায় আপনি হেইডগারের মৃতদেহটা আবিষ্কার করার ফলে। খবরটা পেয়ে সে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। খবরটা যখন আসে আমরা তখন পড়বার ঘরে বসেছিলাম। ড. হাক্সটেবল একটা টেলিগ্রাম পাঠান। দুঃখে উত্তেজনায় জেমস এমন অভিভূত হয়ে উঠেছিল যে আমার মনে যা ছিল কেবল সন্দেহ তা নিশ্চিত হয়ে উঠল এবং আমি তাকে এ বিষয়ে চাপ দিলাম তখন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সে সমস্ত দোষ স্বীকার করল এবং আমাকে অনুরোধ করল যেন আর তিনটি দিনের জন্যে ব্যাপারটা প্রকাশ না করি। তার শয়তান সহকর্মী যাতে পালিয়ে বাঁচার সময় পেতে পারে। আমি তাতে নরম হলাম—তার সব ব্যাপারেই আমাকে আগেও নরম হতে হয়েছে। আর এখন যখন নরম হলাম সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল ফাইটিং ককে হায়েসকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর তার পালাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। পাছে কথা ওঠে তাই দিনের আলোয় আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না।

কিন্তু সেই রাত হল তাড়াতাড়ি আমি গেলাম আমার স্নেহের আর্থারকে দেখব বলে। দেখলাম সে ভালোই আছে এবং বেশ নিরাপদেই আছে, যদিও সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সে দেখেছে তাতে এমন আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে যা বর্ণনার অতীত। নিতান্ত কথা দিয়েছি বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজি হতে হল তিন দিনের জন্যে তাকে হায়েসের স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখতে। পুলিশে খবর দিতে পারছি না, কারণ তাহলেই তো খুনেটার ঠিকানাও দিতে হবে। আর তাকে ধরিয়ে দেয়া মানে জেম্সের সর্বনাশ ডেকে আনা। আপনি বলেছিলেন খোলা খুলিভাবে সব

বলতে, মি. হোমস সেই কথামতো সবকিছু বলে ফেললাম। এখন আমি আমাকে খোলাখুলি বলুন আমার এখন কী করা উচিত?

হোমস বললেন—হ্যাঁ, বলছি। প্রথমেই বলে নিই, মহামান্য ডিউক বাহাদুর এতে করে আপনি আইনের চোখে এক অত্যন্ত বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। একটা অপরাধ আপনি করেছেন, একটা খুনীকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। কারণ খুনীটা পালাবার জন্যে জেমস যে টাকা খরচ করেছিল তা আপনারই টাকা। আর তা আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল।

কথাটা ডিউক বাও মেনে নিলেন।

ব্যাপারটা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর এবং আমার মতে, মহামান্য ডিউক, তার চেয়েও বেশি অপরাধ আপনি করেছেন আপনার ছোট ছেলের প্রতি। তিন তিনটে দিন আপনি তাকে ওই অন্ধ গুহায় আটকে রেখেছেন।

ডিউক বললেন—কিন্তু ওরা তো শপথ করে বলেছিল—

হোমস বললেন—ও সব মানুষের আবার শপথের দাম কী? এবং আবার যে ওরা ওকে গুম করবে না এ ব্যাপারেই বা আপনি কী করে নিশ্চিত ছিলেন? অপরাধী বড় ছেলেকে খুশি করবার জন্যে আপনি আপনার নিরপরাধ ছোট ছেলেকে এক আসন্ন বিপদের মধ্যে ফেলেছিলেন, অথচ যার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় এটা।

হলডারনেসের গর্বিত ডিউক এভাবে কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। তাও আবার তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর উঁচু কপালে রক্তের আভাস দেখা দিল। কিন্তু তবুও বিবেকের তাড়নায় তাঁর মুখে একটিও কথা ফুটল না।

হোমস বললেন—আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র একটি শর্তে। সেটা হল, আপনি ঘন্টা বাজিয়ে আপনার ভৃত্যকে ডাকবেন এবং আমি তাকে যে আদেশ করব তাতে কোনো আপত্তি করতে পারবেন না।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডিউক উলেক্‌ট্রিক ঘন্টাটা বাজালেন। এক ভৃত্য প্রবেশ করল। হোমস বললেন —শুনে খুশি হবে, লর্ড স্যালটায়ারকে পাওয়া গেছে। ডিউকের ইচ্ছে এক্ষুনি একটা গাড়ি করে ফাইটিং কক সরাইখানা থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়।

খুশিমনে ভৃত্যটি চলে গেলে হোমস বললেন—ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এখন কারবার অতীতকে নিয়ে। এ বিষয়ে আমরা অতোটা কড়াকড়ি না করলেও আমি কোনো সরকারি কর্মচারী নই। এবং সুবিচার যেখানে খর্ব হচ্ছে না।' সেখানে কেন আমি অকারণে এসব কথা ফাঁস করব? আর, হায়েস সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। তার জন্যে ফাঁসি কাঠ অপেক্ষা করে আছে। কোনো চেষ্টাই আমি করব না তার জন্যে। জানিনা সে কী প্রকাশ করে বসবে, কিন্তু মহামান্য ডিউক, নিশ্চয়ই আপনি এ কথা তাকে বোঝাতে পারবেন যে কিছু না প্রকাশ করাই তবে তার পক্ষে মঙ্গল।

পুলিশের চোখে তার অপরাধ, টাকা আদায়ের জন্যে ছেলে গুম করা। নিজে থেকে যদি পুলিশ ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে না নিতে পারে আমি কেন এ ব্যাপারে নাম গলাতে যাব। তবে একটা বিষয়ে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মহামান্য ডিউক, মি. জেমস আপনার সান্নিধ্যে থাকলে তার ফল অত্যন্ত বিষময় হবে।

তা আমি বুঝি মি. হোমস ডিউক বললেন—তাই আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, চিরদিনের মতো সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করবে।

সেক্ষেত্রে মহামান্য ডিউক, নিজে থেকেই যখন আপনি বলেছেন যে ওঁর উপস্থিতির ফলে আপনার বিবাহিত জীবনে অশান্তি এসেছে আমি বলব, আপনি আপনার স্ত্রী ডাচেসের সঙ্গে সম্পর্কটা পুনরায় যথাসম্ভব সহজ করে আনবেন এবং চেষ্টা করবেন আপনারা যাতে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ছোটো ছেলেকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারেন।

হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করছি মি. হোমস আজই ডাচেসকে একটা চিঠি দিয়েছি।

হোমস বললেন—তাহলে তো মহামান্য ডিউক, উত্তরাঞ্চলের এই অভিযানে অনেকগুলো ব্যাপারে সুষ্ঠ সমাধানের জন্যে আমরা কৃতিত্বের দাবি করতে পারি। আর একটা মাত্র সামান্য

ব্যাপারে আমার একটু জানা বাকি আছে। এই শয়তান হায়েস তার ঘোড়ার পায়ে এমন ক্ষুর পরিয়েছিল যেগুলোকে গোরুর ক্ষুরের নকল বলা যেতে পারে। এমন একটা অদ্ভুত বুদ্ধি কী মি. জেমস উইলডারের মস্তিষ্কপ্রসূত?

কয়েক মিনিট চিন্তা করলেন মহামান্য ডিউক। অপার বিস্ময় তাঁর মুখে ফুটে উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় ঘরের দরোজা খুললেন। ঘরটা সাজ ঘরের মতো সুন্দর করে সাজানো। ঘরের কোণে রাখা একটা কাচের বাক্সের কাছে হোমসদের নিয়ে গেলেন ডিউক। সেখানে একটা লেখা খোদাই করা ছিল, 'এই ক্ষুরগুলো হলডারনেস হলের চারিপাশে পরিখা খননের সময় পাওয়া যায়। ঘোড়ার পায়ের জন্যে তৈরি হলেও ওগুলোর নিচের দিকটা গোরুর লোহার ক্ষুরের মতো দ্বিধা বিভক্ত। এর উদ্দেশ্য হল কোনো আক্রমণকারীকে ভুল পথে চালিত করা। এগুলো মধ্যযুগীয় হল ডারনেসের ব্যারনদের ছিল।'

বাক্সের ডালাটা খুলে হোমস হাতের আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে একটা ক্ষুরের ওপর বুলিয়ে দিলেন। কাদার একটা পাতলা প্রলেপ হোমসের আঙুলে লাগল।

ওয়াটসনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর হোমস ডিউকের চেকটা ভাঁজ করে সযত্নে সাবধানে তার নোটবুকটার মধ্যে রাখলেন।